সম্বন্ধনির্ণয়

—:*:—

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

ব্রাহ্মণ ও অপরাপর শ্রেণীর
এবং
বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালীর
বংশাবলী ও কুল-পরিচয়।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

চতুর্থ সংস্করণ

সন ১৩৪৮ সাল।

মূল্য দুই টাকা আট আনা মাত্র।

মূল্য বৃদ্ধি চারি আনা মাত্র।

৯৩।৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

সম্বন্ধ-নির্ণয়--

প্রথম পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১।০
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৸০
তৃতীয় পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১॥০
চতুর্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৸০
পঞ্চম পরিশিষ্ট—১ম খণ্ড মূল্য ১৲
ষষ্ঠ পরিশিষ্ট—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড মূল্য ৰা০

কলিকাতা, ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীটস্থ।
ইউনাইটেড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচর্য্যে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।
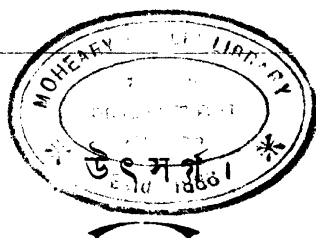
দেবর্ষি রূপেতে হইয়া পূজ্য
লভিলে বঙ্গে আসন উচ্চ,
সমাজ-ইতির দিব্য দীধিতি
ছড়ালে উজলি দেশেতে প্রাচ্য।
দেশের গৌরব মহামহায়ান্
গরায়ান্ স্বীয় গর্ব্বিত কুলে,
জাতীয় গৌরব ভাতিল দেশেরে
তোমার সিদ্ধ সাধনা বলে।
কুড়ায়ে তোমার রতনরাজি—
বাণীর মন্দিরে (যাহা) রাখিয়া গেলে
দীন পুত্র তোমা দিতেছে অর্ঘ্য—
গঙ্গা-পূজা যথা গঙ্গার জলে।

মহান্ সৎসতী তলায়ৈ নমর্ভো।

প্রকাশকের নিবেদন

—— •:*:• ——
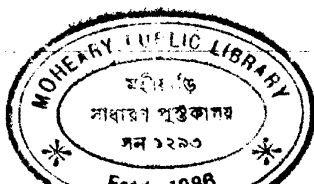
৺শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অনুকম্পায় আমরা ইতিপূর্ব্বে ১৩৪৬ সালে 'সম্বন্ধনির্ণয়ে'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিশিষ্ট. ১৩৪৮ সালের পৌষ পার্ব্বণের দিন চতুর্থ পরিশিষ্ট, শ্রীশ্রীবটন্তী কালিকা পূজার দিন (১লা মাঘ, ১৩৪৮ সাল) পঞ্চম পরিশিষ্ট, প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আর আজ এই শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মাপূজার দিন ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট প্রকাশে সমর্থ হইলাম।

বঙ্গবাসীর এরূপ হিতকর মহামূল্য প্রাচীনতম সামাজিক গ্রন্থখানি প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটায় দেশবাসী আমাদের নিকট অনুযোগ করিতেছেন. তাঁহাদের এই অনুযোগ উপেক্ষনীয় নহে ; তাই দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে আমরা যতদূর নূতন তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। বিলম্বের কারণ অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ জনগণের ঔদাসীন্য এবং নিজেদের সময়ের অভাব ; কিন্তু স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রেরণায় ও তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী ধারাবাহিক বংশ-পরিচয়াদিসহ রক্ষা না করিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পক্ষে স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সে কারণ আমরা ধারাবাহিক বংশাবলীর সহিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশপরিচয়াদি দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যতদিন আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের স্মৃতি সমুজ্জ্বল থাকিবে, যতদিন আমরা তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপের সারবত্তা, তাঁহাদিগের মহত্ব, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, সাহস, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের আলোচনা করিতে থাকিব, ততদিনই আমাদিগের অন্তঃকরণে নিজে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। নিজ বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব নষ্ট হয়। ইউরোপে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভিন্ন কাহারও রীতিমত পরিচয় রক্ষিত নাই এবং যাঁহাদিগের বংশ পরিচয় আছে—তাঁহারাই সদ্বংশীয় বলিয়া সম্মান পাইয়া থাকেন।

জাতির নিজস্ব ভিত্তিকেই দৃঢ় করিয়া কালোপযোগী সমাঞ্জস্য বিধানে সমাজ ও সভ্যতার উন্নততম শিখরে আরোহণ করাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সহস্র সহস্র যুগ সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে আর্য্য ঋষিগণ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা উন্নততর সামাজিক জীবনধারণোপযোগী উচ্চ আদর্শ এযাবৎ কেহই দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের সাধনাপ্রভাবে আজিও ভারতভূমি লোক সৃষ্টির আদিযুগ হইতে বিপুল বিশ্বে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়া চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম। তাই আজিও ভারতীয় সভ্যতা জীর্ণ ও মুমূর্ষ অবস্থায় জীবিত রহিয়াছে। ভারত স্বাধীনতা হারাইয়াও পিতৃপুরুষগণের আচার ও রীতিনীতি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই।

অনেকে বলেন ভারতে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই তাহার অধোগতির কারণ. প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম কখনও ধ্বংশের কারণ হইতে পারে না, ধর্ম্মের অপব্যবহারই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। সত্যই আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি। বৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা যেমন তাহার সজীবতার লক্ষণ, ধর্ম্মের বহু সম্প্রদায়ও উহার জীবন্ত লক্ষণ।

আমরা কুসংস্কার ও ভ্রষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়া আবার স্বধর্ম্মে ও স্বসমাজে একান্ত অনুরক্ত হইলে মহাজনগণের আশীর্ব্বাদে ও ঈশ্বরের অপার করুণায় পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইব ইহাতে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে, সমস্ত জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য; কাগজের অবস্থা আরও শোচনীয়, সুতরাং বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত থাকিলেও তাহা এই পরিশিষ্ঠে সংযোগ করিবার সুযোগ হইল না।

এই ৬ষ্ঠ পরিশিষ্টে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি শ্রেণীরই বংশাবলী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার প্রথম খণ্ডে কেবল ব্রাহ্মণ বংশ, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী ও তৃতীয় খণ্ডে "বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালীর" বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বলা বাহুল্য যে উক্ত ৩য় খণ্ডের বিবরণাদি সংগ্রহে আমাদের অধিকতর পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইতেছে এবং বর্ত্তমানে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গ্রাহকবর্গের সন্তোষবিধানের জন্য অনেকগুলি বিখ্যাত বংশাবলী বাদ দিয়াই গ্রন্থ প্রকাশে বাধ্য হইলাম। সপ্তম পরিশিষ্টে অবশিষ্ট ও নূতন সংগৃহীত বংশ-পরিচয়গুলি দেওয়া হইবে; সুতরাং আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, সকল শ্রেণীর সামাজিক বাঙ্গালী হিন্দুই এখন হইতে নিজ নিজ বংশপরিচয়াদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের গ্রাহক সংখ্যাভুক্ত হইয়া ঐ তথ্যগুলি ম্যানেজারের নামে পাঠাইয়া আমাদের এই মহৎ কর্ম্মে সহায়তা করিবেন।

সম্বলপুরের ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস সংগ্রহে ব্যাপৃত অবসরপ্রাপ্ত প্রখ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীলশ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রম পূজারী মহাশয়, ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার রাচী নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং কটক কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ,

মহাশয় এই ষষ্ঠ পরিশিষ্ট প্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই বংশাবলী খণ্ড গুলিতে আমরা জাতিসাধারণের পদমর্য্যাদা, সামাজিক স্থিতিসন্নিবেশ অনুন্নত শ্রেণীর উন্নত শ্রেণীতে উত্থিত হওয়ার দাবী অর্থাৎ জাতীয় মীমাংসার সূক্ষ্ম বিচারাদি স্থগিত রাখিয়াছি। জাতীয় সংজ্ঞা, পদবী বিভ্রাট, গোত্র-বিভ্রাট, প্রভৃতি যে কোন ভুলভ্রান্তি এই পরিশিষ্ট গুলিতে পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের জানাইতে ভুলিবেন না।

গ্রন্থের মূল ঐতিহাসিক খণ্ডে ঐ সমস্ত ভুল সংশোধিত হইবে এবং উহাতে জাতিসাধারণের সামাজিক ন্যায্যদাবী উপযুক্ত প্রামাণাদি সহ আমাদিগের বিচারপ্রার্থী হইলে উহা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

সরস্বতীর বরপুত্র মহামান্য স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মধ্যম পুত্র জনপ্রিয় দেশহিতৈষী হিন্দুনেতা ও বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের শুভেচ্ছায় মহামূল্য সামাজিক গ্রন্থখানি সাধারণে প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

এক্ষণে ৺শ্রীশ্রীভগবানের নিকট মহামান্য ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শুভ কামনা, জগৎব্যাপী যুদ্ধের বিরতি, যুদ্ধে ভারত-সম্রাটের জয়লাভ ও সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি কামনা জানাইয়া ক্ষান্ত হইলাম। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৯ সাল
শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মাপূজা

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

সম্বন্ধ-নির্ণয় ষষ্ঠ পরিশিষ্ট প্রথম খণ্ড

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের শাখা-সূচী

চট্টোপাধ্যায় বংশ

বিষয় ... পৃষ্ঠ

চট্ট অবসথী (দাশরথি রায় ও দুর্গাদাস রায় বংশ) ... ৬-৭

চট্ট চৈতল মহেশের ধারা ... ১৮-১৯

চট্ট অবসথী মধু প্রমুখ কিঙ্কর বংশ ... ২০-২১

চট্ট ঐ ছকুরামের ধারা ... ২২-২৫

চট্ট বহুরূপ পুত্র গোবিন্দের ধারা ... ৪৭-৫১

মুখোপাধ্যায় বংশ

মুখুটি নৃসিংহের সন্তান ... ১-২

মুখুটি যোগেশ্বর পণ্ডিত বংশ ... ২-৩ ও ৩৩-৩৪

ফুলের মুখুটি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বংশাবলী ... ২৬-২৮

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

গড় বাঙ্গালপাশ প্রজাপতির সন্তান ... ৩-৫

সাগরদিয়া রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ধারা ... ৯-১০

সাগরদিয়া রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী বংশ ... ১০-১২

সাগরদিয়া রঘুরাম চক্রবর্ত্তী বংশ ... ১৩-১৮

বাকসা নিবাসী সতীশচন্দ্র রায়ের বংশ ... ৩৫-৩৭

কাঁটাদিয়া বন্দ্যো বংশ (ভবানীপুর, চন্দ্রশেখর বন্দ্যো বংশ) ৭৩

শ্রোত্রিয় বংশ

ধর্ম্মপুরেরে মিশ্র বংশ ... ১২

শিমলাল (কর্ণবালের ধারা) ... ৩৪

কুশারী (চান্দনী, ফরিদপুর জেলা) ... ৪৫-৪৬

পুশিলাল শ্রোত্রিয় (চুড়াইল, ঢাকা জেলা) ... ৭৪-৭৬

বিষয় পত্রাঙ্ক

বারেন্দ্র বংশ

লাহিড়ী মহাপতি বা মহামিশ্রের ধারা ... ৭-৯

অপরাপর ব্রাহ্মণ

মৈথিল ব্রাহ্মণ (রুষ্টপুর, শ্রীহট্ট জেলা) ... ২৯-৩১
উড়িয়া ব্রাহ্মণ (সুতাহাটা, মেদিনীপুর জেলা) ... ৩৭-৩৯
আরণ্যক বা ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণ (সম্বলপুরের পূজারী গোষ্ঠীর বংশ পরিচয়) ৪০-৫৫
উড়িয়া ব্রাহ্মণ (পুরুষোত্তমপুর, মেদিনীপুর জেলা) ... ৫২-৫৭
উড়িয়া ব্রাহ্মণ (পুরুষোত্তমপুর, মেদিনীপুর জেলা) ... ৫৮-৬৪
উড়িয়া ব্রাহ্মণ (কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর জেলা) ... ৬৫-৭২

ব্যক্তি-সূচী

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ... ২
ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ... ৩
রামতনু ভট্টাচার্য্য ... ৫
দাশরথি রায় (প্রসিদ্ধ পাচালীকার ও গায়ক) ... ৭
প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী, বি-এ ... ৮
তেজেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিপুরা আরগতলা ষ্টেটের খ্যাতনামা উকীল) ১১
মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৪
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ... ১৯
সুরেন্দ্র, ফণীন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্-সি ২১
সত্যপতি চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্-সি ... ২৪
মহেন্দ্র রায় (রাজা) ... ২৬
রাজীব (রায়বাঘিনীসম্মত কালাপাহাড়) ... ২৬

ব্যক্তি সূচী

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ভূপতি রায় (রাজা)	...	২৬
নরেন্দ্র রায় (রাজা)	...	২৭
ভারতচন্দ্র (রায় গুণাকর)	...	২৭
উদয়চন্দ্র রায় (বিখ্যাত নৈয়ায়িক, মেদিনীপুর)	...	২৭
সতীশচন্দ্র রায়	...	২৭
কৃষ্ণরাম (রাজা)	...	২৬ ও ২৮
পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ	...	২৮
রাধাচরণ উপাধ্যায়	...	২৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	...	৩১
নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী জ্যোতীরঞ্জন	...	৩১
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ (প্রফেসর)	...	৩৩
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, (প্রফেসর)	...	৩৩
রামলাল শর্ম্মা মণ্ডল	...	৩৪
সতীশচন্দ্র রায়	...	৩৫
উলখিরাম পণ্ডা, বিশ্বনাথ পণ্ডা ও শ্রীকান্ত পণ্ডা	...	৩৮
ত্রিবিক্রম পূজারী (রায় বাহাদুর)	...	৪২
ডাক্তার সনাতন পূজারী (রায় বাহাদুর)	...	৪২
অচ্যুতানন্দ পূজারী (Executive Engineer, P.W.D. Orissa)		৪২
সচ্চিদানন্দ পূজারী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্)	...	৪২
রামনারায়ণ মিশ্র, এম্-এ, বি-এল্ (প্রসিদ্ধ উকীল, সম্বলপুর)		৪৪
রামচন্দ্র মিশ্র, এল্-এম্-এস্	...	৪৪
গৌরীশঙ্কর মিশ্র (চেয়ারম্যান, সম্বলপুর মিউনিসিপালিটি)		৪৪

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট—ব্রাহ্মণ বংশ

ভরদ্বাজ গোত্র ফুলের মুখুটি নৃসিংহের সন্তান

শীতলগ্রাম, পোঃ Koychar, বর্দ্ধমান জেলা।

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য সাখা ৺জীবনকৃষ্ণ ঠাকুরের কন্যা প্রিয় সখী দেবীকে ৺রামনাথ মুখো বিবাহ করিয়া শীতল গ্রামে বাস করেন।

রামনাথ ১। সুত মথুরানাথ ২। সুত নিত্যানন্দ ৩। সুত উমেশ, বিশ্বনাথ, মহেন্দ্র ও গোপাল ৪। উমেশ সুত রামারণ্য ও রামপদ ৫। রামারণ্য সুত ক্ষুদিরাম, গোবর্দ্ধন ও সনাতন ৬। রামপদ সুত কমলকৃষ্ণ ৬।

বিশ্বনাথ সুত রামরঞ্জন ও রামরাম ৫। রামরঞ্জন সুত ত্রিভঙ্গ, গোলক ও বংশী ৬। রামরাম সুত শ্রীধর ৬।

মহেন্দ্র সুত রামসত্য ও রামকিঙ্কর ৫। রামসত্য সুত দেবনারায়ণ ৬। রামকিঙ্কর সুত বিনয় ৬।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত তীর্থযাত্রাচ্ছলে পিতামাতার অনুমতি লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হন এবং যাজিগ্রামে আসিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কিছুদিন মহাপ্রভুর সহিত থাকিয়া শেষে শীতল গ্রামে আসিয়া ৺গোপীনাথ জী ও মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করিয়া শিষ্যদিগকে সেবার ভার দিয়া সমাধি গ্রহণ করেন। ইহার বংশ নাই। (ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বিষয় ১ম-পরিশিষ্ট ২৬৬ পৃঃ দেখ)।

ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা **সঞ্জয়** বন্দ্যোপাধ্যায় জলন্দি গ্রামে ৺রাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন। তৎপুত্র রামকানাই বোলপুরের নিকট ৺রাধা-গোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন।

শ্রীরামরেণু স্মৃতিতীর্থ প্রেরিত।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত শ্রীবাটীর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা।

[কুলশ্রান্ত বংশজ]

শুকদেব মুখো খড়দহ মেল যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান। সাং পাটুলী, জেলা বর্দ্ধমান। যোগেশ্বরের বংশ-পরিচয়—২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শুকদেব ১। সুত দয়ারাম বিদ্যানিধি ২। সুত দেবীচরণ বাচস্পতি (পত্নী ভবসুন্দরী) ও চন্দ্রশেখর ৩।

দেবীচরণ সুত রামচন্দ্র (পত্নী ক্ষেত্রমোহিনী) ৪। সুত শ্যামাচরণ (পত্নী নগেন্দ্রবালা নিঃ সঃ), কৃষ্ণনাথ (জন্ম ১২২৫, মৃত্যু ১৩১৩) পত্নী তরঙ্গিনী ৫।

কৃষ্ণনাথের ১ম পুত্র যামিনী (জন্ম ১২৯২, মৃত্যু ১৩৪১ সাল, ২৩শে পৌষ) ১মা পত্নী পদ্মিনী কাশীয়াডাঙ্গার সরকার বংশসম্ভূতা (নিঃ সঃ) দ্বিতীয়া পত্নী পাচু দাসী, শ্রীবাটীর ৺পার্ব্বতীচরণ রায় বংশের ৺হরেরাম রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা।

কৃষ্ণনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশিবদাস (১মা পত্নী দুর্গারাণী, নদীয়ার বীরপুর গ্রামের রায় বংশসম্ভূতা নিঃ সঃ, ২য়া পত্নী মেনকা, গোয়াড়ীর বন্দ্যো বংশসম্ভূতা)। শ্রীশিবদাসের দুইটী খোকা পর্য্যায় ৭।

কৃষ্ণনাথের ৩য় পুত্র শ্রীরাখালচন্দ্র জন্ম ১৩১০ সাল (পত্নী গতিদায়িনী, কাটোয়ার ঘোড়ানাশ গ্রামের অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা)। শ্রীরাখালচন্দ্র সুত শ্রীকালীকেশ ও খোকা, কন্যা ভবানী পর্য্যায় ৭।

কৃষ্ণনাথের ৪র্থ পুত্র ভোলানাথ অপুত্রক মৃত।

কৃষ্ণনাথের ৪টী কন্যা অম্বুজাবাসিনী, দলবাসিনী, অচলাবালা ও সরযূবালা পর্য্যায় ৬।

যামিনী সুত শ্রীসুশীলকুমার জন্ম ১৩২০ সাল, ১৮ই শ্রাবণ (পত্নী নিহারবালা জন্ম ১৩২৪ সাল, নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাটীকাবাড়ী গ্রামের সুবুদ্ধি মজুমদার বংশের শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রমথা কন্যা) পর্য্যায় ৬। সাং শ্রীবাটী।

যামিনীকুমারের ৪ কন্যা—১মা শ্রীমতী মণিমালা দেবী স্বামী শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য সাং হাপানীয়া, ২য়া শ্রীমতী মুক্তমালা দেবী স্বামী শ্রীসুধাকর চক্রবর্ত্তী সাং হাপানীয়া প্রসিদ্ধ জমিদার বংশীয়, ৩য়া শ্রীমতী পুষ্পমালা ও ৪র্থী কুমারী বনবালা এখনও অবিবাহিতা।

শ্রীসুশীলকুমার সুত শ্রীদীনেশচন্দ্র জন্ম ১৩৪৩ সাল ১লা শ্রাবণ. কন্যা কনাজন্ম ১৩৪৫ সাল ৮ই, আষাঢ়, পর্য্যায় ৮।

দয়ারামের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রশেখর ৩। সুত নফর ৪। সুত কৈলাস ৫। সুত বৈদ্যনাথ, ধর্ম্মদাস, বিধুভূষণ ও হরিদাস ৬। ধর্ম্মদাস সুত গোপাল ৭। গোপাল কন্যা কাল ও খুকি ৮। হরিদাস সুত শ্রীসুবোধ ৭।

ইহাদের আর এক শাখা নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহেশগঞ্জের সন্নিকট ডাল্‌কা গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

রোণ্ডা নিবাসী শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল প্রদত্ত।

রোণ্ডা নিবাসী ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যের বংশ তালিকা।

[বন্দ্যঘটী স্বল্প বাঙ্গাল পাশ প্রজাপতির সন্তান, বংশজ]

ইঁহারা বন্দ্যো স্বল্প বাঙ্গাল পাশ মেলের প্রজাপতির সন্তান কখন যে ইঁহারা বংশজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সঠিক বলা যায় না

ভট্টাচার্য্য উপাধি ব্যবহার কখন হইতে আরম্ভ হয় তাহাও নিশ্চয় করা সুকঠিন। বন্দ্যো সল্ল বাঙ্গালপাশের পরিচয়—১ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ইহাদের উর্দ্ধতন পুরুষ প্রজাপতির নাম পাওয়া যায়, তাহার পর্য্যায় সংখ্যা ১ ধরা গেল। সুত অনন্তলাল ২। সুত রামকৃষ্ণ ৩। সুত রামশরণ ৪। সুত লক্ষ্মীকান্ত ৫। সুত রমাপতি ও মহাদেব ৬।

রমাপতির পত্নী রামমণির পিতৃভবন ক্ষীরগ্রাম। রমাপতির ৩ পুত্র ও দুই কন্যা, পুত্র শিবরাম, রামধন ও কৃষ্ণরাম; কন্যা জগদম্বা ও অন্নপূর্ণা ৭। জগদম্বার নলহাটী গ্রামের অভয় মুখোর সহিত বিবাহ হয়, তিনি অবীরা মৃতা। অন্নপূর্ণার মধুপুর গ্রামের গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাহ হয়। গুরুপ্রসাদের দুই কন্যা—১মা ক্ষুদ্রমণি বিবাহের পূর্ব্বে মৃতা, ২য়া বামাসুন্দরী বাঁধমুড়ার দুর্গাপ্রসাদ চট্টোর পত্নী।

শিবরাম সুত রামগোপাল, রামজীবন, রামবল্লভ, রামচরণ, শ্যামাচরণ বামাচরণ ও ইষ্টিচরণ ৮।

ইষ্টিচরণের পুত্র নীলমণি ৯। সুত শশীভূষণ, জটাধারী ও নটবর ১০।

মহাদেব সুত কালিদাস, যজ্ঞেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর,জয়রাম, শ্রীরাম ও **রামতনু** ৭।

মহাদেব কন্যা কমলমণি (রামপ্রসাদ মুখোর পত্নী) তৎপুত্র রামচন্দ্র, রাজচন্দ্র (অকাল মৃত) ও কন্যা হরসুন্দরী।

রামতনু সুত শ্রীনাথ (অঃ পুঃ), জানকীনাথ, সীতানাথ (অঃ পুঃ) ও রঘুনাথ (অঃ বিঃ মৃত) ৮।

জানকীনাথ সুত সন্ন্যাসী, যোগঋষি, দেবঋষি (অঃ বিঃ মৃত) ও কন্যা আনন্দময়ী ৯।

সন্ন্যাসী সুত তারাপ্রসন্ন (পত্নী উমাশশী) ১০। তারাপ্রসন্নের তিন কন্যা ও ১ পুত্র।

যোগঋষির ১ম পক্ষে ভোলানাথ ও লীলাবতী (অঃ বিঃ মৃত)। ভোলানাথ

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সংযমী, অকৃতদার। দ্বিতীয় পক্ষে পত্নী সিতাঙ্গিনী তৎপুত্রে বিশ্বনাথ কন্যা দুর্গেশনন্দিনী, গজেন্দ্রবালা ও পচা ১০ পর্য্যায়।

দুর্গেশনন্দিনী বাঁধমূড়ার রাখাল মুখোর পত্নী (অবীরা), গজেন্দ্রবালা, বাউরা নিবাসী বহুবল্লভ চট্টোর পত্নী এবং পচার স্বামী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ উপাধিক, পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী, কন্যা কুড়োবালা ১১।

রামধন পুত্র রামযাদু, রামতারণ, কেদারেশ্বর; কন্যা—ভবসুন্দরী (অঃ মৃত) ও গিরিবালা দাঁইহাট রমানাথ চট্টোর পত্নী (পর্য্যায় ৮)।

রামযাদুর ৪ পুত্র। যথা—বামনদেব, ধর্ম্মদাস, রামবিষ্ণু, ও হরিনারায়ণ; কন্যা—রাজেন্দ্রবালা ও জগৎমোহিনী ৯। হরিনারায়ণের দুই কন্যা মাত্র—বীণাপাণি ও অন্নপূর্ণা (উভয়ে নিঃসন্তান) ১০। বামনদেব (নিঃ সন্তান মৃত) পত্নী উমাদাসী। ইঁহাদের বহু শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কুলীন ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। তাঁহাদের মধ্যে হিরপুর লোহার কারখানার বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, হুগলী জজকোর্টের নাজীর শ্রীযুক্ত অংশুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বদ্বংশীয় শিক্ষিত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুদেব মৃত বামনদেবের পত্নীকে যথোচিত সাহায্য করেন।

প্রজাপতি নদীয়া জেলার ক্ষেত্রপুর পলাশী গ্রামে বাস করিতেন। ইহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতনুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ও নিষ্ঠাচারে মুগ্ধ হইয়া রোওা গ্রামের তালুকদার পার্ব্বতীচরণ মণ্ডল (৪র্থ পরিশিষ্ট ২৯ পৃঃ) তাঁহাকে লাখরাজ বাস্তুবাটী দান করিয়া এবং তাঁহার নামে একটী উৎকৃষ্ট জমা পত্তন দিয়া তাঁহাকে সপরিবারে রোওা গ্রামে বাস করান। আজও তাঁহার বংশধরেরা রোওায় বাস করিতেছেন।

রোওা নিবাসী শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল প্রদত্ত।

কাশ্যপ গোত্র চট্ট অবসথী

দাশরথি ও দুর্গাদাস রায় প্রভৃতির বংশ পরিচয়

কাটোয়া থানার অন্তর্গত বাঁধমুড়া গ্রামে দুর্গাদাসের বাস। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ চট্টোপাধ্যায় উপাধিক ছিলেন। বংশের কে কখন 'রায়' উপাধি প্রথম প্রাপ্ত হন তাহা বলা যায় না। ইঁহারা চট্ট অবসথী অসিত মুনির সন্তান বলেন। বর্ত্তমানে—বংশজ। অবসথী বংশের পরিচয়—৩য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ইহার মূল পুরুষ কাশীনাথ ১। সুত জনার্দ্দন, অনন্ত ও রামশরণ ২। জনার্দ্দন সুত শ্রীমন্ত ও গোপাল ৩। শ্রীমন্ত সুত জগন্নাথ ও দেবীপ্রসাদ ৪। দেবীপ্রসাদ সুত ভগবান্, দাশরথি (প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও গায়ক দাশুরায়), তিনকড়ি ও রামধন ৫। ভগবান্ সুত রামতারণ ও ভবতারণ ৬। দাশরথির পুত্র নাই, পত্নী প্রসন্নময়ী, কন্যা কালিদাসী ৬। তিনকড়ির পত্নী হরসুন্দরী (নিঃ সন্তান)। রামধন (নিঃ সঃ)।

গোপালের পুত্র রামশঙ্কর ৪। সুত ধরণীধর ৫। সুত দিগম্বর ৬। সুত অক্ষয় ৭। সুত জনকী ৮। তস্য পোষ্য পুত্র যামিনী ৯। তস্য কন্যা সন্তেশ্বরী ১০।

অনন্ত সুত রামধন ৩। সুত বাবুরাম ৪। সুত ঠাকুরদাস ৫। সুত ঈশান ৬। সুত শ্রীপতি, অখিল, হারাধন ও দ্বারিক ৭। শ্রীপতি সুত আনন্দচন্দ্র ৮। তস্য পোষ্য পুত্র দুর্গাদাস ৯। ইনি কাটোয়া থানার তেওরা গ্রামের রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মণিমালাকে বিবাহ করেন। দুর্গাদাস সুত ভৈরবনাথ, কার্ত্তিক ও গণেশ, কন্যা কালিদাসী ও শিবানীবালা ১০।

রামশরণ সুত বাণেশ্বর ৩। সুত রামকিঙ্কর ৪। সুত বৈদ্যনাথ ৫। সুত শিবু ৬।

দাশরথি রায়ের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। ইনি দেশপ্রসিদ্ধ মাননীয় পাঁচালীকার ও গায়ক দাশু রায়। তাঁহার জীবনীর এক খণ্ড বড় বই আছে।

আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধমানে মোক্তারি করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্ মহতপের নিকট এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তরে খোদিত দাশুরায়ের বংশাবলীসহ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানি তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে রক্ষা করিয়াছেন।

দাশরথি রায়ের বংশ তালিকা বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ প্রদত্ত প্রস্তর খণ্ডদৃষ্টে এবং বঙ্গবাসী পত্রে মুদ্রিত পাঁচালীতে লিখিত বংশ পরিচয় দেখিয়া সংশোধন বা পরিপুষ্ট করিয়া লিখিত হইল। দাশরথির জন্ম ১২১২ সাল। মাঘ মাস কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি। মৃত্যু ১২৬৪ সাল ১লা কার্ত্তিক শুক্ল চতুর্দ্দশী।

রোণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল মহাশয়ের আনুকুল্যে সংগৃহীত।

২রা মাঘ, ১৩৪৬ সাল।

শাণ্ডিল্য গোত্র বারেন্দ্র লাহিড়ী বংশাবলী মহাপতি বা মহামিশ্রের শাখা।

১ম পরিশিষ্টে ২০৯ পৃঃ মহাপতি (২৩) অন্যত্র মহামিশ্র (২৩) বলা হয়।

মহামিশ্র ২৩। সুত বিদ্যাপতি মিশ্র ২৪। নিমাই মিশ্র ২৫। শ্রীপতি ২৬। যাদব ২৭। পদ্মনাভ, অমরনাথ ও জানকী ২৮। এই তালিকাটী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি-এ মহাশয় তাঁহাদের পুরাতন কাগজ মধ্যে প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী মহাশয় উপরোক্ত জানকীরামের যে অধস্তন ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিম্নে লিখিত হইতেছে। জানকীরাম ২৮। সুত মনিরাম ২৯। আত্মারাম ৩০। সীতারাম ৩১। শিবপ্রসাদ ৩২। গোলকনাথ ৩৩। রামচন্দ্র ৩৪। দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও দীননাথ ৩৫। দ্বারকানাথ সুত প্রফুল্লনাথ ও কুমুদনাথ ৩৬। প্রফুল্ল সুত অজিতনাথ ৩৭। তৎসুত দীপ্তিময় ও প্রীতিময় ৩৮। কুমুদনাথ সুত তারানাথ ও ভোলানাথ ৩৭।

ইহাদিগকে জানকীরামের সন্তান না বলিয়া পদ্মনাভের সন্তান বলা হয়। আমাদের মনে হয় পদ্মনাভ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ মণিরামকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন।

১ম পরিশিষ্ট ২০৯ পৃঃ রামতনু লাহিড়ীর বংশাবলী হইতে জানা যায় S. K. Lahiriর প্রপৌত্রের পর্য্যায় সংখ্যা ৩৬ সোপানে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং প্রফুল্লনাথের তালিকা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু বিভিন্ন শাখায় পর্য্যায় সংখ্যার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ইহাদিগের পূর্ব্বনিবাস ছিল যশোহর জেলার শতখালী গ্রামে। সেখানে এই বংশের অনেক লাহিড়ী এখনও আছেন। পরে ইহারা ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। সে স্থানটীও বারেন্দ্র প্রধান—লাহিড়ী সান্ন্যাল, ভাদুড়ী ও ভট্টাচার্য্য উপাধিক ব্রাহ্মণ সেখানে বাস করেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন ঐ গ্রামবাসী ছিলেন। কোঁড়কদী গ্রামের লাহিড়ীদের মধ্যে রায় বাহাদুর ৺রাধিকামোহন লাহিড়ী বঙ্গদেশে সুপরিচিত।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি-এ মহাশয়ের পিতা শৈশবে যশোহর হইতে কোঁড়কদী মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন। সেইখানেই প্রফুল্ল বাবু প্রভৃতির জন্ম। প্রফুল্ল বাবুর পিতা দ্বারকানাথ কোঁড়কদী গ্রামের একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দেশে চাকরী করিতেন। পরে বর্ম্মায় যাইয়া পোষ্টমাষ্টার হইয়া নানা জেলায় চাকরী করিয়াছিলেন। সেখানেও তাহার যশঃ খুব ছিল এবং চরিত্র গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া ১৯০৮ সালে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সয়দাবাদে বাস করিয়া গঙ্গালাভ করেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তাঁহাকে কোঁড়কদীতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বারকানাথের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি-এ মহাশয় বর্ম্মায় যাইয়া সেক্রেটারিয়েটে কর্ম্ম করেন। সেখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া অবসর

লইয়া দেশে আসেন। আর সয়দাবাদে যান নাই কাশীধামে ছিলেন। পত্নী বিয়োগ হেতু কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিয়া তাহাদের কাছে চুঁচুড়া চৌমাথা রোডে অবস্থান করিতেছেন।

কুমুদনাথ ছিলেন বড় একজন সাধক ও কবি। তাঁহার রচিত সাগরের ডাক, বিল্বদল প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক আছে। তিনি এখন জীবিত নাই। আসানসোলে স্কুলমাষ্টারী করিতেন। ২৬।৮।৩৯

শাণ্ডিল্য গোত্র বন্দ্যো রুদ্ররামের সন্তান।

(১ম পরিশিষ্ট ১০ পৃঃ)

রুদ্ররামের কয়েক পুরুষ অধস্তন যুগলকিশোর বন্দ্যো ১। সুত রামদুলাল ২। রামদুলাল সন্তান জগমোহন, বিষ্ণুচন্দ্র, গুণমণি (কন্যা), প্রসন্নচন্দ্র ও মোক্ষদা (কন্যা) ৩।

জগমোহন সন্তান অন্নপূর্ণা, মহেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথ (মৃত্যু ১৯১২ খৃঃ অঃ) ৪। অন্নপূর্ণা সন্তান আশুতোষ, বিনোদিনী ও ভূষণচন্দ্র। মহেন্দ্রনাথ সন্তান ভূপেন্দ্রনাথ, চারুশীলা, তেজচন্দ্র ও শচীদেবী ৫। তেজচন্দ্র সুত জিতেন্দ্রনাথ, অঙ্কেন্দু, হীরেন্দ্রনাথ ৬। জিতেন্দ্রনাথ সুত চণ্ডীদাস ও শিশু পুত্র ৭। অঙ্কেন্দুর ১ পুত্র ও ২ কন্যা—প্রীতি, শুভেন্দু ও প্রণতি ৭। শচীদেবীর কন্যা রূপারেণু। রূপারেণুর ১ পুত্র ৩ কন্যা—সত্যবতী, দিলীপকুমার, পূর্ণিমা ও মঞ্জুকণা।

রাজেন্দ্রনাথের ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা যথা—ঠাকুরদাস, ব্রজবালা, প্রভাসচন্দ্র, শিবসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা ও রামগোপাল ৫। ঠাকুরদাস কন্যা নিরুপমা ও পুত্র মধুসূদন ৬।

বিষ্ণুচন্দ্র সুত যোগেন্দ্রনাথ ৪। যোগেন্দ্রনাথের ৪ পুত্র ও ১ কন্যা যথা—বসন্তকুমার, শরৎকুমার, গোলাপসুন্দরী, ললিতকুমার ও রাজকুমার ৫।

গুণমণি পুত্র যদুনাথ (মৃত্যু ১৯০০ খৃঃ, অঃ)। সুত নরেন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ, অধীন্দ্রনাথ, দীগেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, পরেন্দ্রনাথ ও সদীন্দ্রনাথ।

প্রসন্নচন্দ্রের ৫ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—নবীনচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, অঘোরনাথ, পরেশনাথ, নিস্তারিণী, উপেন্দ্রনাথ ও ভবতারিণী ৪। নবীন সুত বিজয়চন্দ্র ৫। কৈলাস সন্তান রজনী, রোহিণী, নলিনী ভবানী, ব্রহ্মব্রত ও সত্যব্রত ৫। অঘোরনাথ সুত দুর্গাপ্রসাদ ৫।

পরেশনাথ সুত ভোলানাথ, অমূল্যকুমার, পূর্ণচন্দ্র, ও মুক্তিনাথ ৫। ভোলানাথ পুত্র চন্দ্রশেখর ৬।

নিস্তারিণী সুত দেবীপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, গাণ্ড ও তোতো।

উপেন্দ্রনাথ পুত্র শান্তনুকুমার ও কন্যা শকুন্তলা ৫।

ভবতারিণী কন্যা সরযূবালা।

মোক্ষদা দেবী পুত্র বিশ্বেশ্বর ও কন্যা কাশীশ্বরী। বিশ্বেশ্বর পুত্র তারকদাস। কাশীশ্বরী পুত্র নারায়ণদাস।

জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ বহরমপুর, উকিলাবাদ গ্রাম নিবাসী
শ্রীতেজেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত। ২০।৮।৩৯

বন্দ্যো সাগরদিয়া রমাকান্ত (২২) চক্রবর্ত্তী বংশ

(ফুলিয়া মেল—ভঙ্গ)

(১ম পরিশিষ্ট ৯ পৃঃ ও ১৯১ পৃঃ)

ত্রিপুরা আগরতলা ষ্টেটের খ্যাতনামা উকীল
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ-পরিচয়

রমাকান্ত সুত রামজীবন ২৩। হরিদেব ২৪। খেলারাম ২৫। রামকিশোর সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ২৬। অমরকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (ভঙ্গ হন, দিকশূল গ্রামে) ২৭। ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ২৮। ৺শ্রীনাথ বন্দ্যো ২৯। শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যো আগরতলা হাইকোর্টের উকীল ৩০। প্রিয়নাথ সুত শ্রীমোহিতকুমার, ৺শান্তি, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গদাস, শ্রীসীতানাথ ও শ্রীগোপীনাথ ৩১।

ইহাদিগের পালটী ক্রিয়া বলরাম, মধুসূদন ও বিষ্ণুর সঙ্গে ছিল। বর্ত্তমানে ইহারা আগরতলায় প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। কিন্তু ইহাদিগের ফরিদপুর জেলার বিক্রমপুরান্তর্গত পালং থানার অধীন কুরাশী গ্রামে পৈত্রিক বাসস্থান আছে। প্রিয়নাথ বাবুর বর্ত্তমানে ৫টী পুত্র। সকলেই অবিবাহিত। জ্যেষ্ঠটী বি-এ পড়িতেছেন।

আগরতলা অঞ্চলে কুলীন ব্রাহ্মণের স্থায়ী বাস নাই। কার্য্যব্যপদেশে কেহ কেহ বাস করিতেছেন মাত্র। প্রিয়নাথ বাবুর স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয়ও এই প্রাকারে নিজ বাসস্থান রাজনগর (অধুনা পদ্মাগর্ভে সমাহিত) হইতে আগরতলা আসেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর হইতে প্রিয়নাথ বাবু আগরতলায় বাস করিতেছেন। প্রিয়নাথ বাবুর ত্রিপুরা রাজ্যে ভূসম্পত্তিও আছে। আগরতলায় বর্ত্তমানে কয়েক ঘর বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় বংশ বসবাস করিতেছেন।

প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগরতলা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং তথাকার বার এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট এবং ব্যবস্থা পরিষদের মেম্বর। ইঁহার গুণরাশীর সীমা নাই।

প্রিয়নাথ বাবু ঘটক প্রদত্ত তালিকায় রমাকান্তের ১৩ পর্য্যায় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন যথা—ভট্টনারায়ণ ১। মহেশ্বর ২। মহাদেব ৩। দুর্ব্বলী ৪। হরিনারায়ণ ৫। ভাস্কর ৬। উদয়ন ৭। সন্তোষ ৮। পৃথ্বীধর ৯। গঙ্গাধর ১০। ভগীরথ ১১। শ্রীপতি ১২। রমাকান্ত ১৩। এই তালিকাটী আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

রমাকান্তের পুত্র রাজজীবন হইতে প্রিয়নাথ বাবুর পুত্র পর্য্যন্ত ৯ম পুরুষের হিসাব দিয়াছেন। সুতরাং প্রিয়নাথ বাবুর পুত্রের পর্য্যায় সংখ্যা ১৩+৯=২২ হয়। কিন্তু অধিকাংশ বন্দ্যো বংশের পর্য্যায় সংখ্যা উহা হইতে বহু নিম্ন সোপানে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা রমাকান্তের

পর্য্যায় সংখ্যা ২২ ইহাই ঠিক বলিয়া স্থির করিলাম। রমাকান্তের পর্য্যায় সংখ্যা ১৩ কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অন্য স্থান হইতে রমাকান্তের অন্য কোন বংশাবলী প্রাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। ৮।৮।৩৯

রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় (গাঁই অজ্ঞাত) মিশ্র বংশ

হুগলী জেলার ধর্ম্মপুর গ্রামের অভিরাম মিশ্রের শাখা

অভিরাম মিশ্র ১। শোভারাম ২। দুর্গারাম (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কলিকাতায় বাস) ৩। দুর্গারামের ৩ পুত্র ও ১ কন্যা যথা—রামদুলাল, লক্ষ্মীপ্রিয়া, রামনারায়ণ ও রাজনারায়ণ মিশ্র ৪।

রামদুলাল কন্যা অন্নপূর্ণা স্বামী ভবানীশঙ্কর মুখো মুংফুং জেলা যশোহর লক্ষ্মীপাশা নিবাসী। ভবানী মুখোর ২ পুত্র ও ৩ কন্যা যথা—গঙ্গানারায়ণ, হরসুন্দরী (স্বামী পদ্মলোচন বন্দ্যো, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রূপদিয়া বাসী), ক্ষেমাসুন্দরী ও তারাসুন্দরী [উভয়ের স্বামী বিনোদীলাল বন্দ্যো, ফুলে রামকেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান সৈদাবাদ বড় বাড়ী মুর্শিদাবাদ (পদ্মলোচন বন্দ্যোর খুল্লতাত ভ্রাতা)] ও রাজনারায়ণ মুখো (নিঃ সঃ।)

বিনোদীলাল বন্দ্যো সুত প্রাণকৃষ্ণ। তৎসুত গোপালকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ। উপেন্দ্রের পোষ্যপুত্র সুধীরকৃষ্ণ (কলিকাতা নিমতলা নিবাসী ভবানী বন্দ্যোর দৌহিত্র)।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্বামী রামসুন্দর বন্দ্যো, বল্লভী মেল, কাদীহাটী বাসী। পুত্র রাধামাধব দেওয়ানজী তৎপুত্র শিবকৃষ্ণ তৎপুত্র ননীমোহন পোষ্য (নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) তৎসুত শরৎ ও কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামনারায়ণ মিশ্র সুত হেরম্ব ৫।

রাজনারায়ণ মিশ্রের পোষ্যপুত্র হেরম্ব মিশ্র ৫। হেরম্ব সুত রাজেন্দ্র মিশ্রের পোষ্যপুত্র পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজেন্দ্র মিশ্র কন্যা চমৎকার স্বামী রাজমোহন মুখো (পদ্মলোচন বন্দ্যোর দৌহিত্র)।

রাজমোহন মুখোর ৫ পুত্র ও ১ কন্যা যথা—যতীন, মণি, অতিন, উপেন, নৃপেন ও হেমন্ত (কন্যা) স্বামী নেপাল বন্দ্যো, ফুলে রামকেশব চক্রবর্ত্তী। রাজমোহন কলিকাতা গৌরলাহা ষ্ট্রীট বাসী। যতীন সুত নেড়া, মণি সুত ভুলো, অতিন সুত অক্ষয়, উপেন সুত সত্যেন ও বলা, নৃপেন সুত গোবিন্দ।

নেপাল বন্দ্যো সন্তান ডাবু, কটা, জগু, মাধু, বড় খুকি, পটল ও ফুটকী কলিকাতা বাগবাজার বাসী।

বন্দ্যো রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর ধারা

৬৬।২ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা নিবাসী

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৮ আশ্বিন ১৩৩২

আদি ব্রহ্মা তৎসুত সায়ম্ভুব মনু, তৎসুত প্রচেতা (শাণ্ডিল্য গোত্র) তৎসুত কলিব্যাস, তৎসুত রামদেব, তৎসুত মহাদেব, তৎসুত ভট্টনারায়ণ (সম্রাট আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে আনিত) ১। আদি বরাহ ২। বৈনতেয় ৩। সুবুদ্ধি ৪। বিবুধেয় ৫। গাড়ু ৬। গঙ্গাধর ৭। সুহাস ৮। শকুনী ৯। মহেশ্বর (মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট প্রথম কুলীন) ১০। মহাদেব ১১। তুর্কলী ১২। হরি (সাগরদিয়া বন্দ্যো) ১৩। উদয়ন ১৪। মাধব ১৫। বিষ্ণু মিশ্র ১৬। পৃথ্বীধর ১৭। গঙ্গাধর ১৮। ভগীরথ ১৯। শ্রীপতি (ফুলিয়া মেল প্রাপ্ত ১৪০২ শক) ২০। দুর্গাদাস ২১। রাঘব চক্রবর্ত্তী ২২। জয়রাম চক্রবর্ত্তী ২৩। রঘুরাম চক্রবর্ত্তী ২৪। রবিলোচন ২৫। পদ্মলোচন (ভবানীশঙ্কর মুখোর কন্যা হরসুন্দরীর স্বামী) ২৬।

পদ্মলোচনের ১ম পক্ষে রামচাঁদ (জন্ম ১৮০৪, মৃত্যু ১৮৮২ আগষ্ট), ভৈরবী দেবী [স্বামী ভগবানচন্দ্র মুং ফুং, পুত্র পার্ব্বতী মুখো (বংশজ) কলিকাতা রামবাগান তৎপুত্র সিদ্ধেশ্বর বেলুড় নিবাসী, তৎপুত্র বিলাস],

দ্রৌপদী [স্বামী ভগবানচন্দ্র কন্যা বামাসুন্দরী তৎকন্যা শ্রীমতী শিবুর স্বামী রাধামাধব হালদার, আহিরীটোলা, কলিকাতা], দয়াময়ী (নিঃ সঃ), কালীচরণ (মৃত্যু ১৮৬১), জগদম্বা [স্বামী কালাচাঁদ মুখো (বিং মুং ফুং পাচু)], শ্যামাচরণ (মৃত্যু ১৮৬৭), শম্ভুচরণ (নিঃ সঃ) ও তারিণীচরণ বন্দ্যো ২৭। ২য় পক্ষে কন্যা গঙ্গামণি দেবী (স্বামী কালাচাঁদ মুখো মুং ফুং বিং পাচু) ২৭।

রামচাঁদের ১ম পক্ষে নীলমণি (জন্ম ১৮৩৬, মৃত্যু ১৯০৩, ৺ভেশ্বর), প্রসন্নময়ী ও কামিনী দেবী ২৮। ২য় পক্ষে পরেশ ও সুখদামণি (স্বামী মধুসূদন মুখো)। তৃতীয় পক্ষে যোগীন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ ২৮।

নীলমণি বন্দ্যো কন্যা ভুবনমোহিনী (জন্ম ১৯০৭) ও ভবানীপ্রসাদ (মুচিরাম) জন্ম ১৮৬৩ আগষ্ট, মৃত্যু ৩০ শে জানুয়ারী প্রাতে ১০টা, ১৯৩৯ খৃঃ পর্য্যায় ২৯।

ভবানীর ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা যথা—ধীরেন্দ্র (মৃত্যু ১৯২৪, ভাদ্র), সন্তোষবালা (মৃত্যু ১৩১৬, ভাদ্র), হরিপদ (জন্ম ১৮৮৮ মাঘ, মৃত্যু ১৯২১ জানুয়ারী), সাঁকী (বাল্যে মৃত), শরৎকুমারী (মৃত্যু ১৯১৫, বৈশাখ), মনীবালা (জন্ম ১৮৯৪), মণীন্দ্রনাথ (বাল্যে মৃত) মন্মথনাথ ওরফে মধুসূদন (জন্ম ১৯০০। ১৪ই মার্চ্চ) ও নিহারবালা (জন্ম ১৯০৩, ১লা অগ্রহায়ণ) পর্য্যায় ৩০।

ধীরেন্দ্রের ২ কন্যা ও ২ পুত্র যথা—মৃণালিনী (জন্ম ১৯১০), সুধাংশুবালা (জন্ম ১৯১২, মৃত্যু ১৯২৭ ফাল্গুন), শিবপ্রসাদ (জন্ম ১৯১৮, মৃত্যু ১৯২৫। ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ) ও প্রমথশঙ্কর (জন্ম ১৯২২ খৃঃ অঃ) পর্য্যায় ৩১।

মন্মথনাথ কন্যা অঞ্জলি (জন্ম ৭ই আষাঢ়, ১৩৪৫ সাল) ৩১।

কালীচরণ (২৭) ৪র্থ পক্ষের পুত্র পঞ্চানন বন্দ্যো (জন্ম ১৮৫৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৯১৪, চৈত্র) ও বিপিন (জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯০৫ খৃঃ) নিঃ সঃ ২৮। পঞ্চানন কন্যা মৃণালিনী (স্বামী শিকদার পাড়ার দ্বারিক মুখোর পুত্র হরিভূষণ

মুখো মুং ফুং কানাই ছোট ঠাকুর সন্তান, নিঃ সঃ) ও সরোজিনী (স্বামী ভৈরব চট্টো (পার্ব্বতী চট্টোর পুত্র) চং ফুং অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টো, নিঃ সঃ) ২৯।

শ্যামাচরণ (২৭) ১ম পক্ষে (স্ত্রী ভবানীপুর বাসী শ্রীনাথ রায়ের কন্যা) পুত্র কেদারনাথ। ২য় পক্ষে (স্ত্রী নদীয়া দোস্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্যামাসুন্দরী) কন্যা কুমুদ দেবী ও পুত্র নীরদনাথ বন্দ্যো (মৃত্যু ১৯২৯, চৈত্র) স্ত্রী কোনা নিবাসী নব চৌধুরীর কন্যা কাদম্বিনী, (নিঃ সঃ) ২৮।

বৈবাহিক সম্বন্ধ ও দৌহিত্রগণের পরিচয়

১। রামচাঁদের ১ম পক্ষে জয়নারায়ণ পাকড়াশীর কন্যা রাজলক্ষ্মীকে (মৃত্যু ১৮৪১) বিবাহ করেন।

২। নীলমণি বন্দ্যোর স্ত্রী জাড়া শিবনারায়ণ রায়ের কন্যা তারাসুন্দরী রাশি নাম ভবানীসুন্দরী, মৃত্যু ১৯১৩। ফাল্গুন।

৩। ভুবনমোহিনীর স্বামী শিবপুর (হাওড়া) নিবাসী সীতানাথ মুখো মুং ফুং (মৃত্যু ১৯০১)। সীতানাথ সন্তান হরিমোহন, বিনোদিনী (স্বামী অটল বন্দ্যো, পুত্র বঙ্কু), প্রমোদিনী, ললিতমোহন প্যারীমোহন, লালমোহন, তুলসীমোহন ও গোদ উমাশশী। হরিমোহন সুত জদা, ভদা ও ফুটে। ভদা সুত খোকা।

৪। ভবানীপ্রসাদ (মুচিরাম) স্ত্রী ত্রিবেণী নিবাসী ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বংশীয় কমলনাথ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ কন্যা মন্দাকিনী দেবী (জন্ম ইং ১৮৭০। মাঘ বাং ১২৭৭ সাল, মৃত্যু ৩১-১২-১৯৩৭)।

৫। ধীরেন্দ্রের স্ত্রী স্থল নওহাটা পাকড়াশী বংশীয় দিগীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ২য় কন্যা সুরবালা দেবী, বিবাহ ১৬ই আষাঢ় ১৯০৫।

৬। ধীরেন্দ্র কন্যা মৃণালিনীর স্বামী নন্দ মুখো (বিবাহ জ্যৈষ্ঠ, ১৯০৮) মৃণালিনীর মৃত্যু ১১ই আষাঢ়, ১৩০৯; ইং ১৯০২।

৭। সন্তোষবালার স্বামী সৈদাবাদ বড় বাড়ীর ষোড়শীমোহন মুখো (বিবাহ ১৩০৬ সাল, শ্রীপঞ্চমী)। কন্যা কৃষ্ণনন্দিনী (জন্ম ইং ১৯০৬, মৃত্যু ইং ১৯১৮) স্বামী চুনিলাল বন্দ্যো ফুং রামকেশব। ষোড়শীমোহন পুত্র অবনী মুখো (জন্ম ইং ১৯০৮, মাঘ) সৈদাবাদ বড় বাড়ীর পোষ্য পুত্র পান্টা নাম সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবাহ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ ইং সাল)। সৈদাবাদের বড় বাড়ীর কালীসুন্দরী দেব্যা ইহাকে পোষ্য লয়েন।

৮। হরিপদের স্ত্রী সাতক্ষীরার জমিদার বারীন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যা কমলবাসিনী দেবী (বিবাহ ফাল্গুন, ১৩১৫; ৪ঠা পৌষ, ১৩৪১)।

৯। শরৎকুমারী দেবীর স্বামী নদীয়া জয়রামপুর নিবাসী কালীকুমার মুখোর মধ্যম পুত্র হেমেন্দ্র কুমার মুখো মুং ফুং (নিঃ সঃ)।

১০। ননীবালা দেবীর স্বামী ৩০ নং বিডন রো নিবাসী সুরেশচন্দ্র মুখো (জন্ম ১৮৭৬ ইং, বিবাহ ৯ই শ্রাবণ, ১৯০৬) মুং ফুং কৃষ্ণজীবন সন্তান। সুরেশ সুত সুধীর (জন্ম ১৯০৯, চৈত্র), বেহালা নিবাসী অম্বিকাচরণ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসৌরেন্দ্র রায়ের ২য়া কন্যা প্রতিমা দেবীর সহিত বিবাহ হয়, ১১ই আষাঢ়, ১৩৩৯), প্রফুল্ল (জন্ম ১৯১২, অগ্রহায়ণ, বাং ১৩৪১। মাঘ শেফালী দেবীর সহিত বিবাহ হয়), আভাময়ী (জন্ম ১৯১৬, মাঘ, মৃত্যু ১৯২৫ পৌষ), বিমান (জন্ম ১৯১৮ জ্যৈষ্ঠ), রাণী ও মণি (যমজ) জন্ম ১৯২৩, বৈশাখ ও অরুণ (জন্ম ১৯২৭ পৌষ)।

১১। মন্মথনাথের বিবাহ (২২ শে শ্রাবণ, ১৩৪৪) বেলুড় নিবাসী অনিলকুমার মুখোর ২য়া কন্যা বিজলী দেবীর সহিত হয়। অনিলকুমার মুখো শিবাচার্য্য সন্তান ফুলে মেল।

১২। নিহার বালার স্বামী ত্রিবেণী নিবাসী রাজমোহন মুখোর তৃতীয় পুত্র গৌরীচরণ মুখো মুং ফুং শ্রীধর ঠাকুর সন্তান (বিষ্ণু ঠাকুরের ভ্রাতা) বিবাহ ৫ই শ্রাবণ, ১৯২১। গৌরীচরণের মৃত্যু ১৯৩৬, ডিসেম্বর। গৌরীচরণ

সন্তান ষষ্ঠীদেবী (রেখা), নেদো (শক্তিবিলাস), পটা (সমর), দুর্গাদেবী, গজু (শৈলবিলাস), মুড়লী দেবী (পুষ্প) ও পিল্লু শিখর।

১৩। কালীচরণ বন্দ্যোর ১ম পক্ষের স্ত্রী শিবপুরের কালা চৌধুরীর কন্যা, ২য় পক্ষে কানপুর শ্রোত্রিয় কন্যা, ৩য় পক্ষে গুপিপাড়ার ভট্টাচার্য্য শ্রোত্রিয় কন্যা, ৪র্থ পক্ষে ত্রিবেণীর ভট্টাচার্য্য কন্যা নিস্তারিণী দেবী।

১৪। পঞ্চানন বন্দ্যোর স্ত্রী বিরাজমোহিনী দেবী শিবপুরের শিবচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা।

১৫। জগদম্বার স্বামী কালাচাঁদ মুখো। ১মা কন্যা মোক্ষদার স্বামী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যো, লক্ষ্মীপাশা। ২য়া কন্যা বরদা (মৃত্যু ৯৬ বৎসরে ৪-১২-১৯৩৫) স্বামী পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যো ফুং রামকেশব। ইহার পুত্রগণের বাসস্থান শিবপুর (হাওড়া) ক্ষেত্র ব্যানার্জ্জি লেন। পুত্র হরিদাস, মুটবিহারী, গণেশ ও সুরেন। হরিদাস স্ত্রী থাকমণি দেবী (বোসপাড়া) পুত্র সত্যচরণ ও দুর্গাচরণ বন্দ্যো, মুটবিহারী স্ত্রী বিরেশ্বরী দেবী শিবপুরের রজনী মুখোর কন্যা। পুত্র চরণদাস ও ঠাকুরদাস বন্দ্যো।

১৬। শ্যামাচরণ কন্যা কুমুদ দেবীর স্বামী যশোর নিবাসী শশী মুখো বিং ফুং নারায়ণ প্রমুখ বৃন্দাবন বংশ। তৎকন্যা ক্ষেত্রমণি দেবী (স্বামী জীবন বন্দ্যো ফুং রামকেশব চক্রবর্ত্তী)। ক্ষেত্রমণির সন্তান নন্দরাণী, দিগম্বরী (স্বামী কৃষ্ণহরি মুখো কানাই ছোট ঠাকুর সন্তান), শরচ্চন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র। শরচ্চন্দ্র (স্ত্রী প্রাসাদী দেবী, শ্রীভূষণ মুখোর কন্যা) পুত্র সুধীর ও কন্যা তপনলতা। জগচ্চন্দ্রের (স্ত্রী বীণাপাণি দেবী নির্ব্বিকার মুখোর কন্যা, শ্রীধর ঠাকুর সন্তান) কন্যা লাবণ্যলতা।

১৭। তারিণীচরণের স্ত্রী বারাকপুর নিবাসী যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা ভবসুন্দরী দেবী। তৎকন্যা গুণমণি (স্বামী সূর্য্যকুমার চট্টো, বল্লভী মেল) ও যামিনী দেবী (স্বামী হরিনারায়ণ মুখো, বল্লভী মেল)।

সূর্য্যকুমার চট্টো সন্তান তিনকড়ি দেবী, ভূতনাথ, নগেনবালা, হেমন্ত-কুমার, বসন্তকুমার ও প্রমথনাথ।

তিনকড়ি, দেবীর স্বামী চারু মুখো, নান্না। কন্যাদ্বয় সুহাসিনী (স্বামী শ্রীশ চট্টো) ও শরৎভাবিনী (স্বামী জীতেন্দ্রনাথ মুখো, বর্দ্ধমান)।

ভূতনাথ (স্ত্রী শিবপুরের দ্বারিক চৌধুরীর কন্যা) তৎকন্যা গগনবালা (স্বামী নন্দগোপাল হালদার)।

নগেন্দ্রবালার স্বামী যোগেন্দ্র মুখো, ভাস্কুড়-গড়্দা।

হেমন্তকুমারের স্ত্রী মেদিনীপুর জাড়ার জমিদার রমাপতি রায়ের কন্যা (নিঃ সঃ)।

প্রমথনাথের (স্ত্রী কলিকাতা চোরবাগানের ভগবন্ত মুখোর কন্যা) পুত্র প্রভাতকুমার ও কন্যা বীণাপাণি।

হরিনারায়ণ মুখোর ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা যথা—শরৎচন্দ্র, লক্ষ্মীমণি, তুলসীচরণ সুরেন ও রাণী দেবী।

১৮। পদ্মলোচন বন্দ্যোর ২য় পক্ষের কন্যা গঙ্গা দেবী (স্বামী কালাচাঁদ মুখো) পুত্র শশী (শালিখা) ভঙ্গ ও রাজমোহন (চমৎকার দেবীর স্বামী)।

শশী পুত্র দেবেন্দ্র ও ভোলা প্রভৃতি।

রাজমোহন পুত্র যতীন, মণি, অতিন, উপেন (ভঙ্গ), নৃপেন ও হেমন্ত দেবী। যতীন সুত নেড়ু, মণি সুত দেবীপ্রসাদ, অতিন সুত অক্ষয়, উপেন সুত সত্যেন ও বলা, নৃপেন সুত গোবিন্দ ও কানু। গৌরলাহা ষ্ট্রীট্, কলিকতা।

হেমন্ত দেবীর (স্বামী নেপাল বন্দ্যো) ৫ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—ডাবু, কটা, জগু, মাধু, বড় খুকি, পটল ও ফুটকী। কলিকাতা বাগবাজার।

খড়দহ মেল চৈতন্য চট্টো মহেশের ধারা

(পুরাতন পরিশিষ্টের ২৯৭ হইতে উদ্ধৃত)

২য় পরিশিষ্ট ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

মহেশ (২০) সুত কাশীশ্বর, মহাদেব তর্কবাগীশ, রামেশ্বর চূড়ামণি ও রামদেব তর্কবাগীশ ২১।

রামেশ্বর চূড়ামণি সুত রামনারায়ণ, যাদবেন্দ্র, গঙ্গারাম, রামগোপাল রামগোবিন্দ ও রামকেশব ২২। যাদবেন্দ্র সুত কৃষ্ণজীবন বা তিতু, আনন্দীরাম, সন্তোষ, প্রাণকৃষ্ণ, বেচারাম, কৃষ্ণচরণ, কালীচরণ, রামকিশোর, কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণহরি ও রামকৃষ্ণ ২৩। বেচারাম সুত কেবলরাম, রামানন্দ ও রামসুন্দর ২৪। কেবলরাম সুত হরানন্দ, ভবানন্দ, ও শিবানন্দ ২৫। শিবানন্দ সুত তারিণীপ্রসাদ দেবীপ্রসাদ, জগবন্ধু ও বিশ্বম্ভর ২৬। বিশ্ব সুত ইন্দ্রকুমার ও সূর্য্যকুমার ২৭। ইন্দ্র সুত যোগেন্দ্রকুমার এবং উপেন্দ্রকুমার ২৮। যোগেন্দ্রকুমার সুত ধীরেন্দ্রকুমার ও বীরেন্দ্রকুমার ২৯। উপেন্দ্র সুত রবীন্দ্র ও সুধীন্দ্রকুমার ২৯।

এই তালিকা ফরাসডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত
ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত।

খড়দহ মেল (স্বভাব) চৈতল চট্টো মহেশের অপর ধারা

আদিবাস চন্দননগর, বক্সীর বেড়, বর্ত্তমান ১৪৫। এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা

মহেশ ২০। রামেশ্বর চূড়ামণি ২১। যাদবেন্দ্র ২২। বেচারাম ২৩। রামানন্দ ২৪। শম্ভুচন্দ্র ২৫। ভগবতীচরণ ২৬। ভগবতীচরণ সুত ৺চণ্ডীচরণ, হরিদাসী (কন্যা) ও শ্রীশ্যামচরণ ২৭। চণ্ডীচরণ সুত বগলাচরণ ও অম্বিকাচরণ ২৮। বগলা সুত সুনীতি ও ভারতী ২৯। অম্বিকা কন্যা রেখা ও রেবা পুত্র অভয়চরণ ২৯।

শ্যামাচরণ সুত উমাচরণ ২৮। উমাচরণ সুত পার্ব্বতীচরণ, তারিণীচরণ, তারাচরণ ও দুই কন্যা ২৯।

অবসথী মধু চাট্টো প্রমুখ কিঙ্কর (২২) বংশের একদেশ।

কিঙ্কর (২২) ইনি বর্দ্ধমান জিলার কানলার অন্তর্গত কাঁকুড়ে মহজপুর গ্রামে রামনিধি বন্দ্যোর কন্যা বিবাহে ভঙ্গ। সুত গঙ্গাধর (২য় পুত্র) ২৩। সুত কমলাকান্ত (৩য় পুত্র) ২৪। সুত রাখাল দাস ২৫। সুত যোগেশ (১ম পুত্র) ২৬। সম্বন্ধনির্ণয় ৩য় পরিশিষ্ট ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

পঞ্চানন যোগেশের বংশীয় তবে তাহার কয় পুরুষ অধস্তন তাহা জানা নাই বা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। ৩য় পরিশিষ্ট ৬৪ পৃষ্ঠায় রাখালের তিনটী পুত্রের নাম আছে; আর লেখা আছে কিঙ্করের বংশাবলী বর্দ্ধমান জেলার বহু স্থানে বিস্তৃত।

পঞ্চাননের বংশাবলী

পঞ্চানন (ক)। সুত রামকমল (খ)। সুত মধুসূদন (গ) ইনি কালসী গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন।

মধুসূদনের দুই বিবাহ প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাখাল ও নগেন্দ্র, এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ভূতনাথ ও পূর্ণচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন, পর্য্যায় (ঘ)।

মধুসূদন পুলিশ সবইনস্পেক্টর ছিলেন বিস্তর ধনোপার্জ্জন করেন এবং কালসী গ্রামে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন।

(ঘ) রাখাল সুত গিরীন্দ্র ইনি কলিকাতায় জেমস্ ফিন্‌লে অফিসে চাকরি করিতেন। ঙ। তৎসুত তারক (চ)।

(ঘ) নগেন্দ্র সুত মণীন্দ্র ইনি ই, আই, রেলেপে অফিসে চাকরি করিতেন। ঙ। তৎসুত গৌর ও নিতাই (চ) স্কুলের ছাত্র।

(ঘ) ভূতনাথ নিঃসন্তান মৃত।

(ঘ) পূর্ণচন্দ্র ইনি বর্দ্ধমান জেলায় বোড় গ্রামে প্রসিদ্ধ ঠাকুর, শ্রীশ্রী৺বলরাম জিউর সেবায়েৎ ৺রাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা কৃষ্ণভাবিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তৎসুত ভোলানাথ, সুরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র ঙ।

ভোলানাথ, সুরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র তিন ভ্রাতার কলিয়ারিতে কনট্রক্টারী করিয়া বহু বিত্ত উপার্জ্জন করেন এবং মধুসূদন কালসী গ্রামে যে দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এখনও মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহারা বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই মাতুলালয় বোড় গ্রামে বাস করেন এবং মাতামহ গৃহে শ্রীশ্রী৺বলরাম জিউর যথোপযুক্ত সেবায় পুণ্যসঞ্চয় করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করেন।

ভোলানাথ ১৯২৭ খৃঃ ২রা নভেম্বর পরলোক গমন করেন। সুরেন্দ্র ও ফণীন্দ্রের মত ভ্রাতৃভক্ত আজকাল অতি বিরল। ইহারা নিজ ব্যয়ে বোড় গ্রামের ৺বলরামের মন্দিরের মেঝেয় মার্ব্বেল পাথর বসাইয়া তাহা জ্যেষ্ঠ ভোলানাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সুরেন্দ্র এখনও আমলাবাদ কলিয়ারীতে চাকরি করেন। ইনি অতি সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি। দিবসের অধিকাংশ সময়ই পূজা পাঠ লইয়াই থাকেন।

ভোলানাথের দুই বিবাহ প্রথম স্ত্রীর গর্ভে অমরেন্দ্র ও দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে সুবোধ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।

(ঙ) ভোলানাথ সুত অমরেন্দ্র ও সুবোধ কুমার (চ)। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মধুবানীতে ঘৃতের ব্যবসা করেন।

(ঙ) সুরেন্দ্র সুত সুনীল ও শিরিষ (স্কুলের ছাত্র) (চ)।

(ঙ) ফণীন্দ্র সুত অমিয় অচিন্ত ও অপূর্ব্ব (চ) স্কুলের ছাত্র।

মন্তব্য :—যোগেশের পর্য্যায় সংখ্যার সহিত পঞ্চানন হইতে অমরেন্দ্র পর্য্যায় সংখ্যা যোগ করিলে ২৬+৬=৩২ পুরুষ পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে আমরা যোগেশের অন্য পুত্র জীবানন্দ ও সচ্চিদানন্দের অধস্তন ধারা নির্ণয় করিতে পারিলে যোগেশ ও পঞ্চাননের সম্বন্ধনির্ণয় করা সহজ হইয়া আসিবে।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এস্, সি, প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে লিখিত। সন ১৯৪৭ সাল।

বাঁকুড়া জেলার দিগপাড় গ্রামের (পোঃ দিগপাড়) চট্টোপাধ্যায় বংশের বংশাবলী

কথিত আছে যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়দেশে আদিশূর নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করাইবার জন্য কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম **বী**তরাগ বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কাশ্যপ গোত্রীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। বীতরাগ কান্যকুব্জ অন্তর্গত কোলাঞ্চ গ্রাম হইতে গৌড় রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসেন। রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে, এই কথা বলা যায় যে আদিশূরের নাম লোকমুখে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

বীতরাগের পুত্র দক্ষ রাঢ়দেশে (অর্থাৎ গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে) বাস করিয়াছিলেন বলিয়া দেশের নামানুসারে রাঢ়ীয় নামে বিখ্যাত হন। এইজন্য দক্ষ বঙ্গদেশের কাশ্যপ গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। দক্ষের পুত্র সুলোচন চট্ট নামে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন ; ইহাই বর্ত্তমানের চট্টগ্রাম। এই চট্ট নাম হইতেই সুলোচনের বংশধরদিগের উপাধি চট্টোপাধ্যায় (চট্ট+উপাধ্যায়) হইয়াছে।

বংশাবলী

কৃষ্ণমিশ্র—তমিস্র—ওঁকার—স্বর্ণক—জয়—বীতরাগ।

বীতরাগ—**দক্ষ**, সুষেণ, ভানু, কৃপানিধি—দক্ষের পুত্র **সু**লোচন, ধীর, রাম, কাক, নীর, শুভ, বনমালী, কৌতুক, জন, শঙ্কু, পালু, ভব (কেশব), জটাধর, শ্রীহরি, শশিধর, শ্রীকৃষ্ণ।

(১) দক্ষ—(২) সুলোচন—(৩) মহাদেব বা বাসুদেব—(৪) হলধর—(৫) নারীদেব বা কৃষ্ণদেব বা নার—(৬) বরাহ—(৭) শ্রীকর, শ্রীধর—(৮) শ্রীকর পুত্র বহুরূপ [ইনি প্রথম কুলীন, বল্লালী কৌলীন্য প্রাপ্ত]—(৯) গাঙ্গী, গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজু, মধু, ঈশ্বর, কুশলী, যোগী—(১০) গাঙ্গী পুত্র সর্বেশ্বর [ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর অঞ্চলে বাস করিতেন; পরে হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে উঠিয়া আসেন। এখানে আসিবার পর তিনি এক বিরাট যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞান্তে "অবসথ" পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তৎকালীন পণ্ডিতগণ কর্তৃক "অবসথী" এই আখ্যা প্রাপ্ত হন]—(১১) সর্বেশ্বরের পুত্র অচ্যুত, বামন, ছকড়ি, দোকড়ি তেকড়ি, সম্পত্তি—(১২) তেকড়ির পুত্র বিদ্যাপতি, শ্রীধর, নন্দন, প্রভাকর, গোপাল, ঈশ্বর,—(১৩) শ্রীধরের পুত্র লক্ষীধর—(১৪) দিগম্বর—(১৫) জগন্নাথ—(১৬) শ্রীগর্ভ [ইনি মেলবন্ধনের কুলীন; ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কর্তৃক মেলবন্ধন হয়]—(১৭) ভগবান—(১৮) ষষ্ঠীদাস, দেবীদাস, নারায়ণ, গঙ্গানন্দ—(১৯) গঙ্গানন্দের পুত্র গোপীশ্বর, রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, জনার্দ্দন, রামচন্দ্র, কৃষ্ণবল্লভ—(২০) রামচন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবন, কৃষ্ণদেব, কাশীশ্বর, সন্তোষ, রামরাম, রঘুনাথ, মদন, গোপাল, রাধাকান্ত, সিদ্ধেশ্বর, হরিহর, কেশব, প্রীতিরাম, আত্মারাম, কেনারাম, হটুরাম, রামজীবন, ছোট আত্মারাম—(২১) বৃন্দাবন বা কৃষ্ণদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, রামকান্ত, বিষ্ণুদেব, রামনাথ, শ্রীকান্ত, কালিচরণ, গঙ্গাধর—(২২) [শ্রীকৃষ্ণ হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রাম হইতে দিগপাড়ে আসেন] শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ছকুরাম, তিলকরাম, বাঞ্ছারাম, কৃপারাম।

ছকুরামের বংশ

(২২) ছকুরাম—(২৩) ছকুরামের পুত্র নয়নানন্দ, গোলকনাথ—(২৪) নয়নানন্দের পুত্র রামনারায়ণ, গদাধর, ধর্ম্মদাস, ক্ষেত্রমোহন (অপুত্রক), ইন্দ্রনারায়ণ।

(২৫)

রামনারায়ণের পুত্র হংসেশ্বর (অপুত্রক)

গদাধরের পুত্র **গোপাল**, শ্যাম, মদন

× ×

ধর্ম্মদাসের পুত্র কৃষ্ণমোহন, শ্যামমোহন, গোপীমোহন

ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র মাধব (অপুত্রক), যাদব

(২৬)

গোপালের পুত্র **রা**মতারক, রামচাঁদ, শ্রীরাম, সীতারাম, জয়রাম

কৃষ্ণমোহনের পুত্র দুর্গাদাস

×

শ্যামমোহনের পুত্র বলরাম

×

গোপীমোহনের পুত্র চন্দ্রশেখর

×

যাদবের পুত্র গিরীশ, পূর্ণ (অপুত্রক) যোগেন্দ্র, রামবিষ্ণু (অপুত্রক)

×

গোপালের বংশ

(২৬) গোপালের পুত্র **রা**মতারক, রামচাঁদ, শ্রীরাম, সীতারাম, জয়রাম

(২৭)

রামতারকের পুত্র **তিনকড়ি**

রামচাঁদের পুত্র সারদা, উপেন্দ্র

শ্রীরামের পুত্র হারাধন, রামরেণু

সীতারামের পুত্র রামরতন, প্রভাকর

জয়রামের পুত্র রামকৃষ্ণ, রামগতি, রামমতি

× × ×

(২৮)

তিনকড়ির পুত্র **প**শুপতি, **শ**চীপতি, **স**ত্যগতি (লেখক)

সারদার পুত্র সাগর (অপুত্রক)

উপেন্দ্রের পুত্র হরিসাধন, কিরীটী, গৌরীশঙ্কর

হারাধনের পুত্র বিভূতি, জগদীশ, প্রবোধ (মেদিনীপুরের শ্যামগঞ্জ গ্রামে বাস করেন।

×

রামরেণুর পুত্র তারাপদ, উমাপদ, শ্যামাপদ (মেদিনীপুরের রাইলা গ্রামে বাস করেন)

২৮) { রামরতনের পুত্র রামসুবোধ, মৃণালকান্তি, সুখময়, আনন্দময়
×
প্রভাকরের পুত্র কণককান্তি
×

(২৪) ইন্দ্রনারায়ণের বংশ

(২৫) ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র মাধব (অপুত্রক), যাদব
(২৬) যাদবের পুত্র গিরীশ, পূর্ণ (অপুত্রক), যোগেন্দ্র, রামবিষ্ণু (অপুত্রক)
×
(২৭) গিরীশের পুত্র বৈদ্যনাথ
(২৮) বৈদ্যনাথের পুত্র অশোক, অনিল

নয়নানন্দের ভাই গোলকনাথের বংশ (২৩)

(২৪) গোলকনাথের পুত্র গুরুপ্রসাদ, নবীনমোহন, সুধারাম

(২৫) { গুরুপ্রসাদের পুত্র রাম, গঙ্গাধর (অপুত্রক), হৃদয় (অপুত্রক)
[এই তিনভাই বিষ্ণুপুরে যাইয়া বাস করেন]
নবীনের পুত্র শ্রীনাথ (অপুত্রক), ভৈরব (অপুত্রক)
সুধারামের পুত্র উমাচরণ (অপুত্রক)

(২৬) রামের পুত্র মাহিন্তীলাল
(২৭) মাহিন্তীলালের পুত্র সৃষ্টিধর
(২৮) সৃষ্টিধরের পুত্র কিশোরীলাল, বংশী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু

[× মানে বাল্যকালে মৃত্যু]

সংগ্রাহক—

শ্রীসত্যপতি চট্টোপাধ্যায় বি-এস্-সি
দিগপাড়—পোঃ ও গ্রাম
জেলা—বাঁকুড়া
[সন ১৩৪৬ সালের মাঘ মাস]

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ও তদীয় বংশ-তালিকা

মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুর (পোঃ শঙ্করপুর) নিবাসী শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ প্রদত্ত তালিকা

২য় পরিশিষ্ট ৩৫২ পৃষ্ঠার ভ্রম সংশোধন

নৃসিংহ ১৭। সুত গর্ভেশ্বর ১৮। সুত মুরারি ওঝা, সূর্য্য ও গোবিন্দ ১৯। মুরারি সুত ভৈরব, অনিরুদ্ধ, গৌরী, মদন, বনমালী, মার্কণ্ড, নিবাস ও ব্যাস ২০। (মুরারির পুত্রগণের নাম অন্য প্রকার থাকিলেও কাব্যতীর্থ মহাশয়ের তালিকা দৃষ্টে এখানে তাহাই দেওয়া গেল)। বনমালী সুত কবি কৃত্তিবাস। অনিরুদ্ধ সুত গোপাল (এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে) ২১। তৎসুত মদন ২২।

মদন সুত শতানন্দ বা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় (ইনি ভূরীশ্রেষ্ঠ-রাজ চতুরানন মহানেউকীর (মহানিয়োগীর) কন্যা গ্রহণে ভঙ্গ হয়েন এবং ফুলিয়া গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া ভূরশিটে বাস করেন)। বৈদ্যনাথ ২৩।

সদানন্দ সুত রাজা শ্রীমন্তরাম (পাঁড়ুয়া রাজবংশ) ও রাজা কৃষ্ণরাম (গড় ভবানীপুর রাজ বংশ) ২৪।

পাঁড়ুয়া রাজ বংশ

রাজা শ্রীমন্তরাম সুত রাজা মহেন্দ্র (রায় বাঘিনী গ্রন্থে রাজা মহেন্দ্র ও গোপীরমণের মধ্যে তিন পুরুষের নাম দেওয়া আছে কিন্তু ঘটক পুঁথিতে উক্ত নাই), রাম ও শ্রীবল্লভ ২৫।

রাজা মহেন্দ্র সুত গোপীরমণ ও রাজীব (রায়বাঘিনীসম্মত কালা-পাহাড়) ২৬।

গোপীরমণ সুত রাজা ভূপতি, (ইনি বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক রায় উপাধি পাইয়াছিলেন, তাই, ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন "ভূপতি রায়ের বংশ") শ্যাম, প্রাণবল্লভ, জগজীবন, নরোত্তম, জনার্দ্দন ও মধুসূদন ২৭।

রাজা ভূপতি সুত রাজা সদাশিব, চাঁদ, রাজবল্লভ, কিশোর, কন্দর্প ও বাণেশ্বর ২৮।

৺বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র

মহানুভব পণ্ডিত ৺সতীশ চন্দ্র রায়

(সম্বন্ধ-নির্ণয় ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশ পৃঃ ২১)

ইনি সুবিজ্ঞ শিক্ষক ও উত্তম গদ্য এবং পদ্য লেখক ছিলেন। স্বদেশ ও দেশহিতৈষণা ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল

রাজা সদাশিব সুত রাজা নরেন্দ্র, বংশী, কাশী, রসিক ও শুকদেব ২৯।

রাজা নরেন্দ্র সুত চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন, দয়ারাম ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ৩০।

ভারতচন্দ্র সুত পরীক্ষিত, ভাগবত, রামতনু ও ভগবান ৩১। ভারতচন্দ্র মূলাযোড় বাসী হ'ন।

ভাগবত সুত তারকনাথ ও রামধন ৩২। তারকনাথ সুত অমরনাথ ৩৩। অমর সুত পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ ৩৪। পূর্ণচন্দ্র সুত অমূল্য ৩৫।

নরোত্তমের ধারা

নরোত্তম সুত রামসন্তোষ (ইঁহা হইতে ধূলাগড়ি, ম্যাল্লক ও বাসুদেবপুর বংশের উৎপত্তি) ও রামেশ্বর ২৮।

রামসন্তোষ সুত রাধাবল্লভ (ম্যাল্লক বংশের মূল) বিনোদরাম (ধূলাগড়ি বংশের মূল) ও শ্রীবল্লভ ২৯।

রাধাবল্লভ সুত রামকৃষ্ণ ৩০। সুত রাজচন্দ্র (বাসুদেবপুর বংশের মূল) ও বেচারাম ৩১।

রাজচন্দ্র (বাসুদেবপুর বংশ) ৩১।

রাজচন্দ্র সুত ঈশানচন্দ্র, উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ ও কন্যা বিন্দুবাসিনী (ম্যাল্লক ঘোষাল বংশের বধূ। উদয়চন্দ্র ইঁহাকে ম্যাল্লকের সমূহ সম্পত্তি প্রদান করেন) ৩২। উদয়চন্দ্র গত শতকে মেদিনীপুরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

ঈশানচন্দ্র সুত যদুনাথ ৩৩। তৎসুত চারুচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র ৩৪। চারুচন্দ্র সুত শ্রীশ্যামাপদ ও শ্রীহরেন্দ্র ৩৫। শ্যামাপদ সুত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রেমানন্দ ৩৬। প্রবোধচন্দ্র সুত শ্রীতারাপদ ৩৫। সুত শ্রীরবীন্দ্র ৩৬।

উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ সুত সুরনাথ চূড়ামণি ৩৩। সুত সতীশচন্দ্র ৩৪। তৎসুত শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ, ভবানীচরণ ও কন্যা নন্দরাণী ৩৫। পঞ্চাননের ১ কন্যা শ্রীঅণিমা ও ২ পুত্র শ্রীপ্রণব ও শ্রীপিণাকী ৩৬।

বিনোদরাম (ধূলাগড়ি বংশ) ২৯।

বিনোদরাম সুত রামশরণ ও রামচরণ ৩০। সুত কালীপ্রসাদ মাণিকরাম, জগতরাম ও রামহারিক ৩১।

মাণিকরাম সুত প্রেমচাঁদ ৩২। সুত মহেন্দ্র ৩৩। সুত শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় ৩৪। তৎসুত শ্রীহীরেন্দ্র ও শ্রীবীরেন্দ্র ৩৫।

গড় ভবানীপুরের রাজা কৃষ্ণরামের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা

রাজা কৃষ্ণরাম ২৪। রাজা দেবনারায়ণ ২৫। রাজা দর্পনারায়ণ ২৬। রাজা উদয়নারায়ণ ২৭। রাজা সত্যনারায়ণ ২৮। রাজা শিবনারায়ণ ২৯। রাজা রুদ্রনারায়ণ ৩০। রাজা প্রতাপনারায়ণ ৩১। রাজা নরনারায়ণ ৩২। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ৩৩। (ইনি বর্দ্ধমানাধিরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হ'ন)। রূপনারায়ণ ৩৪। শ্রীনারায়ণ ৩৫। ঘটক পুঁথির সহিত স্থানে স্থানে মিল নাই।

বর্দ্ধমানাধিরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক পাঁড়ুয়া ও গড় ভবানীপুর রাজ্য অধিকৃত হইলে এই বংশীয়গণ নানা স্থানে গিয়া বাস করেন।

বর্ত্তমানে শতানন্দের বংশধরগণ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। যথা—হাওড়া জেলার পাঁড়ুয়া, দোগাছী ও ধূলাগড়ি। হুগলী জেলার নন্দনপুর। মেদিনীপুর জেলার পোঃ শঙ্করপুরের অধীন বাসুদেবপুর গ্রামে এই বংশীয় অনেকের বাস। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের নিজ বংশ ২৪ গবগণা মূলাযোড়ে ছিল। এখন উঁহারা অন্যত্র আছেন।

হাবড়া জেলার বসন্তপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর ঘটক পুঁথিতে ২০০৬২ পৃষ্ঠায় এই বংশের কুলজীনামা আছে। এই পুঁথির সহিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য রচিত রায়বাঘিনী গ্রন্থের স্থানে স্থানে অমিল আছে।

এই বংশের বাসুদেবপুর—শাখার পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ সুকবি, সাহিত্যিক ও বক্তা। তিনি নদীয়া জেলার চাকদহ ও মেদিনীপুর জেলার সোনাখালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত। পুরাতত্ত্বানুশীলনে তাঁহার অসীম প্রীতি। তাঁহার রচিত কয়েকটী পুস্তক ও কবিতা প্রভৃতি আছে। বর্ত্তমানে তিনি গোলগ্রাম (মেদিনীপুর) অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত।

শ্রীহট্টস্থ ছাতকে উপনিবিষ্ট গার্গকুলোত্থ উপাধ্যায় উপাধিধারী

সাগ্নিক মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবার

গ্রাম রুষ্টপুর, পোঃ লাখাট বাজার, জেলা শ্রীহট্ট

এই বংশ শুধু অশূদ্র প্রতিগ্রাহীরূপে আপন বংশ গৌরব রক্ষা করেন নাই, পরন্তু সংস্কৃতে কৃতিত্ব (পুরুষানুক্রমিক উপাধিলাভ)—বংশগত কর্ত্তব্য বলিয়া আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা পালন করিয়া আসিতেছেন।

এখানকার আপামর সাধারণ সহসা কোন ভীতিব্যঞ্জক ব্যাপারের সম্মুখিন হইলে অথবা দেশে কোন মারীভয় দেখা দিলে যাঁহার নামের দোহাই দিয়া আজও অনেকে, প্রতিদিন এক এক গণ্ডুষ জল পান করিয়া, আপন আপন আত্মাকে অন্ততঃ সেইদিনের জন্যও নিরাপত্তার অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় প্রদান করিল বলিয়া, মনে করিতেছে। এহেন সিদ্ধ মহাপুরুষ শবসাধক তান্ত্রিক-শিরোমণি—শ্রীশ্রীরাধাচরণ উপাধ্যায়, এই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বংশেরই আলোক-স্তম্ভ। নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সহকৃত বংশ পঞ্জিকা প্রদত্ত হইল।

শব-সাধক তান্ত্রিক ৺রাধাচরণ উপাধ্যায়, মিথিলা হইতে বীরভূমে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ক্রমে তিনি তথায় অল্পদিনের মধ্যেই বহুশিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন।

অনন্তর তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিদ্যার বিমল আলোক-সম্পাতে তদীয় হৃদয়-গুহা আলোকিত করিয়া, পরিণয়-নিগড়ে আবদ্ধ করতঃ হটাৎ একদিন মনের আবেগে অজানিতভাবে বাড়ী হইতে কোথায় উধাও হইয়া পড়েন।

এই ঘটনা তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল। এ স্থলে আর এক একটী কথা মনে পড়িল।—

এই বংশের কোন সতী নাকি বলিয়া গিয়াছিলেন :—

——"আমার গোত্রের কেহ যেন অবিদ্বান্ না হয়,

আর বৈধব্যাবস্থা কোন সতীর জীবন স্পর্শ না করে।"

সেই অনুমৃতা দেবীর বাক্য নিরর্থক হয় নাই। অলক্ষিতে অমরবৃন্দও বুঝি তাঁহার কথায় সায় দিয়াছিলেন। আজ পাঁচ পুরুষ চলিল, সেই সতীর বাক্যের সত্যতা পুরুষানুক্রমে সকলেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। এই তান্ত্রিক শিরোমণির বহির্গমনের ২।১ দিন পরেই কোন প্রয়োজন বশতঃ তাঁহার পেটিকা খুলিতে গিয়া, একখানা পত্র পাওয়া গেল। পত্রে সুস্পষ্টরূপে কেবল ইহাই লিখা ছিল "আমার জন্য কেহ উদ্বিগ্ন হইও না; আমাকে কে যেন কোথায় বধ্য করিয়া লইয়া যাইতেছে। নিশ্চয় জানিও, সময়ে সেই ব্যক্তিই তোমাদিগকে আমার সন্ধান বলিয়া দিবে। ধৈর্য্য ধর। বৃথা অন্বেষণ করিও না।"

সংসার বিরাগী রাধাচরণ ২০।২৫ বৎসর ভারতের নানাস্থানে উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করতঃ তাঁহার সিদ্ধাবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করেন—আসামের কামাখ্যা পীঠে। সে আজ ১৫০ বৎসরের কথা। তখনকার ভ্রমণ কার্য্য কিরূপ কষ্টসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল ছিল, তাকি আর বলতে আছে!

অবশেষে তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছাতকের কোন জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে জীবনের শেষভাগ শব-সাধন কার্য্যে নিয়োজিত করেন। কালে সেই জঙ্গলময় ভূমিই গ্রামে পরিণত হইয়া "তান্ত্রিককোণা" নাম ধারণ করিয়াছে।

তাঁহার তিরোধানের পর তদীয় পৌত্র একদা সুযোগ বুঝিয়া সেই স্থানটী দেখিবার জন্য শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করেন। এবং কিছুকাল তথায় অবস্থিতির পর বোধ হয় কোন দৈব ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—ভবিষ্যতে, এই অবস্থানেই তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূলতা আনয়ন করিবে;—

সহজেই স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখিতে পারিবেন। তাই তিনি যথাসম্ভব সত্বর সপরিবারে আসিয়া এথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

অধ্যাপনা ও বিষয়চর্চ্চা একাধার হইতেই দুই দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলে সরস্বতীর বরপুত্রকেও যেন লক্ষী সপত্নী-বিরোধ ভুলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন।

কালের বিধান অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্ত্তণীয়। বুঝি বিধিও তৎপ্রতিবিধানে অপারগ। তাই ১০।১২ বৎসর পরে ৩টী পুত্র রাখিয়া এই মহাত্মা মহাপ্রয়াণ করেন।

পুত্রগণও বংশধারা মতে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহা যেন বিধি আর অধিকদিন সহ্য করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। ১৩৪১ সনে ২য় পুত্র দ্বিজেন্দ্র নাথ উপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞতায় অনেক ইংরেজ তাঁহাকে তাদের জাতভাই বলিয়া অনেক সময় রসিকতা করিতেন। ফলতঃ তাঁহার ইংরেজি-ভাষা-জ্ঞান অনন্য-সাধারণ ছিল।

অনন্তর ১৩৪৪ বাঙ্গালায় তৃতীয় পুত্র নরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী জ্যোতীরঞ্জন লোকান্তরিত হন।

মাতৃভাষার মত তিনি অনর্গল সংস্কৃতে আলাপ করিতে পারিতেন। দেখিতে দেখিতে এইরূপে বংশের লীলা খেলা সব ফুরাইয়া গেল। এখন একমাত্র ১ম পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ, তাঁহার পরলোক-প্রস্থিত ভ্রাতৃগণের সমাধিস্তম্ভ রূপে শ্মশানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁদেরই গুণপনার স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছেন।

শ্মশান সাংসারিকের শান্তিজনক নয়। তাই তিনি শান্তিকামনায়, সব ফেলিয়া, মাত্র ভবিষ্যতের আশাভরসার স্থল ভ্রাতৃজ দুইটীকে সঙ্গে নিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে (ছাতকের নিকটবর্ত্তী লাখাটের রুষ্টপুর

নামক গ্রামে) শান্তি-কুঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন। করুণাময়ের অপার করুণায়, তথায় জীবিকা-নির্ব্বাহের নানাপ্রকার সুগম পন্থা চতুর্দ্দিকে লক্ষ্যের বিষয়ীভূত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আসেপাশের লোকগুলিও যেন প্রকৃতির শিশু, সংসারের আবিলতা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে। "যেমন ভাব, তেমন লাভ"। তাই তিনি এখন তথায় মনের আনন্দেই কালতিপাত করিতেছেন।

নিম্নে তাঁহাদের বংশলতিকা প্রদর্শিত হইল।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ রাধাচরণ উপাধ্যায়ের উর্দ্ধতন ও অধস্তন বংশাবলী

শাতাতপ ১। সুত হারিত ২। সুত কৌশিক ৩। সুত বশিষ্ঠ ৪। সুত বৈদান্তিক রাধাচরণ উপাধ্যায় (বীরভূমে আনুমানিক ১১৪২ সালে আগমন করেন) ৫।

রাধাচরণ সুত গোপীচরণ বিশারদ ৬। সুত হরিচরণ সিদ্ধান্ত ৭। সুত সুরেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ, দ্বিজেন্দ্র উপাধ্যায় ও নরেন্দ্র শাস্ত্রী জ্যোতীরঞ্জন ৮। দ্বিজেন্দ্র সুত সন্দীপবরণ উপাধ্যায় ৯। নরেন্দ্র সুত আশুতোষ ও প্রবোধানন্দ উপাধ্যায় ৯।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।

কাটোয়া থানা চাণ্ডুলী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশ-পরিচয়।

ইঁহারা যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান, খড়দহ মেল স্বভাব।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের অধস্তন কয় পুরুষ পরে কামদেব মুখোপাধ্যায় সাং গুপ্তিপাড়া। তস্যসুত ভোলানাথ। তস্যসুত (১) কালীভৈরব (২) চন্দ্রেশ্বর। কালীভৈরবের সাং গোমরাপুর। তস্যসুত গোসাই চন্দ্র। চন্দ্রেশ্বর সাং চাণ্ডুলী। তস্যসুত (১) শশিভূষণ (২) কেদার নাথ (৩) বিধুভূষণ (৪) মধুসূদন (৫) যদুনাথ। মধুসূদনের প্রথম বিবাহ কাগ্রাম। দ্বিতীয় বিবাহ নাশিগ্রাম। প্রথম পক্ষের পুত্র (১) মন্মথনাথ (২) প্রমথনাথ। মন্মথনাথ হাতীশালার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রমথনাথ কৃষ্ণনগরের আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। উভয়েই এম্-এ। মন্মথনাথ রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্টের কলেজে প্রফেসারী করিতেন। শেষে কৃষ্ণনগর কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপল হইয়াছিলেন। এক্ষণে পেন্সন্ ভোগী।

প্রমথনাথ কিছুদিন রিপন কলেজের প্রফেসর ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া দিয়া উচ্চ উচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। জর্জ্জ উড্রপ সাহেবের সহিত একমত হইয়া তন্ত্র শাস্ত্রের অনেক তথ্য লিখিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে উভয়েই সুপণ্ডিত। অনেক রাজা মহারাজা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া প্রমথনাথ তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক কথারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং যথাযথ তান্ত্রিক কার্য্য করিয়া বহু আদর ও

অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমানন্দে রহিয়াছেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই নিঃ সন্তান। বলেন বংশ রক্ষা করিলাম।

শিলাগ্রামের রামলাল শর্ম্মা মণ্ডলের বংশ তালিকা

কাটোয়া থানা।

বাৎস্য গোত্র কর্ণবালের সন্তান, শিম্বলাল গাঁই, বর্ত্তমানে ইহারা অরি শ্রোত্রিয়।

অল্প দিন হইল, শিলা ও রোওার মণ্ডল বংশের পরস্পর অশৌচ পালন বন্ধ হইয়াছে।

রামগোপালের চারি পুত্র—

১। রামচন্দ্র ২। রামকানাই ৩। রামজীবন ৪। রামরাঘব

রামচন্দ্রের একপুত্র—

১। রামলাল

রামলালের পাঁচপুত্র—

১। আশুতোষ ২। নৃসিংহ রাম ৩। শিবচন্দ্র ৪। সুরেশচন্দ্র ৫। কুমারীশ চন্দ্র।

১। ২। ৩। নং অপুত্রক। সুরেশ চন্দ্রের পত্নী দাক্ষায়নী। কুরমুন গ্রামের রামলাল চট্টোর কন্যা। পুত্র জিতেন্দ্র কুমার (বর্দ্ধমান মোক্তার) ওকড়সা গ্রামের অতুল চৌধুরীর কন্যা সিন্ধুবালাকে বিবাহ করেন। তস্যকন্যা সবিতারাণী।

রামরাঘবের এক পুত্র—

১। নশীরাম স্ত্রী কুসুমকামিনী (বামুনপাড়া) পুত্র কন্যা হীনা। রতিকান্ত অধিকারীর সহোদরা। পিতা মাধবচন্দ্র।

রামকানাই অপুত্রক মৃত।

শাণ্ডিল্য গোত্রিয় ভট্টনারায়ণের সন্তান
বাক্‌সাগ্রামবাসী সতীশচন্দ্র রায়ের বংশ

গোকুলচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র—

১। দুর্গাচরণ স্ত্রী অজ্ঞাত

২। ভোলানাথ স্ত্রী দ্রবময়ী সহ মৃতা হন।

৩। বিশ্বনাথ স্ত্রী অজ্ঞাত।

দুর্গাচরণের একপুত্র ... ... দুইকন্যা

১। কুমারীশ (পাতাই হাট)

১। অমৃতা (বাজে তেওট)

২। কন্যা (নাম অজ্ঞাত) বিবাহিতা (শীলে)

ভোলানাথের দুই পুত্র

১। রামগোপাল স্ত্রী মঙ্গলময়ী ... ...

২। রামমোহন স্ত্রী অজ্ঞাত ... ...

রামগোপালের দুই পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। হরিশচন্দ্র স্ত্রী মগ্নময়ী (সিঙ্গি)

১। সারদাময়ী (রোগুা)

২। বরদাময়ী (মুলটী)

৩। মোক্ষদা (পাতাই হাট) তস্য কন্যা ব্রজবালা (কালিগঞ্জ লাখুরিয়া)

২। নবীনচন্দ্র স্ত্রী অজ্ঞাত পুত্র কন্যা হীন।

হরিশচন্দ্রের নয় পুত্র ... এক কন্যা

১। সতীশচন্দ্র স্ত্রী গোকুলমোহিনী (রামদাসপুর)

২। সুরেশচন্দ্র স্ত্রী পঞ্চাননী
(মন্তেশ্বর)

৩। অবিনাশচন্দ্র স্ত্রী দুর্গেশ নন্দিনী
(ছোট মেইগাছি)

৪। চারুচন্দ্র স্ত্রী ইন্দ্রমতী
(মন্তেশ্বর)

৫। যোগেশচন্দ্র স্ত্রী

৬। পঞ্চানন স্ত্রী পঞ্চাননী
(গোঠ পাড়া)

৭। অক্ষয়কুমার পত্নীর নাম অজ্ঞাত
(আমল)

৮। নলিনাক্ষ অঃ মৃ

৯। পুত্র ও কন্যা জমজ (মৃত)

সতীশচন্দ্রের চারি পুত্র ... ...

১। ক্ষেত্রনাথ বি, এ, পত্নী শিবরাণী (শ্রীবাটী)

২। প্রমথনাথ পত্নী সত্যবালা (কলিকাতা)

৩। মন্মথনাথ পত্নী ১মা লক্ষ্মীরাণী (মৃতা)
২য়া হররাণী (শ্রীবাটী)

৪। দুর্গানাথ পত্নী বীণাপাণি
(পোষ্টগ্রাম)

তিন কন্যা

১। সুশীলাবালা
(অঃ মৃঃ)

২। সরলাবালা স্বামী
মৃত নিমাইচাঁদ চট্টো
(সিঙ্গি)
তস্য পুত্র সুধীররঞ্জন

৩। রাজলক্ষ্মী স্বামী
কানাইলাল ঘোষাল
(শিজনে)
পুত্র গুরুদাস, শিশির
কুমার ও মৃণালকান্তি।
কন্যা সাধনবালা।

ক্ষেত্রনাথের এক পুত্র	তিনকন্যা
১। সন্দীপকুমার	১। সন্ধ্যারাণী স্বামী শিশির কুমার গোস্বামী গদার ডিহি (বাঁকুড়া)
	২। গায়ত্রীবালা
	৩। রেণাবালা

প্রমথনাথের দুই পুত্র	চারি কন্যা
১। দিলীপকুমার	১। হীরাবালা
২। ত্রিদিবকুমার	২। ইরাবালা
	৩। কমলাবালা
	৪। শিশুবালা

মন্মথনাথ অজাত পুত্র কন্যা।

দুর্গানাথের এক পুত্র	এক কন্যা
১। তুষার কান্তি	১। সাধনবালা

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার সূতাহাটা নিবাসী ব্রাহ্মণ—

স্বর্গত শ্রীকান্ত চন্দ্র পণ্ডা মহোদয়ের বংশাবলী।

১। কাশীনাথ পণ্ডা (পত্নী যমুনাদেবী)

২। বিশ্বনাথ [০] (পত্নী সরস্বতী) ও শ্রীকান্ত (পত্নী মোক্ষদা, কৃষ্ণনগর)

২। শ্রীকান্ত সুত শ্রীপ্রমথনাথ (পত্নী সৌদামিনী, জাহানাবাদ, শ্রীহরিপদ, শ্রীবিষ্ণুপদ ও শ্রীকালীপদ ৩।

৩। শ্রীপ্রমথনাথ সুত শ্রীমুরারিমোহন, রাসবিহারী, কিশোরীমোহন, প্যারীমোহন, পিনাকীরঞ্জন, গোপালচন্দ্র, ভূপালচন্দ্র, উমা ও করুণা ৪।

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার সূতাহাটা নিবাসী ব্রাহ্মণ স্বর্গত শ্রীকান্ত চন্দ্র পণ্ডা মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

——(০)——

এই বংশের আদি বাসস্থান কটক জেলার অন্তর্গত যাজপুর। এতদ্বংশীয় উলখিরাম পণ্ডা মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণায় আগমন পূর্ব্বক পুণ্যশ্লোক রাজা যাদবরাম রায় চৌধুরীর নিকট ১০০/ একশত বিঘা ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়া সূতাহাটা গ্রামে বাস করেন।

বিশ্বনাথ—সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে একমাত্র পত্নী রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রীকান্ত চন্দ্র—ইনি সূতাহাটা গ্রামে ১২৬৮ সালে ২রা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স যখন আড়াই বর্ষ তৎকালে ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বনাথ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার মাতা যমুনাদেবী অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত ৫/ পাঁচ বিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া পুত্র ও বিধবা পুত্রবধূসহ অতি ক্লেশে কালাতিপাত করিতে থাকেন। পরে ইনি (শ্রীকান্তবাবু) ইঁহার মাতামহের পরিত্যক্ত ১৫/ পনর বিঘা ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি অতীব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। অতি বাল্যে উপযুক্ত অভিভাবক বিহীন হওয়ায় অধিক শিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। মাতামহের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ও যজমানের আয় দ্বারা মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার ভরণপোষণ করিতেন।

ইনি বাঙ্গালা ১২৮২ সালে দোর কৃষ্ণনগর বাসী—৺জয়নারায়ণ মিশ্রের তৃতীয়া কন্যা মোক্ষদা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার গর্ভে ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা জন্মে।

ইনি পুত্র চতুষ্টয়কে এবং পৌত্রগণকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করিয়াছেন।

মহামনা শ্রীকান্তবাবু ন্যায়পথে বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই মহাপ্রাণ প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ সংরক্ষণে ও প্রদর্শনে—অনাথ—আতুর ও দীনব্যক্তির রোগযন্ত্রণা নিরাস কামনায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্বীয় অর্জ্জিত ১২০/ বিঘা জমির মধ্যে ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা জমি দান করিয়াছেন (ইং ১৯২৪ সাল, ১৫ই অক্টোবর)। পরে তদীয় এই দানে ১৯২০।১৭ই মার্চ্চ তারিখে সুতাহাটা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ইঁহার ঈদৃশী ত্যাগশীলতা অধুনা অতি দুর্লভ ও বিস্ময়জনক। ইনি এই গৌরবান্বিত, প্রশংসনীয় দান দ্বারা লুপ্তশক্তিক ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব গৌরব সম্যক প্রকারে উদ্‌ঘাটিত করিয়া স্বয়ং গৌরবান্বিত এবং এই জগতীতলে মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। দেশবাসী দুঃস্থগণ এই দানে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন।

ইনি স্বাবলম্বী, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি নানা তীর্থাদি পরিভ্রমণ, বন্যাপীড়িতগণের সাহায্যার্থ দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বরণীয় হইয়াছেন।

ইনি অতীব মাতৃভক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার শেষ জীবন ভগবদর্চ্চনায় অতিবাহিত হয়।

বাঙ্গালা ১৩৪২ সালে ১০ই বৈশাখ এই দানবীর ইহলোক পরিত্যাগে দিব্যধামে প্রস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীকান্ত বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ বাবু কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ উপাধিধারী, ...ক্ত কালীপদ বাবু ব্যাকরণ-তীর্থ উপাধিধারী ; পৌত্র শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন বাবু বি, এ উপাধিধারী, বর্ত্তমান ভূপতিনগর ত্রিলোচন হাইস্কুলের অন্যতম শিক্ষক। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বাবু এল্-এম-এফ্ ডাক্তার।

গ্রাম চকলালপুর, পোঃ বাড় বাসুদেবপুর,
(জেলা—মেদিনীপুর) নিবাসী
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় প্রেরিত তথ্য সংগ্রহে লিখিত।

সম্বলপুরের আরণ্যক বা ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণগণের পরিচয়

(কোন প্রসিদ্ধ সামাজিক নেতার উক্তি)

আরণ্যক ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাঁরা প্রথমে উড়িষ্যার পাটনা ষ্টেটে বসবাস করেন। পরে পাটনার (বালাঙ্গির) চোহান রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম দেও বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্বলপুর রাজত্ব স্থাপনের সময় (ইংরাজী ১৪৫৬—১৫২৭ খৃঃ অঃ বিক্রম সংবৎ ১৫২২—১৫৮৪) ইহাঁরা সম্বলপুরে স্থায়ী বসতী স্থাপন করেন। বলরাম দেওএর রাজত্বকাল হইতে যানা যায় যে আরণ্যক ব্রাহ্মণেরা সম্বলপুরে প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বের অধিবাসী।

পাটনা রাজ্যই প্রবল শক্তিশালী দক্ষিণ কোশল রাজ্যের ধ্বংশাবশেষ। ঐ রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী তোষলী (Tosali) নামে পরিচিত। ভারতবর্ষ মধ্যে ঐ তোষলী রাজধানীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ও বিশাল রাজধানী কুত্রাপি ছিল না। সেই তোষলী রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমানে রাণীপুর-ঝড়িয়া নামে অভিহিত এবং পাটনা ষ্টেটের অন্তর্গত। ইহার অতি সন্নিকটে 'তুসরা' নামে একটী গ্রাম আজিও বর্ত্তমান।

আরণ্যক ব্রাহ্মণেরা, পাটনা, কালাহান্দী, সোনপুর, বৌধ, বামড়া গঙ্গাপুর, খড়িয়ার প্রভৃতি ষ্টেটের রাজ পুরোহিত। সম্বলপুর জেলা ও রাজষ্টেট সমূহ মধ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই আরণ্যক ব্রাহ্মণ।

আরণ্যক ব্রাহ্মণ সমাজ দুই শাখার একত্র মিশ্রণে গঠিত। একটী শাখা উত্তর ভারত হইতে সমাগত অপর শাখা উড়িষ্যার যাজপুর হইতে আগত। যাহারা উত্তর ভারত হইতে আগত তাহারা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ।

বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় যে উত্তর ভারত হইতে সমাগত কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা কালক্রমে লঘিষ্ঠ হওয়ায় যাজপুর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হন। এই কারণ বশতঃ

উড়িষ্যার শিক্ষা, রীতি নীতি আচার পদ্ধতি উভয় শাখাতেই লব্ধ প্রবেশ করিয়াছে। উভয় শাখার মিশ্রণে আরণ্যক বা ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত।

ইহাদিগের সামাজিক উপাধি বা বর্গগুলি আলোচনা করিলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। আরণ্যক ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি বর্গ সাধারণের জ্ঞাতার্থ এখানে প্রদত্ত হইল। যথা—পূজারী, পাড়ি, পতি, পণ্ডা, পাণিগ্রাহী, নায়ক, সাহু, মিশ্র, উৎগাতা বা ওতা, ত্রিপাঠী, দীক্ষিত, বেহারা, সুপকার ও মাঝি। প্রথম ও শেষ তিনটী রাজকর্ম্মচারীর পদবী।

প্রায় ২ শত বৎসরের অধিক হইতে চলিল সম্বলপুরের চৌহান রাজ অজিত সিংহের আমলে (ইং ১৬৯৪-১৭৬৬ খৃঃ অঃ বিক্রম সংবৎ ১৭৫১-১৮২৩) উড়িষ্যার যাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, রাজ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া সম্বলপুর আসেন। তদ্দৃষ্টে আরও কতকগুলি ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা হইতে স্বেচ্ছায় সম্বলপুরে আগত হন। এই উভয় শাখার ব্রাহ্মণগণ উড়িয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। সম্বলপুর রাজ কর্ত্তৃক আহুত ব্রাহ্মণগণ শাসন গ্রাম, (P. O. Sasan) বহু ভূমি ও ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন। ইহাদিগের বর্গ যথা—সতপথী, দাস, মহাপাত্র, দেবতা, মিশ্র, চৈনী, পণ্ডা, নন্দ, পাণিগ্রাহী, শরঙ্গী, কর, পতি, রথ, বাবু, সাবৎ, আচার্য্য, তেওয়ারী (ত্রিপাঠী) ও হোতা প্রভৃতি।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে আরণ্যক ব্রাহ্মণেরা সম্বলপুর রাজ কর্ত্তৃক কোন দান গ্রহণে অসম্মতি দেন। তজ্জন্য ইহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোন দান গ্রহণ করেন না।

আরণ্যক ব্রাহ্মণগণের সহিত উড়িয়া ব্রাহ্মণগণের কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই।

আরণ্যক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহু ভূম্যধিকারী (গাউটিয়া) আছেন। সাধারণ জনগণের অনেকে কৃষিকর্ম্মে সুদক্ষ। কিন্তু ইহারা সহস্তে হল চালনা করেন না।

সম্বলপুর সহরের শ্রীব্রহ্মপুরা এবং হোতাপাড়া মন্দিরের ভরদ্বাজ ও গার্গস গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত পূজারী গোষ্ঠীর বংশ-পরিচয়

অরণ্যক বা ঝাড়ুয়া শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

এই সম্ভ্রান্ত বংশের অবসর প্রাপ্ত প্রখ্যাতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রম পূজারী মহাশয় তাঁহার বংশের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ত্রিবিক্রম পূজারী মহাশয়ের প্রপিতামহ বলভদ্র পূজারী ১। তৎপুত্র কৃষ্ণ পূজারী (স্ত্রী বৈদেহী বিভাকর বিশির একমাত্র কন্যা) ২। তৎপুত্র কমললোচন পূজারী ৩। ইহাকে বিভাকর বিশি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কমললোচন পূজারী এই বিভাকর বিশি হইতে তাঁহার সম্পত্তি ও ব্রহ্মপুরা মন্দিরের ম্যানেজারের পদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং মাতামহ বিভাকর বিশির গার্গসগোত্র গ্রহণ করেন কিন্তু বিশি উপাধি বা বর্গ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্ব উপাধি পূজারীবর্গে সুপরিচিত আছেন।

শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এরূপ সম্বন্ধের পোষ্য পুত্র গ্রহণ নিসিদ্ধ। এরূপ দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা দেশের সম্ভ্রান্ত বংশেও বিরল নহে। লোকাচারানুযায়ী মারহাট্টা ও মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই বিধি প্রচলিত আছে।

কমললোচন পূজারীর ৫ পুত্র। ১ম ত্রিবিক্রম পূজারী (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), ডাক্তার সনাতন পূজারী, রায় বাহাদুর (পাটনা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর), মীনকেতন পূজারী (উড়িষ্যার অন্তর্গত পাটনা ষ্টেটের পুলীশ ইন্স্‌পেক্টর), অচ্যুতানন্দ পূজারী, (Executive Engineer, P. W. D., Orissa) ও সচ্চিদানন্দ পূজারী (Deputy Collector & Asstt. Registrar, Co-operative Societies.) ৪।

ত্রিবিক্রম পূজারীর ৩ পুত্র। ১ম সূর্য্যকুমার বি-এস্-সি, বি-এল, ২য় চন্দ্রকুমার এম্ বি, বি-এস্, সম্বলপুরের ডাক্তার, ৩য় পুত্র অশ্বিনীকুমার কটক রেভেন্সো কলেজের ছাত্র। ২ কন্যা—১মা শ্রীমতী শৈলজা দেবী (স্বামী বরদাকান্ত মিশ্র), ২য়া শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী (স্বামী ডাক্তার শ্রীহরিবন্ধু পণ্ডা, সম্বলপুর) পর্য্যায় ৫।

সূর্য্যকুমারের ৪ পুত্র ও ১ কন্যা যথা—রেণুবালা, দেবেন্দ্রকুমার, তারিণীকুমার, সৌরীন্দ্রকুমার ও ধীরেন্দ্রকুমার পর্য্যায় ৬।

চন্দ্রকুমারের ২ কন্যা যথা—ইন্দুবালা ও চারুবালা পর্য্যায় ৬।

সনাতন পূজারীর ৯টী কন্যা মধ্যে ৭টী বিবাহিতা ও ২টী অবিবাহিতা ১টী পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র (স্কুলের ছাত্র) পর্য্যায় ৫।

মীনকেতন পূজারীর ২টী পুত্র—১ম বিশ্বম্ভর (কলেজের ছাত্র), ২য় দিগম্বর (স্কুলের ছাত্র) ও ৩টী কন্যার মধ্যে ২টী বিবাহিতা ও ১টী অবিবাহিতা পর্য্যায় ৫।

অচ্যুতানন্দ পূজারীর ১টী পুত্র সচ্চিদানন্দ (কলেজের ছাত্র) ও ৫ কন্যা সকলেই অল্প বয়স্কা পর্য্যায় ৫।

সচ্চিদানন্দ পূজারীর ৪ পুত্র—১ম সুরেশচন্দ্র ও অপর ৩টীর নাম শরৎ, সুবোধ ও সুনীল ও ১ কন্যা অবিবাহিতা পর্য্যায় ৫।

কমললোচন পূজারীর কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা পদ্মলোচন ও প্রদ্যুম্নলোচন পর্য্যায় ৩। পদ্মলোচন সুত কুঞ্জবিহারী (Stenographer to Sub-jubge, Sambalpur), বিপিনবিহারী (সব-রেজিষ্ট্রার, খুরদা) ও বিনোদবিহারী (Tracer District Council, Sambalpur) ও তিন কন্যা শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী (সোনপুর রাজ্যে শ্বশুরালয়), শক্রবতী (স্বামী শ্রীভরতচন্দ্র নায়েক, ডেপুটী কলেক্টর) ও হারাবতী পর্য্যায় ৪।

প্রদ্যুম্ন পুত্র গোপীকান্ত ও গৌরচন্দ্র পর্য্যায় ৪।

এখানে সম্বলপুরের বিশি বংশের পরিচয় দিতেছি—গার্গসগোত্রীয় শ্রীধর বিশির পুত্র দয়ানিধি বিশি। তৎপুত্র নারায়ণ, আসন ও বিভাকর বিশি। নারায়ণ ও আসন নিঃসন্তান ছিলেন এবং বিভাকর অপুত্রক বিধায় একমাত্র কন্যা বৈদেহীর প্রথম জাত পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বৈদেহীর প্রথম জাত পুত্রের নাম কমললোচন পূজারী। ইনি বিভাকর বিশির সম্পত্তি ও ব্রহ্মপুরা মন্দিরের ম্যানেজারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে উত্তরাধিকারীসূত্রে শ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রম পূজারী মহাশয় ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সম্বলপুর সহরের আরণ্যক শ্রেণী ব্রাহ্মণের অপর একটী প্রসিদ্ধ বংশ মিশ্র পরিবার। ঐ বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ধরণীধর মিশ্র বাণপ্রস্থ, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মিশ্র এম্-এ, বি-এল প্রসিদ্ধ উকীল সম্বলপুর। ২য় পুত্র রামচন্দ্র মিশ্র এল্-এম্-এস্। রামনারায়ণ পুত্র গৌরীশঙ্কর মিশ্র (Chairman, Sambalpur Municipality.)

অন্য একটী প্রসিদ্ধ বংশ শূপকার পরিবার। ঐ বংশের ত্রিলোচন সূপকার ব্রহ্মা একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মহাধনী ছিলেন। তৎপুত্র গণেশরাম সূপকার, পরশুরাম, জয়রাম ও অনন্তরাম। অনন্তরাম সূপকার পুত্র বেণীমাধব সূপকার (President, District Congress Committee.)

আরণ্যক শ্রেণী ব্রাহ্মণের অপর একটী মিশ্র পরিবারের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রায় বাহাদুর রামকৃষ্ণ মিশ্র এবং বনমালী মিশ্র Extra Assistant Commissioner Eafterwards Dewan of Patna State.)। বনমালী পুত্র বাসুদেব সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (মৃত), দুর্গাপ্রসাদ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর ও দেবীপ্রসাদ। রামকৃষ্ণ মিশ্র পুত্র শঙ্করপ্রসাদ মিশ্র।

হোতাপাড়া মন্দিরের পূজারী বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীদাশরথি পূজারী (রায় সাহেব)। তাঁহার ৬ পুত্র ৺বৈকুণ্ঠনাথ, এম্-এ, বি-এল (Extra

Assistant Commissioner, Central Provinces). ৺নীলকণ্ঠ বি-এ, বি-এল, উকীল সম্বলপুর, প্রসন্নকুমার পূজারী (Superintendent of Khanda-Para State, Orissa), বনমালী (Stenographer to Resident Cooch. Behar State, Bengal) ডাক্তার জনার্দ্দন পূজারী ও গোকুলচন্দ্র পূজারী বি-এ।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০।

ফরিদপুর জেলার চান্দনীর বিখ্যাত কুশারী বংশের একদেশ বংশাবলী

(শাণ্ডিল্য গোত্র)

এই কুশারী বংশের আদিপুরুষ—অচ্যুতানন্দ কুশারী। ইঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয় আমরা বহু অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হই নাই।

অচ্যুতানন্দ (১) সুত রঘু ও রাঘব ২। রাঘব সুত রামনারায়ণ, রামজীবন ও শিবরাম (০) ৩।

রামজীবন সুত চাঁদ, বিশ্বনাথ, যাদবেন্দ্রনাথ ও রামলাল ৪।

চাঁদ সুত জগন্নাথ ৫। জগন্নাথ সুত সন্তোষ ও বলরাম ৬।

কুশারী বিশ্বনাথের ধারা

বিশ্বনাথ সুত রামপ্রসাদ ৫। সুত পাঁচু (০), গঙ্গাদাস ও মুক্তারাম ৬। গঙ্গাদাস সুত বদন (০), কানাই (০), বলরাম (০) ও গৌরাঙ্গ (০) ৭।

মুক্তারাম সুত রাজকিশোর (০), ভাগ্যবন্ত, কালীশঙ্কর (০) ও রামচরণ (০) ৭।

ভাগ্যবন্ত সুত গিরীশচন্দ্র ও গগনচন্দ্র ৮।

গগনচন্দ্র সুত দেবেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ও নগেন্দ্রচন্দ্র (০) ৯।

দেবেন্দ্র সুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ১০। রাজেন্দ্র সুত অনামিক, শ্রীরণেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র ১০। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সুত শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীকানাইলাল ১০।

কুশারী যাদবেন্দ্রনাথের ধারা

যাদবেন্দ্রনাথ সুত সুধারাম ৫। সুত মায়ারাম (০) ও দয়ারাম ৬। দয়ারাম সুত রামদুলাল ৭। সুত তারিণীচরণ, অভয়াচরণ, বসন্তকুমার (০) ও প্রসন্নকুমার (০) ৮।

তারিণীচরণ সুত রাজকুমার, অনামিক ও শ্রীচিন্তাহরণ ৯।

শ্রীচিন্তাহরণ সুত শ্রীসুশীলকুমার, শ্রীসুবোধকুমার, শ্রীসুধীরকুমার শ্রীসুকুমারচন্দ্র ও শ্রীনিরুপমচন্দ্র ১০।

অভয়াচরণ সুত কালীপ্রসন্ন, যোগেন্দ্রকুমার ও শ্রীহরেন্দ্রকুমার ৯। কালীপ্রসন্ন সুত শ্রীগিরীজাপ্রসন্ন, শ্রীবিরজাপ্রসন্ন, শ্রীহরিদাস, শ্রীসুমতিকুমার ও শ্রীসুকুমারচন্দ্র ১০।

যোগেন্দ্রকুমার সুত শ্রীমাখনলাল, শ্রীননীগোপাল ও শ্রীফণীভূষণ ১০।

হরেন্দ্রকুমার সুত শ্রীঅঙ্করাজ, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র, শ্রীঅমলচন্দ্র, শ্রীবিমলচন্দ্র ও পরিমলচন্দ্র ১০।

ঢাকা স্বায়ত্ত শাসন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে প্রাপ্ত। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০।

চট্ট বহুরূপ (৮) পুত্র—গোবিন্দের ধারার একাদেশ

বহুরূপের গোবিন্দ প্রভৃতি ৭ পুত্রে পর্য্যায় ৯।

(৩য় পরিশিষ্ট ৪৬ পৃঃ দেখুন)

গোবিন্দের সুত চক্রপাণি ১০।

চক্রপাণি সুত শ্রীরাম * ১১। সুত সুদর্শন ১২। সুত বামন ১৩। সুত বশিষ্ঠ ১৪। সুত নীলাম্বর ১৫। সুত ত্রিলোচন (ছায়া নরেন্দ্রী), সুলোচন (সুরাই), ও কমলেশ্বর (আচার্য্য-শেখরী) ১৬।

১৬। কমলেশ্বরের ধারা (মেল আচার্য্য-শেখরী) নৈকষ্য কুলীন

১৬। কমলাক্ষ, সুত রামচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র, পদ্মাক্ষ, প্রমোদন, রামভদ্র, বেদগর্ভ ও রত্নগর্ভ ১৮।

১৭। পদ্মাক্ষ সুত কৃষ্ণানন্দ, দৈবকীনন্দন ও ষষ্ঠীদাস ১৮।

১৮। কৃষ্ণানন্দ সুত নন্দন ১৯। সুত রাম নারায়ণ ২০। সুত শিবরাম ও মধুসূদন ২১।

২১। শিবরাম সুত কামদেব ২২। সুত রামকান্ত ২৩। সুত রাজচন্দ্র ২৪। সুত দীননাথ ২৫।

২৫। দীনবন্ধু সুত শরৎ, জয়চন্দ্র, রসিক ও যোগেশ ২৬।

২৬। যোগেশ সুত অমৃত ও নিত্য ২৭।

১৮। দৈবকীনন্দন সুত রামনাথ ও মথুরেশ ১৯।

১৯। রামনাথ সুত রামবল্লভ, রামেশ্বর, কাশীশ্বর ও মহেশ্বর ২০

২০। মহেশ্বর সুত যাদবেন্দ্র ২১। সুত শিবরাম, শ্রীরাম ও সন্তোষ ২২।

---

* মূলগ্রন্থে চক্রপাণি সুত শ্রীরামের কোন সন্ধান পাইলাম না। উহাতে এইরূপ লেখা আছে—চক্রপাণি সুত শ্রীকর, অধ্বর্য্যু, গুণাকর, পুরো (পুরুষোত্তম) ও বিশ্বম্ভর ১১ পর্য্যায়। ৩য় পরিশিষ্ট ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন। কুলীনগণের নানাস্থানে বহু বিবাহ জনিত ঘটক গ্রন্থে সকল পুত্রের নাম সন্নিবেশ সম্ভব হয় নাই। বিশেষতঃ ঘটক গ্রন্থ প্রণয়নের পর অনেকের জন্ম হইতে পারে। ইহাদিগের রক্ষিত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় চক্রপাণির অপর এক পুত্রের নাম শ্রীরাম।

২২। শিবরাম সুত রামগোপাল (ভঙ্গ) ও জগন্নাথ ২৩।

২৩। জগন্নাথ সুত কাশীনাথ ও হরনাথ ২৪।

চট্ট জগন্নাথের পুত্র কাশীনাথের ধারা

২৪। কাশীনাথ সুত ভৈরব, শম্ভুচন্দ্র, মহেশ, গুরুপ্রসাদ ও কালাচাঁদ ২৫।

২৫। ভৈরব সুত ভোলানাথ ২৬। সুত প্রসন্ন ও লোকনাথ ২৭।

২৭। প্রসন্ন সুত শ্রীনাথ ও কালীনাথ ২৮। শ্রীনাথ সুত সুরেশ ২৯।

২৯। সুরেশ সুত বীরেন্দ্র, জীতেন্দ্র, গীতেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র ৩০।

৩০। জীতেন্দ্র সুত নারায়ণ ও অশোক (চেঙ্গু)।

২৮। কালীনাথ সুত কামাখ্যা, সুধাংশু ও বঙ্কিম ২৯।

২৯। সুধাংশু সুত ত্রৈলোক্য, নিখিল, মণ্টু ও কান্তিরাম ৩০।

২৫। গুরুপ্রসাদ সুত মধুসূদন ২৬। সুত ঈশান, মহাভারত ও হরিশ ২৭।

২৭। ঈশান সুত ভবতোষ ও পূর্ণ ২৮। ভবতোষ সুত ধরণীধর ২৯।

চট্ট জগন্নাথের পুত্র হরনাথের ধারা

২৪। হরনাথ সুত তারাপ্রসাদ (০), উমাপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ ২৫।

২৫। কালীপ্রসাদ সুত চন্দ্রকুমার (উকীল) ও হরিচরণ বি-এ, ২৬।

২৬। চন্দ্রকুমার সুত অনুকূল, অক্ষয় ও শিশির ২৭।

২৭। অনুকূল সুত যাদব ও মাধব ২৮।

২৬। হরিচরণ B. A. সুত গগনচন্দ্র (M. I. R. C., A. M. INST. B. E. (London), A. M. I. S. E etc.), কালাচাঁদ, সুনীল ও সুশীল ২৭।

২৭। গগনচন্দ্র সুত দেবব্রত, যোগব্রত ও জ্ঞানব্রত ২৮।

২৭। কালাচাঁদ সুত সত্যব্রত ও পুণ্যব্রত ২৮।

২৭। সুনীল সুত যতিব্রত ৮।

বংশ-পরিচয়

এই বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষ ৺জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কনকসার গ্রামের বন্দ্যোবংশের দৌহিত্র সন্তান। জগন্নাথের দুই পুত্র—কাশীনাথ ও হরনাথ। উভয়েই নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। উমাপ্রসাদের তিন পুত্র—বসন্ত, হরকুমার ও রাজকুমার নাবালক অবস্থায় মারা যায়। দুর্গাপ্রসাদ সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় চলিয়া যান। শুনা যায় তিনি একবার জন্মভূমি দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন এবং অনেকে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বলিয়া ঠিকমত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

কালীপ্রসাদ—ইনি কৃষ্ণনগরে পণ্ডিত ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে চন্দ্রকুমার ও হরিচরণ এই দুই পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। চন্দ্রকুমার জ্যেষ্ঠ তখন তাহার বয়স ১৫ এবং হরিচরণ কনিষ্ঠ তখন তাহার বয়স ৫ বৎসর মাত্র।

চন্দ্রকুমার—ইনি মাতুলালয় (গোংগর, মাণিকগঞ্জ মহকুমা) হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি পি-এল পাশ করিয়া ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ওকালতী আরম্ভ করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ওকালতী ব্যবসা চালাইয়া ৯০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন (৯ই মাঘ, ১৩৪৫ সাল)।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টো (জন্ম সন ১২৬৮)—জেষ্ঠ ভ্রাতা মাতাকে সংসার খরচের জন্য যাহা পাঠাইতেন তদ্দ্বারা কোন মতে সংসার চলিত। অর্থাভাবে হরিচরণের লেখাপড়ায় বহু বাধা পড়িতে লাগিল। এদিকে হরিচরণের বয়স ১৫ বৎসর হইল। একদিন তাহার মাতা ভৎর্সনা করায় মনে ধিক্কার জন্মিল। জেদ করিয়া তিনি মাতার নিকট হইতে ৫টী পয়সা সম্বল লইয়া লেখাপড়া শিখিতে ঢাকা রওনা হইলেন। ঢাকা আসিয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোক প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সন্ধান পাইলেন। তাঁহারই উৎসাহে তিনি বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ৭ দিনের মধ্যে পাঠ শেষ করিলেন। প্রসন্ন বাবু কিছুদিনের জন্য তাহাকে তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু তথায় তাহার পড়াশুনার সুবিধা না হওয়ায় পুনরায় ঢাকা ফিরিয়া আসিয়া First book of English reading শিক্ষা আরম্ভ করেন।

ঢাকা বালিয়াটীর জমিদার প্রসন্ন বাবুর বাড়ী একবার বেড়াইতে আসিয়া বালক হরিচরণের পড়াশুনায় মনোযোগ এবং তাঁহার দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া নিজের বাড়ীতে (ঢাকা বাবু-বাজার) লইয়া আসিলেন এবং তাহার পড়াশুনার খরচ বাবদ মাসিক ৬৲ টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন।

তিনি ঢাকা হইতে এণ্ট্রান্স, এল, এ ও বি-এ পাশ করিলেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বাহাদুরের ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ঐ বৃত্তিই তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। বি-এ পাশ করিয়া তিনি বহু জেলায় মাষ্টারী ও কেরাণীর কার্য্য করিয়া বিশেষ সুফল না হওয়ায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। তৃতীয় বর্ষে উঠিলে মাতার মৃত্যু হয় এবং সমগ্র সংসার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। সুতরাং চাকরীর চেষ্টায় আসাম, বেহার ও উড়িষ্যার নানা স্থান ঘুরিয়াও যখন সুবিধা হইল না তখন তিনি গিরিডীতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

গিরিডীতে তাঁহার বেশ পসার হইল ও খ্যাতিও চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। তাঁহার খ্যাতির কথা শ্রবণে মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জের জমিদার (জগৎ শেঠের বংশ) নিজের চিকিৎসা জন্য বহরমপুর লইয়া আসেন। এখানেও তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় (১৯০৫ খৃঃ অঃ) মনের দুঃখে সব ছাড়িয়া তিনি বাড়ী চলিয়া আসেন। বহুদিন বাড়ী থাকিয়া ছেলেদের শিক্ষার ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া তিনি ঢাকা যাইয়া পুনরায় চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন।

তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক আছে—ঔষধ নির্ব্বাচন বিজ্ঞান, রোগ-নির্ণয় বিজ্ঞান, কলেরা চিকিৎসা বিজ্ঞান, বসন্ত ও তাহার প্রতিকার, Scrapes from 30 years Practice & its cure, Conversational Essays, Common errors in English, Key notes of key notes (Medical) ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা ছাড়া তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত বহু Patent ঔষধও আছে।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া জনসাধারণের জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা সামান্য হইলেও আমরা তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীগগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছত্রিশগড় উদয়পুর ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার, দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকালাচাঁদ চট্টো, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কাজ করেন, তৃতীয় পুত্র শ্রীসুনীলকুমার চট্টো একজন সাহিত্যিক এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীসুশীলকুমার চট্টো বি-এ পাশ করিয়া বর্ত্তমানে উদয়পুর ষ্টেটে—Forest Department এর Head. Clerk.

শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(M. I. R. C., A M. Inst. B. E. (London), A. M. I. S. E. Etc.) ইঁহার জন্ম ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। ইনি বিলাত হইতে উচ্চাঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ১৯২৬ সালে মাদ্রাজ গুনুপুর (Gunupur)রেলওয়ে Construction এ কাজ করিয়া পরে পঞ্জাব Hydro-Electric Scheme এ কাজ করেন (১৯২৭ খৃঃ অঃ)। মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্ব্বপ্রথম Reinforced Concrete Bridge at Kalitala (কালীতলা) ইহাঁর Design অনুযায়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

উদয়পুর ষ্টেটে সর্ব্ব বৃহৎ নদী (মাননদী—মহানদীর অপভ্রংশ) ৭৫০ ফুট চওড়া নদীর উপর Timber Trestile Bridge Construction এবং ভারারী নদীর উপর ১০০ ফুট জ্যার (span) Reinforced Concrete Bridge ইঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মের অভিজ্ঞতার নিদর্শন। সাঁওতাল পরগণার মহেশ-টিক্রী বাঁধও ইহার Design অনুযায়ী নির্ম্মিত এবং Irrigation Design ও ইহার একটী অসাধারণ কৃতিত্ব (achievement) মধ্যে গণ্য।

ইহাঁদিগের কুলক্রিয়া কাঞ্জি-বংশ, বন্দ্যো-বংশ, মুখো-বংশ এবং প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় ঘরে হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট
অনুসন্ধানে লিখিত। ১।১২।৪০

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ দানশীল স্বর্গত ব্রজমোহন তিয়াড়ী মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলি।

১। ৺মণিরাম তিয়াড়ী সুত ৺কেশবরাম ২। তৎসুত রামনারায়ণ ৩।

৩। রামনারায়ণ সুত ৺ব্রজমোহন ৺গোপালচন্দ্র ৪।

(৪) ৺ব্রজমোহনের ধারা

৪। ৺ব্রজমোহন সুত প্রথমা স্ত্রী সুশীলার গর্ভজাত (০), ২য় স্ত্রী সুভদ্রার গর্ভজাত উমাসুন্দরী স্বামী গিরিশচন্দ্র ত্রিপাঠী (পুরুষোত্তমপুর) ও ভুবনমোহন—পত্নী কুমুদিনী (০) ৫।

৩য়া স্ত্রী মোক্ষদার (পুরুষোত্তমপুর) গর্ভজাত সুত মদনমোহন পত্নী বাসন্তী (দাউদপুর), জগমোহন—পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া (মুগবেড়িয়া), ৺মনোমোহন—স্ত্রী যশোদা, লালমোহন—স্ত্রী উমাদেবী, প্যারীমোহন—স্ত্রী সুপ্রভা (দেভোগ), ৺মেনকা—স্বামী ৺উপেন্দ্রনাথ পাণিগ্রাহী (কুঞ্জপুর), বিরজা—স্বামী গণেশচন্দ্র ত্রিপাঠী (নন্দীগ্রাম) ও স্নেহবালা—স্বামী নীলকমল ত্রিপাঠী (পুরুষোত্তমপুর) ৫।

৺ব্রজমোহনের ৩য়া স্ত্রী মোক্ষদার গর্ভজাত ১ম পুত্র

(৫) মদনমোহনের ধারা

৫। মদনমোহন সুত মোহিনীমোহন, মুরারিমোহন, মণিমোহন, মাণিকমোহন, মথুরামোহন, মুকুলমোহন, মোহিতমোহন, লতিকা পঙ্কজাক্ষী, রেণুকা, পুত্র ও যূথিকা ৬।

৺ব্রজমোহনের ৩য়া স্ত্রী মোক্ষদা গর্ভজাত ২য় পুত্র

(৫) জগমোহনের ধারা।

৫। জগমোহনের সুত যতীন্দ্র, শচীন্দ্র, পুত্র ও গৌরী ৬।

৺ব্রজমোহনের ৩য়া স্ত্রী মোক্ষদা গর্ভজাত ৩য় পুত্র

(৫) ৺মনোমোহনের ধারা

। ৺মনোমোহনের সুত সুধাংশু শেখর, হিমাংশু শেখর ও অপর্ণা স্বামী মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডা (অজয়া)

(৪) ৺ব্রজমোহনের ৩য়া স্ত্রী মোক্ষদা গর্ভজাত ৩য় পুত্র লালমোহনের কোন সন্তানের নাম পাওয়া যায় নাই। মোক্ষদা গর্ভজাত ৫র্থ পুত্র (৫) প্যারীমোহনের কন্যামাত্র নাম হিরণ্ময়ী পর্য্যায় ৬।

(৪) ৺গোপালচন্দ্রের ধারা

। ৺গোপালচন্দ্র সুত শ্রীনিবাস, কীর্ত্তিবাস, ৺ঈশানচন্দ্র, শ্রীমন্মথ, তারামণি ও জানকী ৫।

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ দানশীল স্বর্গত ব্রজমোহন তিয়াড়ী মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বংশের আদি বাসস্থান উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কটক জেলার হরিহরপুর গ্রাম। কি কারণে কোন্ সময়ে এতদ্বংশীয় কোন্ ব্যক্তি জেলা মেদিনীপুরে শুভাগমন করতঃ বাস করেন তাহা অজ্ঞাত। উক্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রথমে মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ দাউদপুর গ্রামে বসবাস করেন। উক্ত গ্রাম বহু-সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের পদরেণু-পূত।

মহামতি ব্রজমোহন পল্লীমাতার স্নিগ্ধ-শ্যামল-কুঞ্জে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে মাতাপিতার নয়নানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন কে জানিত যে এই বালক ভবিষ্যতে প্রচুর বিত্তশালী হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ-সাধনে

মুক্তহস্তে দান করত: ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মাহাত্ম্যই যে মহীয়ান্, ইহার সমুচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন?

দারিদ্র্যের প্রভাবে তিনি বাল্যে সুশিক্ষা লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। উড়িয়া ভাষায় যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরে যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার অন্যতম জ্ঞাতি পুরুষোত্তমপুরবাসী স্বর্গত আনন্দলাল তিয়াড়ীর বিধবা পত্নী স্বর্গীয়া সুশীলা দেবীর পোষ্যত্ব স্বীকারে উক্ত দাউদপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া উক্ত পুত্রহীনা বিধবার বাটীতে পুরুষোত্তমপুর গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। উক্ত বিধবার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল।

ইনি সাহসী, আস্তিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এতদবস্থায় ইনি কোনও প্রকারে সামান্য মূলধনে নন্দীগ্রাম বাজারে কাঁসার দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে ভাগ্যদেবীর সুপ্রসন্নতায় লাভবান্ হন। পরে উক্ত যৎসামান্য অর্থে নির্ভর করিয়া স্বীয় স্বভাব-সুলভ অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহের প্রভাবে সুন্দরবনে ভূমি গ্রহণে ইচ্ছুক হন। যে সময়ের কথা হইতেছে তৎকালে সুন্দরবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুতে সমাকীর্ণ, ভীতি সঙ্কুল, জনমানব হীন ভীষণ অরণ্যমাত্র ছিল। সুতরাং ঈদৃশ ভয়াবহ স্থানে অর্থাগমের জন্য বাস করা কীদৃশ সাহস ও পৌরুষ সম্পন্ন মানবের পক্ষে সম্ভবপর তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। অলৌকিক সাহসশীল, দৃঢ় অধ্যবসায়ী ব্রজমোহন একমাত্র সর্ব্ববিঘ্ন-বিহন্তা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সরসিজে দৃঢ়ামতি রাখিয়া স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানী হিংস্র পশু-বিহীন হইয়া মানব বাসের এবং কৃষি-কার্য্যের উপযোগী ভূমিতে পরিণত হইল। এবম্প্রকারে তিনি কতিপয় বর্ষ মধ্যে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক বা জমিদার হইলেন।

তিনি স্বহস্তে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কৃত করিতেন। ইহাতে তিনি কখনও নিজেকে হীন মনে করিতেন না। এক্ষণে জমিদার হইয়া প্রচুর অর্থের

অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ সরল ও অহমিকা হীন ছিলেন। তিনি অধীন ব্যক্তিগণকে (মজুর ও ভৃত্যদিগকে) পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

ইনি শমদমাদি-সম্পন্ন সদ্গুণ-ভূয়িষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভোগের প্রলুব্ধতায় প্রমত্ত না হইয়া ত্যাগের মহত্ত্বে প্রবুদ্ধ হইয়া দেশের—দশের উপকৃতি সংসাধনে প্রচুর অর্থ ও বিত্ত প্রদান পূর্ব্বক এই জগতীতলে মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপনে অমর হইয়াছেন।

তাঁহার বিশিষ্ট উল্লেখ-যোগ্য দান এই যথা :—

১। পুরুষোত্তমপুর গ্রামে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন ও উহার পরিচালনার্থ ১৩৫/ বিঘা ভূমিদান এবং উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী—১৪।১৫টী ছাত্রের আহার বাসস্থান প্রদান।

২। "নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাইস্কুল" পরিচালনার্থ ২০০/ বিঘা ভূমি দান এবং উক্ত বিদ্যালয়ের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণার্থ ও বিদ্যালয় পরিচালন হেতু ২০০০০৲ কুড়ি হাজার টাকা দান। (এই বিদ্যালয় ১৯১২।১৭ সে জুন স্থাপিত হয়)।

৩। নন্দীগ্রাম ব্রজমোহন জুবিলী উচ্চপ্রাথমি ফ্রি স্কুল" স্থাপন (১৯৩৫)। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৭৫/ বিঘা ভূমি দান এবং ২৫০০৲ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ, (ইষ্টক নির্ম্মিত)।

৪। নন্দীগ্রাম ব্রজমোহন মধ্য ইংরাজি ফ্রি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (১৯৩৭)। ইহার পরিচালনার্থ ১২৫/ বিঘা ভূমি দান এবং ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে স্কুলের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ।

৫। তমোলুক সহরে মাতৃমঙ্গল চিকিৎসালয় (Maternity Hospital) স্থাপনার্থ ১০০০৲ এক হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়া পাঁচশত টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৬। নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাইস্কুলের দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৮০০০৲ টাকা প্রদানের অঙ্গীকৃতি প্রদান করিয়া ১০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৭। নন্দীগ্রাম হইতে তেরপাখিয়া পর্য্যন্ত ৭ মাইল দীর্ঘ সুপ্রশস্ত রাজ-পথটী পাকা রাস্তায় পরিণত করণে ১৫০০০৲ টাকা দান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন।

৮। ইনি পুরীতে একটী কূপ খনন করাইয়া তথাকার পানীয় জলের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন।

৯। ইনি বিভিন্ন মৌজার প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন কার্য্য নিজ ব্যয়ে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ইঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান অনেক ছিল।

এই দেশ-হিতৈষী বিদ্যোৎসাহী দানশীল মহামানব গত ১৩৪৬ সালের ১৫ই মাঘ (ইং ১৯৪০ সালে ২৯ শে জানুয়ারী) ১০৫ একশত পাঁচ বর্ষ বয়সে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় শ্রীশ্রীহরির নামোচ্চারণ করিতে করিতে তদীয় পাদপদ্মে বিলীন হইয়াছেন।

তিনি সামান্য লেখা পড়ায় শিক্ষিত হইলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষাতেই তাঁহার দৃঢ়ানুরাগ ছিল। কোনওরূপ কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

তিনি স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মঠ ছিলেন সমদর্শিতা, নিরহমিকতা, দয়ালুতা, স্বদেশানুরাগিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি তদীয় অনাবিল চিত্তক্ষেত্রকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিল। তিনি প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। পোষ্য গ্রহণ-কারিণী পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয়া সুশীলা দেবীকে মাতৃবৎ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

অপরন্তঃ ভগবৎ প্রেমিকতা, শিষ্টাচার, বিনয় প্রভৃতি অমল গুণরাজিতে তিনি বিভূষিত ছিলেন। তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত অবস্থায় বিষয় পরিচালনা করিতেন মাত্র।

বস্তুতঃ ঈদৃশ নিষ্ঠাবান্, আদর্শ-চরিত্র, হৃদয়বান্ ব্যক্তি এতদঞ্চলে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি অতীব দৃঢ়চেতা, সংযমশালী, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। জীবনে কখনও ডাক্তারি ঔষধ সেবন করেন নাই।

এস্থলে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে—এই পরগণার খাস্-খোলা নিবাসী সহৃদয়, দেশপ্রাণ, অক্লান্ত কর্ম্মা করণ-কুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় মহোদয় (নন্দীগ্রাম থানার স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব সবইন্স্পেক্টর, বর্ত্তমান পেন্সন ভোগী, নন্দীগ্রাম ঋণ সালিশী বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান্ ও নন্দীগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট) ব্রজমোহন বাবুর অনুষ্ঠিত উল্লিখিত সমস্ত সদনুষ্ঠানের মূলে সুপরামর্শ দাতা ও পরিচালক ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী ব্রজমোহন বাবু উক্ত মহেন্দ্র বাবুর যুক্তির সারবত্তা গ্রহণে দেশমাতৃকার সেবা করতঃ উৎফুল্ল মনে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুর বাসীর সম্মুখে তন্দ্রা, আলস্য ও মোহ ত্যাগের বিমোহন মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

নন্দীগ্রামে সমাগত সম্মাননীয় রাজপুরুষবৃন্দ এই বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষকে সততই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার ইহলোক ত্যাগে মেদিনীপুর বাসীর যে ক্ষতি সাধিত হইল, কতদিনে তাহার পূরণ হইবে তাহা বিশ্বনিয়ন্তারই বিদিত।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন বাবু—ইনি ত্যাগশীল, মহোচ্চমনা ব্রজমোহন বাবুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, ইনি অতি বিনয়ী, সদালাপী, মধুরভাষী, অদ্বিতীয় পিতৃভক্ত, ইনি পিতার অঙ্গীকৃত অর্থ দানে স্বীকৃত আছেন।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বাবু—ইনি গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের ফিজিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাক্টর।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বাবু—ইনি আই এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। দরিদ্রের প্রতি কৃপাবান্।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।
গ্রাম চকলালপুর, পোঃ বাড়বাসুদেবপুর,
(মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গুম্‌গড় পরগণার পুরুষোত্তমপুরবাসী ব্রাহ্মণ স্বর্গত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী।

১। ৺নারায়ণচন্দ্র পাহাড়ী—পত্নী নারায়ণী সুত মার্কণ্ডেয়—পত্নী হরিপ্রিয়া, ১ কন্যা ২।

২। মার্কণ্ডেয় সুত গদাধর—পত্নী ১মা দ্রৌপদী ০, ২য়া চম্পা (পুরুষোত্তম-পুর), কন্যা শ্রীমতী---স্বামী উদ্ধবচন্দ্র সৎপতি (পুরুষোত্তমপুর) ও গুরুপ্রসাদ—১মা পত্নী নাম অজ্ঞাত (০), ২য়া পত্নী সত্যবতী (হামিরপুর) ৩।

৩। শ্রীমতীর তিন পুত্র (ক) কৃষ্ণপ্রসাদ সৎপতি সর্বভৌম, (খ) হরপ্রসাদ (গ) শিবপ্রসাদ পর্য্যায় ৪।

২। মার্কণ্ডেয়ের ২য় পুত্র ৩। গুরুপ্রসাদ—২য়া স্ত্রী সত্যবতীর (হামিরপুর) ধারা

৩। গুরুপ্রসাদ সুত উদয় ও সীতানাথ—পত্নী শ্যামাসুন্দরী (পুরুষোত্তম-পুর) ৪।

৪। উদয়ের ১মা স্ত্রী সুভদ্রার (পুরুষোত্তমপুর) গর্ভজাতা কন্যা বিজয়কুমারী---স্বামী পশুপতি কর (আকন্দবাড়ী) ৫। ইহার ৩ পুত্র পর্য্যায় ৬।

৪। উদয়ের ২য়া স্ত্রী প্রভাবতী (পুরুষোত্তমপুর) গর্ভজাত ২ পুত্র বসন্তকুমার---স্ত্রী মন্দাকিনী ও শরৎ এবং ১ কন্যা অপর্ণা পর্য্যায় ৫।

৩। গুরুপ্রসাদ সুত ৪। সীতানাথ—পত্নী শ্যামাসুন্দরীর (পুরুষোত্তমপুর) ধারা

৪। সীতানাথ সুত রামেশ্বর—স্ত্রী আশালতা, লক্ষ্মণ—স্ত্রী রেণুকা (পুরুষোত্তমপুর), বীরেশ্বর---পত্নী ছবি (পুরুষোত্তমপুর) বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর, অভয়া—স্বামী যতীন্দ্রনাথ পণ্ডা (আমড়াতল্যা) ও রমা ৫।

৫। রামেশ্বর সুত অমলেন্দু ও লক্ষ্মণ সুত বিমলেন্দু পর্য্যায় ৬।

২। মার্কণ্ডেয় সুত ৩। গদাধরের ২য়া স্ত্রী চম্পার (পুরুষোত্তমপুর) ধারা

৩। গদাধর সুত রুদ্রনারায়ণ---পত্নী উমা (চিল্লগ্রাম), ৺কৈলাস (০), দ্রবময়ী---স্বামী বিদ্যাধর অগস্তি (পুরুষোত্তমপুর), দিগম্বর (০), সুরেন্দ্র (০), ঈশান—স্ত্রী মেনকা (চিল্লগ্রাম), তরঙ্গিণী---স্বামী মুকুন্দচন্দ্র পাহাড়ী (পুরুষোত্তমপুর) ও শ্রীকণ্ঠ (০) ৪।

৩। গদাধরের প্রথম পুত্র ৪। রুদ্রনারায়ণ পত্নী উমার (চিল্লগ্রাম) ধারা

৪। রুদ্রনারায়ণের ১ম এক পুত্র, ২য় পুত্র শ্রীনিবাস---পত্নী মোক্ষদা দাউদপুর), ৩য়া কন্যা বিমলা। স্বামী নীলকান্ত শতপথী (কুঞ্জপুর), ৪র্থা যমুনা। স্বামী আশুতোষ সৎপতি (পুরুষোত্তমপুর), ৫মা সাবিত্রী। স্বামী রামচন্দ্র পণ্ডা (আমড়াতলা), ৬ষ্ঠ শ্রীবল্লভ, ৭ম হেমচন্দ্র, ৮ম হৃষীকেশ (০), ৯মা ভগবতী। স্বামী রাসবিহারী পণ্ডা (বেড়াম), ১০মা সৌদামিনী। স্বামী আশুতোষ পাণিগ্রাহী (ভেঁটুরিয়া), ১১শ পুত্র, ১২শ পুত্র ও ১৩শ পুত্র পর্য্যায় ৫।

(৪) রুদ্রনারায়ণের প্রথমা কন্যা (৫) বিমলার ৩ পুত্র যথা :---যতীন্দ্রনাথ (ম্যাট্রিক), জ্ঞানেন্দ্রনাথ শতপথী কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, সত্যেন্দ্রনাথ শতপথী ম্যাট্রিক (খেজুরী মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার) ও ৩ কন্যা মোহিনী, বিনোদিনী ও প্রমদা পর্য্যায় ৩।

(৪) রুদ্রনারায়ণের দ্বিতীয়া কন্যা (৫) যমুনার ৩ পুত্র যথা :—সতীশ, শশধর ও শক্তিধর ৬।

(৪) রুদ্রনারায়ণের তৃতীয়া কন্যা (৫) সাবিত্রীর ২য় পুত্র অনিল ও সুনীল এবং বাসন্তী, পুঁটী ও অদিতি ৩ কন্যা পর্য্যায় ৬।

(৪) রুদ্রনারায়ণের ৪র্থ কন্যা (৫) ভগবতীর ২ পুত্র বিভূতি ও শশাঙ্ক ৬।

(৪) রুদ্রনারায়ণের ৫ম কন্যা (৫) সৌদামিনীর ১ পুত্র গিরিশচন্দ্র কাব্য-সাংখ্যতীর্থ ৬।

৩। গদাধর সুত ৪। ঈশান—স্ত্রী মেনকার (চিল্লগ্রাম) ধারা

৪। ঈশান সুত আদিত্য---স্ত্রী শান্তদাসী (বয়াল), মহেশ্বর---স্ত্রী দানবী (পুরুষোত্তমপুর), জানকী---স্বামী ভজহরি পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর), মোক্ষদা---স্বামী গোপালচন্দ্র অগস্তি (পুরুষোত্তমপুর), তিলোত্তমা---স্বামী ভুবনচন্দ্র পাণিগ্রাহী (পুরুষোত্তমপুর), ও বাসন্তী---স্বামী সুরেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী (পুরুষোত্তমপুর) পর্য্যায় ৫।

(৪) ঈশান পুত্র (৫) আদিত্যের ১ পুত্র পর্য্যায় ৬।

(৪) ঈশান পুত্র (৫) মহেশ্বরের ১ পুত্র ও ১ কন্যা ৬।

(৪) ঈশান কন্যা (৬) জানকীর ২য় পুত্র ভূপতি ও পশুপতি ৬।

(৪) ঈশান কন্যা (৫) মোক্ষদার ১ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ৬।

(৪) ঈশান কন্যা (৫) তিলোত্তমার ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা ৬।

(৪) ঈশানের কনিষ্ঠা কন্যা (৫) বাসন্তীর ১ পুত্র কেশবচন্দ্র ৬

৪। রুদ্রনারায়ণের ৩য় পুত্র ৫। শ্রীবল্লভ—পত্নী সুবদাবালা বা পুঁটীর (নন্দীগ্রাম) ধারা

৫। শ্রীবল্লভের ৫ কন্যা—অন্নপূর্ণা। স্বামী দীনবন্ধু পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর), উর্ম্মিলা---স্বামী যতীন্দ্রনাথ পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর), সুশীলা, চপলা ও চঞ্চলা এবং ২ পুত্র সুধাংশু ও খোকা পর্য্যায় ৬।

৪। রুদ্রনারায়ণের ৪র্থ পুত্র ৫। শ্রীহেমচন্দ্র পাহাড়া কাব্যতীর্থ —পত্নী স্নেহলতার (দাউদপুর) ধারা

৫। হেমচন্দ্র কন্যা হরিপ্রিয়া স্বামী—বঙ্কিমবিহারী পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর), সচ্চিদানন্দ, চিন্ময়ানন্দ, তন্ময়ানন্দ, জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ ও জ্ঞানময়ানন্দ (মৃত) ৬।

(৫) হেমচন্দ্র কন্যা (৬) হরিপ্রিয়ার ১ কন্যা পর্য্যায় ৭।

রুদ্রনারায়ণ—ব্রাহ্মণ বংশ

মেদিনীপুর জেলার সুজামুঠা পরগণার অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ স্বর্গত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতিভূষণ মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বংশের আদি বাসস্থান উড়িষ্যাপ্রদেশস্থ পুরী জেলার অন্তর্গত "বিরামচন্দ্রপুর"। এতদ্বংশীয় স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র পাহাড়ীর পুত্র স্বর্গীয় মার্কণ্ডেয় পাহাড়ী মহোদয় দুর্ভিক্ষের প্রকোপে অভাবগ্রস্থ হইয়া সস্ত্রীক পদব্রজে এতদ্দেশে শুভাগমন করেন। তিনি নন্দীগ্রাম থানার সুপ্রসিদ্ধ দাউদপুর গ্রামে মহিষাদল রাজ প্রদত্ত নাখেরাজ ভূমি লাভ করিয়া তথায় বাস করেন। ইনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার গদাধর ও গুরুপ্রসাদ নামধেয় পুত্রদ্বয় এবং শ্রীমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

গদাধর ও গুরুপ্রসাদ সোদরদ্বয় বাল্যে পিতৃহীন হইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিঃসন্তানা পিতৃষ্বসার পুরুষোত্তমপুর বাস-বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি এতদ্বংশীয়গণ উক্ত পুরুষোত্তমপুর গ্রামের অধিবাসী হইয়াছেন।

বুদ্ধিমান্ গদাধরচন্দ্র বাল্যে মহিষাদল রাজ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে তদানীন্তন অধ্যাপক স্বর্গত মাধবচন্দ্র সার্বভৌম মহোদয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে উক্ত রাজবাটীতে সমাগত শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বমণ্ডলী সমীপে স্বীয় বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনে "শিরোমণি" উপাধি লাভ করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বৈদিক ক্রিয়া কলাপে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তজ্জন্য এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি সদাচার-পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্থানীয় ও বহু দূরবর্ত্তী জনগণ ইঁহাকে অতীব শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার প্রথমা পত্নী অকালে ইঁহার অঙ্ক হইতে অপসারিতা হইলে ইনি পুরুষোত্তমপুরবাসী স্বর্গত নরহরি সৎপতি মহোদয়ের দুহিতা চম্পা দেবীকে দ্বিতীয়া দাররূপে পরিগ্রহ করেন। উক্ত নরহরি বাবু অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে

ইনি তাঁহার পরিত্যক্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পুণ্যশীল দয়ালু মহিষাদল রাজ সকাশ হইতে দশবিঘা নিষ্কর ভূমি এবং ইঁহার পূর্ব্বোক্ত পিতৃষসার পরিত্যক্ত ভূমিও ইঁহার অধিগত হয়।

ইঁহার অন্যতম ভাগিনেয় স্বর্গত কৃষ্ণপ্রসাদ সৎপতি মহোদয় "সার্ব্বভৌম" উপাধিধারী দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত সার্ব্বভৌম মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও স্বর্গত জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহোদয়গণ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ।

পণ্ডিত প্রবর গদাধরচন্দ্র শিরোমণি মহোদয়ের ৬ পুত্র ও ২ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে স্বর্গত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতিভূর্ষণ মহোদয় সুবিখ্যাত।

জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ **রুদ্রনারায়ণ**—এই অদ্বিতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ বাঙ্গালা সন ১২৫৫ সালের ১৭ই ভাদ্র উক্ত পুরুষোত্তমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে দোর পরগণার দেভোগ নিবাসী পণ্ডিত স্বর্গত গুরুপ্রসাদ তর্কবাগীশ মহোদয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া তৎসমীপে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, পরে কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী প্রথিতনামা পণ্ডিত স্বর্গত তারানাথ বাচস্পতি মহোদয়ের নিকট যথারীতি কাব্য ও ন্যায় শাস্ত্র এবং তৎপরে ভট্ট-পল্লীতে বিদ্বৎপ্রবর স্বর্গত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহোদয়ের সকাশে কিয়ৎকাল স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইঁহার জ্ঞান-পিপাসা অতীব বলবতী ছিল। সেজন্য ইনি কাব্যাদি অধ্যয়ন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অদম্য উদ্যমশীল স্বাবলম্বী রুদ্রনারায়ণ অতঃপর উড়িষ্যা প্রদেশের করদ "বড়ম্ব" রাজ্যাধিপতির সভাপতি স্বর্গত চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত মহোদয়ের নিকট যথারীতি সপ্তবর্ষ জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে উক্ত রাজ সভায় সমাগত অশেষ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন বিবুধবৃন্দ সমীপে স্বীয় শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শনে "জ্যোতিভূর্ষণ" উপাধি লাভে

প্রীত হন। ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তিই জ্যোতিঃশাস্ত্রে ঈদৃশ দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। উত্তরকালে ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনে দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণে বরেণ্য হইয়াছিলেন।

এই শিক্ষানুরাগী মহোদয় বিদেশ হইতে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে জন্মভূমিতে শুভাগমন করতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। ইনি প্রথমতঃ "রুদ্র পঞ্জিকা" নামধেয় পঞ্জিকার সমাধান ও প্রকাশ করেন, (১২৯১—১২৯৫ সাল পর্য্যন্ত)। "কার্ত্তিক মাহাত্ম্য" পুস্তক বাঙ্গালা পদ্যে প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন সহ দেশবাসীর ধর্ম্ম আচরণের সম্যক্ সহায়তা সম্পাদন করেন। (১২৯২ সাল)।

বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা, বহরমপুর, শ্রীরামপুর সহরে পঞ্জিকার গণনা সম্বন্ধে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহোদয়গণের যে যে মহতী সভার অধিবেশন হয়, ইনি তাহাতে সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া তত্তৎ সভাস্থলে সমুপস্থিত হন।

গত বাংলা ১৩০৪ সালে গুম্‌গড় পরগণার তাজপুর নিবাসী দানধর্ম্ম-পরায়ণ স্বজাতিবৎসল স্বর্গত নরহরি জানা মহোদয়ের বাসভবনে উক্ত মহানুভবের বিপুল ব্যয়ে একটী মহতী সভার অধিবেশনে কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, চিত্রকূট প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণের সম্মিলন হয়। ইনিও সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ইনি আদর্শ চরিত্র, নির্লোভ, উদারচেতা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার অন্তরাত্মা সততই ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। ঘৃণা বা অবজ্ঞা আদৌ ইঁহার বিমলচিত্তে স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই।

ইনি এই জেলার এবং বঙ্গের অন্যান্য জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সুপরিচিত ছিলেন। ইনি স্বীয় ঔদার্য্যাদিগুণে সকলের পরম ভক্তিভাজন ছিলেন। বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহোদয়ের

সহিত ঘটনাসূত্রে ইঁহার পরিচিতি ঘটে, তৎকালে পরস্পরে আলাপে প্রীতি লাভ করেন।

এই মহান্ উদারচেতা ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর গত ১৩২৩ সালের ১৭ই তারিখে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র পাহাড়ী—ইনি উক্ত স্বর্গত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতিভূষণ মহোদয়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি কাব্যতীর্থ উপাধিধারী এবং বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে সুদক্ষ ও নিষ্ঠাবান্। ইনি অতীব পিতৃভক্ত ও পিতৃসদৃশ অশেষ গুণসম্পন্ন। ইনি বাঙ্গালা সন ১২৯৫ সালে ২৮শে চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ পাহাড়ী মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পাহাড়ী, কাব্যমীমাংসাতীর্থ উপাধিধারী এবং অধ্যয়ন রত।

স্বর্গত রুদ্রনারায়ণ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলা দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শতপথী ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ শতপথী—কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ উপাধিধারী এবং সত্যেন্দ্রনাথ শতপথী ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ, বর্ত্তমান খেজুরী মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড মাষ্টার। ইঁহারা এই জেলার কেওড়ামাল পরগণার খেজুরী থানার কুঞ্জপুর গ্রামের অধিবাসী। জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ পাণিগ্রাহী কাব্য সাংখ্যতীর্থ উপাধিধারী। ইনি গুমগড় পরগণার চৌটুরিয়া গ্রামবাসী।

উক্ত জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের বিভিন্ন শাখার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরপতি পাহাড়ী, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাহাড়ী প্রভৃতি দাউদপুর গ্রামে এবং শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ পাহাড়ী ও শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার পাহাড়ী ব্যাকরণ তীর্থ মহোদয়গণ কেওড়ামাল পরগণার কাঞ্চননগর গ্রামে বাস করিতেছেন।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।

সাং চককলালপুর

পোঃ বাড়বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর জেলা)।

৫৯ পৃষ্ঠার (৪) রুদ্রনারায়ণের ২য় পুত্র (৫) শ্রীনিবাস—পত্নী মোক্ষদার (দাউদপুর) ধারা

৫। শ্রীনিবাস সুত গুণধর, নিরঞ্জন, ধীরেন্দ্র, হরি, নর্ম্মদা---স্বামী সুরেন্দ্রনাথ কর (আকন্দবাড়ী), শুভদা---স্বামী নিশিকান্ত ত্রিপাঠী (মুলদা), শ্রীমতী---স্বামী সীতানাথ দেবতা (দাউদপুর) ও সুখদা---স্বামী রাখালচন্দ্র মহাপাত্র (গড় চক্রবেড়্যা) পর্য্যায় ৬।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দোর পরগণার কৃষ্ণনগর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পণ্ডা মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী।

১। ৺ধনেশ্বর পণ্ডা—পত্নী তুলসী দেবী সুত ৺হরিচরণ—পত্নী কৃষ্ণাদেবী ২।

২। হরিচরণ সুত লক্ষ্মণ—পত্নী অন্নপূর্ণা। উৎসব—পত্নী ১মা হরিপ্রিয়া (০) ও ২য়া রূপময়ী (দাউদপুর) পর্য্যায় ৩।

৩। লক্ষ্মণ সুত ৪। চণ্ডীচরণ—স্ত্রী মন্দোদরীর (দাউদপুর) ধারা

৪। চণ্ডীচরণ সুত গুরুপ্রসাদের ১মা পত্নী গৌরী (দাউদপুর), ২য়া পত্নী ভগবতী (দাউদপুর)। ব্রজমোহন বিদ্যারত্ন—১মা পত্নী ত্রিপুরা (বিক্রলিয়া), ২য়া পত্নী স্বর্ণময়ী (বড়াম)। বৈকুণ্ঠনাথ—১মা স্ত্রী কাদম্বিনী (পুরুষোত্তমপুর), ২য়া স্ত্রী মেনকা (দাউদপুর)। দীননাথ স্ত্রী কামিনী (০) (দাউদপুর) ও জানকী—স্বামী কৃষ্ণপ্রসাদ সৎপতি সার্ব্বভৌম (পুরুষোত্তমপুর) ৫।

৫। গুরুপ্রসাদ—১মা পত্নী গৌরীর (দাউদপুর) ধারা

৫। গুরুপ্রসাদ সুত পূর্ণচন্দ্র—পত্নী মোক্ষদা (শ্যামসুন্দর পুর) ও দুর্গা—স্বামী লছমন মিশ্র (নয়নানগঞ্জ) ৬।

৬। পূর্ণচন্দ্র সুত বিভূতি—স্ত্রী সুরবালা (দাউদপুর), ইন্দুভূষণ—পত্নী সুকেশী (দাউদপুর), অহিভূষণ—স্ত্রী সর্ব্বাণী (বিনন্দপুর), বাসন্তী—স্বামী মদনমোহন তিয়াড়ী (পুরুষোত্তমপুর), রাজবালা—স্বামী যজ্ঞেশ্বর মিশ্র (চৌদ্দভেড়ী), কল্যাণী)—স্বামী যতীন্দ্রনাথ পণ্ডা (বেকুটিয়া) ও সর্ব্বাণী—স্বামী ফণিভূষণ পাণিগ্রাহী (আমড়াতল্যা) ৭।

৭। বিভূতি সুত প্রভাত, অনিল, পরিমল—স্বামী অশ্বিনীকুমার নন্দ (মুগবেড়িয়া) সুশীলা, মিলনবালা, অমলা ও সরলা ৮।

৫। গুরুপ্রসাদ—২য়া পত্নী ভগবতীর (দাউদপুর) ধারা

৫। গুরুপ্রসাদ সুত ননীগোপাল—স্ত্রী মোক্ষদা (বিনন্দপুর), গোবর্দ্ধন—স্ত্রী রাজবালা (নয়নানগঞ্জ), সতীশচন্দ্র—স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া (সাউদখালি), নিস্তারিণী,—স্বামী শ্রীনিবাস পণ্ডা (বড়াম), কাত্যায়ণী—স্বামী দিগম্বর মিশ্র (কলাগেছ্যা), সৌদামিনী—স্বামী লোকনাথ কর (আকন্দবাড়ী), কমলিনী—স্বামী প্রসন্নকুমার পণ্ডা (খেজুরী) ও নলিনী—স্বামী রমানাথ কর (আকন্দবাড়ী) ৬।

৬। ননীগোপাল সুত শ্রীহরি, চিত্তরঞ্জন, মনোরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, চিররঞ্জন, হরিবিলাসিনী—স্বামী শশিভূষণ মিশ্র (বাঁশগড়া), নীহার—স্বামী অমরনাথ ত্রিপাঠী (বাসুদেববেড়িয়া) ও মৃণালিনী ৭।

৬। গোবর্দ্ধন সুত রামকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, নারায়ণী স্বামী পরেশনাথ নন্দ (মুগবেড়িয়া), শ্বেতাঙ্গিনী ও বীণাপাণি ৭।

৬। সতীশচন্দ্র সুত সিতাংশু ও সন্ধ্যারাণী ৭।

৩। উৎসব—২য়া স্ত্রী রূপময়ীর (দাউদপুর) ধারা

৩। উৎসব সুত তারাপ্রসাদ—স্ত্রী দয়াময়ী (গর্ইানবেড়্যা), সুন্দর—স্ত্রী ভৈরবী (দাউদপুর), জগন্নাথ—স্ত্রী প্রসন্নময়ী (কৃষ্ণনগর), কার্ত্তিক—স্ত্রী

ব্রহ্মময়ী (•), রাজন (•), হৈমবতী—স্বামী রামদয়াল পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর) ও বিষ্ণুপ্রিয়া—স্বামী বীরকিশোর অগস্তি (দাউদপুর)।

৪। চণ্ডীচরণ ২য় পুত্র ৫। ব্রজমোহন বিদ্যারত্নের ধারা

৫। ব্রজমোহন বিদ্যারত্নের ১মা স্ত্রী ত্রিপুরার (বিরুলিয়া) ১ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া—স্বামী মহেন্দ্রনাথ পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর) ৬।

৫। ব্রজমোহন বিদ্যারত্নের ২য়া স্ত্রী স্বর্ণময়ীর (বড়াম) সুত রাখালচন্দ্র ...পত্নী প্রমীলা (মুগবেড়িয়া), গোপাল—১ম স্ত্রী ইন্দুমতী (দুর্গাপুর), ২য়া স্ত্রী মুক্তকেশী (দাউদপুর) ভূপাল—পত্নী কমলকামিনী (মুগবেড়িয়া), মুক্তকেশী—স্বামী দিগম্বর সৎপতি (নন্দিগ্রাম), সুকেশী---স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর), সরোজিনী স্বামী শ্রীপতিচরণ ত্রিপাঠী (পুরুষোত্তমপুর), মনোরমা---স্বামী অভিমন্যু ত্রিপাঠী কাব্যতীর্থ (জয়নপুর) ও মনোমোহিনী। স্বামী যতীন্দ্রনাথ সৎপতি (চতুর্ভুজ চক) ৬।

৫। ব্রজমোহনের ২য়া স্ত্রী স্বর্ণময়ীর ১ম পুত্র ৬। রাখালচন্দ্রের সুত চিন্ময়, জ্ঞানময়, প্রতিভা জবা ও লক্ষ্মী ৭।

৫। ব্রজমোহনের ২য়া স্ত্রী স্বর্ণময়ীর ২য় পুত্র ৬। গোপালের ১মা পত্নী ইন্দুমতীর ২ কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী ও জ্যোৎস্নাময়ী ৭।

৫। ব্রজমোহনের ২য়া স্ত্রী স্বর্ণময়ীর ৩য় পুত্র ৬। ভূপালের ১ পুত্র অরবিন্দ ৭।

৪। চণ্ডীচরণের ৩য় পুত্র ৫। বৈকুণ্ঠনাথ---১মা পত্নী কাদম্বিনীর (পুরুষোত্তমপুর) ধারা

৫। বৈকুণ্ঠনাথের প্রথমা স্ত্রী গর্ভজাত ৬ কন্যা যথা: ক্ষীরোদা---স্বামী হেরম্বপ্রাণ ত্রিপাঠী (পুরুষোত্তমপুর), নীরদা---স্বামী উপেন্দ্রনাথ অগস্তি (বিনন্দপুর), মেনকা---স্বামী রামনিধি পাহাড়ী (দাউদপুর), নর্ম্মদা--স্বামী

ভুবনমোহন ব্যাকরণ তীর্থ (বড়াম), জ্ঞানদা স্বামী—হেমন্তকুমার পণ্ডা (পুরুষোত্তমপুর) যশোদা—স্বামী মনোমোহন তিয়াড়ী (পুরুষোত্তমপুর) ৬।

৪। চণ্ডীচরণের ৩য় পুত্র ৫। বৈকুণ্ঠনাথের ২য়া স্ত্রী মেনকার (দাউদপুর) ধারা

৫। বৈকুণ্ঠনাথ সুত রাজীবলোচন কাব্যতীর্থ। স্ত্রী কনকলতা (কুলাপাড়া), জীবলোচন, বিরজা—স্বামী শিবরাম পণ্ডা (বিনন্দপুর), গিরিবালা---স্বামী কামিনীকান্ত পাহাড়ী (অজয়া) ও শৈলবালা---স্বামী রাজেন্দ্রনাথ পণ্ডা কাব্য সাংখ্যতীর্থ (দুর্গাপুর) ৬।

৬। রাজীবলোচন কাব্যতীর্থ সুত অমলেন্দু, বিমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু ও কন্যা সুলেখা পর্য্যায় ৭।

৩। উৎসব পণ্ডার ১ম পুত্র ৪। তারাপ্রসাদ—পত্নী দয়াময়ীর ধারা

৪। তারাপ্রসাদ সুত রামচন্দ্র ১মা স্ত্রী ব্রহ্মময়ী (বিরুলিয়া), ২য়া স্ত্রী সৌদামিনী (দাউদপুর), কৈলাস, গীতা—স্বামী জগন্নাথ পাহাড়ী দাউদপুর), সুধাময়ী স্বামী যজ্ঞেশ্বর পণ্ডা (চিল্লগ্রাম) ও দ্রবময়ী—স্বামী শিবপ্রসাদ পণ্ডা (বিরুলিয়া) ৫।

৫। রামচন্দ্রের ১মা স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর (বিরুলিয়া) ২ কন্যা কুমুদিনী—স্বামী বীরনারায়ণ পণ্ডা (আমগেছ্যা) ও বিনোদিনী—স্বামী বসন্ত কুমার দেবত্তা (দাউদপুর) ৬।

৫। রামচন্দ্রের ২য়া স্ত্রী সৌদামিনীর (দাউদপুর) সুত রাসবিহারী, বনবিহারী, বঙ্কিমবিহারী, সুশীলা—স্বামী মাধবচন্দ্র পণ্ডা (রামপুর), স্নেহবালা—স্বামী বীরনারায়ণ পণ্ডা (মাণিকাবসান) ও সিন্ধুবালা ৬।

৩। উৎসব পণ্ডার ২য় পুত্র ৪। সুন্দর—পত্নী ভৈরবীর (দাউদপুর) ধারা

৪। সুন্দর সুত প্যারীমোহন—স্ত্রী দয়াময়ী (গোকুলনগর), সূর্য্যকুমার—স্ত্রী গিরিবালা (বড়াম), শশিভূষণ, হেমন্তকুমার—১মা স্ত্রী সিন্ধুবালা (পুরুষোত্তমপুর), ২য়া স্ত্রী বসুমতী (বয়াল), স্বর্ণময়ী—স্বামী শিবপ্রসাদ দাস (গোকুলনগর) ও সাবিত্রী—স্বামী বিক্রমকিশোর পণ্ডা (আমড়াতলা) ৫।

৫। সূর্য্যকুমার সুত ফণিভূষণ—স্ত্রী গিরিজা (জাহানাবাদ), মণীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, বাসন্তী—স্বামী নীলকণ্ঠ সিদ্ধান্ত (দাউদপুর) ও ভগবতী—স্বামী জগদীশ ত্রিপাঠী (দাউদপুর) ৬।

৬। ফণিভূষণ সুত সুধাংশু, হিমাংশু, বিদ্যুৎ ও জলদবরণী ৭।

৫। হেমন্তকুমারের ১মা স্ত্রী সিন্ধুবালার ১ কন্যা গৌরী ৬।

৫। হেমন্তকুমারের ২য়া স্ত্রী বসুমতীর (বয়াল) সুত বিষ্ণুপদ, কৃষ্ণপদ হরিপদ ও কন্যা গীতা।

৩। উৎসব পণ্ডার ৩য় পুত্র ৪। জগন্নাথ—পত্নী প্রসন্নময়ীর (কৃষ্ণনগর) ধারা

৪। জগন্নাথ সুত ৫। শ্রীচিন্তামণি—পত্নী চারুবালা (সুতাহাটা) কন্যা হরিদাসী—স্বামী রজনীকান্ত পণ্ডা (তাজপুর) ও পুত্র ৺শ্রীপতি—পত্নী রাধারাণী (বনগোপালপুর) ৬।

৫। চিন্তামণির কন্যা (৬) হরিদাসীর ৬ পুত্র ও কন্যা, কার্ত্তিক, বিমলা—স্বামী নিরঞ্জন পণ্ডা, গণেশ, অতুল, নকুল, সহদেব ও শুকদেব ৭।

৫। চিন্তামণির সুত (৬) ৺শ্রীপতির ১ কন্যা বাসন্তী পর্য্যায় ৭।

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার অন্তঃপাতী কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পণ্ডা মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ উড়িষ্যা প্রদেশস্থ হরিহরপুর গ্রামে বাস করিতেন। প্রায় দ্বিশতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে হরিচরণ পণ্ডা মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত গুমগড় পরগণার মহিষাদল জমিদারীর দাউদপুর গ্রামে উক্ত মহিষাদল রাজপ্রদত্ত ব্রহ্মত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া তথায় বসতি করিয়াছিলেন। তিনি কি কারণে কোন্ সালে এই স্থলে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না।

উৎসব পণ্ডা—হরিচরণের পুত্র উৎসব সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া "বিদ্যালঙ্কার" উপাধি ভূষিত হন। তিনি পৌরহিত্যেও দক্ষ ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ মধ্যে গণ্যমান্য ছিলেন। ইনি স্বগৃহে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক দরিদ্র দ্বিজ-সন্তানগণকে বিদ্যাদান করিতেন। ইনি গঙ্গাসাগর স্নানার্থ গমন করিয়া সৌভাগ্যবশে তথায় ইহলীলা সংবরণ করেন।

জগন্নাথ—উৎসবের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় নানাস্থানে অধ্যয়ন করতঃ যৌবনে ভট্ট-পল্লীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক কৃতিত্ব প্রদর্শনে ভট্ট-পল্লীর সুবিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ হইতে "তর্ক পঞ্চানন" উপাধি লাভ করেন।

ইঁহাকে বহুগুণ-সম্পন্ন দর্শনে দোর পরগণার কৃষ্ণনগর নিবাসী স্বর্গত জয়নারায়ণ মিশ্র মহোদয় দশবিঘা ভূসম্পত্তি সহ কন্যা দান করেন। তদবধি ইনি পৈতৃক বাসস্থান উক্ত দাউদপুর পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত কৃষ্ণনগর গ্রামে বাস করেন। ইঁহার অন্যান্য বংশধরগণ দাউদপুরে বাস করিতেছেন। ইনি স্বীয় বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক বহু ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন।

ইনি বাঙ্গালা ১৩১২ সালে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত **চিন্তামণি** পণ্ডা—উক্ত জগন্নাথ বাবুর একমাত্র পুত্র চিন্তামণি বাবু 'বাঙ্গালা' সন ১২৯০ সালে চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি দোর কৃষ্ণনগর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তথায় শেষ পরীক্ষায় (দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হইয়া (ইং ১৯০৪ সালে) সসম্মানে বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি দোর কৃষ্ণনগর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন।

ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের নিজ বাটী পাণিসেহোলা গ্রামের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ এরিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে বহুদিন সসম্মানে শিক্ষকতা করিয়াছেন। বহুমানাস্পদ সারদাচরণ বাবু ইঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

পরে ইনি দোর মনোহরপুর মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ে বহুবর্ষ দক্ষতা সহকারে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া সকলেরই প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন।

ইনি আদর্শ চরিত্র, তেজস্বী, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ সকলেই ইঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ। অধুনা ঈদৃশ নির্লোভ, সংযমশালী, ভগবদ্‌ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিদৃষ্ট হয় না।

ইতিপূর্ব্বে ইঁহার সহধর্ম্মিণী অল্পবয়স্ক এক পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া ইঁহার প্রেম-পাশ ছিন্ন করিয়া ত্রিদিবধামে চলিয়া যান। ইনি আর দার পরিগ্রহ না করিয়া কেবলমাত্র অপূর্ব্ব সংযম-শালিতা প্রভাবে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করতঃ কালযাপন করিতে থাকেন। কিন্তু ঈদৃশ অবস্থায় শ্রীভগবানের অমোঘ বিধানে ইঁহার একমাত্র পুত্রটীও অকালে অমরলোকে চিরপ্রস্থান করিয়াছেন। ধন্য লীলাময়ের লীলা!! ইঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের ভাষা নাই। শান্তিময় শ্রীভগবান্ ইঁহাকে শান্তিদান করুন ইহাই প্রার্থনা।

উৎসবের সহোদর লক্ষ্মণ ও তৎপুত্র চণ্ডীচরণ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্র ব্যবসায়ী না হইলেও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে আদর করিতেন। চণ্ডীচরণ অতীব দয়ালু ছিলেন। এক সময় একটী কলেরা রোগাক্রান্ত অসহায় পথিককে সকলের নিষেধ ও বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করতঃ সেবা শুশ্রূষায় তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার (চণ্ডীচরণ বাবুর) বাটীর ১৮ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়া গঙ্গাস্থ হন।

ব্রজমোহন বিদ্যারত্ন—চণ্ডীচরণের ২য় পুত্র ব্রজমোহন কাব্য ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া স্বনামধন্য পুরুষ হইয়াছিলেন। ইনিও উল্লিখিত তাঁহার জ্ঞাতি পিতৃব্য জগন্নাথের সহিত ভট্টপল্লীতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন-পূর্ব্বক স্বগ্রামে (দাউদপুরে) নিজ বাটীতে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইনি নানাদেশীয় বহু বিদ্যার্থীকে আহার্য্য ও বাসস্থান প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন। বহু ছাত্র ইঁহার নিকট হইতে উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ও কৃতী হইয়াছেন। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট হইতেও ইঁহার চতুষ্পাঠীতে যথেষ্ট সাহায্য প্রদত্ত হইত।

ইনি সদাচার, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। গুমগড় ও অন্যান্য পরগণার গুণগ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে অতীব শ্রদ্ধা করিতেন।

ইনি বাঙ্গালা সন ১২৫৮ সালের ১২ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন এবং সন ১৩২২ সালে ১৫ই মাঘ পরলোক গমন করেন।

ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন বাবু কাব্যতীর্থ উপাধিধারী এবং শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বাবু ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাবু কাব্য ব্যাকরণতীর্থ উপাধিধারী।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
গ্রাম চকলালপুর
পোঃ বাড়বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর)।

ভবানীপুর ২০ নং এ্যালেন্‌বী রোড্‌, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বংশাবলী

মহর্ষি শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণ (কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম) তৎপুত্র আদি বরাহ (সাং বন্দ্যঘাটী গ্রাম), তৎপুত্র বৈনতেয়, তৎপুত্র সুবুদ্ধি, তৎপুত্র বিবুধেশ, তৎপুত্র সুভিক্ষ, তৎপুত্র ভয়াপহ, তৎপুত্র ধবল (শকুনি), তৎপুত্র মহাদেব, তৎপুত্র মকরন্দ (বল্লালী কুলীন), তৎপুত্র দাশরথি (সাং কাঁটাদিয়া), তৎপুত্র বনমালী, তৎপুত্র ভীম, তৎপুত্র মাধব, তৎপুত্র আদিত্য, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র চতুর্ভুজ, তৎপুত্র সবাই (সাং শান্তিপুর), তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র গৌরীকান্ত (বল্লভী মেলপ্রাপ্ত কুলীন)। পর্য্যায় ২০। প্রথম পরিশিষ্ট ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সৌম্য শান্ত গৌরীকান্ত ধর্ম্মগত প্রাণ। বল্লভী মেল প্রাপ্ত কুলীন প্রধান ॥
আদর্শ সাধক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সাধনায়। সিদ্ধ বংশে জন্মে রূপনারায়ণ তায় ॥
তস্য পুত্র রামনাথ সুত ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম সুত রামকিশোর যে রাম ॥
রামজীবন হাতীগড় গাববেড়ে গ্রাম। রামকিশোর সুত যুত নানা গুণধাম ॥
রামজীবন পুত্র গোকুলচন্দ্র এই নাম। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র তার ধর্ম্মে মতিমান ॥
মণিলাল সুত তাঁর পূত গরিমায়। আদর্শ ধার্ম্মিক যিনি কুলশীলে তায় ॥
তাঁর চারি সুত যথা, অম্বিকাচরণ। সুরেন্দ্র গোপাল বংশ বিদিত বচন ॥
অম্বিকা পরম গুণী মুনি সমতুল। প্রণামে প্রধান অতি ধন্য নিজ কুল ॥
ভারতে সকল স্থানে রেখেছেন নাম। সুকীর্ত্তি স্বকর্ম্মে লব্ধ পাইয়াছে স্থান ॥
পরম স্নেহের দুটী পুত্র রাখি তিনি। গিয়াছেন স্বর্গে চলি' মরণেরে জিনি ॥
হরেন্দ্রকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ তনয়। জয়কৃষ্ণ নিত্যনিষ্ঠ বিশিষ্ট বিষয় ॥
কলিকাতা নগরী ভবানীপুর মাঝ। সপ্ত পুরুষাধিক বসতি সে আজ ॥
জয়কৃষ্ণ সুতদ্বয় শ্রীগুরুসদয়। চন্দ্রশেখর জ্যেষ্ঠ খ্যাতি বিশ্বময় ॥
দ্বিজশেখর নাম যে বৈষ্ণব কবি। ঐ নামে উপাধি পদে ভনিতায় লভি ॥
পদমঞ্জরী রচিত, গীত সুমধুর। বসতি করেন সবে ভবানীর পুর ॥

বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর কাশ্যপ গোত্রীয়
পুশিলাল শ্রোত্রিয় বংশ

চুড়াইল শাখা

চতুর্ভুর্জ পণ্ডিত প্রমুখ রামচন্দ্র পণ্ডিত বংশ

এই রামচন্দ্র পণ্ডিত চতুর্ভুর্জ পণ্ডিতের কোন পর্য্যায়ের অধস্তন ব্যক্তি তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। চতুর্ভুর্জ পণ্ডিতের পরিচয় ৩য় পরিশিষ্ট ২৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। চুড়াইল শাখার আদি পুরুষ চতুর্ভুর্জ পণ্ডিত হইলেও আমরা রামচন্দ্র পণ্ডিত হইতে পর্য্যায় সংখ্যার হিসাব দিলাম।

রামচন্দ্র পণ্ডিত ১। সুত রাজীবলোচন পণ্ডিত (ক), রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (খ) ও কালীরাম চক্রবর্ত্তী (গ) ২।

(ক) রাজীবলোচন পণ্ডিতের ধারা

রাজীবলোচনের পাঁচপুত্র যথা—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়বাগীশ, হরিনারায়ণ বিদ্যারত্ন, পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার, দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার ও শ্রীধর চক্রবর্ত্তী (নিঃ সঃ) ৩। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত রবিলোচন তর্কালঙ্কার ৪।

হরিনারায়ণ সুত কালিদাস বাচস্পতি ৪। তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ ও ধনঞ্জয় তর্কালঙ্কার ৫। ধনঞ্জয় সুত ধর্ম্মনারায়ণ, রামগতি বিদ্যারত্ন (বংশাভাব) ও নিমচাঁদ সার্ব্বভৌম ৬। ধর্ম্মনারায়ণ সুত কমলাকান্ত ন্যায়রত্ন, কালীকান্ত শিরোমণি ও তারাকান্ত ৭। কমলাকান্ত সুত বরদাকান্ত, নলিনীকান্ত, নীলকান্ত স্মৃতিভূষণ ও ধীরেন্দ্রমোহন ৮। নীলকান্ত সুত নিশিকান্ত ৯। কালীকান্ত সুত ভূপতিকান্ত, বীরেন্দ্রমোহন ও খগেন্দ্রমোহন ৮। তারাকান্ত সুত গঙ্গাকান্ত ৮। তৎসুত ধরণীকান্ত ও তরণীকান্ত ৯। ধীরেন্দ্র সুত জীবন, মনসা, কালাচাঁদ ও মণ্টু ৯। বীরেন্দ্র সুত সতীনাথ ও খোকা ৯।

রাজীবলোচনের ৩য় পুত্র পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার ৩। তৎসুত শিবপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ও শম্ভুনাথ ন্যায়ালঙ্কার (তাঁহারা পিতার দান-সাগর শ্রাদ্ধ

করেন) ৪। শিবপ্রসাদ সুত কালীপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ ৫। তৎসুত আনন্দ বিদ্যালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র ৬। আনন্দ বিদ্যালঙ্কার সুত মহামহোপাধ্যায় শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সভাপতি ছিলেন), রসিকচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী (ঢাকা কলেক্টারীর সিরিস্তাদার ছিলেন ৭। শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন সুত ফণিভূষণ, কিশোরীমোহন ও ইন্দুভূষণ ৮। ফণিভূষণ সুত পলান ও নসু ৯। কিশোরীমোহন সুত কালাচাঁদ প্রভৃতি ৩ পুত্র ৯। রসিক বিদ্যারত্নের পুত্র মধুসূদন, রমেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, জগদীশ ও অনিল ৮। মধুসূদন পুত্র হৃষীকেশ ও ব্যোমকেশ ৯। রমেশচন্দ্র সুত পরেশচন্দ্র ৯। জগদীশের ২ পুত্র নাম অজ্ঞাত ৯। শ্যামাচরণের পুত্র বামাচরণ চক্রবর্ত্তী (ইনি প্রতিভাশালী ডাক্তার ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী ইঁহার নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেন) ৮। তৎসুত সুখময় (সাধন) ৯।

রাজীবলোচনের ৪র্থ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার ৩। তৎপুত্র বৈদ্যনাথ (নিঃ সঃ) ৪। রাজীবলোচনের ৫ম পুত্র শ্রীধর চক্রবর্ত্তী (নিঃ সঃ) ৩।

কুলক্রিয়া।

শম্ভুনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পাঁচ কন্যা, হরিরাম গাঙ্গুলীর পাঁচ পুত্রে সমর্পিতা এবং এক কন্যা শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলীতে বিবাহিতা। শিবপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চাননের চারি কন্যা, শিবপ্রসাদ ও সীতারাম মুখো বংশে বিবাহিতা। কালীপ্রসাদ ন্যায়বাগীশের চারি কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের চারি সন্তানে সমর্পিতা। আনন্দ বিদ্যালঙ্কারের দুই কন্যা বিষ্ণু ঠাকুর বংশে এবং ২ কন্যা খড়দহ মেলের রামগঙ্গা বন্দ্য ও গাঙ্গুলী বংশে সমর্পিতা। শশিভূষণ স্মৃতিরত্নের দুই কন্যা বৃন্দাবন মুখো বংশে ও এক কন্যা রামগঙ্গা বন্দ্য বংশে বিবাহিতা। রসিক বিদ্যারত্নের তিন কন্যা রামগঙ্গা বন্দ্য বংশে বিবাহিতা। শশিভূষণ স্মৃতিরত্নের ভাগিনেয় স্বর্গীয় লালমোহন মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রবিৎ ও 'মুখবংশ, বন্দ্যবংশ' নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ঢাকার কমিসনার অফিসের সেরেস্তাদার ছিলেন।

(খ) পুশিলাল রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর (২) ধারা

রামগোবিন্দ সুত সোনারাম ৩। জনার্দ্দন ৪। সূর্য্যনারায়ণ ৫। তৎসুত নবকিশোর, দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও ঈশানচন্দ্র ৬। নবকিশোর সুত প্যারীমোহন ৭। প্যারীমোহন সুত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, রেবতী-মোহন (অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট্যাল কর্ম্মচারী), শশাঙ্কমোহন ও অনঙ্গমোহন ৮। রেবতীকুমার সুত অমূল্য, মাধব ও যাদব ৯। শশাঙ্কমোহন সুত সুধাংশু ও রবীন্দ্র ৯। অনঙ্গমোহন সুত হারাধন ৯।

দুর্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার তর্কনিধি (ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও তাঁহার সময়ে বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। টাকীর সুপণ্ডিত জমিদার বিখ্যাত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ইঁহাকে তাঁহার দ্বার-পণ্ডিতরূপে কলিকাতা বরাহনগরে ভূমিদান করিলে, ইনি সেখানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী অধিবাসী হন। ইনি কলিকাতার বহু পদস্থ লোকের সম্মানিত ছিলেন। 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধির সহিত ইহার পরম সৌহার্দ্দ ছিল) ও কনিষ্ঠ পুত্র অক্ষয়কুমার (ইনি ঢাকা কলেক্টারীর কেরাণী ছিলেন) ৭।

প্রসন্নকুমার তর্কনিধি সুত সুরেন্দ্রনাথ, বি-এ (আই, জি, পুলিসের কেরাণী ছিলেন, বর্ত্তমানে টাকীর জমিদারের কর্ম্মচারী), তারকদাস (সদাগরী অফিসের সর্ট-হ্যাণ্ড টাইপিষ্ট) ও গঙ্গাধর (বরাহনগরের ডাক্তার) ৮।

সুরেন্দ্রনাথ সুত শঙ্কর ও প্রণব ৯। তারকদাস সুত আশুতোষ, পরিতোষ ও খোকা ৯। গঙ্গাধর সুত অরুণ ৯।

কুলক্রিয়া

প্রসন্ন তর্কনিধির পাঁচ কন্যা বৃন্দাবন ও শিবপ্রসাদ মুখো, রামগঙ্গা বন্দ্য ও গাঙ্গুলী বংশে বিবাহিতা। ৺প্রসন্ন তর্কনিধির জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ঢাকার প্রসিদ্ধ কবি ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা। ইহাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ঊষারাণীর পরিচয় ভরদ্বাজ খণ্ডে (২য় পরিশিষ্ট ৩৭০ পৃঃ) দেওয়া হইয়াছে। ঊষারাণী এক্ষণে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছে (অবিবাহিতা)।

স্থানাভাব বশতঃ চুড়াইল শাখার কালীরাম চক্রবর্ত্তীর ধারা, পুকুরপাড় ও আটপাড়া শাখার বংশাবলী সংযোগ করা সম্ভব হইল না।

সমাপ্ত।

সূচীপত্র

সম্বন্ধ-নির্ণয় ষষ্ঠ পরিশিষ্ট দ্বিতীয় খণ্ড

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির শাখা সূচী

ক্ষত্রিয়

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বিষ্ণুপুর রাজ বংশ	...	৪৫-৫৭

কায়স্থ

বিষয়		পত্রাঙ্ক
দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ (সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশ)	...	৩৬-৩৮
দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ (মজুমদার বংশ)	...	৪০-৪১ ও ৫৬-৫৭
দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাসের বংশ)	...	৪২-৪৩
কর্ণপুর সমাজের মজুমদার বংশ	...	৫৭-৫৯
মজুমদার বংশ (মধ্যহিংলী, মেদিনীপুর জেলা)	...	৯৩-৯৮
মিত্র বংশ (যক্ষপুর, মেদিনীপুর জেলা)	...	৯৮-১০১
দত্ত বংশ (মধ্যহিংলী, মেদিনীপুর)	..	১০৪-১১১
সিংহ বংশ (মধ্যহিংলী, মেদিনীপুর জেলা)	...	১৫৬

করণ

বিষয়		পত্রাঙ্ক
পড়ুয়া বংশ (মহম্মদপুর, মেদিনীপুর জেলা)	...	৮৬-৯৩
দাস অধিকারী বংশ (মধ্যহিংলী, মেদিনীপুর জেলা)	...	১৪৮-১৫৩

আগুরী (আধুনিক উগ্র ক্ষত্রিয়)

বিষয়		পত্রাঙ্ক
গোঁ বংশ (পুটশুড়ি, বৰ্দ্ধমান জেলা)	...	৫৯-৬২

বৈশ্য

বিষয়		পত্রাঙ্ক
নসীপুরের রাজ বংশ	...	৪৮-৫৫

বিষয় | গন্ধবণিক | পত্রাঙ্ক

চন্দ্র বংশ (শ্রীবাটী) ... ১-৩৬
মল্লিক বংশ (কাটোয়া) ... ৩৮-৩৯

তিলী

শেঠ বংশ (চন্দননগর) ... ১১৭-১৪০
দে বংশ (আশদতলিয়া, মেদিনীপুর জেলা) ... ১৪১-১৪৮
খাটুয়া বংশ (আশদতলিয়া, মেদিনীপুর জেলা) ... ১৫৩-১৫৫

কৈবর্ত্ত (আধুনিক মাহিষ্য)

পাটনী বংশ (কাছার, আসাম) ... ৪৩-৪৪
মাইতি বংশ (দ্বাড়িবেড়্যা, মেদিনীপুর জেলা) ... ৬৯-৭৫
মণ্ডল বংশ (দেউলপোতা, মেদিনীপুর জেলা) ... ৭৫-৮০
ভূঞ্যা বংশ (ভূপতিনগর, মেদিনীপুর জেলা) ... ৮০-৮২
মাইতি বংশ (কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর জেলা) ... ৮৩-৮৫
মাইতি বংশ (চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর জেলা) ... ১০১-১০৪

সূত্রধর

সরকার বংশ (হরিয়াতলা, ময়মনসিংহ জেলা) ... ৬২-৬৮
তালুকদার বংশ (ইচুলিয়া, ময়মনসিংহ জেলা) ... ১১২-১১৬

ব্যক্তি-সূচী

সভারাম চন্দ্র ... ১
গোকুলকৃষ্ণ চন্দ্র ... ৩
অরুণোদয় চন্দ্র (উকীল) ও বসন্তবিহারী চন্দ্র, এম্-এ ... ৬
অমিয়নিমাই চন্দ্র, এম্-এ, বি-এল্ ... ৬
মণিমোহন চন্দ্র, বি-এল্ ও হেমরঞ্জন চন্দ্র, বি-এ ... ৬
ধনপতি চন্দ্র, এম্-বি, ও সচ্চিদানন্দ চন্দ্র, বি-এ ... ৭

ব্যক্তি সূচী

বিষয় — পত্রাঙ্ক

হরেকৃষ্ণ চন্দ্র ও বনবিহারী চন্দ্র ... ৭
সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরী ... ৩৬
ভবানন্দ, সর্ব্বানন্দ ও শ্যামানন্দ চৌধুরী ... ৩৭
পূর্ণানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ চৌধুরী ... ৩৮
নিরঞ্জন মল্লিক ... ৩৯
সর্ব্বেশ্বর মজুমদার ও সত্যপ্রসন্ন মজুমদার, এম্-এ, বি-এল্ ৪০
চণ্ডীদাস মজুমদার, বি-এ, বিদ্যারত্ন ও শিবদাস মজুমদার, বি-এল ৪১
দ্বিজদাস, বি-এস্-সি ও মৃণালকান্তি মজুমদার, বি-এ ... ৪১
নির্ম্মলকান্তি মজুমদার, এম্-এ, এফ্-আর্-এস্ ... ৪১
বিমলকান্তি, এম্-এ ও অমলকান্তি মজুমদার, এম্-এ, বি-এল্ ৪১
গোপালদাস, শ্যামাপ্রসন্ন (উকীল) ও হরিপ্রসন্ন মজুমদার (উকীল) ৪১
ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও হটুরাম (সাধুপুরুষ) ... ৪২
হরপ্রসাদ দাস, বি-এ, বি-টী ... ৪৩
আদি মল্ল ও চৈতন মল্ল ... ৪৫
দেবী সিংহ (রাজা, নসীপুর) ... ৫০
বদ্রিদাস সিংহ (Commander-in-chief. East India Co.) ৫০
হনুমন্ত সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ (রাজা নসীপুর) ৫১
উদ্মন্ত সিংহ (রাজা, নসীপুর) ... ৫২
রণজিৎ সিংহ (রাজা বাহাদুর, নসীপুর) ... ৫৪
ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বি-এ, (রাজা বাহাদুর, নসীপুর) ... ৫৫
আগিরাম ও সাফলরাম মজুমদার ... ৫৮
রাধাবল্লভ গোঁ ও ঈশ্বরচন্দ্র গোঁ ... ৬০
রাধাপ্রসন্ন গোঁ, মৃত্যুঞ্জয় গোঁ (হেড মাষ্টার) ও প্রফুল্লকুমার গোঁ ৬১
নবীনচাঁদ সরকার ... ৬২
সতীশচন্দ্র মাইতি ... ৬৯
নীলমণি মণ্ডল ... ৭৭
বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল, বসন্তকুমার মণ্ডল ও প্রতাপচন্দ্র মণ্ডল ৭৯
ত্রিলোচন ভূঞ্যা ... ৮২

বিষয়	ব্যক্তি সূচী	পত্রাঙ্ক

ঈশানচন্দ্র মাইতি ... ৮৩

রামনারায়ণ পড়ুয়া ... ৮৯

প্রাণকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, শিবনারায়ণ, মণীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ভরতচন্দ্র পড়ুয়া ৯২

সুরেশচন্দ্র মজুমদার ... ৯৫

রাধামোহন ও প্যারীমোহন মিত্র (ট্রানস্লেটর) ... ৯৯

কিশোরীমোহন মিত্র (রেভিনিউ বোর্ডের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) ১০০

অক্ষয়নারায়ণ মিত্র, বি-এ (সব-ডিভিসন্যাল অফিসার, হাওড়া) ১০০

বৈদ্যনাথ মিত্র (মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার্) ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০০

কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, পি-আর্-এস্ ... ১০১

ব্রজমোহন মাইতি ... ১০৩

মিহিরচন্দ্র দত্ত ও বেণীমাধব দত্ত ১০৯ পৃঃ, মণীন্দ্রনাথ দত্ত ১১০

দুখীচরণ তালুকদার ... ১১২

রামচরণ তালুকদার ... ১১৪

কালীচরণ শেঠ ও রাধামোহন শেঠ ... ১১৭

শম্ভুচন্দ্র শেঠ (প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী, কলিকাতা) ... ১১৮

নিত্যগোপাল শেঠ (ঐ) ... ১২১

কৃষ্ণভাবিনী দাসী (আদর্শ দানশীলা রমণী) ... ১২৬

হরিহর শেঠ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক সাহিত্যিক ও দাতা, চন্দননগর) ১২৮

নন্দলাল ও দেবেন্দ্রনাথ দে ১৪১ পৃঃ, লক্ষ্মীকান্ত দে ... ১৪৩

মধুসূদন দে ও বীরনারায়ণ দে ... ১৪৬

প্রতাপচন্দ্র দে, এল্-এম্-এফ্ ... ১৪৭

হরিনারায়ণ দাস অধিকারী ... ১৪৮

গোপালচন্দ্র দাস ও তারকনাথ দাস অধিকারী ... ১৫১

দ্বারকানাথ খাটুয়া ... ১৫৩

একাদশী খাটুয়া ... ১৫৪

সারদাপ্রসাদ সিংহ ... ১৫৬

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৃষ্ণমোহন কুইতি ও শিবনারায়ণ কুইতি	১৫৮
চুণীলাল কুইতি	১৫৮
মতিলাল কুইতি	১৫৯
সাফল্যরাম দাস	১৬১
রঘুনাথ দাস	১৬১
গোবিন্দ প্রসাদ দাস ও গোপালচন্দ্র দাস	১৬২
চন্দ্রমোহন দাস	১৬২
বৈকুণ্ঠনাথ দাস- (শিক্ষক ও লেখক)	১৬৩

শুদ্ধি পত্র

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট—২য় খণ্ড

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	৮	কুঞ্জবিহারীর	বঙ্কবিহারীর
২১	১৪	বঙ্কবিহারীর	কুঞ্জবিহারীর
২৫	১০	রমাসুন্দী	রমাসুন্দরী
৪৩ ও ৪৪	৬ ও ১৬	পাটনী = খুব সম্ভব পাটুলীপুত্রে বা পাটনা জেলার কোন স্থানে ছিল।	পাটনী = নাবিক। যথা— অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে, পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে। সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী, ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
৬৬-৬৭		দেবী বা দেবীর	দাসী বা দাসীর
৬৯	১৭	পঞ্চু	অচ্যুত
	১৮	শিতিকর্ণ	শিতিকণ্ঠ

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	২০	মাইতি	কুইতি
৭১	৯	দশবিঘা	দশ বিঘা
৬১	১৭	জারিপসহায়	জরিপসহায়
৭৩	৬	শোকনাগরে	শোকসাগরে
৭৩	৭	অন্তধামে	অনন্তধামে মহা
৮৬	৭	গোরুণবেড়া	গোরাণবেড়া
৮৬	৯	বাস্তুপসরা	কাণ্ডপসরা
৮৭	৬	বামন আড়া	বামুন আড়া
	৯	ধান্যখোল	ধান্যখোলা
	১২	বিল্লগ্রাম	চিল্লগ্রাম
	১৫	ও সয়ামণি	। কন্যা সভামণি
	১৬	পড়্যারচক	দীনবন্ধুপুর
	২২	বিল্লগ্রাম	চিল্লগ্রাম
৮৮	১০	ঐ	ঐ
	১১	বসন্তপসরা	কাণ্ডপসরা
	১৪	ঐ	ঐ
১০৩	১৩	হরিভক্তিপরায়ণ	হরিভক্তিপরায়ণ
১১২-১১৫		দেবী বা দেবীর	দাসী বা দাসীর
১২৩	১	preseverance	perseverance

দানশীল নীলমণি মণ্ডল মহোদয়ের বৃহৎদানের বিষয়—(৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত)

	কার্য্যের বিবরণ	সন	টাকা
১।	হরিখালিতে সাধারণের জন্য পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা	১৮৭৮।৬ই মার্চ্চ	৫০০০৲
২।	দেউল পোতাবাটীতে তুলামেরুদান	১৮৮৬।১৬ই এপ্রেল	১১৩৫৩৲
৩।	হরিখালিতে প্রথম অন্নসত্র	১৮৮৯।১৬ই অক্টোবর হইতে ১৪ই নভেঃ	৪৭৯৮৲
৪।	হরিখালিতে ২য় অন্নসত্র	১৮৯৭।১৬ই অক্টোবর হইতে ১৪ই নভেঃ	৪২০০৲
৫।	হরিখালিতে বস্ত্র দান	১৮৯৩।১৫ই নভেম্বর	৩০০০৲

৬। সাধারণের উপকারার্থে ৯টী পুষ্করিণী খনন

(১)	নাকচিরাচর	১টী	৩০০৲
(২)	বাঁশখানা	২টী	৬০০৲
(৩)	খেকুট্যা	১টী	১০০৲
(৪)	সোণাচূড়া	১টী	৩৫০৲
(৫)	মছলন্দপুর	১টী	১৫০৲
(৬)	হরিখালি	২টী	২৫০০৲
(৭)	পুরী যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বে মগড়ি গ্রামে	২টী	৩০০৲

মোট ৯টী ৪৩০০৲

			৩২৬৫১৲
৭।	হরিখালি হইতে গাড়ুঘাটা পর্য্যন্ত ২ মাইল রাস্তা	১৮৮৩ সাল	২০০৲
৮।	কাবুল যুদ্ধে আহত সৈন্যের ভরণ পোষণার্থ	১৮৮১ সাল	২০৲
৯।	দেউলপোতা স্কুলের ছাত্রবৃত্তি ২টী ছাত্রের মাসিক ২৲ হারে ৩ বৎসরের		১৪৪৲
১০।	বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর শ্রীলশ্রীযুক্ত ইলিয়ট্ সাহেব মহোদয়ের তমলুক শুভাগমনে তদীয় স্মরণার্থে পুষ্করিণী খনন	১৮৯৬।১৫ই মে	১০০০৲
১১।	তমলুক ডিস্পেন্সারী হস্পিটাল জন্য		২৬০০৲
১২।	দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান	১৮৯৭ সাল	৫০০৲
		মোট	৩৭১১৫৲

সর্ব্ব মোট ৩৭১১৫৲ টাকা

সম্বন্ধনির্ণয়

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

শ্রীবাটী চন্দ্র-বংশের ইতিহাস।

উক্ত চন্দ্র-বংশ ধনে মানে সদনুষ্ঠানে বংশ-গরিমায় বঙ্গদেশে বিখ্যাত। ইঁহারা জাতিতে—গন্ধবণিক। বর্ত্তমানে এই বংশ বৈশ্যাচার মতে অশৌচাদি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ পালন করিতেছেন+। হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে (অধুনা লুপ্ত) ইহাদের পূর্ব্ববাস। জানিনা কেন কোন পুরুষ তথা হইতে বর্দ্ধমান জেলার কৈথন গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় বসবাস কালে তথাকার মুসলমানদের অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ সভারাম চন্দ্র মহাশয় ১১১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউ ঠাকুর ও কুলপুরোহিত সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয় শ্রীবাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ চূড়ামণি চন্দ্র পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গাব্দ ৯০০ সালের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বিচার করা যায়।

ইঁহারা প্রধানতঃ লবণ ব্যবসায়ে বড় লোক। মুসলমান আমলে লবণ ব্যবসায় ইঁহাদের একচেটিয়া ছিল। ১১৯৯ সালে লিখিত একখানি খাতায় সভারাম চন্দ্র ও তাঁহার পুত্র পৌত্রের জীবনী হইতে জানা যায়, ১১৫০—৬০ সালের এক মাহেন্দ্রক্ষণে ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায় নামক কলিকাতার লবণ

হাউসের এক মুচ্ছুদ্দীর সহায়তা ও পরামর্শে সভারাম পুত্র মুলুকচাঁদ সোলআনা লবণ নীলামে ডাকেন ও গোপনে জানেন যে এবারে লবণের দর ৩॥০ টাকা প্রতিমণ স্থির হইয়াছে। কোন সংবাদ কাহাকে না দিয়া তিনি কাটোয়া ও অন্যান্য মোকামের প্রায় দুইলক্ষ মণ লবণ ৸০—৸৵০ আনা মণ দরে অতি সত্বর সওদা করেন। সেই সওদা হইতেই উক্ত চন্দ্র বংশের বিরাট ধনাগমের সূত্রপাত হয়। সেই সময় তাঁহারা চারি লক্ষ টাকা লাভ করেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট তাঁহারা ভারতের ভিতর বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত নবাবের পাঞ্জাযুক্ত এক ছাড়পত্র প্রাপ্ত হন। উক্ত ছাড়পত্র এখনো ইঁহাদের ঘরে সুরক্ষিত আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুইশত মোকামে কারবার প্রসারিত ছিল এবং বৃহৎ জমিদারীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই বংশের তিন আনী তরফের সুপ্রিম কোর্টের এক মোকদ্দমার কাগজ পত্রে জানা যায় যে, ছয়টী জেলায় ৩৯টী মোকামে ২৮৬০৪৫০৲ টাকা মূলধন ছিল।

অর্থোপার্জ্জন করিয়া এই বংশের মহানুভবগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অর্থের উচিত মত সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কুটুম্ব সেবায় তাঁহাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় স্বজাতীয় ছত্রিশ পরগণার আমন্ত্রণ, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান, লক্ষ লক্ষ কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে এই বংশ বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহাদের স্বগ্রাম ও জমিদারীর মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক বাঁধা ঘাট বিশিষ্ট পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা, ইঁহাদের কম গৌরবের কথা নয়। ১২৪৩ সাল ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই বংশের পুণ্যবতী অন্নপূর্ণা ও শশীমণি (দুই সতীন) ৺বিশ্বেশ্বর ৺ভোলানাথ ও ৺চন্দ্রেশ্বর নামে তিনটী শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির তিনটীর কারুকার্য্য (Terra Cotta Figures) এত সুন্দর যে ভারতের প্রাচীন কালের গ্রাম্য স্থপতির একটী মূল্যবান নিদর্শন। এজন্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে উক্ত মন্দির নির্ম্মাতার বাস গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ কামার পাড়া, নাম বুধন মিস্ত্রী।

এই চন্দ্র বংশে বহু রমণী সহমরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু প্রথা ও ধর্ম্ম বিশ্বাসে সতীর ছিন্ন অঞ্চল এখনো গৃহে সযত্নে রক্ষিত। এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণ ভবানীচরণ, রুক্মিণীবল্লভ, কালিদাস ও কাশীনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ কাশী, বৃন্দাবন, ভাগলপুর, চোরল ও কাটোয়া ইত্যাদি মোকামে ও তীর্থস্থানে বহু বিষ্ণুশিলা ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাদির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বগ্রাম শ্রীবাটীতেও ছোট বড় অনেকগুলি শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। কাটোয়ার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তির মন্দির, জগাই-মাধাইতলার মন্দির ও তৎসংস্পৃষ্ট ধর্ম্মশালা-গৃহ ইহাদেরই কীর্ত্তি। শ্রীবাটীর গুরুচরণ চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ৺অন্নপূর্ণা চন্দ্রের স্বর্ণ রৌপ্যের রথ, স্বর্ণ তুলট, রৌপ্য তুলট প্রভৃতি ক্রিয়া এবং তৎসমস্ত দানের কথা উল্লেখযোগ্য। এখনো রথের সেই অপূর্ব্ব বাড়ী বিদ্যমান অছে। কএকশত বৎসরের বুনিয়াদি এই বংশের সন্তানগণ মধ্যে এখনো অনেকে পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুবৃত্তি করেন।

গোকুলকৃষ্ণ চন্দ্র বাহিরে যেমন সুগঠন ও দিব্যকান্তি ছিলেন, অন্তরেও সেইরূপ বহুগুণে গুণী ছিলেন। প্রধান গুণ ছিল তাঁহার বিদ্যানুরাগ। বিদ্যা শিখিতে হয়, শিখাইতে হয় এ প্রবৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল। সকলকে শিক্ষাও তাই দিতেন। তিনি তাৎকালিক পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অধ্যবসায়গুণে বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ অধ্যয়নে বিবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পার্শী ভাষায় উত্তম উত্তম নীতিময় বাক্য সকল বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন। একসময় রমেশচন্দ্র দত্ত (তখন কাটোয়ার তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন) মফঃস্বল পরিদর্শনে শ্রীবাটী আসিয়াছিলেন। গোকুলকৃষ্ণের সহিত সংলাপে সন্তুষ্ট হইয়া দত্ত সাহেব বলেন, "বাঙ্গালায় এম্-এ উপাধি থাকিলে আমি আপনাকে উক্ত উপাধি দিতাম। আপনি আদব কায়দার আদর্শ, অভিজ্ঞতার আধার।"

তিনি সন ১২৬০ সালে চন্দ্রবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সংযোগে এক বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অন্যে অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের সাহায্য করিলেও বিদ্যালয়ের প্রতি গোকুলকৃষ্ণের যে ভাবনা, ভালবাসা ও ঐকান্তিক যত্ন ছিল, অর্থ দানাদি অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক। বিদ্যালয়টী বার বার ধ্বংশের পথে পড়িলে গোকুলকৃষ্ণই কেবল উৎসাহ, উদ্যম ও যত্ন করিয়া তাহার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। আর সহাস্যে বলিতেন,— 'সব ঈশ্বর ইচ্ছায় হইবে।' কতবার কত বিপদ কাটিয়া গেল। স্কুলটী এম্. ই, স্কুলে উন্নীত হইল। পাকা গৃহ হইল, প্রতি সন পরীক্ষায় সুফল প্রচার হইতে লাগিল। তখন লোকের আনন্দ, উৎসাহ, স্কুলের উপর পড়িতে লাগিল। তাঁহার নিজ বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় যে,—"He was a man born in advance of his times" গোকুলকৃষ্ণের জীবনের ধ্রুবতারা বিদ্যালয়টীকে সুখে চলিতে দেখিয়া তিনি সুখেই উপরত হইয়াছেন।

ধন্য পিতৃ-ভক্ত বনবিহারী! গোকুলকৃষ্ণের বহু চেষ্টা যত্নের যে বিদ্যালয়টী অনেকের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে ও করিতেছে, সেই বিদ্যালয়ের জীর্ণ গৃহস্থলে প্রায় কলেজের ক্লাসের কলেবরে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া "গোকুলকৃষ্ণ-বিদ্যা-মন্দির" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ থাকায় বিদ্যালয়টী সুফলপ্রদ হইয়াছে। প্রতি বৎসর ২০শে পৌষ বিদ্যালয়ের জন্মোৎসব ও পরদিনে গোকুলকৃষ্ণের স্মরণ জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু ভদ্রব্যক্তির শুভাগমন হইয়া থাকে। প্রথম দিন বালকদের রচিত বিবিধ প্রকার প্রবন্ধ, তাহারা স্ব স্ব পাঠ করে। তাহার পর মিষ্টান্ন বিতরণ হয়। দ্বিতীয় দিনে বালকদের পারিতোষিক প্রদান এবং বালক বালিকা ও ভদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার (জলযোগ) করান হয়। পরিশেষে বনবাবু স্বহস্তে অনেকগুলি দরিদ্রকে বস্ত্রদান করেন।

বনবাবু এই কার্য্যটী পিতৃ-তর্পণের ন্যায় শ্রদ্ধা ও সভক্তিতেই করিয়া থাকেন। ইনি কাটোয়া উচ্চ ইংরেজী স্কুল প্রাঙ্গণে কয়টী বিল্ব বৃক্ষ মূলের বেদী পাকা করিয়া দিয়াছেন। একটী নলকূপ দিয়াছেন। ছাত্রেরা অবসর কালে বিল্ব বৃক্ষ মূলে বিরাম ও বিশুদ্ধ জলপান করিয়া তৃপ্ত হইবে। কাটোয়া একটী সব ডিভিসন; প্রত্যহ বহুতর ব্যক্তি তথায় গমনাগমন করিতে বাধ্য। কিন্তু রাস্তা মধ্যে ব্রহ্মাণী নাম্নী নদী পার হওয়া বর্ষাকালে ভীষণ বিপজ্জনক ব্যাপার অথচ বাণিজ্য ব্যাপারেও বিশেষ ক্ষতিজনক। এ নিমিত্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে সেই নদীর উপর একটী পুল প্রস্তুত হওয়াতে জনগণের ও যানবাহনের বিশেষ সুখের বিষয় হইয়াছে। সাধারণের পক্ষ হইতে বনবাবু যত টাকা সে বিষয়ে দিয়াছেন, তাহা না দিলে পুল কখনই হইতে পারিত না। ইহা ব্যতীত বনবাবুর অনেক ক্ষুদ্র দান আছে। আশা করি তিনি নিঃস্বার্থভাবে এইরূপ পরোপকার ব্রত পালন নিমিত্ত মঙ্গলময়ের কৃপায় অমরত্ব লাভ করুন।

সন ১৩২২ সাল আষাঢ় মাসে কাটোয়া গঙ্গাতীরে দেবরাজ চন্দ্র বহু অর্থ ব্যয়ে একটী পাকা ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাহার চাঁদনীর উপর ক্ষণ উপবেশন করিলে দারুণ গ্রীষ্মেও শরীর শীতল হয়। সম্মুখে ভাগীরথীর কুল প্লাবন, তরল তরঙ্গে তরণী কুলের খরতর ও মন্থরগতি, স্থির স্বচ্ছ সলিলে তীরস্থ তরুর ঘনচ্ছায়াবলী, থেকে থেকে জল মধ্যে কুম্ভীর, হাঙ্গর ও শুশুকের উৎসর্পণ ইত্যাদি দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে অন্তর মধ্যে ভগবচ্চিন্তার সঞ্চার হয়। ঘাটের দুইপার্শের দুটী প্রকোষ্ঠে ভদ্রমহিলারা গঙ্গা স্নানান্তে নির্ব্বিঘ্নে সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ ও উপবেশনাদি দ্বারা পরিতৃপ্তা হন।

বর্ত্তমানে শ্রীবাটীর জমিদার পরমসুখ চন্দ্র, আশুতোষ চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রের পুত্র পৌত্রগণ পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির সহিত গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়া সসম্মানে বিষয় কর্ম্ম চালাইতেছেন।

রামরাম বাবুর পুত্র নিরঞ্জন বাবু বি-এল। পূর্ব্বে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করিতেন। তথায় ইঁহার বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। কাটোয়াতেও যশের সহিত এ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এক্ষণে কার্য্যে নিবৃত্ত আছেন। ইনি নজিরাদি সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ এবং মোকর্দ্দমায় মূল তথ্য নির্ণয়ে সুপটু।

গোকুলকৃষ্ণ বাবুর পুত্র অরুণোদয় বাবু কাটোয়া কোর্টে ওকালতি করিতেন। তাঁহার কার্য্যপটুতা প্রশংসনীয় ছিল। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে মোকর্দ্দমার দোষগুণ ও ভাবী ফলাফল বুঝাইয়া দিয়া আগে ভাগে মিটমাটের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাহাতে অসমর্থ হইলে মোকর্দ্দমা লইতেন বা ত্যাগ করিতেন।

শ্যামচাঁদ বাবুর পুত্র বসন্তবিহারী বাবু এম্-এ, কাটোয়া হাই স্কুলে বিশেষ দক্ষতার সহিত কয়েক বৎসর হেড মাষ্টারের কার্য্য করিয়া পরে মুঙ্গের ও পাবনা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করেন। ১৯১৭ সালে ইউনিভারসিটির লাইব্রেরিয়ান পদে বৃত হন। তথায় অনেক দিন কার্য্য করেন। সেই কার্য্য-কালে নিজ অধ্যবসায় গুণে বিদেশীয় কয়েকটী ভাষা কার্য্যোপযোগী শিক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে পেন্সন্ প্রাপ্ত হইয়া কাটোয়ায় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্পেশাল ঋণ-শালিসী বোর্ডের মেম্বার ও মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ইত্যাদি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

বসন্ত বাবুর পুত্র অমিয়নিমাই বাবু এম্-এ, বি-এল। তিনি বর্দ্ধমান জেলা কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন।

শিবরাম বাবুর পুত্র মণিমোহন বাবু বি-এল্। ওকালতি সার্টিফিকেটখানি বজায় রাখিয়া নিজ কাটোয়াতে এক বৃহৎ কাপড়ের ব্যবসায় রত আছেন।

শিবরাম সুত হেমরঞ্জন বাবু বি-এ। চুঁচুড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হেড ক্লার্ক। ধীর, স্থির ও বিজ্ঞ।

শিবরাম সুত ধনপতি বাবু এম্-বি, ডাক্তার—ইঁহার প্রধান গুণ দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে না পারিলে তিনি দয়াপরবশে চিকিৎসা করেন, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পথ্যদ্রব্যও দান করেন বা তাহার মূল্য দেন।

হরিহর বাবুর পুত্র শ্রীবাটীর জমিদার সচ্চিদানন্দ বাবু বি-এ—বর্ত্তমানে গ্রামের নানা উন্নতি সাধনে ও নিজ বিষয় ব্যাপারে এবং স্বজাতি সেবায় নিযুক্ত আছেন।

হরেকৃষ্ণ একজন কলির মানুষ কিন্তু তিনি ধর্ম্মভিরু ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

হরেকৃষ্ণের পিতা পিতামহ কেহ কখনও আদালতে সাক্ষ্য দেন নাই। হরেকৃষ্ণ জজ কোর্টে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত। সত্যই আজ তাঁহার চিত্ত সে জন্য বড় বিক্ষুব্ধ। কখনও সাক্ষ্য দেন নাই বলিয়া পিতা পিতামহকে ধন্যবাদ দিতেছেন, পুণ্যবান ভাবিতেছেন ও নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। ইতি পূর্ব্বেই হলফ নামা পাঠ করিয়াছেন। সাহেব হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার জনকের নাম কি" হরেকৃষ্ণ অম্লান বদনে সুস্পষ্ট বলিলেন "এ কথা আমি মা'কে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না" ক্ষণকালের জন্য সাক্ষ্য স্থানটী নীরব গম্ভীর। তৎপরে "জজ সাহেব বলিলেন আপনাকে আর সাক্ষ্য দিতে হইবেনা। কিছুকাল গত হইলে অন্য মোকদ্দমায় তাঁহার সাক্ষ্য জন্য আদালত হইতে আদেশ হইলে তিনি নিরুদ্দেশ হন। তাহাতে তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারী বাবুর অর্থ সাহায্যেই চন্দ্র বংশের এই পরিচয়টী প্রসিদ্ধ পবিত্র **সম্বন্ধ-নির্ণয়** পুস্তকে প্রকাশ হইতে চলিল। দুঃখের বিষয় কার্য্যটীর অসম্পন্ন অবস্থাতেই তিনি ইহধাম (২৯শে পৌষ রবিবার ১৩৪৬ সাল) পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার স্বজনগণেরত কথাই নাই, স্থানীয় দীন দুঃখী ও

হৃদয়বান ব্যক্তি যিনি অন্ততঃ দুদণ্ড তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত! তিনি জীবনের শেষ বুঝিয়া অনেকগুলি সদানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুই একটী উল্লিখিত হইল।

১। তাঁহার জন্মভূমি শ্রীবাটী গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য চারি হইতে পাঁচহাজার টাকার স্থাবর সম্পত্তির আয় তিনি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সহধর্ম্মিনীকে বিশেষ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, উক্ত চিকিৎসালয়টী সুষ্ঠুরূপে চলিবার জন্য আরও অর্থের আবশ্যক হইলে দিবেন।

২। কালীসাগর নামক একটী বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট জলের পুষ্করিণী, যাহা শ্রীবাটী গ্রামের শোভা ও স্বাস্থ্যকর তাহা ভরাট হওয়ায় জলের অল্পতায় অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার বা সংস্কার জন্য তিনি এক হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

৩। তিনি তিন শত টাকা বার্ষিক আয়ের এক কালেক্টরী সম্পত্তি গোকুলকৃষ্ণ স্মৃতি বিদ্যালয়ের অভাব অভিযোগ পূরণার্থে দান করিয়াছেন।

বনবিহারীর বিশেষ বিশ্বস্ত, কর্ম্মঠ ও প্রিয় স্বজন শ্রীমান্ মানগোবিন্দের দুটী হাতে ধরিয়া বলিয়াছেন গ্রামের প্রত্যেক ভদ্রাভদ্রকে আমার স্বরূপে তাঁহাদের হাতে ধরিয়া বলিবে (জানিনা কারো কাছে কিছু ত্রুটী করিয়াছি কিনা) তাঁহারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। হায় হায় আমি কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না। এই বলিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন * সব শেষ!

বনবিহারীর স্মৃতিতর্পণ।

পল্লী পাশে হায়, শাখা ছড়াইয়া
বৃক্ষ এক ঊর্দ্ধ মুখে
কত শত পাখী শাবক সহিত
থাকিত তাহাতে সুখে।

তপনের তাপে ক্লান্ত কলেবর
পান্থ বসিত ছায় ;
হায় বিড়ম্বনা কাল ঝড় এসে
হঠাৎ ফেলিল তায়।
বল বল বল হে বন বিহারী
কোন বনে এবে গেলে ;
ভবন ভুবন ত্রিভুবন মাঝে
আর তুমি সে না মিলে।
বল বল বল হে বন বিহারী
কাহার মধুর ডাকে ;
চ'লে গেলে তুমি কোন অমরায়
ক্ষণিক সময় ফাঁকে।
ঊনত্রিশে পৌষ রবি সংক্রমণ,
(উত্তরায়ণ) বুঝি ;
সাজায়ে আসর ডেকে ছিল তারা
ফুলেতে ভরিয়া সাজি।
দীনের মা বাপ দুর্ব্বলের বল
ঐ আবাহন শুনে
শ্রীহরি সকাশে ত্বরা গেলে তুমি
কাঁদায়ে কতই জনে।
দুঃখীর দুঃখেতে হৃদয় তোমার
গলিয়া যাইত জানি
সে পুণ্যে দেবতা তোমার গলেতে
মালিকা দিয়াছে মানি।

কভু হতে তুমি কঠিন বজ্র
কার্য্য ক্ষেত্রে বুঝি
ধার্য্য বিষয়ে মর্য্যাদা হীন
হ'তে না চাহিতে রাজি।
নূতন জগতে আপনা বিলাতে
গেলে চলে স্বতন্তর
কিংবা জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশিলে
নহে যা চিত্ত গোচর।

মরত ভূষণ ছেড়ে গেলে সব
অমর ভূষণ পেলে
তোমার কাঙ্গাল কতই কাঁদিছে
তোমার বিরহ শেলে।
কে আর কাঁদিবে তাহাদের তরে
কে আর করিবে দান
গোপনের দান ভাল যে বাসিতে
সে তব মধুর টান।
কেবা উচ্চারিবে "জয় জগদীশ"
মধুর কোমল সুরে;
দমন কে আর করিবে বল না
পরহিতে অসুরে রে।
যা হবার হ'ল আত্মপরিজনে
দিন হরি শান্তিবারি;
স্ব করম ফলে আছ সুনিশ্চয়,
শান্তি সুখে অনিবার (ই)॥

শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল মহাশয় বহুদিন ধরিয়া শ্রীবাটী স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য শ্রীবাটী বাসী জনসাধারণ ও চন্দ্রবাবুরা তাঁহাকে প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখেন। চন্দ্রবাবুদের প্রকাশযোগ্য বংশ-বিবরণ বহুদিন হইতে প্রকাশের বাসনা ছিল ; আজ উক্ত শর্ম্মা মণ্ডল মহাশয় তাঁহাদের বংশ-লতিকা ও তৎসংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকারে সেই উপকরণগুলি "সম্বন্ধনির্ণয়ে" প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

গন্ধবণিকেরা বৈশ্যত্বের দাবী করেন। কিন্তু ঐ দাবী এখনও ব্রাহ্মণ সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। এই বংশাবলী খণ্ডে বিস্তৃতভাবে জাতিতত্ত্বরূপ বিশাল বৃক্ষের মূল অন্বেষণ সম্ভব নহে। জাতীয় বিচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে "সম্বন্ধনির্ণয়ের" মূল ঐতিহাসিক ও জাতিবিচার খণ্ডে সবিশেষ আলোচিত হইবে।

সমাজ পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কালের গতি অন্বেষণ করিয়া চলিলেও ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ আচরণ দেখিতে এবং গুণ বিচারে পরাঙ্মুখ থাকেন না ; তদনুসারে জাতি উচ্চ বা নীচ সোপানের অধিকারী হয়।
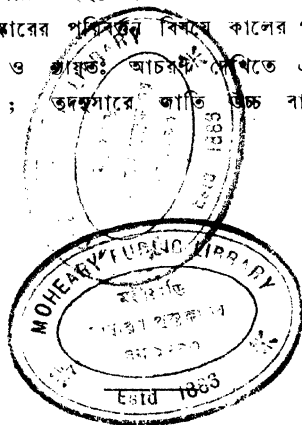
বর্দ্ধমান জেলার শ্রীবাটীর গন্ধবণিক চন্দ্র বংশের বংশধরগণের নামাবলী
স্বর্গীয় চূড়ামণি চন্দ্র
রূপচাঁদ চন্দ্র
কল্যাণ চন্দ্র
লোহারাম চন্দ্র + পত্নী মাণিকা
সভারাম চন্দ্র + পত্নী রামমণি
১ম পুত্র
মুলুকচাঁদ + পত্নী ব্রজেশ্বরী
২য় পুত্র
রামনাথ + পত্নী সাধুমণি
৩য় পুত্র
গোবিন্দহরি + পত্নী চন্দ্রমণি
অভয়চরণ
ভবানীচরণ
ঠাকুরদাস
অম্বিকাচরণ
ঘনশ্যাম
কন্যা দাসীমণি
ভোলানাথ
গুরুচরণ
রামেশ্বর
পাঁচ কন্যা—১। সাবিত্রী ২। দ্রৌপদী
৩। ক্ষেমমণি ৪। গয়ামণি
৫। জয়মণি
রামহরি
জলধর

অভয়চরণ চন্দ্র (ইঁহার বংশধরগণ বড় ঘর বলিয়া পরিচিত)

চারিপুত্র ... ... তিন কন্যা

১। ভাগবত স্ত্রী বাসীমণি (কাটোয়া)
২। লোকনাথ স্ত্রী আদরমণি
৩। শম্ভুনাথ
৪। শ্রীনাথ

১। কমলমণি স্বামী গোলোক মল্লিক (গাজীপুর)
২। হরসুন্দরী স্বামী হরি মল্লিক (ঐ)
৩। রাজমণি স্বামী হরি দত্ত (পাটুলী)

ভাগবতের তিন পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। কৃষ্ণদাস স্ত্রী আদরমণি (শ্যামনগর)
২। ভুবনমোহন স্ত্রী মুক্তকেশী (কাগ্রাম)

১। বিশ্বেশ্বরী
২। মৃন্ময়ী স্বামী নন্দ মল্লিক (গাজীপুর)
৩। ইচ্ছাময়ী স্বামী অনাথবন্ধু দত্ত (কাটোয়া)

লোকনাথের তিনপুত্র ... ... পাঁচ কন্যা

১। কেশবরাম স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী (শ্রীবাটী)
২। কৃষ্ণমোহন স্ত্রী আনন্দময়ী (গাজীপুর)
৩। নীলমাধব স্ত্রী প্রসন্নময়ী (দাদুপুর)

১। রসময়ী ২। গুণময়ী
৩। মনমোহিনী ৪। অহল্যা
৫। মোহিনীমণি

শম্ভুনাথের দুই পুত্র ... ... পাঁচ কন্যা

১। রামরতন স্ত্রী ভুবনেশ্বরী (কালিটুঙ্গী)
৩। লক্ষ্মণচন্দ্র স্ত্রী গয়ামণি (গোপীনাথপুর)

১। যাদুমণি ২। নিলমণি
৩। মধুমণি ৪। মহামায়ি
৫। প্রসন্নময়ি

শ্রীনাথের একপুত্র ... ... এক কন্যা

১। সৃষ্টিধর স্ত্রী ১মা প্রিয়সখী (কাটোয়া) ২য়া মনমোহিনী (গোপালপুর)

১। স্বর্ণময়ী স্বামী বেণীমাধব দত্ত (কাটোয়া)

কৃষ্ণদাসের দুই পুত্র ... ... এক কন্যা

১। রোহিণীকুমার

২। গৌরীকুমার স্ত্রী রতিমঞ্জরী (গাজীপুর)

১। যশোমতি স্বামী ক্ষেত্রনাথ দত্ত (হালদিপাড়া)

ভুবনমোহন পুত্রহীন ... ... দুই কন্যা

১। সত্যবতী স্বামী কালীনন্দন (শুশুনি) ২। বিন্দু

কেশবরামের এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। জয়নারায়ণ স্ত্রী রোহিণীমণি (কাগ্রাম)

১। মহেশ্বরী স্বামী রাধিকা দত্ত (বৈদ্যপুর)

কৃষ্ণমোহনের তিন পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। হীরালাল স্ত্রী মনমোহিনী (শ্রীবাটী)

২। বেহারীলাল স্ত্রী মোহিনী

৩। রামলাল স্ত্রী বিধুমণি

১। তিনমণি স্বামী দোকড়ি নন্দন (কাষ্ঠশালী)

২। হরিমণি স্বামী খেতু (দাইহাট)

রামরতন চন্দ্রের দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। যদুলাল স্ত্রী নিতম্বিনী (পাটুলী)

২। গৌরহরি স্ত্রী শিবসুন্দরী (মৌগ্রাম)

১। গিরিবালা স্বামী ঈশ্বরদাস (ভাউসিংহ)

২। সনতকুমারী

লক্ষ্মণচন্দ্রের এক কন্যা--নবীনাসুন্দরী স্বামী গোপালচন্দ্র (ভাউসিংহ)

সৃষ্টিধর চন্দ্রের এক কন্যা—তারিণীমণি স্বামী কৈলাস দত্ত (ভাউসিংহ)

রোহিণীকুমারের এক কন্যা—দোকড়ি স্বামী মাখন দত্ত (শ্রীবাটী)

গৌরিকুমারের সাত পুত্র

১। হরিদুলাল স্ত্রী গিরিবালা (নলিপুর) ২। পূর্ণচন্দ্র

৩। হরেন্দ্র স্ত্রী নগেন্দ্রবালা (হাল্‌দীপাড়া)

৪। ব্রজেন্দ্র স্ত্রী রাধাবিনোদিনী (পাটুলী) ৫। রাম

৬। শ্রীচৈতন্য ৭। নিকুঞ্জ

জয়নারায়ণ চন্দ্রের এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। নিত্যবিহারী স্ত্রী সরোজিনী (নলাহাটী) ১। মনোরমা

বিহারী চন্দ্রের পাঁচ কন্যা

১। কালিদাসী ২। রাধারাণী ৩। গোপীবালা ৪। ললিতা ৫। শ্যামমণি

রামলাল চন্দ্রের তিন পুত্র

১। দাশরথি স্ত্রী রাধারাণী (শুশুনি) ২। পরাণ স্ত্রী সুরবালা (করজগ্রাম)

৩। নিবারণ স্ত্রী কমলা (কুমরী)

গৌরহরি চন্দ্রের এক পুত্র

১। কালীপদ স্ত্রী রাধারাণী (কাইগ্রাম)

ব্রজেন্দ্র চন্দ্রের দুই পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। সুধাংশু স্ত্রী যোগেশ্বরী ১। রাধারাণী স্বামী উপেন্দ্র দাস (পাটুলী)

২। রাধাগোবিন্দ স্ত্রী নিভাননী (কাষ্ঠশালী) ২। রজবালা স্বামী রামচন্দ্র (ভাউসিংহ)

৩। সত্যবালা স্বামী প্রাণকিশোর (কাটোয়া)

নিত্যবিহারী চন্দ্রের এক কন্যা

১। প্রতিভা কুমারী স্বামী গিরিজা দাস (কীর্ণাহার)

দাশরথি চন্দ্রের এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। নন্দদুলাল ১। মঙ্গলা স্বামী দাশরথি রুদ্র (আট্‌কুর)

কালিপদ চন্দ্রর এক কন্যা — কমলিনী স্বামী দ্বিজপদ সিংহ (কুণ্ডড়া)

সুধাংশুচন্দ্রের তিন পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। ধনপতি স্ত্রী জনকনন্দিনী ১। আশালতা স্বামী সুধাময় দত্ত (কাটোয়া)

২। শ্রীপতি ২। শিবরাণী স্বামী কমলা দাস (কীর্ণাহার)

৩। গণপতি ৩। পুষ্পলতা

রাধাগোবিন্দের চারি পুত্র ... ... এক কন্যা

১। দাশরথি ১। শান্তিলতা

২। সত্যনারায়ণ

৩। নরনারায়ণ

৪। দেবনারায়ণ

ভবাণীচরণ চন্দ্র (ইঁহার বংশধরগণ মধ্যম ঘড় নামে পরিচিত

ভবাণীচরণের (স্ত্রী ঈশ্বরী) তিন পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। রাইমণি (কাগ্রাম)

১। রাধাবল্লভ স্ত্রী ১মা উজ্জ্বলমণি (গাজীপুর) ২। পাঁচুমণি (গাজীপুর)

,, ২য়া সুভদ্রামণি (কাগ্রাম) ... এক কন্যা তারামণি স্বামী বৈকুণ্ঠচরণ চন্দ্র (সরডাঙ্গা)

২। রুক্মিণীবল্লভ স্ত্রী কৃষ্ণামণি (দাঁইহাট) এক কন্যা ভাগীরথী স্বামী কুড়ারাম দত্ত (সরগ্রাম)

৩। সীতারাম স্ত্রী দ্রবময়ী

(শ্যামনগর) এক পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। কৈলাসচন্দ্র

১। ব্রহ্মময়ী স্বামী রাধারমণ দত্ত (বৈদ্যপুর)

২। লক্ষ্মীমণি স্বামী রমণচন্দ্র দত্ত (দেবগ্রাম)

৩। রোহিণীমণি স্বামী মহাভারত চন্দ্র (সরডাঙ্গা)

কৈলাসনাথ চন্দ্রের তিন পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। পরম সুখচন্দ্র স্ত্রী যোগমায়া (মাথরুণ)

২। আশুতোষচন্দ্র স্ত্রী গোকুলেশ্বরী (করজগ্রাম)

৩। হরিহর স্ত্রী শীতলাসুন্দরী (কীর্ণাহার)

১। গঙ্গামণি স্বামী সারদারায় (কীর্ণাহার)

২। ভোগবতী স্বামী রামবল্লভ রায় (কীর্ণাহার)

৩। গোবিন্দসুন্দরী স্বামী রাজকৃষ্ণ দাস (জান্নগর)

৪। পরমেশ্বরী স্বামী উপেন্দ্রনাথ দাস (কীর্ণাহার)

পরম সুখচন্দ্রের ছয় পুত্র ... ... ছয় কন্যা

১। শিবচন্দ্র স্ত্রী দেবদাসী (কাটোয়া)

২। সুপ্রভাত স্ত্রী রাণীবালা (মাঝের গ্রাম)

৩। পূর্ণচন্দ্র স্ত্রী কাশীশ্বরী (বেলপুকুর)

৪। বীরেন্দ্রনাথ স্ত্রী সাবিত্রী (রঘুনাথপুর)

৫। কমলাকান্ত স্ত্রী পাঁচুরাণী (পাঁচ দাঁড়া)

৬। কুমারীশ স্ত্রী শোভনা (দেউল গ্রাম)

১। অম্বালিকা স্বামী দেবেন্দ্র রায় (কার্ণাহার)

২। কাঞ্চনমালা স্বামী গণেন্দ্র রায় (কার্ণাহার)

৩। লীলাবতী স্বামী সত্যচরণ দত্ত (বেলপুকুর)

৪। দুর্গা স্বামী শ্রীকৃষ্ণ দাস (নওয়াপাড়া)

৫। অঃ মৃঃ

৬। গৌরীবালা স্বামী দেবেন্দ্র দত্ত (চাঁদপুর)

আশুতোষ চন্দ্রের চারি পুত্র ... ... এক কন্যা

১। ধর্ম্মদাস স্ত্রী পঙ্কজিনী (ভাউসিংহ)
২। নিত্যানন্দ স্ত্রী হরসুন্দরী (কীর্ণাহার)
৩। সদানন্দ (অঃ মৃঃ)
৪। জগদানন্দ স্ত্রী শ্যামা দাসী (পাঁজোয়া)

১। কমলা স্বামী বরেন্দ্র নাথ রায় (কীর্ণাহার)

হরিহর চন্দ্রের চারি পুত্র ... ... পাঁচ কন্যা

১। প্রমথ (অঃ মৃঃ)
২। বিজয় (অঃ মৃঃ)
৩। ধনপতি স্ত্রী রাজেশ্বরী (কীর্ণাহার)
৪। সচ্চিদানন্দ স্ত্রী উমারাণী (কীর্ণাহার)

১। জ্ঞানদা স্বামী ভোলানাথ দে (কাইগ্রাম)
২। বিল্ববাসিনী স্বামী প্রমথ সিংহ (রঘুনাথপুর)
৩। সাবিত্রী স্বামী জয়কৃষ্ণ দত্ত (রঘুনাথ গঞ্জ)
৪। সতি স্বামী রাধাশ্যাম সিংহ (রঘুনাথপুর)
৫। পার্ব্বতী (অঃ মৃঃ)

শিবচন্দ্র নিঃ সন্তান

সুপ্রভাত চন্দ্রের দুই পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। সত্যনারায়ণ স্ত্রী উমারাণী (বনগাঁও)
২। বিশ্বনাথ স্ত্রী শেফালী (বগুড়া)

১। আশালতা স্বামী সনতকুমার দত্ত (খাগড়া)
২। বগলা
৩। পুষ্পলতা

পুর্ণচন্দ্রের এক পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। বৈদ্যনাথ স্ত্রী আশালতা (দুর্গা)

১। সত্যনারায়ণী স্বামী সুধাংশু কুমার দত্ত (সর্ব্বাঙ্গপুর)
২। উমাশশী স্বামী নবগোপাল দে (বেলপুকুর)
৩। বিশ্বেশ্বরী স্বামী ক্ষেত্রনাথ দে (মদনডাঙ্গা)
৪। আন্নাকালী

বীরেন্দ্র নাথের চারি পুত্র ... ... পাঁচ কন্যা

১। ভোলানাথ
২। সুভাষচন্দ্র
৩। বৈকুণ্ঠ নাথ (অঃ মৃঃ)
৪। গঙ্গাধর

১। ধর্ম্মদাসী (অঃ মৃঃ)
২। সিদ্ধেশ্বরী (অঃ মৃঃ)
৩। বাসন্তী ৪। ভগবতী
৫। সরস্বতী

কমলাকান্ত চন্দ্রের পাঁচ পুত্র ... ... এক কন্যা

১। ভৈরবনাথ
২। জীতেন্দ্রনাথ ৩। অঃ মৃঃ
৪। প্রেমানন্দ ৫। অমরেন্দ্র

১। ফুড়ি (অঃ মৃঃ)

কুমারীশ চন্দ্রের তিন পুত্র ... ... এক কন্যা

১। সৌমেন্দ্র ২। রবীন্দ্র
৩। শিশির কুমার

১। সেফালী

ধর্ম্মদাস চন্দ্রের দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। প্রফুল্লকুমার স্ত্রী বীণাপাণী (কাঁদি)
২। অক্ষয় কুমার

১। প্রতিমা স্বামী দেবীপ্রসন্ন দে (মালতিপুর)
২। অনিলা

নিত্যানন্দ চন্দ্রের এক পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। অজিতকুমার স্ত্রী সাবিত্রী (মদনডাঙ্গা)

১। বিমলা স্বামী সত্যনারায়ণ দত্ত (পাটুলী)
২। সরলা ৩। অমলা
৪। পুষ্পরাণী

জগদানন্দ চন্দ্র নিঃ সন্তান

ধনপতি চন্দ্রের চারি পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। লক্ষীনারায়ণ (অঃ মৃঃ)
২। সূর্য্যনারায়ণ (অঃ মৃঃ)
৩। বদ্রিনারায়ণ ৪। নবগোপাল

১। পুষ্পরাণী
২। ভগবতী

সচ্চিদানন্দ চন্দ্রের দুই পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। পশুপতি ২। চাঁদ সদাগর

১। ভারতী স্বামী বিমলাপ্রসাদ দাশ (পাটুলী)
২। আরতী
৩। জয়ন্তী

(ইহারা নধর নামে পরিচিত)

ঠাকুরদাসচন্দ্রের তিন পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। রামদাস স্ত্রী তারামণি (গাজীপুর)
২। কালিদাস স্ত্রী উজ্জ্বলমণি (বৈদ্যপুর)
৩। বিষ্ণুদাস স্ত্রী আনন্দমোহিনী

১। ফেলুমণি ২। ত্রিপুরাসুন্দরী
৩। রাসমণি ৪। হৃদয়মণি

রামদাসের দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। কুঞ্জবিহারী স্ত্রী ভবসুন্দরী (গোঠ পাড়া)
২। বঙ্কবিহারি

১। মতিমণি
২। সম্মানি

পুত্র	কন্যা
কালিদাস চন্দ্রের এক পুত্র ...	... ... এক কন্যা
১। সূর্য্যদাস স্ত্রী করুণাসুন্দরী (হান্দীপাড়া)	১। নিলমণি স্বামী লোকনাথ দত্ত (দেবগ্রাম)
বিষ্ণুদাস চন্দ্রের দুই পুত্র ...	... এক কন্যা
১। হরেকৃষ্ণ স্ত্রী কৃষ্ণকামিনী	১। রোহিনীমণি স্বামী অজ্ঞাত
২। গোকুলকৃষ্ণ স্ত্রী চন্দ্রমতি (কীর্ণাহার)	
কুঞ্জবিহারীর তিন পুত্র ...	... তিন কন্যা
১। মহেন্দ্রনারায়ণ স্ত্রী ত্রৈলোক্যতারিণী (গড্ডা)	১। হরিমণি স্বামী কালিদাস দত্ত (মাথরুণ)
২। যোগেন্দ্রনারায়ণ স্ত্রী শশীমণি (বামুণপাড়া)	২। রঘুমণি স্বামী যোগেন্দ্র রুদ্র (মদনডাঙ্গা)
৩। নগেন্দ্র (অঃ মৃঃ)	৩। যুগলমণি স্বামী শ্রীকৃষ্ণনন্দন (পাটুলী)
বঙ্কবিহারীর দুই পুত্র	... ... তিন কন্যা
১। দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রী কালিদাসী (কীর্ণাহার)	১। গৌরাঙ্গিনী স্বামী কুঞ্জবল্লভ রায় (কীর্ণাহার)
২। নবগৌর স্ত্রী বিনোদবালা (কীর্ণাহার)	২। সুরঙ্গিনী স্বামী রামতারণ দত্ত (বৈদ্যপুর)
	৩। গিরিবালা স্বামী বিহারীলাল দে (বড় আঙ্গুলিয়া)
হরেকৃষ্ণের দুই পুত্র	... ... তিন কন্যা
১। হৃষিকেশ স্ত্রী মনোরমা (চাঁদপুর)	১। সর্ব্বমঙ্গলা স্বামী হেমন্তকুমার রায় (কীর্ণাহার)

২। শ্রীহরি স্ত্রী পরিবালা
(তালিবপুর)

২। রামমোহিনী স্বামী গোপেশ্বর দত্ত
(ভাতুসিংহ)

৩। চিত্তরঞ্জিনী স্বামী অজ্ঞাত

গোকুলকৃষ্ণের ছয় পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। রামরাম স্ত্রী গৌরাঙ্গিনী
(বহরাণ)

২। শ্যামচাঁদ স্ত্রী বিনোদিনী
(বহরাণ)

৩। শিবরাম স্ত্রী মালতী
(চাঁদপুর)

৪। দেবরাজ স্ত্রী শীতলমোহিনী
(কবজ গ্রাম)

৫। বনবিহারী স্ত্রী ক্ষীরোদবালা
(কলিকাতা)

৬। অরুণোদয় স্ত্রী হেমবরণী
(রঘুনাথগঞ্জ)

১। ধর্ম্মদাসী (অঃ মৃঃ)

২। ইন্দুমতী স্বামী সারদা দে
(বল্লালদিঘী)

মহেন্দ্রের দুই পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। নরেন্দ্র স্ত্রী শিশুবালা
(কীর্ণাহার)

২। পঞ্চানন

১। সুশীলা স্বামী বৃন্দাবন দে
(কাইগ্রাম)

২। দাসী স্বামী দ্বিজপদ দাশ
(পাল্টির)

৩। ধর্ম্মদাসী স্বামী সতীশ দাস
(মুঙ্গের)

যোগীন্দ্রের দুই পুত্র

১। ভূধর

২। শশধর স্ত্রী দাসী (শ্রীবাটী)

দেবেন্দ্রের … … এক কন্যা

১। কমলাক্ষ স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত

২। নলিনাক্ষ স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত

৩। সরোজাক্ষ স্ত্রী অন্নপূর্ণা

১। সাগরিকা

নবগৌরের তিন পুত্র … … এক কন্যা

১। নিত্যরঞ্জন স্ত্রী শিশুবালা (কাইগ্রাম)

২। রামরঞ্জন স্ত্রী মেনকা (রঘুনাথপুর)

৩। সুধারঞ্জন স্ত্রী তরুবালা (কাইগ্রাম)

১। বসন্ত স্বামী ভোলানাথ চন্দ্র (রঘুনাথপুর)

শ্রীহরি চন্দ্রের তিন পুত্র … … দুই কন্যা

১। মানগোবিন্দ স্ত্রী বদিরাণী (পাঁজেয়া)

২। দোলগেবিন্দ

৩। জয়গোবিন্দ

। ছায়া ২। মায়া

রামরাম চন্দ্রের এক পুত্র … … এক কন্যা

১। নিরঞ্জন স্ত্রী সুবাসিনী (কাটোয়া)

সুষমা স্বামী ক্ষিতীশ সিংহ (ধর্ম্মদহ)

শ্যামচাঁদের এক পুত্র … . .. এক কন্যা

১। বসন্ত বিহারী স্ত্রী সরলা (চাঁদপুর)

১। শান্তিবালা স্বামী আশু দত্ত (হান্দীপাড়া)

শিবরামের তিন পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। হেমরঞ্জন স্ত্রী সরসীবালা (গোয়ারী)	১। রাজেশ্বরী স্বামী গোপেশ্বর দত্ত (কাঁদি)
২। মণিমোহন স্ত্রী হরসুন্দরী (নলিপুর)	২। পার্ব্বতী স্বামী রামকৃষ্ণ দাস (পাটুলী)
৩। ধনপতি স্ত্রী রাধারাণী (বহরমপুর)	

বনবিহারীর দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। অঃ মৃঃ	১। রঞ্জবালা স্বামী শচীনন্দন (নিরোল)
২। গোলোকবিহারী (মৃত)	২। হরিদাসী স্বামী শম্ভু রুদ্র (নবগ্রাম)

অরুনোদয় চন্দ্রের এক পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। বীরগোবিন্দ স্ত্রী পূর্ণিমা (কীর্ণাহার)	১। সরোজিনী স্বামী নন্দলাল সাহা (করজগ্রাম)
	২।

নরেন্দ্রচন্দ্রের দুই পুত্র ... ... পাঁচ কন্যা

১। ক্ষেত্রনাথ স্ত্রী চিন্ময়ী (দাত্তপুর)	১। গণপালিনী স্বামী সত্যনন্দন (গুগুনি)
২। সত্যনারায়ণ স্ত্রী স্নিগ্ধা (বহরমপুর)	২। ভক্তবালা স্বামী হরিবল্লভ সাহা (করজগ্রাম)
	৩। শৈলবালা স্বামী বসন্তকুমার দে (কাইগ্রাম)
	৪। কল্যানী স্বামী ভোলানাথ দত্ত (ইটিপ্তা)
	৫। শঙ্করী স্বামী বৃন্দাবন দত্ত (রোণ্ডা)

শশধরের দুই পুত্র

১। উমা ২। তুলসী

নিত্যরঞ্জনের এক কন্যা

রামরঞ্জনের এক পুত্র

১। আনন্দমোহন

নিরঞ্জনের ... ... এক কন্যা

১। বাণী স্বামী কালীপদ দত্ত (খাগড়া)

বসন্তচন্দ্রের এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। অমিয়নিমাই স্ত্রী রমাসুন্দরী (কলিকাতা)

১। কমলা স্বামী অনাথ সাধু (কলিকাতা)

হেমরঞ্জনের তিন পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। ভবানীপ্রসাদ

২। বিশ্বনাথ

৩। কাশীনাথ

১। মাধুরী স্বামী সুধাংশু

২। স্বর্ণলতা স্বামী পশুপতি কর (কাইগ্রাম)

৩। স্নেহলতা স্বামী গৌরচরণ দত্ত (মানভূম)

৪। আনন্দময়ী স্বামী বসন্তকুমার দত্ত (বগুরা)

মণিমোহনের দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। মৃত্যুঞ্জয়

২। সাগর

১। কল্যানী স্বামী পাঁচকড়ি দে (জামুবাজার)

২। অর্চ্চনা

ধনপতির এক পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। অজয়কুমার ১। গীতারাণী ২। জয়ন্তী

৩। জাহ্নবী

ক্ষেত্রনাথের এক পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। কালিদাস ১। মণ্ডলা ২। সরস্বতী

অমিয়নিমাইএর এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। দেবপ্রসাদ ১। সুজাতা

অম্বিকাচরণের তিন পুত্র (ইহারা সেজোঘর নামে পরিচিত)

ছয় কন্যা

১। রামগোপাল স্ত্রী আদরমণি (কাটোয়া) ১। অনঙ্গদেবী ২। মুক্তমণি

৩। জগদম্বা ৪। উদয়মণি

২। রামনারায়ণ ৫। উজ্জ্বলমণি ৬ সোণামণি

৩। প্রাণকৃষ্ণ স্ত্রী অনঙ্গমুঞ্জরী (গাজিপুর)

রামগোপালের এক পুত্র

১। করুণাময়

রামনারায়ণের দুই পুত্র

১। হরমোহন ২। নন্দমোহন

প্রাণকৃষ্ণ নিঃ সন্তান

করুণাময়ের দুই পুত্র ... . এক কন্যা

১। বিদুরচরণ সৌদামিনী স্বামী মতিলাল

২। ভজহরি স্ত্রী মন্দাকিনী (মাথরুণ) সিংহ (ইছাবর গ্রাম)

হরমোহনের পাঁচ পুত্র ... . দুই কন্যা

১। রাজরাজেন্দ্র স্ত্রী চিত্তরঞ্জিনী ১। নগেন্দ্রবালা

২। রামেন্দ্র স্ত্রী বীণাপাণি (করজগ্রাম) ২। হরিমতি স্বামী হরিত্তদ (হান্দিপাড়া)

৩। রাসবিহারী স্ত্রী শিশুবালা (চাঁদপুর)

৪। জ্ঞানেন্দ্র স্ত্রী অম্বালিকা (শুশুনি)

৫। সত্যেন্দ্র স্ত্রী সাধনকুমারী (কলিকাতা)

বিদুরচরণের দুই পুত্র … … … দুই কন্যা

১। বলহরি স্ত্রী গোপীবালা (শ্রীবাটী)

২। ধর্ম্মদাস

১। রাধারাণী স্বামী রামদাদ দত্ত (ধর্ম্মদহ)

২। কিরণ স্বামী ইন্দ্রভূষণ দত্ত (বেলপুকুর)

ভজহরির এক পুত্র … … পাঁচ কন্যা

১। সুরেশ

১। রাজনন্দিনী ২। লক্ষ্মী

৩। ভক্তিবালা ৪। মালতী

৫। নির্ম্মলা

রাজরাজেন্দ্রের দুই পুত্র … … … তিন কন্যা

১। চিত্তরঞ্জন স্ত্রী হৃদয়বাসিনী (কলিকাতা)

২। সত্যরঞ্জন স্ত্রী লক্ষ্মীবালা (কলিকাতা)

১। জগদম্বা ২। কমলা

৩। সুবাসিনী

রামেন্দ্রচন্দ্রের … … .. … ছয় কন্যা

১। নলিনী ২। ধর্ম্মদাসী ৩। শৈলবালা

৪। রাধারাণী ৫। শিবুরাণী ৬। কল্যানী

জ্ঞানেন্দ্রের তিন পুত্র

১। বিভূতিরঞ্জন ২। সুধীররঞ্জন

৩। মহিমারঞ্জন

সত্যেন্দ্রের দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। হেমরঞ্জন স্ত্রী কমলা (মথুরাপুর)
২। গৌররঞ্জন

১। সুবাসিনী স্বামী আশু দে (জান্নগর)
২। দুর্গেশ স্বামী কমলনন্দন (হুষি)

বলহরির এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। কৃপাসিন্ধু

১। নিভাননী স্বামী চন্দ্রভূষণ নন্দন (কাষ্ঠশালী)

ধর্ম্মদাসের দুই পুত্র

১। বিজয়কৃষ্ণ ২। বটুকৃষ্ণ

সুরেশচন্দ্রের তিন পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। রামকৃষ্ণ স্ত্রী দুর্গা (ভাউসিংহ)
২। রামবিষ্ণু
৩। নারায়ণচন্দ্র

১। উমাশশী স্বামী নিতাই দাস (কাটোয়া)
২। পূর্ণশশী স্বামী আদ্যনাথ দাস (কাটোয়া)

সত্যরঞ্জনের ... ... এক কন্যা

১। শঙ্করী

রামকৃষ্ণের এক পুত্র

১। রাধাশ্যাম

ঘনশ্যামচন্দ্রের দুই পুত্র (ইঁহারা ছোটঘর বলিয়া পরিচিত)

১। কাশীনাথ স্ত্রী শচীমণি (কুয়ারা)
২। পরেশনাথ স্ত্রী ভবসুন্দরী (কাগ্রাম)

কাশীনাথের তিন পুত্র ... ... এক কন্যা

১। শ্রীরাম ২। গৌরকিশোর
৩। চন্দ্রমোহন

১। রতিমঞ্জরী স্বামী কৃষ্ণদাস মল্লিক (গাজীপুর)

শ্রীরামের তিন পুত্র ... ... এক কন্যা

১। লক্ষ্মীনারায়ণ স্ত্রী গিরিবালা (কীর্ণাহার)
২। ত্রৈলোক্যনাথ স্ত্রী হেমাঙ্গিনী করজগ্রাম)
৩। মণীন্দ্রনারায়ণ স্ত্রী গোকুল (কাটোয়া)

১। ক্ষুদুমণি

গৌরকিশোরের তিন পুত্র ... .. এক কন্যা

১। কেদারনাথ স্ত্রী ক্ষান্তমণি (কীর্ণাহার)
২। গিরিশচন্দ্র স্ত্রী কৃষ্ণকামিনী (বেলপুকুর)
৩। রাজরাজেশ্বর স্ত্রী মনোরমা (কাটোয়া)

১। মন্দাকিনী স্বামী গঙ্গানারায়ণ দাস (কীর্ণাহার)

লক্ষ্মীনারায়নের পাঁচ পুত্র ... . এক কন্যা

১। শিবচন্দ্র স্ত্রী রাধারাণী (ধপাড়া)
২। উমেশ স্ত্রী গিরিবালা (চাঁদপুর)
৩। হরিপদ স্ত্রী স্বর্ণকুমারী (পাঁজোয়া)
৪। গঙ্গাগোবিন্দ স্ত্রী শিশুবালা (বৈদ্যপুর)
৫। হেরম্ব স্ত্রী সরোজকুমারী

১। কিরণ স্বামী ধর্ম্মদাস দত্ত (শ্রীবাটী)

ত্রৈলোক্যের এক পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। কালিদাস স্ত্রী সাবিত্রী (পাঁজোয়া)

১। কালিদাসী স্বামী সুরেন্দ্র সাধু (দাঁইহাট)
২। অন্নপূর্ণা স্বামী গোপীনাথ দাস (নপাড়া)
৩। শিশুবালা স্বামী দ্বারিক দে (ভেদিয়া)
৪। সিন্ধুবালা স্বামী হরিবিলাস দে

মণীন্দ্র নারায়ণের তিন পুত্র ... ... তিন কন্যা

পুত্র	কন্যা
১। মন্মথ স্ত্রী দেবী (বৈদ্যপুর)	১। প্রফুল্ল স্বামী অরুণদাস (পাঁচদাঁড়া)
২। প্রমথ স্ত্রী নিলিমা	২। উমাসুন্দরী স্বামী গোপাল দাস (বেলপুকুর)
৩। নন্দকুমার স্ত্রী বিদ্যুল্লতা (নবদ্বীপ)	৩। হরিতরঙ্গিণী স্বামী বলহরি সিংহ (কলিকাতা)

কেদারনাথের দুই পুত্র ... ... চারি কন্যা

পুত্র	কন্যা
১। জয়কৃষ্ণ স্ত্রী অর্পণা (বৈদ্যপুর)	১। হিঙ্গুলা স্বামী যতিন্দ্র সিংহ (রঘুনাথপুর)
২। কালীকৃষ্ণ স্ত্রী অন্নপূর্ণা (বৈদ্যপুর)	২। লীলা স্বামী শিশিরনন্দন (হুষি)
	৩। কুণ্ডলা স্বামী রোহিনীকুমার দে (মালীহাটী)
	৪। অমলা স্বামী অম্বিকা দাস (কীর্ণাহার)

গিরিশচন্দ্রের এক পুত্র ... ... চারি কন্যা

পুত্র	কন্যা
১। ভবানী স্ত্রী কাত্যায়নী (বৈদ্যপুর)	১। সর্ব্বমঙ্গলা স্বামী গোবিন্দ দত্ত (মুঙ্গের)
	২। ভক্তবালা স্বামী কালীপদ দত্ত (কাটোয়া)
	৩। সাবিত্রী স্বামী বৈদ্যনাথ মল্লিক (মাঝেরগ্রাম)
	৪। (মৃত)

রাজরাজেশ্বরের এক পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। ধর্ম্মদাস (অঃ মৃঃ)

১। টগরবালা (মৃত) স্বামী কৃষ্ণদত্ত (বৈদ্যপুর)

২। কাত্যায়নী স্বামী অজিত (পাটুলী)

শিবচন্দ্রের এক পুত্র ... ... তিন কন্যা

১। জহুরীলাল স্ত্রী গৌরাঙ্গিনী (সিউরী)

১। হৃদয়বাসিনী ২। সাবিত্রী

৩। অভয়া

উমেশচন্দ্রের ... ... দুই কন্যা

১। পদ্মকমল ২। দুর্গাবালা

হরিপদর দুই পুত্র ... ... এক কন্যা

১। পরমানন্দ স্ত্রী রতনবালা (গোপীনাথপুর)

২। বসন্ত স্ত্রী রাজলক্ষ্মী (ভাউসিংহ)

নিভাননী স্বামী কালীপদ মল্লিক (মাঝেরগ্রাম)

হেরম্বচন্দ্রের চারি পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। সুশীল ২। অনিল

৩। অজিত ৪। মধুসূদন

১। পার্ব্বতী

২। শেফালী

কালিদাসের দুই পুত্র ... ... পাঁচ কন্যা

১। গণেশ

১। পাঁচুবালা ২। পুষ্পলতা

৩। শান্তি ৪। বনলতা

৫। সুষমা

মন্মথচন্দ্রের ... ... চারি কন্যা

১। ধর্ম্মদাসী ২। ছবি

৩। মিনু ৪। মটর

জয়কৃষ্ণের ... দুই কন্যা

১। কমলা ২। কনক

কালীকৃষ্ণের সাত পুত্র ... ... এক কন্যা

১। দেবশঙ্কর ২। সাধনা

১। সরস্বতী

৩। বিশ্বনাথ ৪। ভোলানাথ

৫। জগন্নাথ ৬। রঘুনাথ

৭। বলাই

পরমানন্দের চারি পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। করুণাসিন্ধু ২। দিনবন্ধু

৩। জগবন্ধু ৪। কৃপাসিন্ধু

১। কত্যায়নী স্বামী মহাদেব দত্ত

২। অন্নপূর্ণা

বসন্তচন্দ্রের এক পুত্র ... ... চারি কন্যা

১। অঃ মৃঃ

১। সুভদ্রা ২। টুনুরাণী

৩। গীতারাণী ৪। সন্ধ্যারাণী

রামনাথের তিন পুত্র

১। রামহরি স্ত্রী সুভদ্রা

২। হলধর স্ত্রী শ্রীমতী

৩। প্রসাদ

রামহরির তিন পুত্র ... . এক কন্যা

১। রাজকিশোর স্ত্রী দাসীমণি (গাজীপুর)

২। দেবিচরণ স্ত্রী চম্পকমণি (বামুনপাড়া)

৩। দুর্গাচরণ স্ত্রী ?

১। অনঙ্গমঞ্জরী

হলধরের চারি পুত্র .. .. পাঁচ কন্যা

১। ভগবতীচরণ স্ত্রী দিগম্বরী (ভাউসিংহ)

২। মাধবচন্দ্র স্ত্রী ব্রহ্মময়ী (কুওড়া)

১। পার্বতীসুন্দরী

২। সরস্বতী ৩। শশীমণি

৩। ক্ষেত্রনাথ স্ত্রী লক্ষ্মীমণি (দাঁইহাট) ৪। সুধামণি ৫। হৃদয়মণি

৪। নন্দলাল

ভগবতিচরণের দুই পুত্র

১। কৃষ্ণলাল স্ত্রী স্বরস্বতী

২। দিনবন্ধু স্ত্রী সুকুমারী

রাজকিশোরের ... ... এক কন্যা

১। বিশ্বেশ্বরী

দেবীচরণের দুই পুত্র ... ... এক কন্যা

১। কৃষ্ণধন ২। কৃষ্ণজীবন ১। পদ্মমণি

কৃষ্ণধনের এক পুত্র

১। কেনারাম স্ত্রী বিরাজমোহিনী (শ্রীবাটী)

কেনারামের তিন পুত্র ... ... এক কন্যা

১। নবকৃষ্ণ স্ত্রী ব্রজবালা (ভাউসিংহ) ১। মন্দাকিনী

২। রামপদ স্ত্রী হরিদাসী

৩। শ্যামাপদ স্ত্রী প্রভাতী (পাঁচদাড়া)

রামপদর দুই পুত্র ... ... এক কন্যা

১। নন্দ ২। কমল ১। রাজলক্ষ্মী

শ্যামপদর দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। ভক্ত স্ত্রী মলিনা (জয়রাম বাটী) ১। ভানুমতী

২। রাজকুমার স্ত্রী হৃদয়বাসিনী ২। মলিনা

ভক্তর এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। সনত ১। দয়ামযী

রাজকুমারের এক পুত্র এক কন্যা

১। অজিত ১। কল্যানী

গোবিন্দহরির তিন পুত্র

১। ভোলানাথ স্ত্রী দয়াময়ি (কাগ্রাম)

২। গুরুচরণ স্ত্রী অন্নপূর্ণা (বহরান)
২য়া শশমণি (ভাউসিংহ)

পাঁচ কন্যা

১। সাবিত্রী ২। দ্রৌপদী

৩। ক্ষেমমণি ৪। গয়ামণি

৫। জয়মণি

ভোলানাথের দুই পুত্র

১। রামকানাই স্ত্রী রুক্মিণী (গাজীপুর)
২য়া আনন্দময়ি (দাঁইহাট)

২। রামেশ্বর স্ত্রী শিবসুন্দরী (গাজীপুর)

চারি কন্যা

১। হরসুন্দরী ২। দুর্গামণি

৩। যজ্ঞেশ্বরী ৪। নিলমণি

রামকানাই পাঁচ পুত্র

১। রামচন্দ্র

২। রামতারণ স্ত্রী মতিসুন্দরী (সিরুলী)

৩। মহাভারত স্ত্রী সোদামিনী (কীর্ণাহার)

৪। রসরাজ স্ত্রী রোহিনীমণি (শ্রীবাটী)

৫। ব্রজলাল স্ত্রী রাধাবিনোদিনী (গাজীপুর

রামতারণের চারি পুত্র

১। শ্রীহরি স্ত্রী গঙ্গা

২। গিরীন্দ্র স্ত্রী রাজলক্ষী

৩। অনন্ত

৪। বঙ্গবল্লভ

পাঁচ কন্যা

১। রাজেন্দ্রবালা স্বামী দুর্গাদাস দত্ত (মাথরুণ)

২। রাজলক্ষ্মী স্বামী বনয়ারী সাহা (বারজগ্রাম)

৩। সুধাংশু

৪। গোপী

মহাভারতের এক পুত্র

১। গৌরহরি

দুই কন্যা

১। গিরিবালা স্বামী কার্ত্তিক বল (ধর্ম্মদহ)

২। কুতুমণি স্বামী গৌরীদাস (কীর্ণাহার)

ব্রসরাজের এক পুত্র

১। উপেন্দ্র স্ত্রী সুরেন্দ্রবালা
(কীর্ণাহার)

দুই কন্যা

১। শ্রীমঞ্জরী স্বামী কলধৌত রায়
(কীর্ণাহার)

২। রামমোহিনী স্বামী বলরামদাস
(পাটুলী)

ব্রজলালের ছয় পুত্র

১। রামরঞ্জন

২। রামকমল স্ত্রী কমলিনী
(দেবগ্রাম)

৩। রামপ্রসাদ স্ত্রী অহল্যা
(পাটুলী)

৪। রামরূপ স্ত্রী বীনাপাণি

৫। রামকিঙ্কর স্ত্রী গৌরী (কাইগ্রাম)

৬। রামসত্য

চারি কন্যা

১। কৃষ্ণমোহিনী স্বামী অবিনাশ দে
(বল্লালদিঘী)

২। সুশীলা স্বামী শশীভূষণ দত্ত
(বেলপুকুর)

৩। শিশুবালা স্বামী ইন্দুভূষণ দাস
(নপাড়া)

৪। জয়বতী স্বামী গোবিন্দদত্ত
(মুঙ্গের)

গিরীন্দ্রের এক কন্যা ১। রাজসুতা স্বামী কার্ত্তিক সিংহ (পাটুলী

গৌরহরির এক পুত্র

১। রামসুখ

রামকমলের দুই পুত্র ... ... দুই কন্যা

১। নারায়ণ প্রসাদ — ১। বীনাপাণি

২। মধুসূদন — ২। ফুরু

রামপ্রসাদের চারি পুত্র ... ... এক কন্যা

১। বিশ্বনাথ — ১। মায়া

২। কাশীনাথ

৩। কেদারনাথ

৪।

রামরূপের দুই পুত্র ... ... এক কন্যা

১। নন্দদুলাল ১। শ্বেতবরণী

২। সচিদুলাল

রামকিঙ্করের এক পুত্র ... ... এক কন্যা

১। হরকালি ১। তারাসুন্দরী

রামসুখের এক পুত্র

১। নলিনাক্ষ স্ত্রী সাবিত্রী (করঞ্জগ্রাম)

নলিনাক্ষের এক পুত্র

১। জয়দেব

দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ।

কাটোয়া থানা চাণ্ডুলা নিবাসী

শ্রীযুক্ত সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশ-পরিচয়।

মণিরাম, তস্য পুত্র নবীনচন্দ্র, তস্য পুত্র কালীচরণ, তস্য সুত (১) রাজারাম (২) রামচন্দ্র (৩) কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজারাম সুত দুর্গাচরণ, তস্য সুত গঙ্গাধর। গঙ্গাধর সুত (১) দেবিদাস (২) ভোলানাথ (৩) পার্ব্বতীচরণ। দেবিদাস সন্ন্যাসী হন। ভোলানাথ সুত বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ সুত (১) গিরিশচন্দ্র (২) কৈলাশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র সুত পঞ্চানন।

পার্ব্বতীচরণ সুত (১) নবকুমার (২) নারায়ণ (৩) ঈশানচন্দ্র, পত্নী রাজলক্ষ্মী। নারায়ণ সন্ন্যাসী হন।

ঈশানচন্দ্র সুতা (১) আনন্দময়ী (২) রাখালদাসী, সুত (১) ভবানন্দ (২) সুধানন্দ (৩) সর্ব্বানন্দ (৪) শ্যামানন্দ (৫) পরমানন্দ (৬) পূর্ণানন্দ (৭) কৃষ্ণানন্দ।

আনন্দময়ী সুত কালিদাস, তস্য সুত আদ্যনাথ রাখালদাসী সুত রোহিণী-কুমার, তৎসুত কালী।

সুধানন্দ সুতা ইন্দুবালা, পুত্র (১) দাশরথি (২) ভক্ত। সুধানন্দ পুত্র (১) সুবর্ণকৃষ্ণ (২) বগলাচরণ (৩) কমলাচণ সুতা (১) মন্দাকিনী (৩) রাধারাণী (৪) যোগমায়া। মন্দাকিনী সুত বিমলেন্দু, কন্যা সাবিত্রী, রাধারাণীর পুত্র (১) পঞ্চানন (২) পরেশ, কন্যা শোভা।

যোগমায়া পুত্র (১) অমরেন্দ্র (২) সমরেন্দ্র (৩) গিরীন্দ্র। কন্যা (১) শান্তি (২) অন্নপূর্ণা (৩) দুর্গা।

সুবর্ণ কৃষ্ণ পুত্র বাসুদেব; কন্যা শিবানী ও মায়াদেবী। কমলাচরণ পুত্র নীহারেন্দূ ও নির্ম্মলেন্দূ।

কন্যা (১) বাণী (২) ছায়া (৩) হেনা (৪) রেণা।

বিবৃতি।

১। ভবানন্দ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বসুধানন্দ নাম লয়েন। বোলপুরের সন্নিকট মলুকের ডাঙ্গায় তাঁহার আশ্রম ছিল।

(২) সর্ব্বানন্দ বগুড়া জেলার মালতী নগর শ্মশান ঘাটে সাধনা করিতেন। তাঁহার আশ্রমের নাম সুবোধানন্দ।

(৩) শ্যামানন্দ হরদেবের লীলাভূমি বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ল গ্রামে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন; তিনি কাঙ্গলা ক্ষেপা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার অনেক কীর্ত্তিকলাপ তাঁহার ভক্তগণ দ্বারা কীর্ত্তিত ও রক্ষিত হইতেছে। মাঘ মাসের ১লা দিনাবধি ৩ দিন ব্যাপিয়া বিরাট মহোৎসব হইয়া থাকে।

(৪) পূর্ণানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। নিজ নামেই অভিহিত হইতেন। বোলপুরের সন্নিকট মণিকুণ্ড নামক স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল।

(৫) কৃষ্ণানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীধামে বহুদিন বাস করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক নাম তাঁহার অভয়গিরি ছিল।

দেখা যায়, এই বংশে সাতজন সন্ন্যাসী! শাস্ত্রের উক্তি,—

'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা,
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন।

* * * *

যতি, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মবিদ্ হইতে কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা, এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হন।

বগলাচরণ পুত্র ১। রাজারাম ২। অভিরাম ৩। হরেরাম কন্যা অনীতা।

সর্ব্বানন্দ কন্যা চিন্ময়ী স্বামী সতীশচন্দ্র পাল, সাং চাঙুলী। অভিজ্ঞ আমীন। পুত্র ১। নারায়ণ ২। গোপীনাথ। ৩। মধুসূদন কন্যা ১। মনোরমা ২। অন্নপূর্ণা ৩। বাসন্তী ৪। শঙ্করী।

নিরঞ্জন মল্লিকের বংশ-পরিচয়
কাটোয়া।

'মল্লিক' শব্দে 'প্রধান' বুঝায়। আরবী ভাষার 'মালিক' শব্দ হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় এটী নবাব দত্ত উপাধি।

বৈকুণ্ঠচরণ মল্লিকের পুত্র গঙ্গাধর, তৎপুত্র গোপাল পত্নী বিধুমুখী, কাটোয়া নিবাসী মাধব দাসের কন্যা। গোপালের দুই পুত্র। ১ রাধিকা-প্রসাদ ২ হরিদাস। হরিদাস অকাল মৃত। রাধিকাপ্রসাদের তিন পত্নী; ১। রতিসুন্দরী, ২। মালতীসুন্দরী ৩। কাশীশ্বরী। রতি অপুত্রক। মালতীর গর্ভজাত পুত্র ১। হেমরঞ্জন (অকাল মৃত) ২। নিরঞ্জন। ৩। রামরঞ্জন, পত্নী কাননবালা, উভয়ে মৃত। কন্যা ১। পঞ্চাননী

(বালবিধবা)। ২। রত্নময়ী (অঃ মৃঃ) ৩। অচলা নন্দিনী (মৃতা) ৪। রাজলক্ষ্মী (অঃ মৃত)।

কাশীশ্বরীর গর্ভজাত পুত্র ধর্ম্মদাস, কলিকাতার ল্যান্স ডাউন রোডস্থিত রাজকুমার সিংহের কন্যা অপসরীকে বিবাহ করেন।

নিরঞ্জন মাথরুণ গ্রামের শিবকৃষ্ণ দত্তের কন্যা আন্নাকালীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র। ১। দুর্গাপদ ২। অজিতকুমার ৩। অনিল-কুমার ৪। বিজয়কুমার। দুর্গাপদর প্রথম বিবাহ লক্ষ্ণৌ বাসী হরেকৃষ্ণ মল্লিকের কন্যা সুধারাণীর সহিত। তৎপত্নী গতে দ্বিতীয় বিবাহ হয় বগুড়া বাসী নিত্যগোপাল দত্তের কন্যা রাধারাণীর সহিত। পুত্র দুইটী। ১। প্রণবকুমার ২। দিলীপকুমার।

মালতীর পিতা, গোপীনাথপুর নিবাসী হরিদাস দত্ত, তৎপিতা গদাধর, তৎপিতা নিত্যগোপাল। মালতীর মাতা রসিকা সুন্দরী।

নিরঞ্জন বাবু গন্ধবণিক (ইঁহারা এক্ষণে বহু পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক বৈশ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন)। ইনি নিজগ্রাম কাটোয়াতে লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসায় করেন। এটা, ইঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায়। নিরঞ্জনবাবু ব্যবসায় কর্ম্মে বেশ বিচক্ষণ। ব্যবসায়ীর এক গুণ মিষ্টভাষিতা, সেটী ইঁহাতে সহজেই উপলব্ধি হয়।

ইনি পিতৃ-স্মৃতি স্বরূপ ১৩৩৩ সালে (যখন এ প্রদেশে একটীও নলকূপের আমদানী হয় নাই)। নিজ কাটোয়াতে সাধারণ জনগণের জলকষ্ট নিবারণ কল্পে ন্যূনাধিক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক নলকূপ খনন করিয়া দিয়া বহুলোকের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতেছেন। ১৩১৫ সালে ইঁহার পিতৃ-প্রচলিত দুর্গোৎসব ক্রিয়াটী যথারীতি সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। এতদুপলক্ষে তিনদিন ব্যাপিয়া স্বজন কুটুম্বাদি বহুলোককে ভোজন করান। ইনি দশের হিতকর্ম্মে উৎসাহী ও উদ্যোগী। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও দেব দ্বিজে ইঁহার ভক্তি দেখা যায়।

দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ

মজুমদার বংশ।

ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ—মৌলিক দে—উপাধি মজুমদার। গোত্র আলিম্মন। বর্ত্তমান নিবাস—মাঝের গ্রাম। রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল। আদিম নিবাস চাকুন্দী—মাটিয়ারি (নদীয়া) হইতে ৬ মাইল। বংশের আদি পুরুষ ৺দুর্গারাম মজুমদার (অবিবাহিত) চাকুন্দী নিবাসী বৈষ্ণব ছিলেন। চাকুন্দীর বর্ত্তমান চৈতন্য বিগ্রহ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত

কিম্বদন্তী আছে—
"দুর্গারাম মজুমদার চাকুন্দী নিবাস
আচার্য্য প্রভুর সনে যাঁর সহবাস।"

দুর্গারামের সহোদর ৺জয়রাম মজুমদারের প্রপৌত্র পুত্র ৺স্বরূপ নারায়ণ সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ে চাকুন্দী ত্যাগ করিয়া মাঝের গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পুত্র ৺গঙ্গাগোবিন্দ দুইবার দার-পরিগ্রহ করেন এবং উভয় পত্নীর গর্ভে চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদের মধ্যে ৺সর্ব্বেশ্বর মজুমদার মাঝের গ্রামের স্বনামধন্য পুরুষ, ইঁহার নয় পুত্র জীবিত আছেন—তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, গুণী অথবা উচ্চপদস্থ।

প্রধান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

৺সর্ব্বেশ্বর মজুমদার। ইঁহার বাল্যজীবন 'মাটিয়ারি' গ্রামে মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। ইনি সব্‌জজ ছিলেন। ইংরাজী তামাদি আইনের ইনি বঙ্গানুবাদ করেন। ইনি মাঝের গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মজুমদার—এম-এ, বি-এল। অবসর প্রাপ্ত জেলা ও সেসন্ জজ। কলিকাতা মহানির্ব্বাণ রোডে বাস করিতেছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত **চ**ণ্ডীদাস মজুমদার বি-এ, বিদ্যারত্ন প্রায় ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করিতেছেন। সম্প্রতি ইনি দাঁইহাট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। ইনি কবি ও সাহিত্যিক। ইঁহার রচিত "তারার হার" ও 'বৃত্রসংহার দীপিকা "প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত **শি**বদাস মজুমদার বি-এল—উকিল।

শ্রীযুক্ত **দ্বি**জদাস মজুমদার এম-এস্‌ সি—ভারত গভর্ণমেণ্টের ষ্টেসনারি বিভাগের ডেপুটি কন্‌ট্রোলার। ৩নং চার্চ্চ লেনে বাস করেন। ইনি ভাগলপুরে বিবাহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত **মৃ**ণালকান্তি মজুমদার বি-এ। ইনি গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি পাইয়া বিলাত যান। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রিণ্টিং বিভাগের সহকারী ম্যানেজার। ইনি সাহিত্যিক ৺দীনবন্ধু মিত্রের আত্মীয়াকে বিবাহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত **নি**র্ম্মলকান্তি মজুমদার, এম-এ; এফ-আর-এস্‌ (Econ.)। ইনি বেথুন কলেজের অধ্যাপক ও সুলেখক।

শ্রীযুক্ত **বি**মলকান্তি মজুমদার এম-এ। ইনি ইতিহাসে ডবল এম-এ। সম্প্রতি কলিকাতায় সরকারী চাকুরী করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত **অ**মলকান্তি মজুমদার এম-এ; বি-এল। Bird Co. র Asst. Law Officer.

শ্রীযুক্ত **গো**পালদাস মজুমদার। বেঙ্গল সার্ভে বিভাগে কাজ করেন। ইনি চিত্রকর ও সঙ্গীত রচয়িতা।

৺**শ্যা**মাপ্রসন্ন মজুমদার এম-এ; বি-এল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর সমসাময়িক। ইনি খুখরা মুস্তফী পরিবারে বিবাহ করেন।

৺**হ**রিপ্রসন্ন মজুমদার। মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকিল ও Theoso phical societyর সভ্য।

বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাসের বংশ-তালিকা

(দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ)

মূল পুরুষ হরেকৃষ্ণ ১। কৃষ্ণকিঙ্কর ২। রামভদ্র ৩। রাজা নরসিংহ ৪। সনাতন ৫। সুত বিহারীলাল ও যোগেন্দ্রলাল ৬।

বিহারীলালের ১ পুত্র ও দুই কন্যা—পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র, কন্যা প্রভাবতী ও কিরণশশী ৭। প্রভাবতীর নদীয়া জেলার সোণাডাঙ্গা শুকপুষ্করিয়া গ্রামে বিবাহ হয়, স্বামী মৃত। ইহার তিন পুত্র যথা—করুণাময়, সুধাময় ও অমৃতময়। কিরণশশীর নেত্রখণ্ডের মিত্র বংশের শিবনারায়ণের সহিত বিবাহ হয়, বালবিধবা।

ক্ষিতীশচন্দ্র সুত অর্দ্ধেন্দুশেখর, শরদিন্দুশেখর ও কন্যা দুর্গেশনন্দিনী ৮। অর্দ্ধেন্দুশেখর সুত মৃগাঙ্কশেখর, শশাঙ্কশেখর ও অতীন্দ্রশেখর ৯।

যোগেন্দ্রলালের কন্যা ধর্ম্মদাসী স্বামী সত্যকিঙ্কর পালিত, গ্রাম আষ্টেকুড়।

ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। সচরাচর বিশ্বাস উপাধিতে পরিচিত। বোধ হয় এ উপাধি নবাব হইতে প্রাপ্ত। মূলে ইঁহারা গর্গঋষি গোত্রজ দাস সোম উপাধি ভূষিত। পরিচয় দিবার সময় ইহারা হুগলী জেলার বিকিটীর ঠাকুর বলভদ্র সোমের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারা সাধ্য মৌলিক বংশ।

বর্ত্তমানে যাঁহাকে মূল পুরুষ ধরা হইয়াছে, তাঁহার বহুপুরুষ পূর্ব্বে হটুরাম নামে একজন সাধু পুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তপস্যায় বাণলিঙ্গ শীলামূর্ত্তি শিব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটি পুষ্করিণীর পাড়ে অশ্বত্থতলায় তিনি তপস্যা করিতেন। এখন সে বৃক্ষ নাই, পুষ্করিণী

'তপস্যা' নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার তপস্যালব্ধ শিবের এখনো নিয়মিতরূপে নিত্য সেবা চলিতেছে। শিবরাত্রিতে যাত্রিগণ পূজা ও রাত্রি-জাগরণ করিয়া থাকেন। ১৫ই চৈত্র হইতে ১ বৈশাখ পর্য্যন্ত ধুমধামের সহিত গাজন সম্পন্ন হয়।

রোপ্তা নিবাসী শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল প্রদত্ত।

কৈবর্ত্ত আধুনিক মাহিষ্য (পাটনী)
বংশ-পরিচয়।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ দাস, বি-এ, বি-টী মহাশয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺নিদানরাম দাস (নিদানরাম দাসের ঊর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে যেহেতু ইঁহাদিগের বংশাবলীর রক্ষণ প্রথার তাদৃশ বাধাবাধী ছিল না। এক্ষণে যে দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।)

নিদানরাম দাসের ধারা

৺নিদানরাম দাস। ১। সুত ৺ধনরাম দাস (স্ত্রী ৺ভাদাই) ২। সুত ৺লক্ষ্মীরাম দাস (স্ত্রী ৺অরুণ) ও ৺পনারাম দাস লস্কর (স্ত্রী ৺সরুণা) ৩। পনারাম দাস সুত ৺স্বরূপরাম, ৺জয়রাম (স্ত্রী ৺কনকলতা ৺সোণারাম লস্করের কন্যা), ৺নীলমণি, ৺সুন্দরী (কন্যা) ও ৺লাতুরাম দাস ৪।

৺জয়রাম দাস লস্কর কন্যা ৺সোহাগময়ী ও পুত্র শ্রীহরপ্রসাদ দাস বি-এ, বি-টী (স্ত্রী শ্রীমতী প্রবাসিনী, ৺রতনমণি লস্করের কন্যা) ৫।

হরপ্রসাদ দাসের ২ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—শ্রীমতী প্রীতিলতা, শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র দাস, শ্রীমান হিমাংশুশেখর দাস ও শ্রীমতী প্রভাবতী ৬।

শ্রীহরপ্রসাদ দাস বি-এ, বি-টী—ইনি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-সমূহের ডেপুটী-ইন্সপেক্টর। জন্ম কাছাড় জেলার অন্তর্গত হাইলাকান্দী মহকুমার উত্তর কাঞ্চনপুর গ্রামে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর। জাতি কৈবর্ত্ত (পাটনী) বর্ত্তমানে মাহিষ্য। গোত্র শাণ্ডিল্য। ইনি নিম্ন-প্রাইমারী, উচ্চ-প্রাইমারী, মধ্যবঙ্গ, এণ্ট্রান্স ও এফ-এ পরীক্ষার প্রত্যেকটীতে বৃত্তিলাভ করায় ইহার শিক্ষার পথ সুগম হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ-মাসে

গৃহীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসর ২২শে জুলাই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীন স্কুল সমূহের সব্-ইন্সপেক্টর রূপে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রথম নিযুক্ত হন। ১৯১১ ইংরাজীতে শ্রীহট্ট জেলার স্থনামগঞ্জ মহকুমায় বদলী হন। ১৯১৩ ইংরাজীর মার্চ্চ মাসে গৃহীত পরীক্ষায় ঢাকা ট্রেনিং কলেজ হইতে বি-টী ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে স্কুল সমূহের ডেপুটী-ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হইয়া করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দী, স্থনামগঞ্জ ও পুনঃ হাইলাকান্দীতে উক্ত পদে কার্য্য করার পর ১৯৩৯ ইংরাজীর ১৬ই ফেব্রুয়ারী, গবর্ণমেণ্ট চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি ১৯২৫ ইংরাজী হইতে "কাছাড় সমাজ সঞ্জীবনী সমিতির" ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গত ১৯১৪-১৮ ইংরাজীর ইউরোপীয় মহাসমরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকল্পে এবং সিল্‌ভার-জুবিলী, বিহার ভূমিকম্প ও অন্যান্য দেশহিতকর অনুষ্ঠান উপলক্ষে যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত দান জন্য ইনি লোক সমাজে পরিচিত। বর্ত্তমান মহাসমরেও ইনি প্রাদেশিক যুদ্ধ ফণ্ডে যথাসাধ্য দান করিয়াছেন।

ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। খুব সম্ভব পাটুলীপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা জেলার কোন স্থানে ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা হৈরম্ব রাজ্যে (বর্ত্তমান কাছাড় জেলায়) আসিয়া তাঁহাদের বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। একবারের মগের ভাগানের (বার্ম্মিজদের কর্ত্তৃক হৈড়ম্ব রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠনের) সময় গ্রামের অন্যান্য অনেক লোকজন সহ এই বংশের অনেকেই নিরুদ্দিষ্ট হন।

ইঁহাদের স্বজাতীয়গণ কাছাড়ে আপনাদিগকে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। দৈব ও পৈতৃক কার্য্যাদিতে ইঁহারা পুরুষের নামের অন্তে 'দেববর্ম্মা' ও স্ত্রীলোকের নামের অন্তে 'দেবী' শব্দ ব্যবহার করেন। ইঁহারা বিষ্ণু ভক্ত। আসাম গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে মাহিষ্য পরিচয় প্রদান জন্য কাষ্ট হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

১০ই আগষ্ট, ১৯৪০।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশ (অতি প্রাচীন)।

ঐ রাজবংশ ক্ষত্রিয় জাতি মল্ল ভূপতি বলিয়া পরিচিত।

শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ ও মল্লরাজ বংশ।

———ভেবে দেখ্ দেখি রে ও মন।

বিষ্ণুপুর মল্লভূমি ছিল গুপ্ত বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন ত্যজি যথা আসেন মদনমোহন ॥

মহাপাত্র গৃহে জন্ম ক্ষত্রি রাজন্য নন্দন।

পিতা মাতা ত্যজেন তাঁরে বিষ্ণু (জগন্নাথ) করিতে দর্শন ॥

বাল্যকালে বাগ্দী যত্নে যাঁর হইল পালন।

গহন বনে গোচারণে তাঁরে পাঠান ব্রাহ্মণ ॥

সর্পে দণ্ড ধরে যাঁরে নিবারি মিহির কিরণ।

তিনিই রাজা আদি মল্লবীর পুরুষ রতন ॥

এক শত এক সালে করেন রাজত্ব স্থাপন।

আহরি প্রদ্যুম্নপুরী রাজার রাজ সিংহাসন ॥

পুরুষানুক্রমে হয় মল্লরাজ্য বিস্তারণ।

দেবালয় জলাশয় কিবা কব বিবরণ ॥

কেল্লা কামান হাতী ঘোড়া উট ফৌজ অগণন।

যুদ্ধে আসি বর্গী বীর ভাস্কর করে পলায়ন ॥

কেল্লার উপর মদনমোহন করি অশ্বে আরোহণ।

এই যুদ্ধে দলমাদলে করেন গোলা বরিষণ ॥

বংশের শেষ স্বাধীন পুরুষ শ্রীশ্রীমহারাজ চৈতন।

যাঁর দানে বৃত্তিভোগী যত মল্ল ভূমের ব্রাহ্মণ ॥

দামোদরের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ রাজের আগমন।

স্বাধীনতা লোপ করি করেন করের স্থাপন ॥
সলক্ষ্মী মন্দির ত্যাগী হন শ্রীমদনমোহন।
জমিদারী নিলাম হয় সূর্য্য অস্তের কারণ ॥
দয়া করি ইংরেজ রাজ করেন পেন্সেন অর্পণ।
অল্পদিন পরে রাজার হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মাধব, গোপাল, রামকৃষ্ণ ক্রমে রাজা তিন জন।
ইংরেজের বৃত্তিভোগে করেন স্বর্গে আরোহণ ॥
বসেন শূন্য সিংহাসনে সিংহ নীলমণি রাজন্।
তাঁর আমলে মল্লভূমে হচ্ছে এই একজিবিসন্ ॥
একজিবিসন্ দাতা কর্ত্তা শ্রীযুক্ত চট্ট চণ্ডীচরণ।
তাঁরি গুণ মল্লভূম কত করিবে কীর্ত্তন ॥

ইংরাজী ১৯০০ সাল, প্রদর্শনীর কৃষি-শিল্পির দ্বিতীয় গীত।

এই রাজাদিগের পুরোহিত গোষ্ঠীর উপাধি মহাপাত্র। তাহাদিগের বাসভূমি লাউগ্রামে, তথায় আদি মল্লের জন্ম হয়। জন্মমাত্রে মাতৃবিয়োগ হেতু দুগ্ধবতী ধাত্রী বাগ্দী জাতীয় এক ললনা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত; তজ্জন্য বাগ্দী অপবাদ। বস্তুতঃ বাণিজ্যব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় সন্তান। ইনি প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরের ৫ ক্রোশ ব্যবধান প্রসিদ্ধ স্থান পদ্মগড় গ্রামে রাজত্ব করেন। এইবংশ ৭০০ সাত শত বৎসর কাল বিষ্ণুপুরে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরে মল্লাব্দের উল্লেখ আছে। উহাদ্বারা স্বাধীনতা প্রতিপন্ন হয়। সঙ্গীতবিদ্যায় বিষ্ণুপুর বাঙ্গালাদেশের শীর্ষস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের কীর্ত্তি।

অনুমান বাঙ্গালা ২০২ সালে বিষ্ণুপুরে কাঁকরমাটীর কেল্লা প্রস্তুত হয়। প্রবাদ এই যে ঐ সময়ে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত ৩০০ দেবালয় সংস্থাপিত হয়।

প্রশস্ত জলাশয় যাহা বাঁধ নামে খ্যাত। তন্মধ্যে লালবাঁধ সর্ব্ব প্রধান। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় একবর্গ মাইল। মল্লসন যাহা মহম্মদীয় সালের ১০১ বৎসর পরবর্ত্তী।

গ্রামের নাম ও অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ও কোন্ রাজার প্রতিষ্ঠিত ও মল্লসন ও মন্তব্য।

১ লাউগ্রাম দণ্ডেশ্বরী আদিমল্ল ১ সাল কোতলপুর থানা।

২ কান্দোড ষটচক্রবাহিনী জয়মল্ল ৩৫ ঐ বিষ্ণুপুর ঐ।

৩ রাধামোহনপুর শ্যামচাঁদ দুর্জ্জয়মল্ল ৪০১ ঐ।

৪ ডিহর নারেশ্বরশিব পৃথ্বীমল্ল ৬৪১ বিষ্ণুপুর।

৫ বিষ্ণুপুর জগন্নাথজিউ পতিতমল্ল ৭৫৫ রাজধানী বিষ্ণুপুর ইহাই আদি মন্দির।

৭ একতেশ্বর শিব বীরমল্ল ৮৫১।

৮ মৃন্ময়ীঠাকুরাণী } বীরহাম্বীর ৯০৭
৯ দশভুজা } আদ্যাশক্তি
১০ চিন্ময়ী }

১১ মল্লেশ্বরশিব বীরসিংহ ৯২৮

১২ মাধগঞ্জ মদনগোপাল ঐ ৯৭৬ বিষ্ণুপুর

১৩ মদনমোহন কলিকাতার গোকুলমিত্র হরণ করিয়া লয় : ১০০০ সালে দুর্জ্জনসিংহ কৃত।

১৩ বিষ্ণুপুর রাধাশ্যাম ঠাকুর চৈতন্যসিংহ ১০৬৪।

বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল। এখন সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। পূর্ব্বে ইহা রামরাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

বৈশ্যজাতি।

বঙ্গে পাশ্চাত্য জাতি (আগরওয়ালা বণিক্)

জেলা মুর্শিদাবাদ নসীপুরের রাজবংশ বিবরণ।

এই বংশ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সূর্য্যবংশীয় বলিলে ক্ষত্রিয় সন্তান বুঝায়। তদুত্তরে আমরা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রাহ্মণেরা চারি জাতির কন্যা পত্নীত্বে গ্রহণ করিতেন। সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় মাতৃবর্ণ হইলেও পিতৃপরিচয় স্থলে অমুক ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেন। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ ত্রিবর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী ছিলেন ; সুতরাং সূর্য্যবংশীয় কোন প্রসিদ্ধ পুরুষ বৈশ্যকন্যা ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৈশ্যজায়ার সন্তান অবশ্য বৈশ্য বলিয়াই পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু পিতৃপরিচয়ে কদাচ পিতার নামে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়পুত্র ব্যতীত বৈশ্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিবে না। এই হেতু বশতঃ নসীপুরের রাজবংশের আদি পুরুষ কোন এক ইদানীন্তন রাজা সগর আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বৈশ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এ কথাটা নিতান্ত দূষ্য বা অমূলক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মহারাজ আদিশূরের নামোল্লেখ করা যায়। তিনি জাতিতে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) হইলেও নিজপরিচয়ে "ওষধিনাথ বংশীয়" অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় "ক্ষত্রাচারচরিত" বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে। কলিকালে ভূপতিগণ স্বেচ্ছাচার হইয়াছিলেন। তাঁহারা কলিকালের নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের নিয়মে আপনাদিগকে বদ্ধ রাখিতেন না। ঐ বিষয়ে তাঁহারা নিরঙ্কুশ ছিলেন। সুতরাং স্বীয় স্বীয় জাতি ব্যতীত অন্য বর্ণের স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিতেন। তখন কহিতেন, "নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং

দুষ্কুলাদপি।” সুতরাং অপত্যগণ মাতৃবর্ণ ব্যতীত পিতৃবর্ণ হইতে পারিত না। কিন্তু পিতৃপিতামহাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াস্থলে পিতৃগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক আপনাদিগকে ব্রতী করিতেন এবং নিজ নিজ সঙ্কল্পিত কার্য্যেও মাতৃজাতির পরিচয় দিতেন, কিন্তু সামাজিকতার বিচার স্থলে সর্ব্ব বিষয়ে স্বকীয় মাতৃবর্ণের নাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক আত্মজাতির আচার ব্যবহারানুসারে ক্রিয়া কলাপ সমাধা করিয়া আসিতে পারিতেন না। কদাপি পিতৃজাতির গোত্রাদি গোপন করিতেন না এবং পিতৃজাতীয় সমাজের নিকট পিতৃজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসীও হইতেন না; ক্ষমতাও ছিল না।

নসীপুরের রাজবংশের জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও স্বজাতি বাঙ্গালার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্যশ্রেণীতে অভিহিত করেন। এই জাতির বাঙ্গালাদেশের সমাজ স্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল। কলিকাতার বড়বাজার, ভাগলপুর, উলাও, পাটনা, গয়া, ছাপরা ও দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থান।

কৃষি, পশুপালন, কুসীদ প্রভৃতি বৃত্তি থাকিলেও বৈশ্যের প্রধান বৃত্তি বাণিজ্য। সুতরাং বাণিজ্যোপলক্ষে অথবা তদ্ব্যপদেশে বাঙ্গালায় এই জাতির আগমন।' এখানে কেবল নসীপুরের রাজবংশের বিবরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। যথা—বাঙ্গালীভাবাপন্ন বৈশ্যজাতি।

দাক্ষিণাত্যের কালীকোটের বিজাপুরের রাজা **স**গর এই বংশের আদিপুরুষ বা মুল (১)। তৎপুত্র মহারাজ **রা**ওত (২)। পৌত্র মহারাজ **ভা**রাওত (৩)। প্রপৌত্র কুমার **ম**দন সিংহ (৪)। বৃদ্ধ প্রপৌত্র কুমার **সা**ধুরাম (৫)। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় **লা**হোরমল (৬)। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় **ফু**লচাঁদ (৭)। অষ্টম পুরুষ **রা**য় সিংহ (৮)। নবম পুরুষ রায় **জা**তমল (৯)। দশম পুরুষ রায় **তা**রাচাঁদ ওরফে ঝবলী রায় (১০)। একাদশ অধস্তনে রায় **গ**রীবদাস (১১)। দ্বাদশ অধস্তন রায় **অ**জিত সিংহ (১২)।

ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষে রায় অমর সিংহ (১৩)। চতুর্দ্দশ অধস্তন অন্বয়ে রায় দেওয়ালী সিংহ (১৪)। দেওয়ালী সিংহের পুত্র মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ দেবী সিংহ বাহাদুর (১৫)। ইহার সহোদরের নাম রাজা বাহাদুর সিংহ বাহাদুর (১৫) ইহারা রাজা সগরের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ।

সগরের অধস্তন সন্ততির এক ব্যক্তি শম্ভুনাথ নামে পরিচিত। তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট বিশেষ বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সাহারণপুর হইতে গীরট পর্য্যন্ত নিজরাজ্যাধিকার বিস্তার করেন। ইনি শুভাদৃষ্ট বশতঃ বাং ১২৩৫ সালে সাহলম বাদসার অনুগ্রহে ও আদেশে ফৌজদার নিযুক্ত হয়েন।

শম্ভুনাথের ভ্রাতা বদ্রিদাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট Commander-in-Chief কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্ পদে অভিষিক্ত হয়েন। তদীয় অধিকৃত সৈন্য সম্পর্কীয় পদাতিকের বেতন মাসিক ২০০০০, টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই বংশের তারাচাঁদ (১০ম) মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বিশেষ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করেন। তৎকালে ইনি পাণিপথবাসী।

(১৫) রাজা দেবী সিংহ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথ হইতে মুর্সিদাবাদে বাণিজ্যোপলক্ষে আগমন করেন। দুরদৃষ্ট হেতু বাণিজ্যকার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। অল্পদিন পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে অতি সম্মানসূচক করসংগ্রাহক পদে প্রথমে পূর্ণিয়া, পরে রংপুর ক্রমে দিনাজপুর ও এদ্রাকপুরে নিযুক্ত হয়েন। দেবী সিংহের ভাগ্যে ধন ও মান যথেষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু পুন্নাম নরক নিস্তারের উপায় স্বরূপ পুত্রমুখসন্দর্শন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় সহোদর রাজা বাহাদুর সিংহ বাহাদুর তদীয় সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। (১৫শ) বাহাদুর সিংহের তিন পুত্র। যথা—হনুমন্ত, উদ্মন্ত ও জানকীরাম (১৬শ)। জানকীরামের পুত্র রামচন্দ্র (১৭) উদ্মন্তের দত্তকপুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েন।

জ্যেষ্ঠ হনুমন্তের পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭) পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরেই ১৮৫০ খৃঃ অঃ কালকবলে পতিত হয়েন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (১৮)। ইহাঁর ভ্রাতা কুমার উদয়চাঁদ (১৮)। কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র **রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর** (১৯শ)।

এই বংশের রাজসম্মান ও প্রশংসার সময় নির্দ্দেশ করিলে লোকের প্রতীতি হইবে যে ইহাঁরা বাদশাহ, নবাব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটীশ সম্রাটের নিকট বিশেষ সম্মানে সম্মানিত।

রাজা দেবীসিংহ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথমাধিকারে অর্থাৎ ১৭৫৬ হইতে দেবীসিংহের অভ্যুদয়। ইনি ১৭৭৩ খৃঃ মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল কোর্টের সেক্রেটারী পদে অভিষিক্ত হয়েন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু। দেবী সিংহের চরিত্র পটে নানাবিধ কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত হইলেও তিনি স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে অতি অসচ্চরিত্র ওয়ারণ হেষ্টিংস্‌কে নিজের মুষ্টি মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন উৎকোচ গ্রহণ রূপ মহারোগে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে দেবীসিংহ মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা স্ববশে আনিতেন। **রাজা নন্দকুমার গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ও অতি সাধু চরিত্রের আদর্শ পুরুষ ছিলেন।** তাহার পরামর্শ ব্যতীত অনর্থক কার্য্যে রাজস্ব ব্যয়িত হইতে পারিত না। তিনি রাজস্ব সংরক্ষণের সাধু ব্যবহারের সপক্ষ ব্যতীত বিরুদ্ধ কথাও শুনিতে ভাল বাসিতেন না। নন্দকুমারের এই সমস্ত সাধুতা দর্শনে তিনি "নন্দকুমার" ওয়ারণ হেষ্টিংস্ সাহেবের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন। ওয়ারণ হেষ্টিংস্ আপনাকে নরপিশাচ মনে করিয়াই তদীয় কার্য্যের দোষ প্রদর্শন পুরঃসর তাঁহার (নন্দ কুমারের) বিরুদ্ধে ছিলেন। হেষ্টিংসের কূট নীতিতে অবিচারে

সচ্চরিত্র সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়। বিলাতে পারলিয়ামেণ্টের বিচারে রাজা নন্দকুমার নির্দ্দোষী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ হয়। অন্যায় রূপে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে ইহাও স্বীকৃত হয়। এবং মহাবাগ্মী বার্ক (Burke) সাহেবের বক্তৃতায় ওয়ারণ হেষ্টিংস্ মহা বিষধর কালসর্প বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়েন। এবং এই দেবীসিংহ ঐ মারাত্মক দ্বিজিহ্বের প্রধান বন্ধু বলিয়া লোকের নিকট নিন্দার ভাজন হইয়াছিলেন। নবাব সরকারে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্রের সহিত বিবাদে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন। "রাজ দ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ"। "এখন যা করেন দেবী আর গঙ্গা গোবিন্দ" এইটুকুর ভিতর শ্লেষ আছে যথা—একপক্ষে দেবী = কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্ট দেবতা কালী। গঙ্গা = ভাগীরথী। গোবিন্দ = কৃষ্ণ। অন্য পক্ষে দেবী = এই দেবীসিংহ। গঙ্গা গোবিন্দ = দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। শোভাবাজারের মুন্সী নবকৃষ্ণ।

রাজা উদ্মন্ত সিংহ অনেকবিধ সৎকার্য্যে দান, স্বীয় অধিকারের প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার বিনাশ, অনাথা স্ত্রী, ও অশরণ শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রাহ্মণ মাত্রের উপজীব্য স্বরূপ ব্রহ্মোত্তর দান দ্বারা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা, তীর্থস্থলে পান্থনিবাস নির্ম্মাণ—দেবালয় প্রতিষ্ঠা—তীর্থযাত্রার পথ প্রস্তুত করণ এবং অতিথিশালায় অতিথিসেবার সুব্যবস্থা করিয়া লোক সমাজে বিশেষ কীর্ত্তিশালীর মধ্যে পরিগণিত আছেন। কলিকাতায়—উদ্মন্ত সিংহের নিজের একটী রাস্তা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, উহার নাম উদ্মন্ত সিংহের ষ্ট্রীট। ১৮১১ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু। * *

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে (১৮৫২ খৃঃ অব্দের ১২ই অক্টোবরে) (১৮৫) কুমার কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজটীকা অর্থাৎ রাজ্যাভিষেক—রাজা উপাধি প্রাপ্তি। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনের অভিপ্রায়ানুসারে **কুমার রণজিৎ সিংহের** রাজ্যাভিষেক ও রাজোপাধি গ্রহণ।

এই রাজবংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। রাজা সগর রায় হইতে **রাজা রণজিৎ সিংহের** পুত্র রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর বি-এ, কুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণ বি-এ, তথা রাজেন্দ্র নারায়ণ, তথা বীরেন্দ্র নারায়ণ ও শ্রীমান্ জগদিন্দ্র নারায়ণ পর্য্যন্ত গণনা করিলে ২০শ পুরুষ রায় অথবা রাজোপাধিতে ভূষিত।

রায়—এই শব্দের মূল—রৈ-শব্দ। রায় অর্থ সর্ব্বপ্রকার শ্রী অর্থাৎ ধনবত্তা ও শোভা। যাহাদিগের ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্মীর কৃপা নাই তাহাদিগের রায় শব্দ ব্যবহার বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে রায় শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হয়।

ইহারা গর্গগোত্রীয় বৈশ্য। ইহাদিগের পুরোহিত মুকুন্দলাল মিশ্র প্রবন্ধ গর্গগোত্রের প্রবর পাঁচ। যথা—গর্গ, গার্গেয়, ভবিষ্য, গান্ধর্ব্ব এবং শিক্ষ্য।

বৈশ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যাহা দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারা এই জানা যায় যে ইহারা দ্বিজাতি। বৈশ্যের উৎপত্তি ব্রহ্মার উরু হইতে। তাৎপর্য্য এই—ব্রাহ্মণগণ মুখ হইতে উৎপন্ন। মুখের কার্য্য জ্ঞান দান করা। ক্ষত্রিয়জাতি প্রাণীবর্গকে ক্ষত অর্থাৎ আর্ত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। বৈশ্য শব্দ অর্থাৎ দ্বিজাতির তৃতীয় বর্ণ বিশ ধাতু হইতে সুসম্পন্ন। ইহার অর্থ সর্ব্বত্র প্রবেশ। যে স্থানে যে দ্রব্য নাই তাহার আসার প্রসার —বাণিজ্য, পশুপালন, কুসীদ ব্যবসায় এবং যজ্ঞ করা। এ বিষয়ে মনুর শ্লোক ও ভাগবৎ পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হইল। নসীপুরের রাজবংশ পাশ্চাত্য আগরওয়ালা বণিক।

বঙ্গদেশীয় স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কংসবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক তিলী তাম্বুলী ও বারুই পর্য্যন্ত বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার জন্য সমুদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণবণিক ব্যতীত অন্য জাতিগুলি বৈশ্যশ্রেণীতে স্থান না

পাইলেও নবশায়ক শ্রেণীতে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও চিরপরিচিত * এবং কায়স্থের সমকক্ষ। স্বর্ণবণিকগণের সৎশূদ্রের পংক্তিতে প্রবেশাধিকারও পরিদৃষ্ট হয় না। বৈশ্যশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া ত সুদূরপরাহত। স্বর্ণবণিকগণ অনাচরণীয় সলিল। অর্থাৎ যাহাদিগের জল অনাচরণীয়। এত সামান্য কথা। ইহাদিগের পুরোহিতের জলও সুব্রাহ্মণে গ্রহণ করেন না। তাহারা পতিত বলিয়াই অভিহিত।

রাজা রণজিৎ সিংহ—শিষ্ট, শান্ত, বিনীত, অনলস, পরিশ্রমী, সদাচার সম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, দয়ালু, বদান্য, স্বদেশহিতৈষী ও লোকপ্রিয় ছিলেন। শত্রু মিত্রে সমভাবে দণ্ডনেতা ছিলেন। অধিক কি সর্ব্বগুণান্বিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি বঙ্গীয় ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দূরদর্শী ও নিরপেক্ষ সদস্য ছিলেন। এই গুণ থাকায় ইহাঁর পুনর্নির্ব্বাচন জন্য বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অনুরোধ করেন।

সদস্য পদের সীমা।

খৃঃ অঃ ১৮৯৯ জানুয়ারী—হইতে দুই বৎসর। এই কালে ১ম—কার্য্যতৎপরতার নিদর্শন। ২য়—মৈমনসিংহের মহিলা নিগ্রহের প্রসঙ্গ। ৩য়—বঙ্গীয় পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ প্রস্তাব। ৪র্থ—নবপ্রবর্ত্তিত মিউনিসিপালীটীর ব্যবস্থার বাদানুবাদ ৫ম—মুর্শিদাবাদের লালবাগের মহকুমার পুনঃস্থাপন প্রস্তাব ইত্যাদি দেশহিতকর কার্য্যে প্রশংসা গবর্ণমেণ্ট হইতে অবিসংবাদে স্বীকৃত হইয়াছিল। লালবাগের মহকুমা উঠিয়া গেলে

* সৎশূদ্রের অধিকার—যাহাদিগের প্রস্তুত ঘৃতপক, তৈলপক, দুগ্ধপক এবং জলোপযোক বিনা কেবল অগ্নিপক দ্রব্য ব্রাহ্মণ ও দেবসেবায় ব্যবহৃত হয়। এবং অসূয়া শূন্য হৃদয়ে যাহারা ব্রাহ্মণের পাদপদ্মসেবা করে, তাহারাই সচ্ছূদ্র। চাসী কৈবর্ত্তের জল ব্যবহারে আইসে কিন্তু ইহাদিগের পুরোহিতের জল অব্যবহার্য্য হইয়া আছে।

যাবৎকাল পুনঃসংস্থাপিত না হইয়াছিল, তাবৎকালের জন্য বিচার ভার ইহাঁর প্রতিই অর্পিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যাবতীয় গবর্ণমেণ্ট সংসৃষ্ট সভায় ও জাতীয় সমিতিতে প্রশংসিত রূপে সভ্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ১লা মার্চ্চ তারিখে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং পুলিস-চালানী মকর্দ্দমায় সরাসরী বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর কার্য্যকুশলতা দৃষ্টে ১৯০১ খ্রীঃ অঃ ২৩ জুন দিবসে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর উপরে সমারী ক্ষমতা সরাসরী বিচারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃষ্টে ইহাঁর প্রতি লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি অবিচলিত ছিল। রাজকার্য্যের সুনিয়মে অমাত্যবর্গ ও রাজকর্ম্মচারী মাত্র সদ্গুণসম্পন্ন, সুশিক্ষিত ও কার্য্যকুশল। ইহাঁর পুত্রগণও পিতার আদর্শে শিক্ষিত]হইয়াছেন। ইহাও কেবল রণজিৎ সিংহের স্বজাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি নিতান্ত আস্থা এবং বহুমূল্য সময় রক্ষার প্রতি একান্ত দৃষ্টির ফল।

সাধারণের হিতার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া নিরন্ন ও দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের আশীর্ব্বাদের ভাজন হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের সহায়তা করায় সর্ব্বসাধারণের নিকট সর্ব্বাঙ্গীন শুভাশীর্ব্বাদের ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর বি-এ, পিতার ন্যায় সুযোগ্য রাজা।

———•———

মাঝের গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ

মজুমদার বংশাবলী

(৪০-৪১ পৃষ্ঠার—অবশিষ্টাংশ)

এই বংশের উদ্ধতন পরিচয়ে জয়রাম ও দুর্গারামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা দুই ভ্রাতা—দুর্গারাম অবিবাহিত।

জয়রামের ধারা

জয়রাম ১। সুত রামগোপাল ২। সুত স্বর্গেশ্বর ৩। সুত সেবকরাম, শিশুরাম ও কন্যা আনন্দময়ী ৪।

সেবকরাম সুত স্বরূপনারায়ণ, রামনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ, নারায়ণ ও কন্যা রামমণি ৫।

স্বরূপনারায়ণ সুত বিজয়গোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ ৬।

গঙ্গাগোবিন্দের ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা যথা—শশীভূষণ, রাখাল, কেদারদাস, দামিনী, ক্ষেত্রমোহিনী, বিরাজমোহিনী ও সর্ব্বেশ্বর ৭।

শশীভূষণ সুত বিপিন, কুঞ্জ, পূর্ণ ও লক্ষ্মী ৮। কুঞ্জ সুত সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা তমালিনী ও পঙ্কজিনী ৯।

কেদারদাস সুত হরিপ্রসন্ন এম-এ, বি-এল ৮। হরিপ্রসন্ন সুত ধীরেন্দ্র, জিতেন্দ্র, সুধাংশু ও কন্যা জগন্মোহিনী ৯। শ্যামাপ্রসন্ন সুত রামরঞ্জন, মনোরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন ও কন্যা হিমাংশুবালা ৯। রামরঞ্জন সুত প্রফুল্ল ও প্রভাত ১০।

সর্ব্বেশ্বর সুত সত্যপ্রসন্ন এম-এ, বি-এল, চণ্ডীদাস বি-এ, বিদ্যারত্ন, শিবদাস বি-এ, দ্বিজদাস এম্-এস্-সি, গোপাল (অবিবাহিত), পঙ্কজ, মৃণালকান্তি বি-এ, বিমলকান্তি এম্-এ, নির্ম্মলকান্তি এম্-এ, এফ্-আর-এ-এস্, অমলকান্তি এম্-এ, বি-এল, কন্যা সরসী, প্রফুল্লকুমারী ও আশালতা ৮।

সত্যপ্রসন্ন সুত স্নেহময় সুধাময় ও কন্যা বরুণা ও অরুণা ৯।

চণ্ডীদাসের ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা যথা—অনিলকুমার, সলিলকুমার, কপিলকুমার, নীলিমা, সুষমা, অসীমা ও তনিমা ৯।

শিবদাসের পুত্র কন্যা যথা—পরিমল, বাসন, কুন্তল, মঞ্জুল, জ্যোৎস্না, শেফালি প্রভৃতি।

দ্বিজদাসের ২ পুত্র ও ১ কন্যা যথা—শৈবাল, শ্যামল ও করুণা ৯।

মৃণালকান্তি সুত কাননকুমার ৯।

নির্ম্মলকান্তি সুত উজ্জ্বলকুমার ও চঞ্চলকুমার ৯।

অমলকান্তি কন্যা মঞ্জুলিকা ৯।

রামনারায়ণ সুত ঈশান ৬। সুত সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার ও প্রসন্নকুমার ৭। প্রসন্নকুমার সুত অক্ষয়, মৃত্যুঞ্জয়, শিবশঙ্কর, মণীন্দ্রকুমার ও কন্যা অন্নপূর্ণা ও পাঁচুগোপালী ৮। মৃত্যুঞ্জয় সুত সুকুমার, সুধা ও তারাকিঙ্কর ৯।

প্রতাপনারায়ণ সন্তান কমলা ৬।

শিশুরামের ৫ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—রূপনারায়ণ, শঙ্করী, গৌরী, ইন্দ্রনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ ৫।

কায়স্থ মৌদ্গল্য গোত্র দে বংশ উপাধি মজুমদার

আদি নিবাস—সমাজ কণপুর,

বর্ত্তমান বাসস্থান বেরুগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

শত্রুঘ্ন মজুমদার (আদি পুরুষ) ১। সুত নন্দরাম ২। সুত আশিরাম ও সাফলিরাম ৩। শত্রুঘ্ন মজুমদার ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন, নন্দরাম মজুমদার ৺শ্রীশ্রীদুর্গা ঠাকুরাণী প্রতিষ্ঠিত করেন।

আঙ্গিরামের ধারা

আঙ্গিরাম সুত ভাগবৎ ও নিতাই ৪। ভাগবৎ সুত মথুরমোহন, বৃন্দাবন, স্বরূপচন্দ্র, সনাতন, রূপচাঁদ ও বীরচন্দ্র (০) ৫। মথুর সুত নফর, কালী (০), ক্ষেত্র (০), ভৈরব ও নদেরচাঁদ ৬। নফর সুত সূর্য্য ও ধ্রুব (০) ৭। সূর্য্য সুত ভূতনাথ ও খোকা ৮। ভৈরব সুত অম্বিকা ও অভয় ৭। অম্বিকা সুত নলিনীকান্ত ও রমা (০) ৮। নলিনীকান্ত সুত তারিণী ৯। অভয় সুত কমল ৮।

ভৈরব ও নদেরচাঁদ কাকটিয়া (বাঁকুড়া) নিবাসী ও নফর রাজগ্রাম (বাঁকুড়া) নিবাসী। নলিনীকান্ত কবি ও লেখক।

বৃন্দাবন সুত সীতানাথ, গোপীনাথ ও গোপাল (০) ৬। সীতানাথ সুত পাটরাই ৭। গোপীনাথ সুত হরিদাস ৭। সুত নরেন্দ্রনাথ ৮। সুত সুকুমার।

স্বরূপচন্দ্র সুত ক্ষেত্র ও গণেশ (০) ৬। ক্ষেত্র সুত বসন্ত (০) ৭।

সনাতন সুত কার্ত্তিক ৬। সুত রাখালচন্দ্র ও রাসবিহারী ৭। রাখাল সুত ক্ষীরোদ, যতীন্দ্র ও গতিকৃষ্ণ ৮।

ক্ষীরোদ সুত মুরারীমোহন ও কিশোরীমোহন ৯। যতীন্দ্র সুত পঞ্চানন, দীনেশ, অনিল ও সুনীল ৯।

রাসবিহারী সুত বিজয়, বিনয় ও কিশোরীরমণ ৮। রূপচাঁদ সুত হরিশ্চন্দ্র (০) ৬।

নিতাই সুত গদাধর (০), সৃষ্টিধর ও রঘুনাথ ৫। সৃষ্টিধর সুত রামতনু ও রামধন (০) ৬। রামতনু সুত কেনারাম ৭। সুত শশী (০) ও অবিনাশ ৮। অবিনাশ সুত নির্ম্মল ৯। সুত সত্যনারায়ণ ১০।

সাফলিরামের ধারা

সাফলিরাম সুত জয়গোবিন্দ, নফর (০) ও কালী (০) ৪। জয়গোবিন্দ সুত রামমোহন, রাধামোহন ও চন্দ্রমোহন ৫। রামমোহন সুত ভৈরব (০)

ও হারানন্দ ৬। হারানন্দ সুত বিধুভূষণ ৭। সুত অমূল্য (০), অপূর্ব্ব ও অনিল ৮। রাধামোহন সুত নবীন, যুগল ও ঈশ্বর (০) ৬। নবীন সুত ভুবন ৭। সুত মদয় (০) ও হৃদয় ৮। হৃদয় সুত চণ্ডী (০) ৯। যুগল সুত বংশী ও গোপাল ৭। বংশী সুত হরি (০), রাম, জানকী (০), ভগবান (০) ও গোবিন্দ (০) ৮। রাম সুত সুধীরচন্দ্র ৯। গোপাল সুত কেনারাম (০) ৮। চন্দ্রমোহন সুত দ্বারিকানাথ (০), দিননাথ ও যদুনাথ (০) ৬। দিননাথ সুত দুঃখিরাম ৭। সুত বটকৃষ্ণ, বিনয়, প্রাণকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ ও ধনকৃষ্ণ ৮।

বর্দ্ধমান জেলার পুটশুড়ি গ্রামের আগুরী

(বর্ত্তমানে উগ্রক্ষত্রিয় আখ্যাধারী)

গোঁ বংশের পরিচয়।

পুটশুড়ি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন একটী গণ্ড গ্রাম। গ্রামে চল্লিশঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন। অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাই। হিন্দু সমাজন্তর্গত প্রায় সকল জাতিই এই গ্রামে বাস করে। কোন মুসলমান বাস করেন না। ইহা আগুরী জাতির একটী প্রধান গ্রাম। উগ্রক্ষত্রিয় মধ্যে গোঁ বংশ, মল্লিক বংশ ও সামন্ত বংশ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। উগ্রক্ষত্রিয় বংশীয় গোঁ উপাধিধারীগণ কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয়। প্রাচীন রাজপুত ক্ষত্রিয়দের গুণ ও যশ প্রভৃতি উপাধি ছিল— এই গুণ উপাধি বর্ত্তমানে বিকৃত হইয়া গোঁ উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যশ উপাধি এখনও অবিকৃত আছে। গ্রামে এই গোঁ বংশীয়দের প্রভূত প্রতিষ্ঠা আছে। ইহাদের অনেক দেবকীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে যুগল শিবমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গোঁ বংশীয়গণ গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন, হাট ও পোষ্টাফিস স্থাপন করিয়া গ্রামের উন্নতি

বিধান করিয়াছেন। গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড অফিস আছে। গ্রামের মধ্য স্থানে একটী উচ্চ ভূমির উপর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺গজকালী মাতার গৃহ আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে শুক্লাষ্টমীতে বাৎসরিক পূজা হইয়া থাকে। গ্রামের দক্ষিণ অংশে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভক্ত চূড়ামণি ৺গোপাল দাস প্রভুর পাট বাড়ী অবস্থিত। উক্ত পাট বাড়ীতে তাঁহার সমাধি আছে ও মন্দির মধ্যে ৺গোপীনাথ জিউ ও রাধারাণীর যুগল মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। প্রত্যহ সেবা ভোগ-রাগাদির ব্যবস্থা আছে ও অনেকগুলি অতিথি প্রসাদ পাইয়া থাকেন। গোঁ বাবুরা বর্ত্তমানে সেবাইৎ আছেন। এই বংশের রাধাপ্রসন্ন বাবু গত ২৮শে অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমানে গ্রামের জমিদার।

ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ও উপবীত ধারণ করিয়াছেন। সমাজপতিগণের বিনা অনুমতিতে এরূপ কার্য্য গ্রহণ অবৈধ। সমাজপতিগণের অনুমোদনের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ

(১) ৺রাধাবল্লভ গোঁ—পুটশুড়ি গ্রামে ইঁহার অনেক দেবকীর্ত্তি আছে। রাধাবল্লভ স্থাপিত দুইটী শিব মন্দিরে প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

(২) ৺ঈশ্বরচন্দ্র গোঁ—ইনি পুটশুড়ি গ্রামে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও বিশেষ ভাবে অতিথি সেবাপরায়ণ ছিলেন। ইঁহার সময়ে বহুদূর দেশ হইতে বহু সন্ন্যাসী সাধু ও অতিথি আসিয়া ইঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতেন। সেজন্য ইনি এতদঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। সত্যে ইঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। নিজ স্বার্থের হানি হইলেও তিনি সদা সত্যকথা বলিতেন।

(৩) ৺রাধাপ্রসন্ন গোঁ—ইনি পুটশুড়ি গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—হাট, পোষ্টাফিস ইত্যাদি স্থাপন করিয়া গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করিয়াছেন।

(৪) ৺মৃত্যুঞ্জয় গোঁ—ইনি পুটশুড়ি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গত বিশ বৎসর যাবৎ প্রধান শিক্ষকের কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। গ্রামের হরিসভা ও সনাতন ধর্ম্মসভা ইঁহার প্রতিষ্ঠিত।

(৫) শ্রীপ্রফুল্লকুমার গোঁ—ইনি বর্দ্ধমান জজ কোর্টে ওকালতী করেন।

গোঁ বংশের বংশ তালিকা

হিরণ্যকশিপু গোঁ ১। সুত জগদীশচন্দ্র ২। গোপালদাস ৩। সুত রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ ও ব্রজনাথ (০) ৪।

রঘুনাথের ধারা

রঘু সুত রামশঙ্কর ৫। সুত শিবপ্রসাদ ও কাশীনাথ ৬। শিবপ্রসাদ সুত দিগম্বর ৭। সুত ভুবনমোহন, কপিলচন্দ্র ও সর্ব্বেশ্বর ৮। ইঁহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে।

কাশীনাথ সুত গোরাচাঁদ ৭। সুত শচীন, প্রেমচাঁদ (০) ও লালবিহারী ৮। শচীন সুত মধু ৯। সুত শ্রীআশুতোষ ১০।

লালবিহারী সুত ৺যদুনাথ, শ্রীজানকীনাথ ও ৺সুরেন্দ্রনাথ ৯। যদুনাথ সুত শ্রীনরোত্তম ১০। জানকীনাথ সুত শ্রীভোলানাথ ১০। সুরেন্দ্র সুত শ্রীরমেশচন্দ্র ১০।

বিশ্বনাথের ধারা

বিশ্বনাথ সুত রাধাবল্লভ ও লক্ষ্মণ (অঃ পুঃ) ৫। রাধাবল্লভ সুত ঠাকুরদাস, দ্বারিকানাথ (অঃ পুঃ), রামতনু (অঃ পুঃ), বংশীধর ও জগমোহন ৬। ঠাকুরদাস সুত সীতানাথ ৭। সুত হরিপদ, দ্বিজপদ, গৌরপদ ও বিষ্ণুপদ ৮। ঠাকুরদাসের অধস্তন শাখা বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেছেন।

বংশীধর সুত নন্দকুমার ৬। সুত কপিলচন্দ্র ৭। সুত যুগলকিশোর ৮। সুত ৺মৃত্যুঞ্জয় (হেডমাষ্টার), শ্রীপুরঞ্জয় ও শ্রীধনঞ্জয় (০) ৯।

মৃত্যুঞ্জয়ের ২ কন্যা ও ২ পুত্র যথা—চিণ্ময়ী (স্বামী ষড়ানন চৌধুরী), মৃণ্ময়ী, অনঙ্গমোহন ও মঞ্জুগোপাল ১০।

শ্রীপুরঞ্জয় সুত অজিতকুমার, বারিদবরণ, অশোক ও সুনীলকৃষ্ণ ১০।

জগমোহন সুত ব্রহ্মানন্দ ৭। সুত রাধাপ্রসন্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র (০) ৮।

রাধাপ্রসন্ন সুত ৺নিত্যগোপাল, শ্রীশিবরাম, নীরদবরণ (অঃপুঃ) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ও শ্রীবিশ্বরূপ ৯।

নিত্যগোপাল সুত শ্রীমন্মথনাথ ও শ্রীঅনিলকুমার ১০। শিবরাম সুত শ্রীপ্রফুল্লকুমার, শ্রীসুকুমার ও বসন্তকুমার ১০। অতুলকৃষ্ণ সুত শ্রীদেবকুমার ১০। বিশ্বরূপ সুত মায়ারাম ১০।

৺মৃত্যুঞ্জয় গোঃ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত।

১০ই চৈত্র ১৩৪৫ সাল।

স্বর্গীয় নবীনচাঁদ সরকার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(জাতি সূত্রধর)

নবীনচাঁদ সরকার ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত দীঘজান নামক গ্রামে ১২৫২ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেবের নাম রামপ্রসাদ সরকার ও মাতৃদেবীর নাম রোহিণী দেবী।

তিনি 'নাসিকজ্জল' পরগণীয় 'মোহা' বংশের সূত্রধর কুলে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মৌকালিন' গোত্রীয় কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। শ্রীহট্ট—বানিয়াচং এর জালশুকা নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাদাতা ছিলেন। দীক্ষাদাতা তাঁহাকে 'নবীন ব্রহ্মচারী' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

শৈশবে নবীনচাঁদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয় নাই। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে যে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন তদ্দারাই নবীনচাঁদ নিজ প্রতিভাবলে নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

নবীনচাঁদকে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত পাঁচাশী গ্রামের স্বর্গীয় দশরথ মণ্ডল মহাশয়ের পঞ্চম দুহিতা ক্ষেন্তমোহিনী দেবীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। নবীনচাঁদের পিতৃদেবতা পরলোক গমন করিলে তিনি সস্ত্রীক শ্বশুরালয়েই বাস করিতে থাকেন। নবীনচাঁদের তিন পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এক্ষণে দুই পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন

নবীনচাঁদ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন। ইনি পদাবলী-কীর্ত্তন ব্যতীত স্বর্গীয় সাধক রামপ্রসাদ সেনের গানও বেহালা সংযোগে সুমধুর স্বরে গাহিতেন। তিনি বলিতেন 'যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা কালী'। যিনি একবার নবীনচাঁদের সংশ্রবে আসিতেন তিনি জীবনে তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও অমূল্য উপদেশাবলী ভুলিতে পারেন নাই। ইনি জীবনের শেষ অর্দ্ধাংশকাল স্বপাকী ও নিরামিষভোজী ছিলেন।

নবীনচাঁদ ১৩১৫ সালের ৯ই বৈশাখ আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন।

পোঃ বাংলা, গ্রাম পাঁচাশী ; ময়মনসিংহ নিবাসী—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের আগ্রহে লিখিত।

স্বর্গীয় নবীনচাঁদ সরকার মহাশয়ের

বংশ পরিচয়।

বিজয়াকান্ত সরকার নামক জনৈক ভদ্র মহোদয় মৈমনসিংহ জেলার নাসিরুজ্জল পরগণার অন্তর্গত 'মৌহা' নামক স্থানে সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহার পিতৃদেবের নাম হরিশঙ্কর বা হরিরাম। বিজয়াকান্ত

অনুমান ১১১০ সাল হইতে ১১১৫ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়াকান্ত সরকার মহোদয় লক্ষ্মীপাশা বা লক্ষ্মীপুর নামক স্থান হইতে আসিয়া 'মৌহা' নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মান করেন। উক্ত ভদ্র মহোদয় স্বর্গীয় নবীনচাঁদ সরকার মহাশয়ের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ।

স্বর্গীয় বিজয়াকান্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, যে সময়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ শেরসাহ পশ্চিম বাঙ্গালা আক্রমণ করেন ও দিল্লীর বাদসাহ হুমায়ুন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন এবং পরে বাদসাহ যুদ্ধে পরাজিত হন, ঠিক সেই সময়ে বিজয়াকান্তের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ দক্ষিণ বর্দ্ধমান হইতে জলপথে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া বর্ত্তমান ঢাকা জেলার কোন স্থানে বাসভবন নির্ম্মান করিয়া সপরিবারে বাস করেন। ক্রমে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শেষে ময়মনসিংহ জেলায় আসিয়া উপস্থিত হন ও বসতি বিস্তার করেন।

স্বর্গীয় বিজয়াকান্ত 'সোকালিন' গোত্রীয় সূত্রধর। ইনি জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং সূত্রধর সমাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি অন্যান্য বংশীয় স্বজাতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় স্বসমাজকে একটী বিশিষ্ট স্তরে উন্নীতকরণ মানসে বর্ণের ব্রাহ্মণ পুরোহিত বর্জ্জন করতঃ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণকে স্বীয় সমাজের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। এই কর্ম্মের জন্য তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

নবীনচাঁদ সরকারের বংশ পরিচয়।

স্বর্গীয় বিজয়াকান্তের কণ্টকসূদন ও অপ্রীতিসূদন নামে দুই পুত্র ছিলেন। স্বর্গীয় কণ্টকসূদন নবীনচাঁদের পঞ্চমপূর্ব্ব পিতৃ পুরুষ। ইনি অনুমান ১১৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। স্বর্গীয় কণ্টকসূদনের মণিমোহন নামক এক পুত্র ছিলেন এবং অজ্ঞাতনামা এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ইঁহার বিবাহ-ক্রিয়া বনিয়াদী জমিদার ঘরে সম্পন্ন হয়; কিন্তু পরিচয় অজ্ঞাত।

মণিমোহন ১১৬৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্বান ও ধীর-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি নবীনচাঁদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন। স্বর্গীয় মণিমোহনের একমাত্র পুত্র ছিলেন মধুসূদন। মধুসূদন সরকার মহাশয়

১১৮৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। স্বর্গীয় মধুসুদন সরকার নবীনচাঁদের প্রপিতামহ ছিলেন।

স্বর্গীয় মধুসূদন সরকার মহাশয়ের তিন পুত্রে মধ্যে মাত্র চূণীলাল জীবিত ছিলেন। ভ্রাতৃ ও পিতৃবিয়োগের পর চূণীলাল সরকার মহাশয় তাহার মাতার সহিত মাতুলালয়ে 'কুমারউড়া' নামক গ্রামে চলিয়া আসেন ও তথায় শিক্ষালাভ করেন। চূণীলাল ময়মনসিংহ জেলার 'নারায়ণডহর' নামক স্থানের জমিদার মহোদয়ের অধীনে তহশীল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। জমিদার মহোদয় তাহার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ কংশ নদের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী 'হরিয়াতলা' নামক গ্রামের তালুকীসত্ব প্রদান করেন। স্বর্গীয় চূণীলাল সরকার মহাশয় স্বর্গীয় নবীনচাঁদের পিতামহ। স্বর্গীয় চূণীলাল সরকার মহাশয়ের রামপ্রসাদ, জয়ন্তপ্রসাদ ও কান্তিপ্রসাদ নামে তিন পুত্র ছিলেন।

স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সরকার মহাশয় ১২২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। রামপ্রসাদ গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। তিন সহোদর একযোগে পূর্ব্বোক্ত হরিয়াতলা গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান প্রস্তুত করেন। ইঁহারা তাঁহাদের পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন।

স্বর্গীয় জয়ন্তপ্রসাদ ও স্বর্গীয় কান্তিপ্রসাদ অগ্রগণ্য হইয়া অন্যান্য স্বজাতীয় নেতৃগণের সহযোগিতায় সমাজকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীতকরণ নিমিত্তে ও সমাজপতিত্বের দাবীতে 'সরকার' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'কর্ণী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং এই উপাধি গ্রহণের জন্য সমাজে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে এখনো স্বজাতীয় অধিকাংশগণই 'কর্ণী' উপাধিধারী এবং বিজয়াকান্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ করেন তাহা এখনো প্রায় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামের কয়েকটী জেলায় প্রচলিত। এই সমস্ত কারণে উহারা বর্ণের ব্রাহ্মণযাজিত সূত্রধরগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যান।

স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সরকার মহাশয় 'কর্ণী' উপাধি গ্রহণে প্রবল বিরোধিতা করেন। ফলে, ভ্রাতৃ কলহের সৃষ্টি হয় এই জন্য তিনি হরিয়াতলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 'দীঘজান' নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। এইস্থানে

আসাকালীন তাঁহার চারি কন্যার মধ্যে একটী অবিবাহিতাবস্থায় অকালে পরলোক গমন হয় ও অন্য তিন কন্যার যথাসময়ে বিবাহ দেওয়া হয়। এই তিন কন্যার প্রপৌত্রাদি কান্দাপাড়া ও ঘাগরা গ্রামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নবীনচাঁদ।

স্বর্গীয় নবীনচাঁদ সরকার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র মধ্যে হরিচাঁদ, শরচ্চন্দ্র ও গগনচন্দ্র বিবাহের পূর্ব্বে অকালে পরলোক গমন করেন। অন্য দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার ও শ্রীযুক্ত বুধনারায়ণ সরকার অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সনাতন সরকার মহাশয় ১২৭৯ সালে ও বুধনারায়ণ ১২৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন ১৩০২ সালে রায়দুর্গরৌজা ডাকঘরের অধীনস্থ ইচুলিয়া গ্রামের স্বর্গীয় দুখীচরণ তালুকদার মহাশয়ের কন্যা রাজমোহিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে তিন পুত্র ও এক কন্যা দেবী জন্মগ্রহণ করে। ১৩১৫ সালের ২রা বৈশাখ ধরণীনাথ এবং ৭ই বৈশাখ বেলা ৭ ঘটিকার সময় দুদিনের মেয়ে ও ঐ দিন বেলা ৯ ঘটিকার সময় রাজমোহিনী দেবী পরলোক গমন করেন। সতীন্দ্রনাথ ১৩৩২ সালের ১২ই পৌষ পরলোক গমন করেন। তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে মাত্র সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান। শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মহাশয় দ্বিতীয়বার রায়পুর ডাকঘরের অধীনস্থ মৌয়াটী গ্রামের স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন ভৌমিক মহাশয়ের কন্যা অনন্তমোহিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনিও ধীরেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ নামে দুই পুত্র রাখিয়া ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করেন। শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মহাশয়ের শ্যালক শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল তালুকদার ইচুলিয়া গ্রামে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ভৌমিক মৌয়াটী গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বুধনারায়ণ বাংলা ডাকঘরের অধীনস্থ সতরশ্রী গ্রামের স্বর্গীয় টিকেন্দ্র (টুনু) তালুকদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার শ্যালক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ও কমলাকান্ত এবং রবীন্দ্রকান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বুধনারায়ণের পুত্র অজয়নারায়ণ চারি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করে। এক্ষণে মাত্র বিজয়নারায়ণ বর্ত্তমান। বীরুবালার মৃত্যুর পর চারি কন্যা—অমূল্যবালা, রাসবালা ও ধীরুবালার যথাস্থানে বিবাহ দেওয়া হয় এবং কুমারী কিরণবালা পিতৃগৃহেই বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মহাশয়ের তিন পুত্র মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সরকার ১৩০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ। ইনি নেত্রকোণা ডাকঘরের অধীনস্থ পাড়লা গ্রামের স্বর্গীয় রামচরণ তালুকদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজনলিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তথায় তাহার বিধবা শ্বশ্রূমাতা ললিতাবালা দেবী ও তাহার শ্যালিকা শ্রীমতী রমণমোহিনী দেবী এবং শ্যালক সুরেশচন্দ্র ও লবচন্দ্র পরলোক গমনের পর শ্রীযুক্ত রামবল্লভ, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র, শ্রীমান হরিশ্চন্দ্র ও শ্রীমান মহেশচন্দ্র এবং তাহার খুড়তোত শ্বশুর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র তালুকদার বিদ্যমান রহিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ এখনো অপুত্রক।

শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। শ্রীমান তেলিগাতি ডাকঘরের অধীনস্থ হাতীয়র গ্রামের স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র কর্ণী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবীর পাণি-গ্রহণ করে। তাহার কুমুদচন্দ্র নামে এক পুত্র ১৩৪৩ সালে ও রোহিণী (ঊষাবালা) নামে এক কন্যা ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করে।

শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ ১৩২২ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে সামান্য শিক্ষিত। বাংলা ডাকঘরের অধীনস্থ নারায়ণপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করে। তাহার শ্যালক শ্রীমান কুলবন্ধু বর্ত্তমান। শ্রীমান ধীরেন্দ্রের কোন শ্যালকাদি বর্ত্তমান নাই।

স্বর্গীয় নবীনচাঁদের পিতৃব্য স্বর্গীয় জয়ন্তপ্রসাদ ও কান্তিপ্রসাদ—তাঁহাদের সঠিক জন্ম সন অজ্ঞাত।

স্বর্গীয় জয়ন্তপ্রসাদের পূর্ণচন্দ্র ও পুলকচন্দ্র নামে দুই পুত্র ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের তিন পুত্র নৃসিংহচন্দ্র, কুলকচন্দ্র ও নিতাইচন্দ্র—ইহারা তিন জনেই পরলোকে। পূর্ণচন্দ্রের পৌত্রদ্বয় শ্রীমান সুরেশ চন্দ্র ও শ্রীমান ধরণীকান্ত বর্ত্তমান। পুলকচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র তালুকদার বিদ্যমান। ইনি এখনো অপুত্রক।

স্বর্গীয় কান্তিপ্রসাদের বীরনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ নামে দুই পুত্র ছিলেন। স্বর্গীয় বীরনারায়ণের দুই পুত্র মধ্যে মাত্র শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র বর্ত্তমান। স্বর্গীয় শ্রীনারায়ণের শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান। ইহারা বারহাট্টা ডাকঘরের অধীনস্থ ছওগাও নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করেন। অন্যেরা সকলে বাংলা ডাকঘরের অধীনস্থ 'দীঘজান' গ্রামেই বাস করেন।

স্বর্গীয় অশ্রীতিসূদনের বংশধরগণ বর্ত্তমানে কুমারউড়া গ্রামে, কলসকাঠি গ্রামে ও রোয়াইলবাড়ী নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। উক্ত গ্রাম তিনটাই নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত। ইঁহারা সকলেই উন্নত পরিবারের বনিয়াদী ঘরের লোক। তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এস্থলে স্থানাভাব।

পোঃ বাংলা, গ্রাম পাঁচাশী,
জিলা ময়মনসিংহ নিবাসী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার
মহাশয়ের আগ্রহে লিখিত।

প্রকাশকের মন্তব্য :—সূত্রধর জাতির জল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অচল আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের অনেকের আচার ব্যবহার উন্নত হইয়াছে। ইহাদিগের জাতিসাধারণের আচার ব্যবহারে কোন নীচবৃত্তি দেখা যায় না। এক্ষণে যখন জাতিবর্ণ অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বন শিথিল হইয়াছে, তখন বঙ্গদেশের সূত্রধর জাতিকে জল আচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরিগণিত করিলে সমাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজপতিগণের নিকট ইহাই আমাদের অনুরোধ।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার দ্বাড়িবেড়্যা নিবাসী খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের বংশের বংশাবলী।

১। রাধাচরণ মাইতি(পত্নী—কৃষ্ণপ্রিয়া),তৎসুত হরেকৃষ্ণ(পত্নী—ললিতা) ২।

২। হরেকৃষ্ণ সুত গোবিন্দরাম (পত্নী—লক্ষ্মীপ্রিয়া) ৩।

৩। গোবিন্দরাম সুত কৃপারাম (পত্নী—সুভদ্রা) ৪।

৪। কৃপারাম সুত সাধুচরণ, চৈতন্য, পদ্মলোচন, দামোদর, গোলকচন্দ্র, রাধামোহন, ব্রজমোহন (১মা পত্নী নারায়ণী নিঃ সঃ) ২য়া পত্নী তারাসুন্দরী) ও কন্যা ৫।

৫। সাধুচরণ সুত লালচাঁদ ৬।

৫। ব্রজমোহন সুত কৈলাসচন্দ্র (স্ত্রী মতিবালা), কন্যা, উমেশ, মল্লিকা, গঙ্গা, ভাগ্যবতী, শ্রীমহেশচন্দ্র (স্ত্রী—উমাসুন্দরী), নিস্তারিণী, পতিত-পাবনী, ভুবনেশ্বরী, সুলোচনা, পুত্র, সতীশচন্দ্র (স্ত্রী রত্নপ্রভা), হরিশ্চন্দ্র (স্ত্রী গিরিবালা), পুত্র ও পুত্র ৬।

৬। কৈলাস চন্দ্রের ৭ পুত্র ও ৬ কন্যা, ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রীমহেশচন্দ্র সুত যামিনী, ধীরাজ, প্রমথ, মন্মথ ও নলিনী ৭।

৬। সতীশচন্দ্র সুত সুশীলা, চঞ্চলা, অজিত, চপলা, পঙ্কু, বিমলা, কমলা, নির্ম্মলা, শ্রীকণ্ঠ ও শিতিকর্ণ ৭।

মহামনা সুপণ্ডিত **সতীশচন্দ্র**—সাহিত্য-গৌরব-রবি অপূর্বপ্রতিভা-শালী পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয় বাঙ্গালা ১২৬৮ সালে ২৫শে শ্রাবণ দোর পরগণায় আকুবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতা পিতার ত্রয়োদশ সন্তান।

ইনি বাল্যে দোর কৃষ্ণনগর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া

হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে সবৃত্তিক প্রবেশ লাভ করেন। তথায় বর্ষত্রয় যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া শেষ পরীক্ষায় নর্ম্মাল স্কুল সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভে "উড্রো" নামধেয় মেডেল প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ ইনি তৎকালে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন এবং তথাকার শিক্ষকবর্গের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন।

অতঃপর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত মহিষাদল রাজ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে এবং পরে দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিয়া বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন।

ইনি ছাত্রবৎসল, শিক্ষাদানে নিপুণ, আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার অধ্যাপনা নৈপুণ্যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ, বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শকবর্গ ও ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ সকলেই অতীব সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইঁহার প্রদত্ত সুশিক্ষার প্রভাবে বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অপার গুণশালীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মহিষাদল পরগণার মধ্য হিংলী নিবাসী বিদ্যোৎসাহী, দানশীল স্বর্গত **বেণিমাধব দত্ত,** রঙ্গীবসান নিবাসী দেশহিতৈষী প্রবীণ উকিল স্বর্গত **শ্রীনাথ দাস** বি-এ, বি-এল্ এবং দেউলপোতা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক দেশপ্রাণ অকপট জনহিতৈষী **শ্রীযুক্ত চুণিলাল মাইতি** প্রভৃতি মহোদয়গণ সুপ্রথিত। ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক গভীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ও আছেন।

ইনি (সতীশ বাবু) বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে বিবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র, আইন পুস্তক ও নানা সদ্গ্রন্থাদি সততই পাঠ করিতেন, এবং সাধ্যাতীতশ্রমে বিনা পারিশ্রমিকে বিপন্ন দেশবাসীর বিপদ নিরসনে নিয়তই যত্নবান্ থাকিতেন।

তজ্জন্য পার্শ্ববর্ত্তী সহৃদয় জনগণ সকলেই তাঁহাকে "পণ্ডিত" আখ্যায় অভিহিত করিতেন। তিনি এক প্রকারে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃস্বার্থ পরোপকৃতি দ্বারা দেশবাসীর বিপুল শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া সুপ্রথিত হইয়াছিলেন।

দেউলপোতা বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি মহিষাদল রাজষ্টেটে নাজির পদে কার্য্য করেন। তদানীন্তন রাজা বাহাদুরগণ তাঁহার কার্য্যকুশলতা, বিচক্ষণতা পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকে উত্তরোত্তর উন্নীত করেন। পরে তাঁহাকে সদর সার্কেলের কারকুন পদে উন্নীত করিয়া মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা বেতন নির্দ্ধারণ করেন। এবং পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহাকে দ্বারিবেড়্যা মৌজার ১০।৫ দশবিঘা পাঁচ কাঠা ভূমি দান করেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর নিকট দান গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া পঁচিশ টাকা প্রণামী স্বরূপে প্রদান করতঃ উক্ত ভূমি গ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বর্ষ সুখ্যাতির সহিত উক্ত রাজ সরকারে কার্য্য করিয়া স্বেচ্ছায় উক্ত লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করেন। তৎপর আর কখনও চাকরি করেন নাই। অবশিষ্টকাল দেশ-হিতৈষণায় নিয়োজিত থাকিয়া কালাতিপাত করেন।

ইতিপূর্ব্বে শিক্ষকতা কালে ইনি দেশবাসীর উপকারার্থে **"বালাবোধ"** প্রভৃতি, পরে "জারিপসহায়," "মাহিষ্য মর্য্যাদা" প্রভৃতি মোট ৩৮ খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে 'মহিষাদল রাজ-বংশ' পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। অন্যান্য ৩৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসহ দেশবাসীর প্রভূত ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। তিনি এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা নিয়তই দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইনি বাঙ্গালা ১৩১৪ সালে আকুবপুরের বাস পরিত্যাগ করিয়া উক্ত দ্বারিবেড়্যা গ্রামে সপরিবারে বাস করেন। তিনি এই নব বাসভূমির নব পরিচিত প্রতিবেশীর উন্নয়ন কল্পে (১) মাদক বর্জ্জনে দৃঢ়তা, (২) উচ্চপ্রাথমিক

বিদ্যালয় নির্ম্মাণে ভূমিদান, (৩) বালিকা বিদ্যালয় নির্ম্মাণে ভূমিদান ও বিদ্যালয় স্থাপন, (৪) বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন (৫) আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে সাধনে ভূমি গ্রহণ ও তথায় উন্নত প্রণালীতে নানা জাতি ফসলের চাষ (৬) সমবায় সমিতি স্থাপন, (৭) বিশুদ্ধ পাণীয় জল সংরক্ষণে স্বীয় বাস্তুর সন্মুখস্থ সুবৃহৎ পুষ্করিণীর সংস্কারার্থ উহা জেলা বোর্ডের হস্তে প্রদান প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

শিক্ষার বিস্তার এবং পরোপকৃতি সাধন ইঁহার জীবনের সার লক্ষ্য ছিল, ইনি সালিশ বিচারে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তমোলুক মহকুমার মাননীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ ইহার কার্য্যকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার বিষয় অবগত হইয়া বহু ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত ভার ইঁহার উপর অর্পণ করিতেন। ইনিও স্বয়ং ঘটনাস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বিবাদ নিরসনে শান্তি স্থাপন করিতেন।

ইনি বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরিবারের বহুমূল্য সম্পত্তি বিভাগে পক্ষগণের প্রীতিভাজন হন। ইনি দেশবাসীকে বিলাসিতা পরিহার করিতে, স্বাবলম্বী হইতে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ করিতে, সাধ্যানুসারে পরোপকার করিতে সততই উপদেশ দিতেন। অবসরকালে বিবিধ সংবাদ পত্র, সারবান্ সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহার সারাংশ সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেন।

ইনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইলেও আকুবপুরের পৈতৃক বাস্তুর মধ্যে স্বীয় প্রাপ্ত অংশ ৪॥২/০ বিঘা জমি (যাহার মূল্য ২৫০০৲ টাকা) স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দান করেন।

ইনি অতীব তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যপর, স্পষ্টবাদী, দেশহিতব্রত, স্বাবলম্বী, শ্রমশীল, আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

ইনি ভগবৎ কৃপায় ৪টী পুত্র ও ৬টী কন্যা লাভ করেন, পুত্রগণকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না করিলেও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছেন।

ইঁহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রত্নপ্রভা দেই পতিপ্রাণা আদর্শ হিন্দু নারী। তিনি সাধ্যাতীত পরিশ্রমে ইঁহার সেবা করিয়াছেন।

এই অক্লান্ত কর্ম্মী, মহাপ্রাণ, ত্যাগী, মহানুভব মহোদয় গত সন ১৩৩৮ সালের ১৬ই মাঘ আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসীকে গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত করত অন্তধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র মাইতি—

সাত পুত্র—	ছয় কন্যা—
১। কামাখ্যা	১। তিলোত্তমা
২। অজ্ঞাত	২। কৃষ্ণভামিনী
৩। অমর	৩। চারুহাসিনী
৪। সঞ্জীবন	৪। বিদ্যুল্লতা
৫। অবিনাশ	৫। মঞ্জুভাষিণী
৬। শরচ্চন্দ্র	৬। বিনোদিনী
৭। মহানন্দ	

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার দ্বারিবেড়্যা নিবাসী মাহিষ্য খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বংশের আদি বাসস্থান জেলা মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কাশীযোড়া পরগণার টুল্যার রাজহাটী গ্রাম। কি কারণে কোন্ সূত্রে কোন্ সময়ে এতদ্বংশীয় কোন্ ব্যক্তি উক্তস্থান পরিত্যাগ করিয়া দোর

পরগণার আকুবপুর গ্রামে বাস করেন তাহা জানা যায় নাই। এই বংশীয় বিভিন্ন ব্যক্তিগণ অদ্যাপি মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ও ২৪ পরগণা জেলায় বাস করিতেছেন।

উক্ত রাজহাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মাইতি প্রভৃতি; গুমাই রাজনগর বাসী শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বকসী; তমলুক—শিমল্যা—জয়কৃষ্ণপুর বাসী শ্রীরমানাথ বকসী; দোর চকদ্বীপা বাসী শ্রীপ্রবলাকান্ত মাইতি; দোর হাতীবেড়্যা বাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ মাইতি; দোর আকুবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মাইতি প্রভৃতি; জেলা ২৪ পরগণার দুর্গাচটী বাসী শ্রী শ্রীপদ মাইতি প্রভৃতি এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ।

লালচাঁদ বাবু—দোর পরগণার রাজার নায়েব এবং কর্ম্মদক্ষ লোক ছিলেন।

গোলকচাঁদ কবিরাজ ছিলেন। বিনা পয়সায় দরিদ্রের চিকিৎসক ছিলেন।

মুন্সী ব্রজমোহন বাবু—বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন ইঁহার রচনা শক্তি প্রখর ছিল। ইনি মহিষাদল রাজ সুপণ্ডিত প্রজাপালক রাজা রামনাথ গর্গের এবং দয়াবান্ রাজা লছমন প্রসাদ গর্গের অধীনে বহুবর্ষ কৃতিত্ব সহকারে কার্য্য করিয়া রাজগণের অতীব প্রিয় পাত্র হন। গুণগ্রাহী রাজা রামনাথ ইঁহাকে মুন্সী উপাধিতে ভূষিত করেন এবং একটী স্বর্ণখচিত লেখনী ও ধাতুময় কলমদানী উপহার প্রদান করেন। ইনি পরোপকারী, সহৃদয় এবং সালিশ বিচারে সুদক্ষ ছিলেন। ইনি বাংলা ১২১৮ সালে ১৯শে চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং সন ১২৯৩ সালে ১৬ই বৈশাখ পরলোক গমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র—জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সাহসী, তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বাবু—বাল্যে তৎকালোচিত শিক্ষায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইনি স্বাবলম্বী, নিরহঙ্কার ও চরিত্রবান্। ইনি বাংলা ১২৫৭ সালে ১৭ই চৈত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে (১৩৪৭ সালে) উঁহার বয়স ৯০ নব্বই বর্ষ হইয়াছে। তথাপি ইনি পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্। ইঁহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। চশমা ব্যতীত পুস্তকাদি পাঠ করিতে সমর্থ এবং পদব্রজে ১০।১২ ক্রোশ পথ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারেন। ইনি ঈদৃশ দৃঢ়চেতা যে জীবনে কখনও কোনও ঔষধ সেবন করেন নাই। ঈদৃশ দীর্ঘজীবী সুস্থকায় ব্যক্তি এতদ্দেশে আর নাই।

ভ্রম সংশোধন :—৬৯ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তির "পঙ্কু" স্থলে "অচ্যুত" ও পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তির "শিতিকর্ণ" স্থলে "শিতিকণ্ঠ" পাঠ করিবেন এবং নিম্নলা স্বামী হরিশচন্দ্র ভূঞ্যা বি-এ, বি-এল (হোড়খালি) এইটুকু সংযোগ করিয়া লইবেন।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
গ্রাম চকলালপুর
পোঃ বাড়বাসুদেবপুর
(মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার দেউলপোতা গ্রামবাসী মাহিষ্য স্বর্গত নীলমণি মণ্ডল মহোদয়ের বংশের বংশধরগণের নামাবলী।

১। হারাধন মণ্ডল সুত জগন্নাথ, শোভারাম, লালচাঁদ ও ছকুরাম ২।

২। লালচাঁদ পুত্র ব্রজ ৩।

৩। ব্রজ সুত প্রহ্লাদ ও গোলক ৪।

৪। গোলক সুত হরিনারায়ণ (পত্নী নিতম্বিনী), কন্যা শ্রীমতী ও অন্নপূর্ণা ৫।

২। ছকুরাম সুত দুর্গারাম (পত্নী যশোদা) ৩।

৩। দুর্গারাম সুত যুধিষ্ঠির (পত্নী মথুরাময়ী) ৪।

৪। যুধিষ্ঠির সুত তারাচাঁদ (০), ত্রিলোচন, নীলমণি (পত্নী বিচিত্রময়ী), গয়ারাম, জনার্দ্দন (পত্নী সুভদ্রা) উদয়চাঁদ (পত্নী কামিনী), রাধিকা, সারথি (স্বামী অক্ষয় মাকড়), সাবিত্রী (স্বামী শিবনারায়ণ বেতাল) ও বিষ্ণুপ্রিয়া (স্বামী—তারাচাঁদ মাকড়) ৫।

৫। নীলমণি সুত বৈকুণ্ঠনাথ (পত্নী গয়েশ্বরী) ৬।

৬। বৈকুণ্ঠনাথ সুত বসন্তকুমার (স্ত্রী শৈলবালা), হেমন্ত (০), প্রতাপচন্দ্র (স্ত্রী নববালা), প্রভাবতী (স্বামী—সুরেন্দ্রনাথ মাইতি) ও বিভাবতী (স্বামী অবিনাশচন্দ্র দাস) ৭।

৭। প্রতাপচন্দ্র সুত কিশোরীমোহন, গোপাল, রাধারাণী নন্দরাণী ও কন্যা ৮।

৫। উদয়চাঁদ সুত ঈশ্বরচন্দ্র (স্ত্রী শৈলবালা) ও সুধীরচন্দ্র (স্ত্রী ননীবালা) ৬।

৬। ঈশ্বরচন্দ্র কন্যা প্রভাবতী ৭। ও ৬। সুধীরচন্দ্র পুত্র রমেশ ও যোগেশ ৭।

ত্রিলোচন মণ্ডলের—

১মা পত্নী বিনোদিনীর গর্ভজ পুত্র	কন্যা
১। কালাচাঁদ	১। রাঙ্গণী
২। দীননাথ	
৩। শ্রীনাথ	
৪। নিমাই চাঁদ	

২য়া পত্নী অন্নপূর্ণার গর্ভজ পুত্র	কন্যা
১। গগনচাঁদ ×	১। মোক্ষদা
২। দ্বারিকানাথ	২। বামা
৩। পূর্ণচন্দ্র	৩। উমা
৪। বিহারীলাল	

——(০)——

গয়ারাম মণ্ডলের—

১মা পত্নী দয়াময়ী—(পাণিসিতি)

গর্ভজ পুত্র	কন্যা
৩ মৃত	১। স্বর্ণময়ী
	২। ইন্দ্রাণী
	৩। অঞ্জনা

২য়া পত্নী চিন্তা (কাঞ্চনপুর)

০

৩য়া পত্নী গান্ধারী (গোবিন্দপুর)

গর্ভজ পুত্র	কন্যা
০	১। বিরজা

৪র্থা পত্নী মোক্ষদা (রাজারামপুর) ×

গর্ভজ পুত্র ১

১। চিন্তাহরণ।

দানশীল নীলমণি—

ইনি বাঙ্গালা ১২৩৬ সালে ২৯শে চৈত্র দেউলপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পাঠশালায় তৎকাল প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মহিষাদল রাজের অধীনে মাসিক ২৲ টাকা বেতনে নিম্নতম পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। পরে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্য দক্ষতা গুণে এবং ভাগ্যদেবীর সুপ্রসন্নতায় রাজগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতঃ পরিশেষে উক্ত রাজ এষ্টেটের সর্ব্বোচ্চ ম্যানেজার পদে মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

ইনি বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল, অতিথি সেবা পরায়ণ ছিলেন। তদীয় জন্মভূমিস্থ দেউলপোতা মধ্য বঙ্গবিদ্যালয় (অধুনা মধ্য ইংরাজি

পরিতোষ সহ ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক এক খানি নববস্ত্র বিতরণ করেন উহাতে ৪২৫০৲ টাকা ব্যয়িত হয়।

ত্রিলোচন বাবু—ইনি তদানীন্তন পাঠশালার স্বল্প শিক্ষিত। ইনি পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ গৃহী ছিলেন। ইঁহার অন্তর সরলতা পূর্ণ ছিল। ইনি আজীবন দেউপোতা মধ্য বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। ইনি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন। গ্রীষ্মাগমে বিদ্যালয়ের সকাল স্কুল (Morning School) হইলে ইনি প্রত্যহই ছাত্রবৃন্দকে নিজ ব্যয়ে গুড় ও ছোলা জলখাবার প্রদান করিতেন এবং তাঁহার বাটীর বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। তাঁহার জীবিতকালে কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইনি অনুজ ভ্রাতৃগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ইনি সালিশ বিচারে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামে বিবদমান পক্ষগণের সালিশী বিচারে আহূত হইয়া ন্যায় বিচারে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। ইনি অবিচ্ছেদে বহুবর্ষ মহিষাদল রাজ এষ্টেটের অধীন বহু গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। ইনি অতীব সুখ্যাতির সহিত এই কঠোর কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।
গ্রাম চকলালপুর, পোঃ বাড়বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার দোর ভূপতি নগরবাসী মাহিষ্য স্বর্গত ত্রিলোচন ভূঞ্যা মহোদয়ের বংশাবলী।

১। রূপাই ভূঞ্যা সুত কানাই (শ্রীরূপাময়ী) ২।

২। কানাই সুত নিমাই (স্ত্রী কুন্তলা) ও বৈরাগী ৩।

৩। নিমাই সুত শিবরাম (স্ত্রী পদ্মাবতী) ৪।

৪। শিবরাম সুত রামচরণ (স্ত্রী অহল্যা) ৫।

৫। রামচরণ সুত পরশী বা পরশমণি ও ত্রিলোচন (১মা স্ত্রী গয়েশ্বরী, ২য়া স্ত্রী আহ্লাদী ও ৩য়া স্ত্রী সত্যভামা) ৬।

৬। ত্রিলোচনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা নীরদা (স্বামী দ্বারকানাথ মণ্ডল রামপুর) **২য়া স্ত্রীর গর্ভে**—প্রভাবতী (স্বামী বিহারীলাল মণ্ডল—রামপুর), সুবোধবালা (স্বামী গিরীন্দ্রনাথ মাইতি—নাটশাল), নর্ম্মদা (স্বামী শ্রীনিবাসচন্দ্র সাঁতরা, মনোহরপুর), নৃপবালা (স্বামী হরিপদ সাঁতরা মনোহরপুর), হৈমবতী (স্বামী সুধাংশু শেখর ভূঞ্যা গোরাণখালি) ও ধীরেনবালা (স্বামী—বঙ্কিমবিহারী ভূঞ্যা—দাস-ঘাটা) **৩য়া স্ত্রীর গর্ভে**—(২ কন্যা কৃষ্ণভাবিনী স্বামী শশিভূষণ দাস (দক্ষিণ চক) ও বিনোদিনী স্বামী ধরণিধর বেরা এম. এস্, সি, বি-এল্ (তেঁতুলবেড়্যা) ৭।

৩। বৈরাগী পুত্র সন্নালী ও গুরাই ৪।

৪। গুরাই পুত্র রাজনারায়ণ।

৫। রাজনারায়ণ সুত গোপাল ও গজেন্দ্র ৬।

৬। গজেন্দ্র সুত গুণধর ও শশিভূষণ।

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার ভূপতি নগরবাসী স্বর্গত মাহিষ্য ত্রিলোচন ভূঞ্যা মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জেলা মেদিনীপুরের তমলুক পরগণার অন্তঃপাতী "অমৃতবেড়্যা" গ্রামে ইঁহাদের পূর্ব্ববাস। এই বংশীয় রামচরণ ভূঞ্যা তথা হইতে দোর পরগণার ভূপতি নগর গ্রামে বসবাস করেন। তিনি কি কারণে কোন্ সময়ে এখানে আসিয়া বাস করেন তাহা জানা যায় নাই। যাহাই হউক তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সেইজন্য বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া নানা সদনুষ্ঠানে সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

রামচরণ বাবুর—একমাত্র পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর ত্রিলোচন বাবু বাঙ্গালা ১২৫৯ সালে, ১৭ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষায় স্বল্পমাত্র শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, দয়াবান্, বিদ্যোৎসাহী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহার করুণায় ও দানে অনেক বিদ্যার্থী বিদ্যাধ্যয়নে সমর্থ এবং বহু বিপন্ন ব্যক্তি বিপন্মুক্ত হইয়াছেন।

ইনি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। জলাশয়াদি খনন প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেশবরেণ্য হইয়াছেন।

ইনি বাঙ্গালা ১২৯৯ সালে, ৪ঠ মাঘ ইঁহার পিতার ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ১২০০০ বার হাজার টাকা ব্যয় করেন। ১৩০২ সালে পঞ্চতীর্থ গমন করেন। ১৩৩২ সালে রামপুর গ্রামে কুকুড়াহাটী বালুঘাটা রাস্তার পার্শ্বে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহাতে পাকাঘাট এবং তৎপার্শ্বে পান্থগণের বিশ্রাম ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনি স্বীয় ভদ্রাসন প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী দেবতা স্থাপন করিয়া ১৩৩৪ সালে ১৮ই কার্ত্তিক উক্ত দেবসেবা এবং অতিথি সেবা ইত্যাদির জন্য ২৮১৪।৩।/০ বিঘা জমি অর্পণ করিয়াছেন। স্বীয় বাসভূমি ভূপতিনগর গ্রামে ত্রিলোচন হাই-স্কুল স্থাপন করিয়া (১৯২৭ সাল, ৩০শে নভেম্বর) উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনার্থ ৮৮ একর ৮৭ ডেসিমল জমি অর্পণ করতঃ (১৯২৭, ১৮ই ডিসেম্বর) মহীয়সী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

দোর পরগণার তেঁতুলবেড়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ধরণীধর বেরা মহোদয়কে স্বীয় ব্যয়ে বি-এস্-সি, হইতে এম্, এস্, সি ; বি, এল্ (B. Sc. to M. Sc : B. L.) পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করাইয়া তাঁহাকেই সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ১৩৩৬ সালে, ৭ই আশ্বিন এই দাতৃপ্রবর মরভূমি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদারবিন্দে বিলীন হইয়াছেন।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস। গ্রাম চকলালপুর। পোঃ বাড়বাসুদেবপুর। (মেদিনীপুর।)

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার কৃষ্ণনগর নিবাসী মাহিষ্য স্বর্গত ঈশানচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের বংশের বংশধরগণের নামাবলী।

১। মহেশচন্দ্র দাস সুত চিরঞ্জীব ২।

২। চিরঞ্জীব পুত্র গৌরচরণ, বৈরাগীচরণ দাস, নিতাই (•) ও চৈতন্য (০) ৩।

৩। গৌরচরণ সুত লক্ষ্মীকান্ত ৪। তৎসুত কামদেব ৫।

৫। কামদেব পুত্র সারদাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ (•) ৬।

৬। সারদাপ্রসাদ সুত স্বরূপ •), ভূদেব, মহাদেব ও বসুদেব (•) ৭।

৬। ভূদেব সুত অমূল্য, বনবিহারী ও রাসবিহারী ৭।

৬। মহাদেব সুত পুলিন, সুটবিহারী, বিজন ও গোকুল ৭।

৩। বৈরাগীচরণ দাস সুত রাজনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ৪।

৪। রাজনারায়ণ পুত্র কালীপ্রসাদ ও জয়নারায়ণ পুত্র প্রেমচাঁদ ৫।

৫। কালীপ্রসাদ সুত চন্দ্র (০), প্রসন্ন (•), গোপাল ও অন্নদা (•) ৬।

৬। গোপাল পুত্র সুরেন্দ্র, যতীন্দ্র, নরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র ৭।

৫। প্রেমচাঁদ সুত ঈশানচন্দ্র ও উমেশ (•) ৬।

৬। ঈশানচন্দ্র সুতকুসুম, চারুচন্দ্র, অবিনাশ, প্রমদা, ভূতনাথ ও প্রফুল্ল ৭।

৭। কুসুম সুত ভূষণ ৮।

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার কৃষ্ণনগরবাসী মাহিষ্য স্বর্গত ঈশানচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের নিকটবর্ত্তী বড়গেছ্যা গ্রাম এই বংশের আদি বাসস্থান। কি সূত্রে কোন্ সময়ে এতদ্বংশীয় কোন্ ব্যক্তি দোর পরগণার কৃষ্ণনগর গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞাত। বিদ্যোৎসাহী ঈশানচন্দ্র মাইতি বাঙ্গালা ১২৪৯ সালের, ২৮শে ভাদ্র, কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি মহিষাদল রাজ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া পরে তোমলুক হ্যামিল্টন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে কতিপয় বর্ষ অধ্যয়ন করেন। পরে অধ্যয়ন-বিরত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেন।

ইনি দেশবাসীর হিতকামনায় ইং ১৮৬৮ অব্দে স্বগ্রামে একটী উন্নত পাঠশালা স্থাপন করেন। উহা ইং ১৮৭৬ অব্দে মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয়ে পরে ইং ১৯০০ অব্দে মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষার বিস্তার ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ইনি অধিকাংশ ছাত্রকে অল্প বেতনে ও বিনা বেতনে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিয়া শিক্ষার বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। অনেক ছাত্র তদীয় অন্নে প্রতিপালিত হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত।

তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তথাপি তাঁহার শিক্ষানুরক্তি অতীব প্রবলা ছিল। সেই হেতু তিনি দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কালে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক ছাত্রকে পারিতোষিক প্রদান করিতেন।

কৃষ্ণনগরে এই বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে দোর বা মহিষাদল পরগণায় অন্য কোনও ব্যক্তি মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনে সমর্থ হন নাই।

তাঁহার স্থাপিত এই বিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্র সমুত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকালে কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ইনি বিনয়ী, মধুর ভাষী, সদালাপশীল, পরিশ্রমী, চরিত্রবান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়াও এই বিদ্যালয়টী সংরক্ষণ করিয়াছেন ও পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র প্রথিত যশা মনস্বী পণ্ডিত স্বর্গত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয় স্বরচিত **"দীনের উক্তি"** নামক পুস্তকে কর্ম্মবীর ঈশান বাবুর যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা ;—

"হৃদয়ে উৎসাহ বহ্নি করিতে দীপন,
ঈশান সমান জেদ করে কয়জন ?
... ...
কর্ম্মবীর লোকশিক্ষা প্রচারণে ব্রত,
সমাজের সদাচার সাধনে নিরত,
দোর-কৃষ্ণনগরের মধ্য-বিদ্যালয়,
আদি প্রতিষ্ঠাতা তুমি, তোমার আশ্রয়
লভিয়া, সুদীর্ঘকাল বিদ্যা-বিতরণে,
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে শত শত জনে।
জাতীয় উন্নতি আর শিক্ষার বিস্তার,
জীবনের সার লক্ষ্য আছিল তোমার।

কমলা করুণাবতী তোমারে না ছিল,
তবু তুমি ছিলে সদা আশ্রিত বৎসল।
খেয়ে অন্ন কত ছাত্র তোমার সদন,
বিদ্যালয়ে বিদ্যাধন করিছে অর্জ্জন।
... ...
আলস্য, ঔদাস্য আদি বিলাসি-সেবিত
তোমার নিকটে সদা ছিল অনাদৃত।"

এই দেশপ্রাণ মহামনা গত ১৩১৭ সালে, ১৯শে কার্ত্তিক, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।
গ্রাম চকলালপুর, পোঃ বাড়বাসুদেবপুর,
(মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার গুম্‌গড় পরগণার অন্তর্গত মহম্মদপুর নিবাসী করণ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পড়ুয়া মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী।

১। ৺বৈষ্ণবচরণ পড়ুয়া পুত্র ৺বিশ্বাধর (পত্নী মাধবী) ২।

২। ৺বিশ্বাধর সুত ৺সাধুচরণ (পত্নী নীলাম্বরী, শরবেড়্যা) ও মধুসূদন ৩।

৩। ৺সাধুচরণ সুত শ্রীরামনারায়ণ (পত্নী গোপিনী, দীনবন্ধুপুর), ৺হরনারায়ণ ১মা পত্নী (স্বর্ণময়ী, গোকুণবেড়া ০), ২য়া পত্নী (সারদা, দীনবন্ধুপুর), ৺গোপালচন্দ্র (০), শিবনারায়ণ পত্নী (নিস্তারিণী, আমগেছ্যা), উমাসুন্দরী—স্বামী নীলমণি মাইতি (বাসুপসরা) ও বামাসুন্দরী—স্বামী গোপীনাথ মাইতি (কামদেবনগর) ৪।

(৪) শ্রীরামনারায়ণের—পত্নী গোপিনী (দীনবন্ধুপুর) ধারা

৪। শ্রীরামনারায়ণ পুত্র শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ—পত্নী ১মা রাজবালা (শ্রীকৃষ্ণপুর), ২য়া নীরদা (মথুরা), শ্রীরাধাকৃষ্ণ—পত্নী প্রিয়শশী (জাহানাবাদ), জীবনকৃষ্ণ (০), কুসুমকুমারী—স্বামী উমেশচন্দ্র বল (গদাইবলবাড়) ও রজনীবালা—স্বামী ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র, বি-এ, বি-এল (সমসাবাদ) ৫।

(৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণের—পত্নী প্রিয়শশী (জাহানাবাদ) ধারা

৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সুত প্রমোদকুমার—পত্নী বল্লাবতী (রাধাবল্লভচক) ও পুলিনবিহারী—পত্নী নন্দরাণী ৬।

৬। প্রমোদকুমার সুত প্রজাপতি ও আদরবালা ৭।

৬। পুলিনবিহারী কন্যা মাত্র ৭।

(৪) শিবনারায়ণের—পত্নী নিস্তারিণী (আমগেছ্যা) ধারা

৪। শিবনারায়ণ সুত শ্রীমণীন্দ্র পত্নী চারুবালা (জাহানাবাদ), শ্রীরবীন্দ্র—পত্নী অমিয়বালা (বাড় কাশিমপুর), শ্রীঅশেষকুমার, ৺অজিত ও ৪ কন্যা যথা :—(ক) দৈবকী—স্বামী শ্রীধরচন্দ্র দাস (শিবরামপুর), (খ) সরোজিনী—স্বামী হেমন্তকুমার মাইতি (পাথুরিয়া), (গ) কিরণবালা স্বামী ভূষণচন্দ্র দাস (বামন আড়া), (ঘ) সৌদামিনী—স্বামী প্রভাসচন্দ্র জানা (গুয়াবেড়্যা) ৫।

৫। শ্রীমণীন্দ্র সুত প্রভাতকুমার, পুষ্পরাণী—স্বামী দেবব্রত মাইতি (ধান্যখোল), পূর্ণশশী, পঙ্কজকুমারী, পারুলবালা ও প্রীতিকণা ৬।

৫। শ্রীরবীন্দ্র কন্যা আঙ্গুরবালা ও খুকী ৬।

(৩) ৺মধুসূদন পড়ুয়ার ধারা

৩। ৺মধুসূদন ১মা পত্নী—কিনলুমণি (কুলুপ), ২য়া পত্নী মহেশ্বরী (বিল্লগ্রাম)

৩। ৺মধুসূদনের ১মা পত্নীজাত সুত ৺ভরতচন্দ্র—পত্নী স্বর্ণময়ী (দীনবন্ধুপুর)), ৺গঙ্গাধর স্ত্রী তিলোত্তমা (রামচন্দ্রপুর), শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ—স্ত্রী বসন্তকুমারী (দীনবন্ধুপুর) ও নয়ামণি—স্বামী মুরারিমোহন দাস (পড়্যার চক) ৪।

(৪) ৺ভরতচন্দ্রের ধারা—(পত্নী স্বর্ণময়ী, দীনবন্ধুপুর)

৪। ৺ভরতচন্দ্র সুত ৺বীরেন্দ্র—পত্নী সিন্ধুবালা (মাণিকপুর), শ্রীধীরেন্দ্র—পত্নী স্নেহলতা (জাহানাবাদ), শৈলবালা—স্বামী গোপালচন্দ্র জানা (জাহানাবাদ ও নির্ম্মলকুমারী—স্বামী গুণধর দাস (পড়্যার চক) ৫।

৫। ৺বীরেন্দ্র সুত বিনয়, বিজয় ও প্রভাবতী—স্বামী অনন্তকুমার ভূঞ্যা (বিল্লগ্রাম) ৬।

৫। শ্রীধীরেন্দ্র সুত সুকুমার, শৈবাল, শ্রীকুমার, লীলাবতী ও খুকী ৬।

(৪) ৺গঙ্গাধরের ধারা (স্ত্রী তিলোত্তমা—রামচন্দ্রপুর)

৪। ৺গঙ্গাধর সুত অশ্বিনীকুমার—পত্নী রোহিণী (পাথুরিয়া) ৫।

৫। অশ্বিনীকুমার সুত সুভাষ ও খোকা ৬।

(৪) লক্ষ্মীনারায়ণের ধারা (স্ত্রী বসন্তকুমারী—দীনবন্ধুপুর)

৪। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুত সুশীল, ৺সুবোধ, চিন্ময়ী—স্বামী অন্নদাচরণ জানা (জাহানাবাদ), ইন্দুবালা—স্বামী পাঁচুগোপাল মহাপাত্র (বদরতলা), ও রাধারাণী স্বামী পুলিনবিহারী মুদলি (দামোদরপুর) ৫।

৫। সুশীল—১মা স্ত্রী মনোরমা কন্যা দলনী ও ২য়া স্ত্রী সিন্ধুবালা পুত্র মাত্র ৬।

(৩) ৺মধুসূদন পড়ুয়ার ধারা (২য়া পত্নী গর্ভজাত মহেশ্বরা, বিল্লগাম)

৩। ৺মধুসূদন সুত শত্রুঘ্ন—পত্নী বিমলা (বসন্তপসরা) ও সুখদা—স্বামী নীলকণ্ঠ বেরা (মাণিকপুর) ৪।

৪। শত্রুঘ্ন সুত শ্রীপরেশ—পত্নী নীহারবালা (মথুরা) ও কামিনী—স্বামী বিহারীলাল মাইতি (বসন্তপসরা) ৫।

৫। শ্রীপরেশ সুত চিত্তরঞ্জন, শান্তি, কুন্তী, জয়ন্তী ও বাসন্তী ৬।

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত মহম্মদপুর নিবাসী করণ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পড়ুয়া মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বংশীয় কোন্ ব্যক্তি কোন্ জেলা হইতে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

সাধুচরণ বাবু—ইনি বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছিলেন। উদ্যোগী পুরুষই কমলার কৃপাপাত্র হন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সেইজন্য ইনি অধ্যবসায় প্রভাবে সামান্য অবস্থা হইতে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ইনি এবং ইঁহার সহধর্ম্মিণী বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে তুলা মেরুদান, শ্রীশ্রীবিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইনি চরিত্রবান্, ধার্ম্মিক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রচুর বিভবশালী হইলেও ইঁহাকে কখনও গর্ব্বিত দৃষ্ট হয় নাই। ইনি সর্ব্বদা বিলাসিতা শূন্য ও স্বাবলম্বী ছিলেন। ইনি স্বীয় পুত্রদিগকে ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন।

সদাশয় শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বাবু—করণ-কুল-গৌরব-মিহির অকপট জন-হিতৈষী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পড়ুয়া মহোদয় বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে ২৭ শে ভাদ্র তারিখে গুমগড় পরগণার অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সহৃদয় মাতা পিতার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান।

যে সময়ে রামনারায়ণ বাবু জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে উক্ত অঞ্চলে বর্ত্তমান কালের ন্যায় সুপরিচালিত স্কুল আদি ছিল না। সুতরাং তৎকালে প্রচলিত গ্রাম্য পাঠশালায় ইঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি বৈষয়িক কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। ইনি বাল্যাবধিই বুদ্ধিমান্ ও তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন এবং পিতার ন্যায় অধ্যবসায়ী, বিষয়-কর্ম্ম-নিপুণ, বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি পিতৃ-পরিত্যক্ত প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইয়া সৌভ্রাত্র সহকারে বিষয় কর্ম্ম পরিচালনা করিতে থাকেন; এতদবস্থায় কদাচ বিলাসিতা বা অবিবেকিতার আদৌ বশীভূত হন নাই।

পৈতৃক ধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় আনুরক্তি দৃষ্ট হয়। ইঁহার ধর্ম্মপ্রবণতায় ও দানে উক্ত গুমগড় পরগণার আমগেছিয়া গ্রামে "শ্রীশ্রীউমেশ্বর শিবমন্দির" ও "শ্রীশ্রীশীতলা দেবীর মন্দির" মোট ১৫০০৲ টাকা ব্যয়ে, দুর্গাপুর গ্রামে "শ্রীশ্রীশীতলা দেবীর মন্দির ৯৫০৲ টাকা ব্যয়ে, স্বগ্রামে স্বীয় বাস্ত বাটীর সমীপস্থ প্রাঙ্গণে—"শ্রীশ্রীরামেশ্বর শিব মন্দির" ৭০০৲ সাতশত টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি "নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাইস্কুল

পরিচালনার্থ ২০/ কুড়ি বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। উক্ত দুর্গাপুর গ্রামে স্বপ্রতিষ্ঠিত "রামনারায়ণ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী" পরিচালনার্থ বার্ষিক ১০০ একশত টাকা প্রদান করিতেছেন। ভবিষ্যতে ও উহা উক্তরূপে পরিচালিত হইবে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

উক্ত বিদ্যালয় হইতে (সংস্কৃত চতুষ্পাঠী হইতে) প্রতি বর্ষেই বহু ছাত্র উপাধি পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইতেছেন। উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সাংখ্যকাব্য-মীমাংসাতীর্থ মহোদয় সুপণ্ডিত।

দাতৃপ্রবর রামনারায়ণ বাবু—কটক জেলায় একটী কূপ খননার্থ ১২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে (১৩৪৭ সালে) উক্ত মহেশ্বরপুর গ্রামে স্বীয় আবাস গৃহের অনতি দূরে দুঃস্থ জনগণের রোগ যন্ত্রণা নিরসনার্থ "রাম গোপিনী দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন পূর্ব্বক উহার পরিচালনা হেতু ২৩৬/ দুইশত ছত্রিশ বিঘা জমি এবং রিজার্ভ ফণ্ডে ১০০০৲ এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। উহার আসবাব পত্র ও ঔষধাদিক্রয়ে মোট ১০০০৲ এক হাজার টাকা; উক্ত চিকিৎসালয়, ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের কোয়ার্টার নির্ম্মাণে এবং পুষ্করিণী খননে ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা প্রদান করতঃ দরিদ্র অসহায় রোগাতুরগণের জীবন রক্ষণের হেতু হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

ইঁহার একতর পৌত্র (শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বাবুর যুবক পুত্র) সুকুমার "প্রমোদ কুমার" দুরন্ত কালের লোলুপ-দৃষ্টিতে চিরাপহৃত হইলে ইনি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা-কল্পে স্বীয় বাস বাটীর সম্মুখস্থ সুবিস্তীর্ণ খালের উপর "প্রমোদ স্মৃতি-সেতু" নামধেয় একটী সুদৃশ্য ও সুরম্য লৌহ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পান্থজনের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই সেতু নির্ম্মাণে ৮৫০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে (সন ১৩৪৬ সাল)।

ইনি বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। বিশেষতঃ

নন্দীগ্রাম বাসী শ্রীমান্ হেমচন্দ্র রাউৎ মহাশয়কে বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষাকালে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বহু ঋণ-দায়গ্রস্তের ঋণ মোচনে এবং বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের উপবীত দানে (উপনয়ণ সংস্কারার্থ) বহু টাকা দান করিয়াছেন।

বাণীর উপাসক কমলার করুণা-কটাক্ষ বঞ্চিত গ্রন্থকার স্ব স্ব পুস্তক মুদ্রণ হেতু ইঁহার নিকট বহু টাকা দান লাভে ধন্যাস্মন্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ প্রার্থী মাত্রেই ইঁহার নিকট বিফল মনোরথ হন নাই।

এতদ্ব্যতীত ইনি তুলা মেরুদান, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্যে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ইঁহারই বিপুল ব্যয়ে প্রতি বর্ষে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষে উল্লিখিত "শ্রীশ্রীরামেশ্বর শিবমন্দির" প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ মেলা হয়। উক্ত মেলা প্রায়শঃ এক বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। মেলায় সুপ্রসিদ্ধ গায়কগণের যাত্রা এবং পুতুল নাচ ইত্যাদি আমোদজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে উক্তস্থান কোলাহলময় আনন্দভবন রূপে পরিদৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনগণ আদর আপ্যায়নে অতীব আনন্দিত হন।

ইনি অতি উদার চেতা, বিলাস বিহীন, অনাড়ম্বর, আদর্শ চরিত্র, দেশ-হিতব্রত, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। ইঁহার আতিথেয়তা দেশ বিশ্রুত। ইনি মধ্যে মধ্যে সাদরে ভূরি ভোজনে দেশবাসীকে পরিতৃপ্ত করিয়া সকলেরই পরমাত্মীয় রূপে পরিচিত।

ইঁহার কনিষ্ঠ জামাতা মেদিনীপুর জেলা কোর্টের খ্যাতনামা উকিল গুমগড় সমসাবাদ বাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র বি-এ, বি-এল মহোদয় সুসাহিত্যিক ও দেশহিতৈষী।

ইনি বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেও মানসিক তেজে যুবক। ইঁহার উদ্যম শক্তি সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এক্ষণে শ্রীশ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি তিনি ইঁহার অনাময় সুদীর্ঘ জীবন দান করুন।

শ্রীযুক্ত **প্রাণকৃষ্ণ** বাবু ও শ্রীযুক্ত **রাধাকৃষ্ণ**—এই ভ্রাতৃদ্বয় পরম সৌভ্রাত্র সহ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বর্ত্তমান কালে প্রাচীন আর্য্য গরিমার প্রভাব প্রদর্শন করিতেছেন। পুত্রাণাঞ্চ পরো ধর্ম্মঃ পিতৃ-শুশ্রূষণং পরং (পিতৃ সেবাই পুত্রের প্রধান কার্য্য) এই শাস্ত্রীয় বাণীর যাথার্থ্যই ইঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকৃত শিক্ষার সারত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কালের প্রভাবে অধুনা ইহা অতি দুর্লভ।

৺**শিবনারায়ণ** বাবু—ইনি অতীব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাইস্কুলে ৩০/ বিঘা জমি দান করেন। স্বগ্রামে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

শ্রীযুক্ত **মণীন্দ্রনাথ** ও শ্রীযুক্ত **রবীন্দ্রনাথ** বাবু প্রভৃতি সহোদরগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত উক্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টীকে মহম্মদপুর শিবনারায়ণ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত করেন (ইং ১৯২৫ সাল)। এবং উহার পরিচালন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৪০/ চল্লিশ বিঘা ভূমি দান করিয়া দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধনে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অপরন্তঃ পিতৃভক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রকটনে অনুপম মহতী কীর্ত্তির অধিকারলাভে সমর্থ হইয়াছেন। উচ্চাশয়-সম্পন্ন এই যুবকগণের ঈদৃশী দানশীলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত থাকুক ইহাই শ্রীশ্রীকরুণাময়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

ভরতচন্দ্র বাবু—ইনি সহৃদয়, নিরহঙ্কার, সমদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বিনয়ী ও গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাইস্কুলে ২০/ কুড়ি বিঘা জমি দান করিয়াছেন। ইনি গীতা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত ছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে এতদঞ্চলে পণ্ডিত প্রবর স্বর্গত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহোদয় কৃত শ্রীশ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, প্রকাশের পরই আনয়ন করেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র ধীরেন্দ্র বাবু ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ভ্রম সংশোধন :—৮৬ পৃষ্ঠার ৭ পংক্তির গোরুণবেড়া স্থলে গোরাণবেড়া, ঐ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তির বাস্তপসরা স্থলে কাণ্ডপসরা পাঠ করিবেন এবং উক্ত পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে নন্দরাণীর পরে (কলিকাতা) সংযোগ করিয়া লইবেন।

৮৭ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তির বামন আড়া স্থলে বামুন আড়া, ৯ পক্তির ধান্যখোল স্থলে ধান্যখোলা, ১২ পংক্তির বিল্লগ্রাম স্থলে চিল্লগ্রাম, ১৫ পংক্তির ও স্থলে। এবং সয়ামণি স্থলে সভামণি পাঠ করিবেন। ঐ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তির পড়্যারচক স্থলে দীনবন্ধুপুর এবং ২২ পংক্তির বিল্লগ্রাম স্থলে চিল্লগ্রাম পাঠ করিবেন।

৮৮ পৃষ্ঠার :—১০ পংক্তির বিল্লগ্রাম স্থলে চিল্লগ্রাম, ১১ পংক্তির বসন্ত-পসরা স্থলে কাণ্ডপসরা, ১৪ পংক্তির বসন্তপসরা স্থলে কাণ্ডপসরা পাঠ করিবেন

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস,
গ্রাম চকলালপুর, পোঃ বাড়বাসুদেবপুর
(মেদিনীপুর)।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী মধ্যহিংলী গ্রামবাসী কায়স্থ পণ্ডিত স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী

(১) ৺রসিকলাল মজুমদার সুত রামকানাই (২) রামকানাই সুত রামগোবিন্দ ৩। তৎসুত রামকৃষ্ণ (পত্নী অহল্যা)।

৪। রামকৃষ্ণ সুত গুরুপ্রসাদ—১ম পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী ২য়া পত্নী শ্রীমতী ৫।

৫। গুরুপ্রসাদ সুত শিবচরণ—পত্নী বরদাময়ী ৬।

৬। শিবচরণ সুত বামাচরণ (০), সুরেশচন্দ্র—পত্নী সুশীলাবালা, প্রণম (০), মহিমচন্দ্র—পত্নী নগেনবালা, রজনীকান্ত (১মা পত্নী ননীবালা, ২য়া পত্নী ক্ষুদনবালা), সতীশচন্দ্র (পত্নী সিন্ধুবালা) ও কন্যা নিরুপমা ৭।

(৭) সুরেশচন্দ্র—সুশীলাবালার ধারা

৭। সুরেশচন্দ্র সুত নগেন্দ্র, সরলা, বঙ্কিমচন্দ্র (পত্নী উমাশশী বাড়ইনরী) কন্যা (মৃতা), রাজবালা, কালীপদ ও উমাবালা ৮।

৮। বঙ্কিমচন্দ্র সুত মায়ারাণী, গীতারাণী, শান্তিময়ী, দিলীপকুমার, বাণী ও চটু (কন্যা) ৯।

(৭) মহিমচন্দ্র—নগেনবালার ধারা

৭। মহিমচন্দ্র সুত ভবতোষ (পত্নী পঙ্কবালা), সন্তোষ, কৃষ্ণা ও গোড়া ৮।

৮। ভবতোষ সুত টুনু ৯।

(৭) রজনীকান্ত—১মা পত্নী ননীবালার ধারা

৭। রজনীকান্ত কন্যা নির্ম্মলা ও ১ পুত্র ৮।

(৭) রজনীকান্ত—২য়া পত্নী ক্ষুদনবালার ধারা

৭। রজনীকান্ত সুত ভোলানাথ, বাদল, পটল (কন্যা) ও পুত্র ৮।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী মধ্যহিংলী গ্রাম বাসী কায়স্থ পণ্ডিত স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মহিষাদল পরগণার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ মহিষাদল রাজবাটীর সমীপস্থ মধ্যহিংলী গ্রামে এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ কোন অজ্ঞাত সময় হইতে বাস করিতেছিলেন। কি কারণে কোন্ ব্যক্তি ঐ গ্রামে শুভাগমন করেন তাহাও অপরিজ্ঞাত।

এতদ্বংশোদ্ভব শিবচরণবাবু স্বল্প শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ মহিষাদল রাজ এষ্টেটে সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। তিনি চরিত্রবান্, শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি অর্থাভাবে পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে সমর্থ হন নাই।

আদর্শ-চরিত্র পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র—কমলার করুণা-কণা-বঞ্চিত বাণীর একনিষ্ঠ-সাধক যে মহানুভব উদারচেতা ব্যক্তিগণ পবিত্র শিক্ষাদান-ব্রতে ব্যাপৃত থাকিয়া পল্লীবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধনে অমর হইয়াছেন, তন্মধ্যে এই পবিত্র চরিত্র মহোদয় অন্যতম। ইনি বাঙ্গালা ১২৭০ সালে ১৯শে ভাদ্র উক্ত মধ্যহিংলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (ইং ১৮৬৩, ৪ঠা সেপ্টেম্বর)। প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। ইনি অতীব বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তজ্জন্য পাঠশালার শেষ পরীক্ষায় তিন টাকা এবং ইঁহার শিক্ষক মহোদয় ১৫৲ পনর টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

পরে ইনি মহিষাদল রাজ ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতঃ মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর অর্থাভাবে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া জলামুঠা পরগণার গোপীনাথপুর গ্রামে প্রাইভেট্ শিক্ষকরূপে দশমাস কার্য্য করেন। উক্ত ছাত্রের অভিভাবকের অনুকম্পায় ইনি তমোলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলে থার্ডক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া একবৎসর অধ্যয়ন করেন; তৎপরে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতায় অধ্যয়ন ত্যাগ করেন।

তৎপরে ইনি মহিষাদল পরগণার দেউলপোতা নিবাসী দেশহিতরত স্বর্গত নীলমণি মণ্ডল মহোদয় কর্ত্তৃক স্থাপিত দেউলপোতা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন (১৮৮৩।১২ই ফেব্রুয়ারি)। এই বিদ্যালয়ই (মহিষাদল রাজ বিদ্যালয় ব্যতীত) এই পরগণার আদি বিদ্যালয় (স্কুল)। পরে ইং ১৮৮৫ সালে ১৫ই মে উক্ত বিদ্যালয় মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয়ে পরিণত হইলে, উক্ত বিদ্যালয়ে তৃতীয় শিক্ষকরূপে কার্য্য করিতে

থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে দ্বিতীয় শিক্ষক পদে উন্নীত করেন (ইং ১৯১৮ মে)। ইনি তদবধি ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে নৈপুণ্যসহকারে শিক্ষকতা কার্য্য করিতে থাকেন।

অতঃপর শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ :—কার্য্য হইতে অবসর লাভ করেন। ইঁহার গুণমুগ্ধ গুণগ্রাহী উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহোদয়গণ ইঁহাকে মাসিক পাঁচ টাকা হারে পেন্সন প্রদান করেন। ইনি ইং ১৯৩৭ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত উক্ত পেন্সন যথারীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেউলপোতার কার্য্য ত্যাগের পর ইনি উক্ত মধ্যহিংলী বাসী সহৃদয় অকপট দেশহিতৈষী উদারচেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহ সব্-আসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন মহোদয়ের অল্প বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ শক্তিকুমার সিংহের প্রাইভেট্ শিক্ষক রূপে কতিপয় বর্ষ কার্য্য করিয়া স্বাস্থ্য হীনতায় শিক্ষাদান হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উক্ত শ্রীমান্ শক্তিকুমার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে এম্, এ, অধ্যয়নে রত এবং বিনয় সৌজন্যাদি গুণ-বিভূষিত।

ইনি (সুরেশচন্দ্র বাবু) আদর্শ চরিত্র, ছাত্রবৎসল, ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষক এবং পূর্ণ সংযমশালী ব্যক্তি। বিশেষতঃ ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। স্বধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল। ইঁহার মধুর বিনম্র আচরণে সকলেই অতীব আনন্দিত হইত। ইনি পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, নিরহঙ্কার ও মধুরভাষী ছিলেন।

ইনি ছাত্রগণকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন। ইনি বিদ্যালয়ের অধ্যাপনীয় সর্ব্ব বিষয়েই ব্যুৎপন্ন বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে ও গণিতে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক রূপে প্রখ্যাত ছিলেন। সমস্ত জীবন বাণী-চরণ সেবনে অতিবাহিত করিয়াছেন। ইনি একই বিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশ বর্ষ কাল অবিচ্ছেদে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

অর্থাভাবে স্বীয় পুত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেও

তাঁহাদিগকে নৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ১৩২৭ সালে ২৩শে কার্ত্তিক ইঁহার সহধর্ম্মিণী অকালে পরলোক গমন করিলে ইনি আর দার পরিগ্রহ করেন নাই।

পরে বিধাতৃ নির্দ্দেশে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থলে দিল্লী নগরীতে কনিষ্ঠ পুত্রসহ বাস করিতে থাকেন (১৩৩৮। ২রা পৌষ হইতে) উক্ত স্থানে বাস কালে শ্রীশ্রীহরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া পরমানন্দ লাভে কৃতকৃত্য হন।

এইরূপে কতিপয় বর্ষ দিল্লীতে বাস করিয়া, সমীপস্থ নব প্রতিবেশি-বৃন্দকে স্বীয় স্বভাব-সুলভ ঔদার্য্য-পূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ করতঃ উক্ত দিল্লী নগরীতে স্বীয় পুণ্যপূত কলেবর পরিহার করিলেন (ইং সন ১৯৩৭। ২০শে আগষ্ট)।

পুণ্যতোয়া যমুনাতীরস্থ সুপ্রথিত "নিগাম্বদ" ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসমাহিত হয়। গুণগ্রাহী প্রবাসী বাঙ্গালী মহোদয়গণ সকলেই শোকপ্রকাশে এই মহানুভবের শবানুগমন করিয়া যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

ঈদৃশ আদর্শ চরিত্র, সর্ব্বগুণোপেত উদারচেতা ব্যক্তি অধুনা একান্ত দুর্লভ।

শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র—এই যুবক স্বল্প শিক্ষিত হইলেও পিতৃ-সদৃশ সহিষ্ণুতা, বিনয়, সৌজন্যাদি গুণ ভূষিত। শ্রীমান্, হুগলী জেলার বাহানরী গ্রামবাসী সদাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উমাশশী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান্ উক্ত মহানুভবের একান্ত অনুকম্পায় দিল্লী নগরীতে গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া প্রেসের রিডিং ব্রাঞ্চে রিভাইজার পোষ্টে মাসিক ছষট্টি টাকা বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত। এবং তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ কালীপদও উক্ত অফিসে মাসিক বাইশ টাকা বেতনে কার্য্য

করিতেছে। শ্রীমান্ কালিপদ বিনয়ী ও পিতৃবৎ সরলচেতা। আশা করি ও শ্রীশ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি সম্ভ্রান্ত বংশীয় এই ভ্রাতৃ-যুগল পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে স্বীয় বংশোচিত গুণ মর্য্যাদা স্মৃতি পথে জাজ্বল্যমান রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দীপ্ত তেজে অগ্রসর হইতে থাকুক।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।
গ্রাম চকলালপুর
পোঃ বাড়বাসুদেবপুর, (মেদিনীপুর)

জেলা মেদিনীপুর খড়্গপুর পরগণার যক্ষপুর নিবাসী কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের বংশাবলী।

(১) ৺হরনারায়ণ মিত্র সুত গুরুপ্রসাদ ২। তৎসুত ১মা কন্যা ও পুত্র স্বরূপমোহন (পত্নী ধর্ম্মদাসী—যক্ষপুর) ৩।

৩। স্বরূপমোহন সুত রাধামোহন - পত্নী ব্রহ্মময়ী (মেমারি) ৪।

৪। রাধামোহন সুত কালীমোহন—পত্নী কামিনী (পানিহাটী), ৺প্যারীমোহন—স্ত্রী বিরাজমোহিনী (সুখচর) (০), ৺কিশোরীমোহন—১মা স্ত্রী মগ্নমণি, ২য়া স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত। বেচনমণি—স্বামী কাশীনাথ পাল চৌধুরী (পিঙ্গলা) ৫।

(৫) কালীমোহন—কামিনীর ধারা

৫। কালীমোহন সুত থাকমণি—স্বামী নীলকমল রায় (মালঞ্চ), নারায়ণপ্রসাদ—পত্নী রাজবালা (মেমারি) ০ ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র ৬। নগেন্দ্রনাথের দুই বিবাহ—১মা পত্নী শরৎশশীর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী—স্বামী শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত (মধ্যহিংলী)। ২য়া পত্নী—হেমলতার (কোত বাজার,

মেদিনীপুর) কন্যা শ্রীমতী মণীবালা—স্বামী শ্রীনলিনীরঞ্জন রায়, (বেলেতোড়, বাঁকুড়া) ও পুত্র ৺অমরনাথ এফ্‌ এ পাশ পর্য্যায় ৭।

(৫) ৺কিশোরীমোহনের ১মা পত্নী মগ্নমণির ১ পুত্র শ্রীঅক্ষয় নারায়ণ মিত্র, বি, এ ৬। ২য়া স্ত্রীর গর্ভে বৈদ্যনাথ, ধনঞ্জয়, শিবপ্রসাদ তিন পুত্র এবং সরযূবালা নামে এক কন্যা (স্বামী উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়—দেউরদা) জন্মগ্রহণ করে পর্য্যায় ৬।

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর পরগণার অন্তর্গত যক্ষপুর নিবাসী—কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বংশের আদি বাসস্থান হুগলী জেলায় কোন্নগর। তথা হইতে এতদ্বংশীয় স্বরূপমোহন মিত্র মহোদয় মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর রেলষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী যক্ষপুর (যক্‌পুর) নামক স্থানে বাস করেন। উক্ত স্থানে "শ্রীশ্রীযক্ষেশ্বর" নামক মহাদেব আছেন, তাঁহারই নামানুসারে এই স্থান যক্ষপুর নামে অভিহিত। এই গ্রামে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস আছে।

উক্ত যক্ষপুর নিবাসী স্বর্গত জমিদার দর্পনারায়ণ রায় মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ধন্মদাসীকে উক্ত স্বরূপমোহন মিত্র মহাশয়কে সমর্পণ করিয়া বার্ষিক প্রায় ১৫০০৲ পনর শত টাকা আয়ের লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন এবং জামাতাকে নিজ গ্রামে বাস করান। উক্ত দর্পনারায়ণ বাবুর পিতা রাজনারায়ণ মুর্শিদাবাদ নবাবের অধীনে মেদিনীপুর জেলার কাননগো ছিলেন।

রাধামোহন বাবু মেদিনীপুর কালেক্টরীর সদর কাননগো ছিলেন। প্যারীমোহন বাবু মেদিনীপুর জজ আদালতের ট্রানস্‌লেটার (অনুবাদক) এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ইণ্টার প্রিটার (Interpreter.) ছিলেন।

কিশোরীমোহন বাবু মেদিনীপুর কলেজ হইতে এফ্. এ. পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ। ইনি প্রথমে মেদিনীপুরের কালেক্টর মাননীয় হ্যারিসন্ সাহেবের সময়ে মেদিনীপুর কালেক্টরীর কেরাণী পদে নিযুক্ত হন। পরে কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতা সহকারে কার্য্য করেন। তদীয় কার্য্যকারিতায় বিমুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইয়া মহামান্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন।

কিশোরমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয় নারায়ণ মিত্র বি, এ মহোদয় হাওড়ার সব্ ডিভিসন্যাল অফিসার (S. D. O.) ইনি সদাশয়, কোমলপ্রাণ ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র মহাশয় বিলাতের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। ধনঞ্জয় বাবু বিলাতে ডাক্তারি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতী মহিলার পাণি গ্রহণে স্কটল্যাণ্ডে ডাক্তারি করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র—ইনি গত ১২৫১ সালে চৈত্র মাসে উল্লিখিত যক্ষপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ৫।৬ বৎসর এবং বি এন্ রেলওয়ে ৮।১০ বৎসর হেড্ ক্লার্ক পদে অতীব দক্ষতাসহ কার্য্য করতঃ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

ইনি বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। বর্ত্তমান ইঁহার বয়স ৯৮ বৎসর ১০ মাস (১৩৪৭ মাঘ)। তথাপি ইনি পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ রূপে অবস্থিত আছেন। ইঁহার স্মৃতি শক্তি এখনও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। ইঁহার একমাত্র পুত্র অনাথনাথ এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইঁহার স্নেহময় অঙ্ক হইতে চিরবিচ্যুত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি ইঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা মহিষাদল পরগণার মধ্যহিংলী নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-গুণে

আবদ্ধ হইয়া দুহিতা ও জামাতার সেবা গ্রহণে উক্ত মধ্যহিংলী গ্রামে তাঁহাদের ভবনে সসম্মানে বাস করিতেছেন। ইনি শেষ জীবন ভগবদর্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেছেন। অধুনা ঈদৃশ প্রবীণ, জ্ঞানী, বৃদ্ধ এতদ্দেশে আর নাই। ইনি সতত্ই মধুর ভাষী ও নিরহঙ্কার।

মেদিনীপুর সহরবাসী স্বর্গত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, পি আর্ এস্ (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার) মহোদয় ইঁহারই বিভিন্ন শাখার জ্ঞাতিরূপে সুপরিচিত।

অতি বর্ষীয়ান্ অদ্বিতীয় স্মৃতি-শক্তিক ধীমান্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া এই তথ্য সংগৃহীত ও লিখিত হইল।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।
গ্রাম চকলালপুর,
পোঃ বাড়বাসুদেবপুর, জেলা মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর জেলার মাহযাদল পরগণার অন্তর্গত চৈতন্যপুরবাসী মাহিষ্য স্বর্গত ব্রজমোহন মাইতি মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী।

১। ৺জগন্নাথ মাইতি সুত ৺খুমাল ২। ৺খুমাল সুত লক্ষ্মণ—পত্নী ১মা হরিপ্রিয়া (০), ২য়া গান্ধারী। শিবনারায়ণ—পত্নী চন্দ্রাবলী। ৺কালী ৩।

(৩) লক্ষ্মণ—পত্নী গান্ধারীর ধারা

৩। লক্ষ্মণ সুত গয়ারাম—পত্নী স্বর্ণময়ী, একাদশী ও কন্যা শ্রীমতী রত্নপ্রভা—স্বামী পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি (দ্বারিবেড়্যা) ৪।

৪। গয়ারাম সুত কুঞ্জ—পত্নী রাশি ও বিভূতি—পত্নী খাঁদি ৫।

৫। কুঞ্জ সুত শশিভূষণ ও বিধুভূষণ ৬।

৫। বিভূতি সুত পঞ্চানন ৬।

৪। একাদশী সুত পূর্ণ ও রজনী—পত্নী তিলোত্তমা ৫।

(৩) শিবনারায়ণ—পত্নী চন্দ্রাবলীর ধারা

৩। শিবনারায়ণ সুত গোপীনাথ, কার্ত্তিক—পত্নী স্বর্ণময়ী ও ব্রজমোহন ৪। গোপীনাথ সুত সুরেন্দ্রনাথ ও কার্ত্তিক সুত রামনাথ পর্য্যায় ৫।

৪। ব্রজমোহনের দুই পত্নী ১মা মোক্ষদা (দেউলপোতা) ও ২য়া গৌরী।

(৪) ব্রজমোহনের ধারা

১মা পত্নী মোক্ষদা গর্ভজাত সুত হেমচন্দ্র—(পত্নী জ্ঞানদা)। ২য়া পত্নী গৌরীর গর্ভজাত সুত হরিহর—স্ত্রী প্রভা ও মুকুন্দ পর্য্যায় ৫।

(৪) ব্রজমোহনের ১মা পত্নী মোক্ষদা গর্ভজাত কন্যা কুসুম—স্বামী রজনীকান্ত মাইতি (ব্রজলালচক) এবং ২য়া পত্নী গৌরীর গর্ভজাত কন্যা মণিবালা—স্বামী শুকদেব মাইতি (আকুবপুর) ও পঞ্চমী—স্বামী গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত (চকদ্বীপা) পর্য্যায় ৫।

(৪) ব্রজমোহন সুত মোক্ষদা গর্ভজাত (৫) হেমচন্দ্রের ২ কন্যা ও এক পুত্র সন্তোষ পর্য্যায় ৬।

(৫) হেমচন্দ্রের ১মা কন্যা চারুবালা—স্বামী বিধুভূষণ কুইতি (বাড়বাসুদেবপুর) ও ২য়া কন্যা কমলা—স্বামী কার্ত্তিকচন্দ্র দাস (বাড়সুন্দরা) ম্যাট্রিক এবং নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তর্গত চৈতন্যপুরবাসী মাহিষ্য স্বর্গত ব্রজমোহন মাইতি মহোদয়ের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ মহিষাদল পরগণার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামে বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। এই বংশের বিভিন্ন শাখার ব্যক্তিগণ এই পরগণার কল্যাণপুর প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসী।

সদ্‌গুণগ্রাহী ব্রজমোহন—ইনি বাঙ্গালা ১২৭৪ সালে ৯ই কার্ত্তিক চৈতন্যপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া সম্যক্ পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইনি বাল্যাবধিই অকৃত্রিম গুরুভক্ত ছিলেন। ইঁহার বাল্য-শিক্ষক স্বর্গত চন্দ্রমোহন দাস (বর্ত্তমান লেখকের পরমারাধ্য পিতৃদেব) মহোদয়কে অতীব ভক্তি করিতেন।

ইনি পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর বাঙ্গালা ১২৯২ সাল হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত যোগ্যতাসহকারে শিক্ষকতা কার্য্য করেন। প্রতিবর্ষেই সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিতেন। ইনি স্বল্প-বিত্ত গৃহস্থ-ভবনে জন্মগ্রহণ করিলেও আজীবন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। সতত মনোযোগ সহ নানা ধর্ম্মপুস্তক, ইতিহাস, সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতেন এবং সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ইনি বহুব্যয়ে বিবিধ ধর্ম্মপুস্তকাদিও সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিয়াছেন।

তিনি দোর পরগণার জুনাটিয়া গ্রাম নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হরিভক্তপরায়ণ দ্বিজাগ্রগণ্য স্বর্গত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি এবং দারিবেড়্যা নিবাসী বিশ্বপ্রেমিক জনহিতৈষী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয়দ্বয়ের উপদেশ অনুসরণে পরোপকৃতি-মহোচ্চ-ব্রতে সততই ব্রতী ছিলেন। বিপুল ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরোপকার সাধনে আত্মপ্রসাদলাভে সুখী হইতেন।

দেব, দ্বিজ এবং ধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল। তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ—শ্রীশ্রীহরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, গয়া, কাশী, পুরী প্রভৃতি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুরাগিতার একান্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ইনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য-বিবরণী, তত্তদ্বংশের বংশধরগণের নামাবলি ও পরিচিতি, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিষয় একটী ডায়েরীতে যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উক্ত ডায়েরীতে বহু তথ্য

নিবেশিত আছে। গুণগ্রাহী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি উহাতে পূর্ণ মনোরথ হইবেন। এই লেখক ও উক্ত ডায়েরী হইতে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পরমোপকৃত ও তদীয় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

ইনি আদর্শ চরিত্র, পরোপকারী, বিনয়ী, সহিষ্ণু, অতিথিবৎসল ও দেশভক্ত এবং সালিশী বিচারে একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। দেশবাসী ইঁহার গুণমুগ্ধ। ইনি অতি উদ্যমশীল ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখরা ছিল। ইনি ১৩৪৪ সালের ৭ই আশ্বিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র সাঁতি—নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে চব্বিশ পরগণা জেলার বড়িষা হাইস্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত। শ্রীমান্ হেমচন্দ্র পিতৃবৎ বিনয়ী, সহিষ্ণুতাদি গুণোপেত।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।
গ্রাম—চককালপুর
পোঃ—বাড়বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর)।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তর্গত মধ্যহিংলী গ্রামবাসী কায়স্থ স্বর্গত মিহিরচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের বংশাবলী।

১। ৺মথুরাধর দত্ত সুত পরমানন্দ ২। পরমানন্দ সুত নন্দরাম ও মোহনচন্দ্র ৩।

৩। মোহনচন্দ্র সুত রসিকরাম ৪। রসিকরাম সুত রামকিশোর, গোবর্দ্ধন ও নলকিশোর ৫।

(৫) রামকিশোরের ধারা

৫। রামকিশোর সুত রামশঙ্কর ও ভবানীশঙ্কর ৬।

৬। রামশঙ্কর সুত বলরাম ও রূপনারায়ণ (০) ৭।

৭। বলরামের ১মা স্ত্রী গর্ভজাত সুত খুলনা (০) ও গোবিন্দ—পত্নী দিগম্বরী (গোবর্দ্ধনপুর) ৮।

৭। বলরামের ২য়া স্ত্রী গর্ভজাত সুত মহেশ—পত্নী অন্নপূর্ণা, ঈশান ও জগৎ ৮।

বলরামের প্রথমা স্ত্রী গর্ভজাত (৮) গোবিন্দ—দিগম্বরীর ধারা

৮। গোবিন্দ সুত মিহির—পত্নী সারদাময়ী (গোবর্দ্ধনপুর) ৯।

৯। মিহির সুত নীরদাময়ী—স্বামী কুমেদাচরণ মিত্র (পুলসিটা), ৺গোপাল (০), প্রিয়নাথ (০), বেণিমাধব—পত্নী হেমাঙ্গিনী (কলিকাতা), কুসুমকুমারী—স্বামী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীমণীন্দ্রনাথ—পত্নী মৃণালিনী (যক্ষপুর) ও শ্রীনিবারণচন্দ্র—পত্নী স্বর্ণকুমারী (কলিকাতা) ১০।

১০। নীরদাময়ীর ৩ পুত্র যথা প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অমূল্যচন্দ্র বি, এ ও উৎফুল্লচন্দ্র মিত্র, বি, এস্ সি পর্য্যায় ১১।

(৯) মিহির সুত (১০) বেণিমাধব—হেমাঙ্গিনীর ধারা

১০। বেণিমাধব কন্যা ৺আশালতা স্বামী হরেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া) ১১।

১১। ৺আশালতা কন্যা চিন্ময়ী স্বামী গৌরীশঙ্কর ঘোষ (পিঙ্গলা) স্বর্ণময়ী স্বামী ভোলানাথ বসু (বেলেঘাটা), পুত্র দেবপ্রসাদ মিত্র (ম্যাট্রিক) ও ভবানীপ্রসাদ মিত্র অধ্যয়নরত পর্য্যায় ১২।

মিহির কন্যা (১০) কুসুমকুমারীর পুত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ, কন্যা হেমকুমারী ও রজতকুমারী পর্য্যায় ১১।

(৯) মিহির সুত (১০) মণীন্দ্রনাথ—পত্নী মৃণালিনীর (যক্ষপুর) ধারা

১০। মণীন্দ্র কন্যা স্নেহলতা ও লাবণ্যলতা ১১।

১১। স্নেহলতা—স্বামী রাজেন্দ্রলাল বসু (পাঁচলা, হাওড়া) পুত্র তুষারকান্তি, মৃণালকান্তি, পীযুষকান্তি, সুকান্তি ও উৎপলকান্তি, কন্যা কল্যাণী ও রমা পর্য্যায় ১২।

১১। লাবণ্যলতা—স্বামী প্রকাশচন্দ্র ঘোষ I. A., B. A, অনুত্তীর্ণ (মজিলপুর ২৪ পরগণা) পুত্র শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ বি, এ বি কম পর্য্যায় ১২।

(৯) মিহির সুত (১০) শ্রীনিবারণ চন্দ্রের ১ পুত্র ৺সমীরণ (০) পর্য্যায় ১১।

(৫) গোবর্দ্ধন সুত (৬) মুক্তারামের ধারা

৬। মুক্তারাম সুত রামকুমার, হেমচন্দ্র—পত্নী দ্রবময়ী ও শ্যামাঙ্গিনী—স্বামী পঞ্চানন ঘোষ (বড়িষা) ৭।

৭। রামকুমার কন্যা মনোমোহিনী—স্বামী প্রেমচাঁদ ঘোষ (ভূপতিনগর) ৮। পুত্র ননীগোপাল ঘোষ (০) পর্য্যায় ৯।

৭। শ্যামাঙ্গিনী সুত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও অঘোরচন্দ্র ঘোষ ৮। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র বসন্তকুমার (মধ্যহিংলী) ৯।

(৭) শ্যামাঙ্গিনী পুত্র (৮) অঘোরচন্দ্র ঘোষের ৫ পুত্র পর্য্যায় ৯।

(৫) নলকিশোরের ধারা

৫। নলকিশোর সুত গদাধর ৬। গদাধর সুত মহাদেব ৭।

৭। মহাদেব সুত বৈকুণ্ঠ (০), নীলকণ্ঠ (০), কেদারনাথ—পত্নী শশিমুখী (০) ও শান্তময়ী (০) পর্য্যায় ৮।

(৬) ভবানীশঙ্কর সুত কৃষ্ণমোহনের ১ পুত্র বিক্রম ৮। তৎসুত গিরীশ (০) ৯। ভবানীশঙ্কর সুত তেজচন্দ্র (০), ৭।

(৬) ভবানীশঙ্কর সুত (৭) শ্যামাচরণের ধারা

৭। শ্যামাচরণ সুত করালীচরণ—পত্নী কাদম্বিনী (রাধাবল্লভপুর) ত্রৈলোক্যনাথ—পত্নী পতিতপাবনী (কাঁথিখাগড়াবনী) দীননাথ—পত্নী অবিনাশী (রাধাবল্লভপুর), দ্বারিকানাথ (০), জানকীনাথ (০) ও অমরনাথ ৮।

৮। ত্রৈলোক্যনাথ সুত ৺মহিম (০) নন্দলাল—পত্নী রাধারাণী (বাজে শিবপুর), রজনীকান্ত—পত্নী শৈলবালা (কাঁথি গোনাড়া) তরেন্দ্রনাথ—পত্নী নলিনী (বাজে শিবপুর), ফণীন্দ্রনাথ—পত্নী গান্ধারী, সুশীলা—স্বামী বামাপদ দত্ত (ভূপতি নগর, দোর) ও সরোজিনী স্বামী বিজয়চন্দ্র বিশ্বাস (পিছলদা) ৯।

৯। নন্দলাল কন্যা পরিমলবাসিনী—স্বামী যোগেশচন্দ্র ঘোষ (বাগনান), বিমলবাসিনী, কমলবাসিনী, অনীতা, নমিতা ও মমতা পর্য্যায় ১০।

৯। রজনীকান্ত সুত জিতেন্দ্র, হীরেন্দ্র, হিরণ্ময়ী—স্বামী ভূপতিচরণ সেন (পিঙ্গলা), মৃণ্ময়ী, গৌরী, শৈলেন্দ্র, সতী ও বলাই ১০।

৯। তরেন্দ্রনাথ সুত নৃপেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও শান্তি—স্বামী নরেশচন্দ্র বসু (কাঁথি) ১০।

৯। ফণীন্দ্রনাথ সুত সুশীল (মৃত) ১০।

(৭) শ্যামাচরণ সুত (৮) দীননাথ—অবিনাশীর ধারা

৮। দীননাথ সুত সতীশচন্দ্র—পত্নী শতদলবাসিনী (রাধাবল্লভপুর), ও জ্যোতিষচন্দ্র—পত্নী কমলেকামিনী (খড়্গপুর) ৯।

৯। সতীশচন্দ্র কন্যা প্রার্থনাময়ী স্বামীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (বাজে শিবপুর), রণজিৎকুমার, শেফালিকা, মনজিৎকুমার ও অজিতকুমার ১০।

৯। জ্যোতিষচন্দ্র—কন্যা সান্ত্বনাময়ী, শোভনাময়ী, জ্যোৎস্নাময়ী, লতিকা পুত্র আশীষকুমার, অশোককুমার ও অপর ১ জন পর্য্যায় ১০।

(৭) বলরামের ২য়া স্ত্রী গর্ভজাত (৮) ঈশানের ধারা

৮। ঈশান—পত্নী নারায়ণী (কেলোমাল) সুত ফকির—পত্নী মতিদাসী (বাগনান), ক্ষীরোদা ও নরেন্দ্র পর্য্যায় ৯।

(৭) বলরামের ২য়া স্ত্রী গর্ভজাত (৮) জগৎ—পত্নী সারদাময়ীর (কেলোমাল) ধারা

৮। জগৎ সুত রাজেন্দ্র—পত্নী সরোজিনী (বড়দা ২৪ পরগণা) ৯। সুত ভূতনাথ—পত্নী নীহারবালা (কেলোমাল) ১০।

(৭) বলরামের ২য়া স্ত্রী গর্ভজাত (৮) মহেশ সুত (৯) অবিনাশ—পত্নী নারায়ণীর (দেউলি) ধারা

৯। অবিনাশ কন্যা চারুবালা—স্বামী অবিনাশচন্দ্র সরকার (বাগনান) ১০। তৎসুত ৩ দিব্যেন্দুসুন্দর, চণ্ডীচরণ, কানাইলাল কন্যা ২ পর্য্যায় ১১।

(৬) ভবানীশঙ্কর সুত (৭) নেহালচন্দ্রের ধারা

(৭) নেহালচন্দ্র সুত কৈলাস ও প্রসন্নকুমার---পত্নী বাসন্তী (আস্তাড়া) ৮।

৮। প্রসন্নকুমার সুত মণীন্দ্রনাথ---পত্নী, বিনোদ---পত্নী সুকৃতিবালা (জাগুনিয়া) ও হরিদাস—পত্নী সুনীলা (রঘুনাথপুর) ৯।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তর্গত মধ্যহিংলী নিবাসী কায়স্থ স্বর্গত মিহিরচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বংশের আদি বাসস্থান হুগলী জেলার বিঘাটী গ্রাম। পরে এই বংশীয় কোন ব্যক্তি মেদিনীপুর জেলার ছাতিন্দা গ্রামে ও তৎপরে তমোলুকের উত্তরস্থ আস্তাড়া গ্রামে বাস করেন। পরে তথা হইতে উক্ত বংশীয় স্বর্গত বলরাম দত্ত মহোদয় মহিষাদল রাজ-প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মহিষাদল রাজ বাটীর সমীপস্থ মধ্যহিংলী গ্রামে বাস করেন। বলরাম বাবু উক্ত মধ্যহিংলী মৌজায় একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বলরাম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহোদয় মহিষাদল রাজ এষ্টেটে বহু বর্ষ সুখ্যাতির সহিত শিকদার পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তদীয় কার্য্য কলাপে তদানীন্তন রাজা বাহাদুর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। ইনি বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের পুত্র স্বনামখ্যাত স্বর্গত মিহিরচন্দ্র দত্ত মহোদয় অতীব কোমলপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সরলহৃদয় দাতা অতি বিরল। তিনি বিপুল বিভবের অধিকারী হইয়াও শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন। তিনি প্রার্থী মাত্রকেই সন্তোষ সহকারে বিদায় করিতেন।

ইনি পথিমধ্যে শীতার্ত্ত দরিদ্রের প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া স্বীয় পরিহিত বহু মূল্য জামা, চাদর আদি দরিদ্রকে দান করিয়া এক বস্ত্রে আনন্দিত চিত্তে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বাটীতে উপস্থিত ছিন্নবসন বহু দরিদ্রকে স্বেচ্ছায় নব-বস্ত্র দান করিতেন। প্রত্যহই বহু অতিথি ইঁহার বাটীতে ভোজন ও বিশ্রাম করিতেন। ইঁহার অতিথিসেবা সুবিখ্যাত ছিল। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে আগত বহু ভদ্র আশ্রয়-প্রার্থী ইঁহার বাটীতে সাদরে অভ্যর্থিত হইত। অকাতরে অতিথিসেবা ও দানশীলতার জন্য ইনি "মিহির বাবু" এই আখ্যায় অভিহিত।

ইনি তীর্থভ্রমণোদ্দেশে শ্রীশ্রীগয়াধাম যাত্রা করেন। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধানে তথায় কয়েকদিনের জ্বরে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। অতীব পরিতাপের বিষয় তৎকালে ইঁহার কোনও আত্মীয় স্বজন সঙ্গে ছিল না। কেবলমাত্র স্বীয় বাটীর দৌবারিক স্বর্গত দুর্গাপ্রসাদ সিংহ ইঁহার সঙ্গী ছিলেন। তিনিই প্রভুর অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীশ্রীগঙ্গাসাগর-গামী বহু সন্ন্যাসী ইঁহার আতিথ্য গ্রহণে প্রীত হইত।

সদাশয় বেণিমাধব দত্ত—ইনি বাল্যে মহিষাদল রাজ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি অতিশয় গুরু ভক্ত ছিলেন। ইঁহার

বাল্য গুরু মহিষাদল পরগণার দ্বারিবেড়্যা নিবাসী প্রথিতযশা পণ্ডিত স্বর্গত সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয়কে অতীব ভক্তি করিতেন।

ইনি পিতৃবৎ দয়ালু ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্র ইঁহার প্রদত্ত আহার ও বাসস্থান লাভ করিয়া মহিষাদল-রাজ হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিত। এবং ইনি বহু বিদ্যার্থীকে পুস্তক ইত্যাদি নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া বিদ্যোৎ-সাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ইনি গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। মহিষাদল রাজবাটীতে সমাগত সঙ্গীত-শাস্ত্রবিশারদ মহোদয়গণ সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া ইঁহার আতিথ্যে মুগ্ধ হইত।

ইনি পিতৃবৎ অতিথিসেবা-পরায়ণ ছিলেন। বাটীর দাস দাসীগণের প্রতি অপত্যবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। ইঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ বি, এল মহোদয় হাওড়া কোর্টের উকিল। ইনি (বেণিমাধব বাবু) বাঙ্গালা ১৩৩৬ সালে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বাবু—বাঙ্গালা সন ১২৮২ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ মধ্যহিংলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহিষাদল রাজের অধীনে ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত পেশকার ছিলেন। ইনি মহিষাদল রাজ গুণগ্রাহী স্বর্গত গোপালপ্রসাদ গর্গ মহোদয়ের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি প্রজাহিতৈষী, লোকরঞ্জক ও অতিথিবৎসল। ইনি মহিষাদল ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর এবং মহিষাদল ক্লাবের অন্যতম সদস্য।

ইঁহার দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ আই এ পরীক্ষোত্তীর্ণ, বি, এ অনুত্তীর্ণ। তিনি এক্ষণে রেঙ্গুণে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা মহোদয়ের সুগার মিলের ম্যানেজার। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার ঘোষ বি, এ বি কম্ পরীক্ষোত্তীর্ণ। তিনি পূর্ব্বোক্ত অমৃতলাল বাবুর কলিকাতার সেফ ডিপজিটারীর (Safe Depository) অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বাবু—সস্ত্রীক শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি দরিদ্রের প্রতি সততই দয়াবান্।

এতদ্বংশীয় স্বর্গত প্রসন্নকুমার, ত্রৈলোক্যনাথ, দীননাথ ও অমরনাথ মহিষাদল রাজ এষ্টেটে বহু বর্ষ সুখ্যাতি সহ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্ত পি, এণ্ড ও কোম্পানির অফিসে বহু বর্ষ কার্য্য করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অতীব ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। ইঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বাবু বি, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। ইনিও জ্যেষ্ঠ সহোদরকে অতীব ভক্তি করিতেন। ঈদৃশ সৌভ্রাত্র অধুনা দৃষ্ট হয় না।

স্বর্গত কেদারনাথ—স্বর্গত মহাদেব দত্তের ৩য় পুত্র স্বর্গত কেদরনাথ দত্ত মহোদয় মহিষাদল পরগণার দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ইনি শিক্ষাদাননিপুণ আদর্শ চরিত্র কৃতী শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু কালের কঠোর আহ্বানে অকালে ইঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র বাবু—বিগত জর্ম্মাণ মহাযুদ্ধে (১৯১৪—১৯১৯) মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পক্ষে আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক কালিমা অপনোদনার্থ মেসোপটেমিয়া গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে ঢাকা ষ্টেশনে রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করিতেছেন। বাবু হরিদাস দত্ত ঢাকা রেল ষ্টেশনে রেলওয়ে বিভাগে কার্য্য করিতেছেন।

বাবু রজনীকান্ত দত্ত মহোদয় একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। ইনি সুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহোদয়ের সহোদরা শ্রীমতী শৈলবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্ত মহোদয় ই, বি রেলওয়ে প্রায় চৌদ্দ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দাস।
গ্রাম চকলালপুর,
পোঃ বাড়বাসুদেবপুর, (জেলা মেদিনীপুর)

স্বর্গীয় দুখীচরণ তালুকদার

(জাতি সূত্রধর)

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ইচুলিয়া গ্রামে ১২৫৩ সালে দুখীচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বলচাঁদ তালুকদার ও মাতার নাম বিষ্ণুবালা দেবী।

দুখীচরণ ইচুলিয়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ৺আগরশঙ্কর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সাধক চূড়ামণি নবীনচাঁদ মোহান্ত গোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিক্ষান্তে চাকরী স্বীকার করেন কিন্তু গোস্বামীজীর আদেশে চাকরী ছাড়িয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু ধন-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "গোস্বামীজীর উপদেশেই আমার এই উন্নতি লাভ হইয়াছিল।"

দুখীচরণ ইচুলিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী পাবই গ্রামের স্বর্গীয় কুশচন্দ্র কর্ণী মহাশয়ের কন্যা করুণাবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি গুরুদয়াল ও রামদয়াল নামে দুই পুত্র ও আনন্দমোহিনী ও রাজমোহিনী নামে দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

১৩০৫ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র নবজাত সুরেন্দ্রনাথকে কোলে করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই আশ্বিনেই যদি আমি মায়ের শ্রীশ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতে পারি তবে আমার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয়।" শারদ জননী তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ পরে মায়ের পূজা বার্ষিক পূজায় পরিণত করেন।

দুখীচরণ ১৩০৫ সালের ২রা মাঘ তারিখে রক্ত-পিত্ত রোগে ইহলোক হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় দুখীচরণের বংশ-পরিচয়।

ময়মনসিংহ জেলার আলাপসাহী পরগণাস্থিত 'ইছাখালি' নামক স্থান হইতে হরদয়াল নামে জনৈক উচ্চ বংশীয় সূত্রধার সন্তান অজ্ঞাত কারণে কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিবারকে সঙ্গে লইয়া নিজ পরিবার সহ ইচুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ইঁহারাই এই গ্রামের আদি বাসিন্দা। ইনি অনুমান ১১৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু পরিণত বয়স। ইনিই দুখীচরণের প্রপিতামহ।

হরদয়ালের একমাত্র পুত্র ১২০৫ সালে জয়চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না, ইহার মাতুলালয় অজ্ঞাত। ইনি দুখীচরণের পিতামহ ছিলেন। ইহার পুত্র হরিচাঁদ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন এবং বলচাঁদ রত্নপুর নামক স্থানে বিবাহ করেন। জয়চাঁদ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় বলচাঁদের জন্মকাল ১২৩০ সাল। ইনি দুখীচরণ ও গণেন্দ্রচরণ নামে দুই পুত্র রাখিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার তিন কন্যার মধ্যে মাত্র একজনের একটী পৌত্র ও একটী পৌত্রী বর্ত্তমান।

গণেন্দ্রচরণ ১২৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র পুত্র গৌরাচাঁদ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। গণেন্দ্রচরণের একমাত্র দৌহিত্র সন্তান গিরীশচন্দ্র 'পাঠান ভিটা' নামক স্থানে বর্ত্তমান।

দুখীচরণের সন্তানগণের মধ্যে রামদয়াল ও আনন্দমোহিনী অপুত্রকাবস্থায় প্রায় ত্যাগ করেন এবং রাজমোহিনী দেবীর একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বাংলা ডাকঘরের অধীনস্থ পাঁচালী গ্রামে বর্ত্তমান।

দুখীচরণের পুত্র গুরুদয়াল ১২৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পূর্ব্বধলা ডাকঘরের অধীনস্থ

উক্ত গ্রামেরই স্বর্গীয় জয়নাথ কর্ণীর মেয়ে অবলাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শৈলবালা ও হীরুবালা নামে দুই কন্যা এবং উপেন্দ্রনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শৈলবালা ও হীরুবালা এক্ষণে পরলোকে, গুরুদয়াল দ্বিতীয়বার দীঘজান নামক স্থানে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে হরেন্দ্রনাথ নামে এক পুত্র ও হাসিরাণী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহারা বর্ত্তমানে অবিবাহিত।

গুরুদয়াল ১৩৪৭ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ বেলা ১২ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

গুরুদয়ালের পুত্র উপেন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে সামান্য শিক্ষিত তাহার শ্রীমান্ রবীন্দ্র ও রথীন্দ্র নামে দুই পুত্র ও বেলারাণী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

ইঁহারা আলাপসাহী পরগণীয় ও 'ইছাখালি' বংশীয় এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় সূত্রধার। (ইচুলিয়া গ্রাম রায়দুনরোহা ডাকঘরের অধীনস্থ)।

প্রেরক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার।
পোঃ বাংলা, পাঁচাশী,
ময়মনসিংহ।

স্বর্গীয় রামচরণ তালুকদার।
(জাতি সূত্রধর)

ইনি বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। কারণ শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দীননাথ তালুকদার মহাশয়ের চেষ্টার ফলে রামচরণ ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকতা করেন; ইহাতে সাংসারিক ব্যয় ভার নির্ব্বাহ না হওয়ার জন্য তিনি কাষ্ঠ-শিল্প কর্ম্ম শিক্ষালাভ করেন।

রামচরণ বিবাহের পূর্ব্বে মাতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত 'বাগুড়া' গ্রামে চলিয়া যান। তথায় কতিপয় বৎসর বাস করিবার পর নিজ বাটী পাড়লা গ্রামে চলিয়া আসেন এবং রায়দুগরৌহা ডাকঘরের অধীনস্থ সাহাবাজপুর নিবাসী স্বর্গীয় বুধ নারায়ণ রায় মহাশয়ের কন্যা ললিতা-বালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুরবালা, সরোজ-নলিনী, বিন্দুবাসিনী ও রমনমোহিনী দেবী বর্ত্তমান এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় সুরেশ চন্দ্র ও লবচন্দ্র এক্ষণে পরলোকে।

৺রামচরণ অশেষ জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ও নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি মমিনসাহী পরগণীয়, 'ভালুক নগর' বংশীয়, আলম্বঠায়ন গোত্রীয় ও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

তিনি বাং ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমা অন্তর্গত পাড়লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামগতি তালুকদার ও মাতার নাম ভাগীরথী দেবী।

তিনি আত্মীয়-স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া বাং ১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসে শোথ রোগে পরলোক গমন করেন।

স্বর্গীয় রামচরণ তালুকদার মহাশয়ের

বংশ-পরিচয়।

'ভালুক নগর' ময়মনসিংহ জেলার মমিনসাহী পরগণায় অবস্থিত ছিল। 'ভালুক নগর' বংশের সূত্রধরগণের অজ্ঞাতনামা জনৈক ভদ্রলোক তুলন্দর নামক গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। উক্ত বংশের বৈষ্ণব চরণ নামক বিখ্যাত ব্যক্তি অনুমান ১২১৬ সালে বিবাহ সূত্রে আসিয়া পাড়লা নামক গ্রামে বসতি বিস্তার করেন। তাঁহাদের এক শাখা বংশধর টেঙ্গা নামক গ্রামে চলিয়া যান।

সে যাহা হউক বৈষ্ণবচরণের একমাত্র পুত্র অনন্তচরণ। ইনি ১২২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রামগতি, কেশব ও কার্ত্তিকচন্দ্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

কেশবচন্দ্রের সাত পুত্র মধ্যে ৺গীরথের একমাত্র কন্যা অমূল্যবালা ও গোবিন্দ চন্দ্রের একমাত্র পুত্র মহানন্দ ও কণকবালা ও লক্ষ্মীবালা নামে দুই কন্যা বর্ত্তমান। কেশবের একমাত্র দৌহিত্র শচীন্দ্র চন্দ্র পাড়লা গ্রামেই বিদ্যমান

কান্তিচন্দ্রের একমাত্র পুত্র গৌরচাঁদ। তিনি এক্ষণে পরলোকে। গৌরচাঁদের একমাত্র পুত্র রামবল্লভ বর্ত্তমান। উক্ত রামবল্লভের তিন পুত্র বর্ত্তমান।

৺রামগতি ১২৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দীননাথ, রামচরণ ও নারায়ণ চন্দ্র নামে তিন পুত্র মধ্যে এক্ষণে মাত্র নারায়ণ চন্দ্রই বিদ্যমান। রামগতির শান্তিভাজন ও গৌরমণি নামক দুই কন্যা মধ্যে কেহই বিদ্যমান নাই।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্রের একমাত্র কন্যা জ্ঞানদা স্বামীগৃহে বর্ত্তমান এবং দীননাথের ভারতচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, ও মহেশচন্দ্র নামে তিন পুত্র বর্ত্তমান।

৺রামচরণের দুই পুত্র পরলোক গমনের পর শুধু চারি কন্যা সকলেই এক্ষণে বিবাহিতা। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামী ও পুত্রশোক বহন করিয়া বিধবাবস্থায় স্বামীগৃহে পাড়লা গ্রামেই দুইটী দৌহিত্র সন্তান, তাঁহার এক কন্যা ও জামাতা সহ বিদ্যমান রহিয়াছেন। পাড়লা গ্রাম নেত্রকোনা ডাকঘরের অধীনস্থ।

প্রেরক :—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার।
পোঃ বাংলা, পাঁচাশী,
ময়মনসিংহ।

চন্দননগরের শেঠ-বংশ

আমরা যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিয়াছি,—তাহা চন্দননগরের শেঠ-বংশ হইতেই প্রমাণ হইবে। দান, আত্মধর্ম্মে রুচি, নারী বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গলার নারীর ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তাহার ফল, এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝা যাইবে।

কালীচরণ শেঠঃ—চন্দননগরের শেঠ-বংশ অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান সময়ে যতদূর জানিতে পারা যায় প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের ৺কালীচরণ শেঠ নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বোড় কৃষ্ণপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার দুই পুত্র। প্রথম রামকিশোর, দ্বিতীয় প্রাণকৃষ্ণ। রামকিশোরের সন্তানাদি বিনষ্ট হওয়ায় দ্বিতীয় প্রাণকৃষ্ণই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। প্রাণকৃষ্ণের স্ত্রীর নাম সখি দাসী, তাঁহার গর্ভে চারি পুত্র মদনমোহন, রাধামোহন, রামমোহন এবং কমললোচন জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় রাধামোহনের বংশ হইতেই, চন্দননগরের বর্ত্তমান শেঠ-বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

রাধামোহন শেঠঃ—রাধামোহন কলিকাতায় ব্যবসায় কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অতিশয় মুক্তহস্ত ও দানশীল ছিলেন বলিয়া, নিজ জীবদ্দশায় শেষ বয়সে তাঁহাকে আর্থিক অসচ্ছলতা ভোগ করিতে হয়। একদা এক ব্রাহ্মণ ঋণ গ্রহণ করিয়া উত্তমর্ণের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, রাধামোহন, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং উত্তমর্ণের নিকট ব্রাহ্মণের ঋণের জন্য মৌখিক জামিন ছিলেন। ব্রাহ্মণ যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় মৌখিক চুক্তির সত্যভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি নিজ বাস্তুভিটাখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করেন। যাহাই হউক এই সত্যরক্ষার ফল

তিনি নিজ জীবনে পান নাই, বরং কষ্টই পাইয়াছিলেন। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয় দান নিষ্ফল হয় নাই। ১২৪৬ সালের পর ১২৬০ সালের মধ্যে কোন সময়ে তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন এবং ১২২৩ সালের ২৯।৩০ শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহারা চারি সহোদরে চারি দফায় মোট ১।১৫০ পরিমান বোড় কৃষ্ণপুরের সম্পত্তি ৩৪৫২৲ টাকা মূল্যে কাশীনাথ কুণ্ডুদিগরকে বিক্রয় করেন, ইহাই দলিল-পত্র হইতে জানা যায়।

তিনি কাঁঠালপাড়া নিবাসী রামশঙ্কর পালের কন্যা রাধারাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র রামনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। কন্যার নাম ছিল পদ্মমণি। দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র শেঠ। এই শম্ভুচন্দ্রই কলিকাতার প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্স নামক কারবারের প্রতিষ্ঠাতা।

শম্ভুচন্দ্র শেঠঃ—আনুমানিক ১২২০ সালে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়। রাধামোহনের দানশীলতার ফলে তাঁহাকে প্রথম জীবনে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতিশয় অভাবে পড়িয়া প্রথমতঃ কলিকাতায় এক তুলার দোকানে ৬।৭ টাকা বেতনে এবং পরে এক লোহার দোকানে তিনি কার্য্য করিতে বাধ্য হন। এই স্থানেই তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ।

চন্দননগরের বারাসাত নিবাসী প্রভূত ধনশালী ৺কার্ত্তিক প্রসাদ শ্রীমানীর কন্যা অন্নপূর্ণা দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর শ্বশুর প্রদত্ত এক হাজার টাকা মাত্র মূলধন লইয়া তিনি কলিকাতায় বড়বাজারে ক্ষুদ্রাকারে লৌহ ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসা হইতেই তাঁহার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় পালপাড়া নামক নিকটবর্ত্তী পল্লীতে তাঁহার শ্বশুর প্রদত্ত অর্থে তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা দাসীর নামে ক্রীত ভবনে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। পুরাতন দলিল-পত্র হইতে অন্নপূর্ণা দাসীর নামে ১৮৩০ সালের, ১লা ফেব্রুয়ারী, ৫৫৫৲ টাকা মূল্যে

রামপ্রসাদ পাল ও কালীপ্রসাদ পালের ইষ্টক নির্ম্মিত ইমারত সহ ৫ কাঠা ৮ ছটাক জমি নীলামে খরিদের কথা জানা যায় এবং তারামণির নামে ১৮৩৭ সালের, ১৩ই নভেম্বর, ৮ কাঠা ৬ ছটাক জমি, মায় পুষ্করিণী ৭৩৲ টাকা মূল্যে রামকানাই কর্ম্মকারের নিকট হইতে খরিদের কথা জানা যায়। তাঁহার বংশধরেরা আজিও সেই স্থানের সংলগ্ন বহুল সম্পত্তির উপর বিশাল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

সাংসারিক ইতিহাস :—শম্ভূচন্দ্র তিনবার দ্বারপরিগ্রহ করেন। অন্নপূর্ণার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান হইয়া সূতিকালয়েই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অন্নপূর্ণাও কিছুদিন পরে জীবনলীলা সংবরণ করেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি তারামণি নাম্নী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, শ্যামলাল নামে তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল। সাত বৎসর বয়সে শ্যামলালের মৃত্যু হয় এবং পরে তারামণিরও অকাল মৃত্যু ঘটে। তাহার পর চন্দননগরে বোড় নিবাসী কালাচাঁদ কুণ্ডুর কন্যা বিন্দুমণিকে তিনি তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে যথাক্রমে গিরীন্দ্রনাথ, রমণীবালা, সৌরভ দাসী, ফুলকুমারী, অক্ষয় কুমার, নিত্যগোপাল, অঘোরচন্দ্র, রাজচন্দ্র ও অবিনাশ চন্দ্র এই ছয় পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্ম্ম-জীবন :— শম্ভূচন্দ্র যৎসামান্য বাংলা লেখাপড়া জানিতেন। ইংরাজী আদৌ জানিতেন না। তথাপি অসীম অধ্যবসায়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং সততায় কলিকাতার লৌহ ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনিই এদেশীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে লৌহ ও ষ্টীলের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কলিকাতা হাটখোলায় তাঁহার চালানি ব্যবসার স্বতন্ত্র কেন্দ্রও ছিল। মুঙ্গের খাগড়া প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি এক একটী শাখা স্থাপন করেন। তাঁহার এই সকল

ব্যাপারে এতদূর সুনাম ও খ্যাতি ছিল যে কোন দেশী বা বিদেশী ব্যবসায়ী তাঁহার সহিত কন্‌ট্রাক্‌ট্ বা এগ্রিমেণ্ট সহি করাইবার প্রয়োজন বিবেচনা করিতেন না। এই সত্য ও সততা তাঁহার উপর দৃঢ় অধ্যবসায়, তাঁহার ব্যবসায়কে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার নিজ শক্তিতে তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য রাখিয়া ১২৯০ সালের ১৮ই ফাল্গুন, তিনি দিব্যধামে গমন করেন।

শম্ভুচন্দ্রের নিজ ধর্ম্মে রুচি :—তিনি ধর্ম্মান্তকরণ বিশিষ্ট মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। পূজা, পার্ব্বন, দান ইত্যাদি হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপাদি তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। গৃহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউর নিত্য সেবা ভিন্ন দুর্গোৎসব, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা ও দোল উৎসবাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। এই উৎসব উপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজন করাইতেন এবং দরিদ্রগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

যাঁহারা দরিদ্রাবস্থা হইতে আপন শক্তিতে বড় হইয়া দেশে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে পারেন তাঁহারাই বড়। বাঙ্গালী বিদ্যার কাঙ্গাল নয়, আকাশকুসুম কবিতার কাঙ্গাল নয়—কাঙ্গাল ব্যবসায়, কাঙ্গাল জাতীয় সহানুভূতির, কাঙ্গাল কৃষিকার্য্যের নিপুনতায়, কাঙ্গাল আত্মমর্য্যাদার, কাঙ্গাল মিতব্যয়িতার—তাই কাঙ্গাল অর্থের, তাই আজ সুজলা সুফলা বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে মৃত্যু। লেখাপড়ায় বাঙ্গালা জগতকে হারাইয়াছে, দানে বাঙ্গালার লোক জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও বিষয়-বুদ্ধিতে বাঙ্গালী দরিদ্র। তাই মনে হয় :—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করি গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

একজনের ব্যবসায় বহু লোক অন্নের সংস্থান করে। কে আবার এই দরিদ্র জাতিকে মনে করাইয়া দিবে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।"

শম্ভুচন্দ্র, বটকৃষ্ট পাল, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নিবারণচন্দ্র সরকার প্রভৃতি যে যে বঙ্গীয় ব্যবসায়ীগণ দেশে বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র সন্তান। আপনার কৃতিত্বে জগতে বড় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ছিল দৃঢ় অধ্যবসায়, সততা এবং দুর্জ্জয় সাহস।

নিত্যগোপাল শেঠ

প্রথম জীবন :—শম্ভুচন্দ্রের পুত্র নিত্যগোপাল ১২৬৩ সালে, ১২ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম বৎসরে সিপাহী যুদ্ধের সূচনা হয়। তিনি তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার প্রথম অগ্রজ ৪ বৎসর বয়সে ও দ্বিতীয় অগ্রজ ১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিধবা পিতৃস্বসা পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মমণি তাঁহাকে লালন-পালন করেন। তিনি স্থানীয় গড়বাটীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর মাত্র, বোধহয় ৬ষ্ঠ কি ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাহার পর পিতার বার্দ্ধক্য হেতু এবং কারবার দেখিবার উপযুক্ত লোকের অভাবে তাঁহাকে ব্যবসায় কার্য্য দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়। তাঁহার দ্বিতীয় অগ্রজ লেখাপড়ার উন্নতি করিতে করিতে মারা যান দেখিয়া পুত্রবৎসল পিতা তাঁহাকে অধিক লেখা-পড়া শিখাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সাহাগঞ্জ নিবাসী উপেন্দ্র নাথ নন্দীর কন্যা ত্রৈলোক্যতারিণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। নিত্যগোপাল বাল্য হইতেই খুব তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু স্বভাব ছিল খুব দুর্দ্দান্ত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়।

তাঁহার ষোল বৎসর বয়সে বাঁশবেড়িয়ার সন্নিকট কামারপাড়া নিবাসী স্বনামধন্য স্বর্গীয় ভুবন চাঁদ কুণ্ডু মহাশয়ের কন্যা সুশীলা বালার সহিত বিবাহ হয়। এক বৎসরের মধ্যে সেই পত্নীর মৃত্যু হইলে

কলিকাতার চাঁপাতলা নিবাসী (ইঁহার পূর্ব্ববাস ছিল চন্দননগরের চাঁপাতলা সাকিমে) ব্রজকুমার নন্দীর তৃতীয়া কন্যা কৃষ্ণভাবিনীর সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। কৃষ্ণভাবিনীর পিতা দরিদ্র ছিলেন, শম্ভুচন্দ্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যাকে পুত্রবধূরূপে আনিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শম্ভুচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় নিত্যগোপালকে কারবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং নাবালক সহোদর অঘোরচন্দ্র ও অবিনাশ চন্দ্রের ভার তাঁহারই উপর পড়ে। বৃদ্ধ পিতার উপর তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। বার্দ্ধক্যে তিনি পিতার আশানুরূপ সেবা-যত্ন করেন। নিত্যগোপালের ২৭ বৎসর বয়সের সময় শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। কথিত আছে ইতিপূর্ব্বে এতদঞ্চলে মাত্র দুইটি ভিন্ন এরূপ সমারোহে আর কোন শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হয় নাই।

ব্যবসায়ঃ—কারবারে পিতারই মত তাঁহার সততা ও অধ্যবসায় ছিল, ব্যবসায় সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি স্নেহ ও যত্নের শৈথিল্য দেখা যায় নাই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসাধারণ ধৈর্য্যের দ্বারা ব্যবসায় খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্য-দক্ষতায় পিতার কারবারের মর্য্যাদা বহু গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। The Indian Encyclopedia নামক গ্রন্থে এই কোম্পানী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"The firm Messrs Sumbhoo Sett & Sons located at No. 18, Durmahatta St., Cal. is one of the oldest in the locality, for about a century and dealing in Iron Trade. It was founded by the late Sumbhoo Chandra, who was born of humble parents and started the business in a small scale.

By sharp intelligence and sturdy preseverance, he brought the affairs of the concern to a very pre-eminent position, so as to command the respect and confidence of its numerous European and Indian clients. In fact, this firm had been the first to show to others in the line, the vast improvements capable of being turned out in the Iron Trade of Calcutta, with which it has been well connected. It attained its fame of reputation, when the business was conducted by his son Nritya Gopal Sett. On his demise, the firm is worked in partnership, and Babu Harihar Sett, the eldest son of Nritya Gopal Sett, looks after the business, conducting it on improved lines, which have enabled it to secure larger patronage than before. The high integrity for which the concern has won a name already has made many European firms eager to have business relation with it. Among others, Iron, Steel and Galvanised corrugated sheet are the principal lines, and the firm had a branch in Banking business as well. The name of the firm is known throughout Indian Empire. Babu Harihar Sett is, by nature, a highly philanthropic gentleman. He is much respected by the Iron-Traders of Calcutta and elsewhere."

যে সব গুণ থাকিলে মানুষ বড় হয়, তাঁহার চরিত্র সেই সর্ব্ব গুণে বিভূষিত ছিল। তাঁহার চরিত্র ছিল নির্ম্মল পবিত্র। মিথ্যাকে বা চাতুরীকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সত্যের উপর তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। একবার

সামান্য একটী মিথ্যা বলিলেই তিনি একটী ভীষণ ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাইতেন—তাহা তিনি প্ররোচনায় বলেন নাই।

চরিত্রের মহত্ত্ব ও স্থির ঈশ্বর বিশ্বাস :—তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তি—যাহা এখানে আমরা দেখাইব—তাহার তুলনা, দেশের বা ভারতের ইতিহাসেও বিরল। একবার তাঁহার মধ্যম পুত্র কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে যে সময় রোগীর নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ চিকিৎসকের নিয়োগে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্রাণ্ডি খাওয়ান হইতেছে;—অধিক রাত্রে ব্রাণ্ডি শেষ হইয়া যখন মাত্র, দুই মাত্রা অবশিষ্ট আছে, সেই সময় এক প্রতিবেশী পুত্রের কঠিন পীড়ার জন্য ব্রাণ্ডির প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিবেশী নিজ সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থ সেই ব্রাণ্ডি প্রার্থনা করিলেন। পরের বিপদে নিত্যগোপাল সন্তানের মঙ্গল ভুলিয়া গিয়া প্রতিবেশী পুত্রের জন্য, সেই ব্রাণ্ডি দিয়াছিলেন। এ বদান্যতার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসেও বিরল। তবে মনে হয় এ স্থানে দয়া অপেক্ষা স্থির ঈশ্বর চিন্তাই প্রবল। ইহা দান নহে—দেবতার উপর অগাধ ভক্তির পরীক্ষা। কর্ম্মচারীগণের উপর তাঁহার অশেষ ক্ষমা ছিল। একবার এক কর্ম্মচারী দূর সম্পর্কে তাঁহার আত্মীয়, তাঁহার কারবারের ত্রিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। তাঁহার ভ্রাতাগণ সেই কর্ম্মচারীকে আদালতে অভিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারী শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুকালে বহু সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। পিতৃভক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ দয়ালু নিত্য-গোপাল—সেই কথা স্মরণ করাইয়া কর্ম্মচারীকে দণ্ডবিধান হইতে মুক্ত করেন।

"The quality of mercy is not strained
It dropeth as the gentle rains from Heaven
Upon the place beneath. It is twice blessed
It blesseth him—that gives—and him—that takes"

পড়িয়াছেন অনেকই কিন্তু কার্য্যে পরিণত না করিয়া বরং শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই অধ্যয়নের অপব্যবহার করেন। এ ভগবদ্দত্ত গুণ বা শক্তি। বিপন্নকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন—তিনি জানেন এ উদ্ধার করার কি সুখ। দরিদ্রকে যিনি বিপদ মুক্ত করেন—তিনিই হয়তো জানেন—তাহাতে সুখ কি? যে পাইল সে বিপদ মুক্ত হইয়া যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে—সেই নিঃশ্বাস যেন ঈশ্বর চরণ স্পর্শ করে বলিয়া মনে হয়। দাতার কি হয় দাতা জানেন। বিশেষতঃ স্বজাতি ও স্ব সম্প্রদায়ের উপকার করিতে পারিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল যে আজকাল সাধারণতঃ বড়লোক বলিতে যাহা বুঝায় তিনি সে ধরণের ছিলেন না। কয়েকবার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। অল্পকালের জন্য তিনি গড়বাটী বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করা ভিন্ন কখন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

স্বদেশী শিল্প-কলা ও স্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যের প্রতি নিত্যগোপালের দৃষ্টি ছিল; তিনি নিজ হস্তে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। চিত্রাঙ্কন মৃৎপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতে তিনি নিপুন ছিলেন। স্থাপত্য বিদ্যায় তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে অধিকতর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল পারিবারিক নানা কারণে, তাঁহাকে সে সব বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়।

নিজ জন্মভূমির প্রতি তাঁহার মমতা যথেষ্ট ছিল—দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু পল্লীবাসী-সুলভ ও নানা গোলোযোগের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে সে সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তিনি মৃত্যুকালে পুত্রগণকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিবার আদেশ

করিয়া যান। পুত্রগণও তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী করিয়া পিতৃনাম ও বংশ-গৌরব চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ সৎগুণ স্মরণ করিয়া পল্লীবাসিগণ আজিও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ কলিকাতার লৌহ ব্যবসায়ীগণ তাঁহার মৃত্যুতে একদিন সমস্ত দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন। লৌহ ব্যবসায়ীর মধ্যে এ সম্মান তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ কখনো পান নাই। ইনি হরিহর, শিবরাম ও দুর্গাদাস নামে তিন পুত্র এবং যোগমায়া ও আগমনী নামে দুই কন্যাকে রাখিয়া ১১ই চৈত্র, ১৩২০ সালে পরলোক গমন করেন।

নিত্যগোপালের দুই সহোদর অঘোরচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র উভয়েই বিশেষ অমায়িক প্রকৃতির ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহাদের কাহারও পুত্র সন্তান ছিল না। অঘোরচন্দ্র কালিদাসী নামে এক কন্যা ও স্ত্রী হরিমতী দাসীকে এবং অবিনাশচন্দ্র সিদ্ধেশ্বরী ও প্রভাবতী নামে দুই কন্যা ও স্ত্রী তারক দাসীকে রাখিয়া যথাক্রমে ১২ই ফাল্গুন, ১৩১৫ ও ২২ শে বৈশাখ, ১৩২৮, পরলোক প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণভাবিনী দাসী

এইবার এই বংশের একটি কুলবধূর চিত্র পাঠকগণকে দেখাইব। ইহা নাটক বা উপন্যাস নহে। ইতিহাস-সত্য। ২০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্তও এ সৌন্দর্য্য, এ শ্রীলতা, এ ধর্ম্মভাব, বাংলার অধিকাংশ গৃহেই বিরাজ করিত। আজ কয়েক বৎসর মাত্র স্বেচ্ছাচারের প্লাবনের স্রোতে দেশ শ্মশান হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালার নারী এইরূপ আদর্শ গৃহিনী হউন, এইরূপ আত্ম-ধর্ম্ম-পরায়ণা হইয়া শ্রীহীন বাংলা দেশকে আবার সুন্দর করিতে পারেন এই জন্যই এই নারী চিত্র আমরা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করিতেছি। বাঙ্গালায় ধনীর গৃহে আজকাল এরূপ নারীর খুবই অভাব হইয়াছে। নারী-ধর্ম্মই

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—নারী-শ্লীলতাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। নারীই সন্তানগণকে বলবান করে—বংশগৌরব বৃদ্ধি করে।

"কেন এই হিন্দু ধর্ম্ম জগতে প্রধান ?
নারী-ধর্ম্ম আছে বলি—আছে তার পার
আত্মত্যাগ সত্য-নিষ্ঠা সতীত্ব মহান্
ব্যভিচারে প্রায়শ্চিত্ত নাহিক ইহার"

কৃষ্ণভাবিনী আদর্শ গৃহিনী। তিনি সৎবংশ-জাতা দরিদ্র কন্যা। ধনী শ্বশুরের পুত্রবধু হইয়া তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার জন্মে নাই। তাঁহার শ্বশুর ও স্বামী যেমন আড়ম্বরশূন্য সজ্জন উদারচেতা ছিলেন—বিস্তারিত জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাকে বিলাসিতা কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। গুরুজনের সেবা পরোপকার, দেবতার প্রতি ভক্তি এই তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য ছিল। ধনীর গৃহিনী বলিয়া কোনদিন কোন দর্প তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। দরিদ্র প্রতিবেশী এবং দাস-দাসীর উপর তাঁহার প্রবল মমতা ছিল। তাহাদিগকে তিনি আশানুরূপ সাহায্য করিতেন এবং রোগীদিগকে নিজ হস্তে সেবা করিতেন। দরিদ্রদিগকে অন্নদান তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন, কোন কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে ভূমি ও বাটী দান করিয়াছিলেন। গৃহ-দেবতার নিত্য সেবার কার্য্য নিজ হস্তে না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। দেবতায় তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল; তিনি নিয়মিত পূজাদি ও লক্ষ নাম জপ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। এই জন্য প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি তিনি নিত্য পাঠ করিতেন।

তিনি মেয়েদিগকে সূচি কার্য্য শিখাইতে ভালবাসিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এমন সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্র সূচি-শিল্প দ্বারা

প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাড়ীতে তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে চরকায় সুতা কাটিতেন। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না।

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে দীনা ভিখারিণীর মত তিনি সংসার একপ্রকার ত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিমকাল অত্যন্ত সুখের হইয়াছিল। হিন্দু নারীর যাহা বাঞ্ছনীয় তিনি এমনি মৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন। কাশীলাভ তাঁহার অন্তরের সাধ ছিল। পুত্রগণ তাঁহার বাস করিবার জন্য তাঁহার মৃত্যুর অতি অল্পদিন পূর্ব্বে কাশীতে বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। তীর্থে তীর্থে গমন করিয়া জীবনের সায়াহ্নকালে প্রায় চার মাস কাশীতে বাস করিয়া তারপর কাশীখণ্ড পাঠ, কথকতা প্রভৃতি দিয়া উহা সমাপ্তির পর, প্রায় এক পক্ষ মধ্যে মাত্র আট দিন আমাশয় রোগে ভুগিয়া ৬৬ বৎসর বয়ক্রম কালে পুত্রকন্যাগণ পরিবৃত হইয়া তিনি অভীষ্ট দেবীর নাম জপ করিতে করিতে ১৩৩৫ সালের, ৬ই ফাল্গুন তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন।

হরিহর শেঠ

এই পূত চরিত্রা নারীর গর্ভেই হরিহর শেঠের জন্ম হয়। হরিহর শেঠ নিত্যগোপাল শেঠের প্রথম পুত্র। ১২৮৫ সালে, ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে চন্দননগরের পালপাড়ার গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথম বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য চন্দননগর সেণ্টমেরিস্ ইনস্টিটিউসনে, পরে হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুলে প্রবেশ করেন। তাহার পর স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া উচ্চস্তরের অধ্যয়নের জন্য হুগলী কলেজে প্রেরিত হন এবং এক বৎসর পরে কলিকাতা রিপন কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। অধ্যয়নকাল হইতেই পিতা পিতামহের মত পরোপকার প্রবৃত্তি তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহার বয়ক্রম ১২।১৩ বৎসর, তখন হইতেই সাহিত্য প্রতিভা তাঁহার অন্তরে

ফুটিয়া উঠে। এই বাল্যকাল হইতেই তিনি 'সখা' ও মাদ্রাজের 'Progress' নামক ইংরাজী মাসিকে ধাঁধা লিখিতেন। কলেজের ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুস্তক 'অভিশাপ' লিখিত হয়। উহা ঢাকার 'বান্ধব' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পিতার বার্দ্ধক্য হেতু এবং তিনিই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া তাঁহাকে ইউনিভারসিটির ডিক্রী লাভের আশা ত্যাগ করিয়া কারবারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইতে হয়। চন্দননগরের বারাসাত নিবাসী শ্রীশ চন্দ্র দের প্রথমা কন্যা শশীবালার সহিত ১৩০১ সালের, ২৬শে ফাল্গুন তাঁহার বিবাহ হয়।

কারবারে প্রবেশ করিয়াও তিনি ঈশ্বর দত্ত সাহিত্য প্রতিভার অপমান করেন নাই।

ব্যবসায় হরিহর :—দীর্ঘকাল হরিহর বাবু এই কারবারে ব্যাপৃত থাকিয়া পিতামহ ও পিতার কীর্ত্তি ও মর্য্যাদার শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়দিগের সহিত সম্পত্তি আদি বিভাগের সময় যখন তাঁহার পৈত্রিক ব্যবসা বন্ধ রাখিতে হয়, সে সময় তিনি নিজে কয়েক বৎসর ব্যবসা করিয়া এই কারবারে তাঁহাদের পূর্ণ মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি সোনা ও কলিকাতায় জমী খরিদ বিক্রয়ের কার্য্যও করিয়াছিলেন। এখন তিনি ব্যবসা-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের শিক্ষা বিস্তার ও লোকহিতকর কার্য্যে এবং সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

দরিদ্র হইতে বড় কারবারী হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু ধনীর সন্তান হইয়া যৌবনের প্রথম প্রারম্ভ হইতে একটী প্রকাণ্ড কারবারের মালিক হইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্র-সুলভ নানা প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাহা পরিচালনা করা এবং স্তাবকবৃন্দের কবল হইতে আপনাকে

রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ করা অল্প শক্তির দ্বারা হয় না। দরিদ্রকে বড় হইতে হইবে, মান নাই অপমান নাই বড় হইব এই জীবনের লক্ষ্য। আর বড়কে কোটী কোটী প্রলোভনের সঙ্গে ও অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে আলস্য-বিলাসের প্রবাহ হইতে এবং চাটুকারদের সংস্পর্শ হইতে বহুদূরে থাকিয়া, পিতৃ-গৌরব ব্যবসার মর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইবে বা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই দুই এর মধ্যে কোনটা কঠিন:—সমাধান কার্য্য তত সহজ নয়। যিনি Builder তিনি বড় কিন্তু যিনি বা যাঁহারা সেই ইমারত বজায় রাখেন বা বৃদ্ধি করেন তাঁহারাও বরণীয়।

কার্য্যাবলী:—তিনি বালকদিগের সৎশিক্ষার জন্য পিতার নামে "নিত্যগোপাল অবৈতনিক বিদ্যালয়" এবং বালিকাগণের সুশিক্ষার জন্য "অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। অঘোরচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাত। অঘোরচন্দ্রের পত্নী হরিমতী দাসী মৃত্যুকালে কোন সৎকার্য্য করিবার জন্য হরিহর বাবুর হস্তে ষোল হাজার পাঁচ শত টাকা দিয়া যান। খুল্লতাত পত্নীর সৎ ইচ্ছাকল্পে তিনি এই অঘোরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও চন্দননগর পুস্তকাগারের উন্নতি কল্পে ৫০০০৲ টাকা দান করেন। তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নামে "কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির" নামে একটী নারী শিক্ষা মন্দির ও পিতৃব্য পত্নীর নামে "তারক দাসী নারী কল্যাণ সদন" প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী জেলা এবং সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে মেয়েদের জন্য ইহাই প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (H. E. School)। ইহাতে রন্ধন, ছাঁটকাট, সেলাই, প্রভৃতি সূচি-শিল্প, বেতের কাজ, উচ্চ অঙ্গের চিত্রাঙ্কন, মৃৎ-শিল্প বা মাটীর কাজ, তুলির কাজ, রোগীর পরিচর্য্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, চর্ম্ম-শিল্প বা চামড়ার কাজ, রাষ্ট্রনীতি, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য রক্ষণাদি-শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা মন্দিরের জন্য তিনি সর্ব্বসমেত প্রায় আড়াইলক্ষ টাকা ব্যয়

করিয়াছেন। তাঁহার খুড়ীমাতা স্বর্গীয়া তারক দাসী তাঁহার সৎ প্রবৃত্তি দেখিয়া ব্যয় করিবার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন। সেই টাকা প্রধানতঃ দরিদ্রদিগের চিকিৎসা, দরিদ্র ছাত্রীদিগকে অবৈতনিক শিক্ষা-দানে ও পুরস্ত্রীগণের শিক্ষার্থে ব্যয় করেন।

চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই কল্পে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের হস্তে তিনি বিস্তর টাকা প্রদান করেন। কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া ১৯১৮ সালের, ৩১ শে আগষ্টের ফরাসী সরকারী গেজেটে উহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু হঠাৎ গভর্ণর পরিবর্ত্তিত হইলে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হয় এবং তাঁহার টাকা বৎসরাধিক কাল পরে তাঁহাকে প্রত্যার্পিত হয়।

চুঁচুড়া সহরে মেডিক্যাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটির আগ্রহে দেড়লক্ষ টাকা দান করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন, স্কুল কমিটি তাঁহার দান গ্রহণের সম্মতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত সম্মত হইতে পারেন নাই।

চন্দননগর পুস্তকাগারের জন্য এবং সাধারণের সভা সমিতি প্রভৃতির জন্য টাউন হল সম্বলিত "নিত্যগোপাল-স্মৃতি-মন্দির" চন্দননগরের বিশেষ গৌরবময় ও আকর্ষণের বস্তু। এই উপলক্ষে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও আসবাব পত্রাদিতে হরিহর বাবুর প্রায় পৌনে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং তাঁহার ও কতিপয় উৎসাহী ভদ্রলোকের সংশ্রবে আসার পর হইতে পুস্তকাগার নবশ্রী লাভ করে।

লোক-হিতকর কার্য্য:—শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন লোক-হিতকর কার্য্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। বাঙ্গালা ১৩২৬ সালে চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তিনি দরিদ্রদিগকে প্রতিপালনের জন্য একটী চাউল সরবরাহ সমিতি স্থাপন করেন। এই সময় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রকোপ

বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতিকার কল্পে তিনি একটী মেডিক্যাল রিলিফ কমিটী স্থাপন করেন। দরিদ্রদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি পিতামহের নামে "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে সহরের তিন দিকে তিনটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। চিকিৎসালয়ের মধ্যে একটী নারীদিগের চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণা নারী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটী পৃথক বিভাগ ছিল। এই গুলিতে মোট চারজন L. M. S., ও M. B. প্রভৃতি পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহারা আবশ্যকমত রোগীদিগকে গৃহে গিয়াও চিকিৎসা করিয়া আসিতেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ছয় বৎসর এই প্রতিষ্ঠান বজায় রাখিয়া ইহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি পান নাই। ইঁহাদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে মনে পড়ে :—

"জনম বিশ্বের তরে পরার্থে সাধনা।"

অতিথি সৎকার করিবার জন্য সহরের মধ্যস্থানে হরিহর বাবু "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। স্থানীয় জলাভাব দূর করিবার জন্য সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনি কতকগুলি নলকূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি স্বতন্ত্র যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তই এই সমস্ত সৎকার্য্যে ব্যয় করেন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় চন্দননগরে স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত থাকিয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে এবং প্রাথমিক অর্থানুকূল্যে চন্দননগর "স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য ভাণ্ডার" (Volunteer fund) সৃষ্টি হইয়াছিল।

সাহিত্য সাধনা :—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ১২।১৩ বৎসর হইতেই সাহিত্য সাধনা করিয়া আসিতেছেন এবং 'অভিশাপ' নামক পুস্তক তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সে লিখিত। 'প্রমাদ' (প্রবন্ধাবলী), 'অদ্ভুত গুপ্তলিপি

ও 'অমৃতে গরল' (ডিটেক্‌টিভ গল্প), 'প্রতিভা' (নাটক), 'স্রোতের ঢেউ' (চিন্তাকণা), 'ঘরের কথা' (প্রবন্ধ), 'পুরাতনী' (পুরাতন কথা), 'চন্দননগর পরিচয়' (চন্দননগরের ইতিহাস), 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' (কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস) প্রভৃতি পুস্তকগুলি সাহিত্যিক সমাজে উচ্চভাবে প্রশংসিত। এতদ্ব্যতীত প্রায় আড়াই শতাধিক প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প প্রদীপ, প্রবাস, ভারতী, প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিলে একখানি বিরাট পুস্তকে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা :—ফরাসীরা বাঙ্গলার যে স্থান প্রথম অধিকার করেন তিনি তাহা নির্ণয় করেন। উহা ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে প্রবাসীতে "চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদিগের আদি স্থান নির্ণয়" নামে এবং The modern Review—May ও June 1927এ "An enquiry into the early History of Chandernagar and the problem of the location of the first French Settlement in Bengal" নামে উহা প্রকাশিত বিদেশী France এর Revue d' Historie des colonies নামক প্রসিদ্ধ পত্রে প্রশংসার সহিত আলোচিত হইয়াছিল। কাচের Dry plate বা film এর পরিবর্ত্তে কাগজের নেগেটিভ দ্বারা সস্তায় সুন্দর ফটো তোলা যায়—এ বিষয় ইনিই প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন এবং "সহজ উপায়ে ফটোগ্রাফী" নামে ১৩৩৮ সালের শ্রাবণের প্রবাসীতে উক্ত উপায়ে অনেক ফটোচিত্র-সহ প্রকাশ করেন।

ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব গবেষণায় তাঁহার যেমন অসাধারণ কৃতিত্ব নাটকীয় ও উপন্যাসিক চিত্রাঙ্কনে বা গোয়েন্দা কাহিনীর অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশের চাতুর্য্য ও চিন্তাশীলতা মূলক প্রবন্ধ রচনায় তেমনি তাঁহার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি।

শিল্প ও কলাবিদ্যা :—শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান দেখা যায়। "নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির," "কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির," নিজেদের বাস করিবার নূতন ভবন প্রভৃতি ও তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধবের

বাটীর নক্সা তিনি নিজে করিয়া দিয়াছেন। এক সময় তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে একটী টেক্নিক্যাল্ স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সরকারের সহানুভূতি অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

সামাজিক ব্যক্তি:—Public man হিসাবে তিনি Calcutta Iron merchants Association ও "সুহৃদ সমিতির" সভাপতি। চন্দননগর পুস্তকাগার, Chandernagar Sporting Club, তিলিজাতি হিতৈষী সভা, সুহৃদ সমিতির সম্পাদক এবং চন্দননগর মিউনীসিপ্যালিটীর মেম্বর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে স্বেচ্ছায় একে একে এই সকল কার্য্যভার ত্যাগ করেন। এক্ষণে গড়বাটী H. E. School এবং দশভুজা সাহিত্য মন্দির, কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির, বিবেকানন্দ স্মৃতি সমিতি ও চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি, Calcutta Historical Society, Hooghly District Library association, The Hoogly Bratachari Society, The Hoogly District Sahitya Parisad, বঙ্গীয় তিলিজাতি সম্মিলনীর সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এবং কলিকাতার The Indian Research Institute, ফ্রান্সের Societe de l' Histoire des colonies Francaises, ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সভ্য এবং ডুপ্লে কলেজের গভর্ণিং বডির সভ্য আছেন। "চন্দননগরের বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য" সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সাত বৎসরের পর চন্দননগরে সম্মিলনের সম্ভব ও সাফল্য হইয়াছিল।

সমাজ সংস্কার :—নিজ শ্রেণীর মধ্যে তিনি কুলীন। কিন্তু কুলীন ও অকুলীনের মধ্যে আদান প্রদানের যে বাধা ছিল, তাহা তাঁহারই চেষ্টায় অপসারিত হইয়াছে। স্ব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারেও তিনি অগ্রণী।

উপাধি, মানপত্র, উপহার, অভিনন্দন ও চরিত্রালোচনা :—Officier d' Academie ইংরাজি ১৯২৬ সালে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত।

বিদ্যাবিনোদ ও কৃতিনিধি ১৩২৯ সালে নদীয়ার "বিশ্বমানদ-মহামণ্ডল" হইতে প্রদত্ত।

সাহিত্য ভূষণ ১৩৩৫ সালে কলিকাতার "স্বারস্বত-মহামণ্ডল" হইতে প্রদত্ত।

Chevalier d la Legion d' honnur ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহা ফরাসী গভর্ণমেন্টের অতি উচ্চ উপাধি, ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নাইট্ ও স্যার উপাধির সমান ও সেইরূপ সম্মানজনক।

Officier de l' instruction pubiique ইংরাজী ১৯৩৫ সালে ফরাসী গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত। ইহা ফরাসী গভর্ণমেন্টের সর্ব্বোচ্চ একাডেমিক সম্মান।

হরিহর বাবুর ষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে একটী জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়—ইহাতে বিবিধ প্রতিষ্ঠানাদি হইতে প্রায় পনেরখানি অভিনন্দন বা মানপত্র ও মূল্যবান উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ হইতে চন্দননগরের এ্যাড্মিনিষ্ট্রেটার মহোদয় এই সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। এই সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে "শিক্ষাবন্ধু" উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। অন্য একটি সভা হইতে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহাকে "দেশশ্রী" উপাধি প্রদত্ত হয়। 'শেভালিয়ে লেজিয়ে দনার' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে ১৩৪১ সালের আশ্বিন মাসে স্বজাতিবৃন্দ তাঁহাকে এক সভায় অভিনন্দিত করেন এবং 'কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের' জন্য একহাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন।

১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দননগরের যুবক ও ছাত্রবৃন্দ এক সভায় উপহার সহ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দান করেন। ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে সহপাঠিবৃন্দ মূল্যবান উপহার সহ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দান করেন। পরোপকারিতা, দানশীলতা, উদারতা, স্নেহপ্রবণতা, বন্ধুপ্রীতি. স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি এবং ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ বর্ত্তমানে

মানুষ প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হয় হরিহর বাবুর জীবনে তৎসমুদয়ই বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ায় দেশবাসী তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ হুগলী কলিজিয়েটের পুরাতন সহপাঠীদের লইয়া বাৎসরিক যে সম্মিলনী হয়—তিনি তাহার প্রধান উদ্যোক্তা।

তাঁহার অকৃত্রিম মাতৃ-পিতৃভক্তি অনুকরণীয়। বস্তুতঃ তিনি প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় যাবতীয় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের অধিকারী হইয়া ধন্য হইয়াছেন।

পারিবারিক পরিচয়:—হরিহর বাবুর দুই পুত্র ও চারি কন্যা। প্রথম পুত্র সূতিকাগারেই মৃত্যু হয়। অন্যান্যদের নাম শৈলসুতা, হেমবতী, মনোরঞ্জন, সুহাসবালা ও নির্ম্মলবালা। তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত শিবরাম ও দুর্গাদাস শেঠ মহাশয়ের কথা বাহিরে বিশেষ খ্যাত না হইলেও তাঁহারা যাঁহাদের নিকট পরিচিত তাঁহারা জানেন, তাঁহারা পরোপকারী ও দাতা। চন্দননগরের খাদার পাড়া নিবাসী ৺প্রবোধচন্দ্র কুণ্ডুর কন্যা রমাশশীর সহিত শিবরামের বিবাহ হয়। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা—নিরুপমা, বাসন্তিবালা, জ্ঞানেন্দ্র কুমার ও প্রকাশচন্দ্র। দুর্গাদাস বাবু একজন দেশসেবক, স্বদেশী শিল্পের উৎসাহ দাতা, নির্ভীক সাংবাদিক। 'স্বদেশী বাজার' নামক একখানি সংবাদ পত্র (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে রাজদ্বারে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি বিবাহ করেন নাই।

হরিহর বাবুর পুত্র শ্রীমনোরঞ্জন ১৩১২ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। চন্দননগর হাটখোলা নিবাসী সত্যচরণ নন্দী মহাশয়ের কন্যা দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার উমানাথ, বিশ্বনাথ, সোমনাথ ও শঙ্করনাথ নামে চারি পুত্র ও লক্ষ্মী তারা ওরফে সতীরাণী নামে একটি কন্যা বর্ত্তমান। শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ধার্ম্মিক, বিনয়ী এবং যাবতীয় পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছেন। ভগবান এই বংশের মঙ্গল করুন।

চন্দননগর পালপাড়ার

সোমঋষি গোত্রীয় শেঠ (নন্দী) বংশের বংশলতা (১৩৪৮ সাল পর্য্যন্ত)।
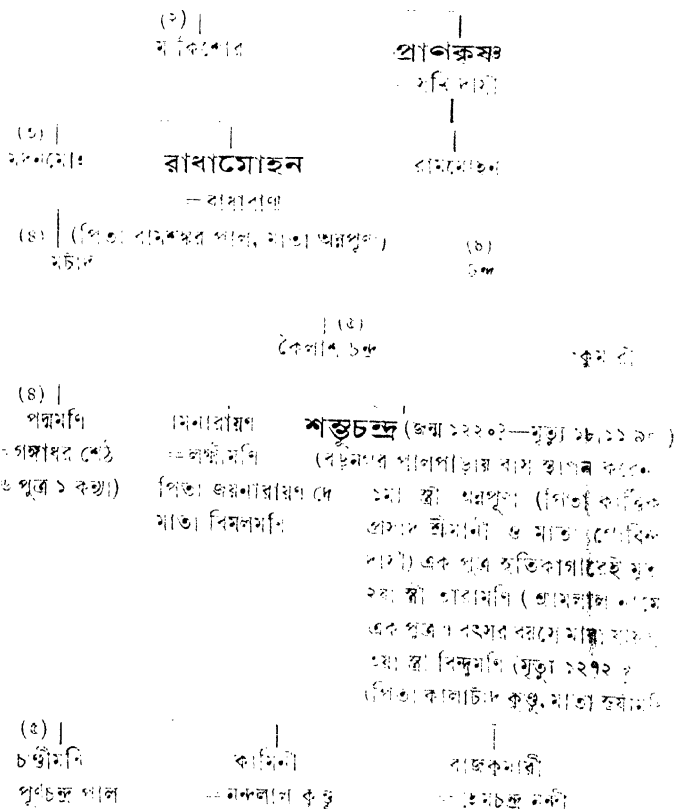
(১) কালীচরণ

(৪) শম্ভুচন্দ্র

গিরীন্দ্রনাথ রমণীবালা সৌরভ বালা ফুলকুমারী অক্ষয় কুমার **নিত্যগোপাল** অঘোরচন্দ্র রাজচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র (৫)

সিদ্ধেশ্বরী (৬) প্রভাবতী

(৬) এক পুত্র (গর্ভে মৃত্যু হয়) কালীদাসী

(৬)

শ্রীহরিহর শ্রীশিবরাম শ্রীমতী যোগমায়া একপুত্র শ্রীমতী আগমনী শ্রীদুর্গাদাস ভগবতী

(৭)

শ্রীমতী নিরুপমা শ্রীমতী বাসন্তিবালা শ্রীভাগবত কুমার ওরফে চিত্তরঞ্জন শ্রীনিমাই চাঁদ ওরফে পুরাণ চন্দ্র

(৭)

এক পুত্র শ্রীমতী শৈলসুতা শ্রীমতী হৈমবতী শ্রীমনোরঞ্জন শ্রীমতী সুধাংশুবালা শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা

(৮)

শ্রীউমানাথ শ্রীশ্যামানাথ ওরফে শিখরনাথ শ্রীসোমনাথ শ্রীশঙ্করনাথ শ্রীমতী সতীরাণী ওরফে সন্ধ্যাতারা, আরতি

(৪) শম্ভুচন্দ্রের ধারার বংশ-তালিকায় অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়।

(জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ)

(৪) **শম্ভুচন্দ্রের** প্রথমা কন্যা **রমণীবালা** (২৪।১২।৫১—৬৩?) স্বামী নন্দলাল পাল ; ২য়া কন্যা সৌরভ বালা (মৃত্যু ১৩১৫?) স্বামী নন্দলাল পাল (৪ পুত্র ও ৩ কন্যা) ; ৩য়া কন্যা **ফুলকুমারী** (জন্ম ৭।১০।৫৮, মৃত্যু ভাদ্র ২২) স্বামী গিরীন্দ্রনারায়ণ নন্দী (৯ পুত্র ও ৬ কন্যা) ; ২য় পুত্র **অক্ষয় কুমার** (১৪।৯।৬০—৩।৭৭?) স্ত্রী ত্রৈলক্ষতারিণী (মৃত্যু ২২।১২।২২) পিতা উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী ও মাতা সৌরভ সুন্দরী ; ৩য় পুত্র **নিত্যগোপাল** (১২।৯।৬৩—১১।১২।২০) ১মা স্ত্রী সুশীলাবালার (জন্ম ১২৭২?) পিতা ভুবনচাঁদ কুণ্ডু ও মাতা প্রসন্নময়ী, ২য়া স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীর (পৌষ ৭০—৬।১১।৩৫) পিতা ব্রজকুমার নন্দী, মাতা ভুবনমোহিনী ; ৪র্থ পুত্র **অঘোরচন্দ্র** (৬৬? ১২।১১।১৫) স্ত্রী হরিমতীর (মৃত্যু ২৪।৪।৩০) পিতা ব্রজগোপাল মল্লিক, মাতা চুনীমনী দাসী ; ৫ম পুত্র **রাজচন্দ্র** (২৮।৭।৬৮—৭৭?) ; ৬ষ্ঠ পুত্র **অবিনাশচন্দ্র** (২৬।৫।৭১—১৮।১।২৮) স্ত্রী তারকদাসীর (৭৭?—২৪।৫।৩১) পিতা চূড়ামণী দে, মাতা কামিনীবালা। পর্য্যায় ৫।

(৫) **অবিনাশচন্দ্রের** প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরীর (জন্ম শ্রাবণ ৯২) স্বামী জ্যোতীশচন্দ্র কুণ্ডু (৩ পুত্র ও ৮ কন্যা) ; ২য়া কন্যা প্রভাবতীর (-।১১।৯৩—১৩।৭।৩৭) স্বামী নগেন্দ্রনাথ শেঠ (২ পুত্র ৫ কন্যা) পর্য্যায় ৬।

৫। **অঘোরচন্দ্রের** প্রথম এক পুত্র (গর্ভে মৃত), এক কন্যা **কালী** দাসীর (-।৫।৯০—।১২।২৭) স্বামী অনাথ বন্ধু দে (৪ পুত্র—৩ কন্যা) পর্য্যায় ৬।

৫। **নিত্যগোপালের** প্রথম পুত্র **শ্রী**হরিহরের (জন্ম ২৮।৮।৮৫) স্ত্রী শ্রীমতী শশীবালা (জন্ম ২১।৯।৯০) ওরফে কিরণশশীর (পিতা শ্রীশচন্দ্র দে, মাতা — প্রমদা সুন্দরী) ; ২য় পুত্র **শ্রী**শিবরামের (জন্ম ৪।৩।৯০) স্ত্রী শ্রীমতী

রমাশশীর (জন্ম ২৭।৯।২৯) পিতা প্রবোধ চন্দ্র কুণ্ডু, মাতা সরোজিনী ; ১ম কন্যা শ্রীমতী যোগমায়ার (জন্ম ২১।৯।৯৪) স্বামী ফলকৃষ্ট পাল (৪ পুত্র ২ কন্যা) ; ৩য় পুত্র (ফাল্গুন ৯৭ সূতিকাগৃহেই মারা যায়) ; ২য়া কন্যা শ্রীমতী আ[illegible]মনীর (জন্ম ৪।৬।৯৯) স্বামী শরৎ চন্দ্র শেঠ ; ৪র্থ পুত্র শ্রীদুর্গা দাস (জন্ম ৬।৬।০২) ও ৩য়া কন্যা ভগবতী (শ্রাবণ ০৬—ভাদ্র ০৯) পর্য্যায় ৬।

৬। শ্রীহরিহরের প্রথম এক পুত্র (১৩০৬ সূতিকাগারে মৃত) ; প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শৈলসুতার (জন্ম ২১।১০।০৭) স্বামী শ্রীসতীশ চন্দ্র কুণ্ডু (৩পুত্র—৩ কন্যা) ২য়া কন্যা শ্রীমতী হৈমবতী দাসীর (জন্ম ১১।৩।১০) স্বামী শ্রীঅনাথ নাথ কুণ্ডু (৪ পুত্র ১ কন্যা) ; ২য় পুত্র শ্রীমনোরঞ্জনের (জন্ম ২২।৮।১২) স্ত্রী শ্রীমতী দুর্গাবতীর (জন্ম ৮।৬।১৪) পিতা সত্যচরণ নন্দী মাতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ; ৩য় কন্যা শ্রীমতী সুধাংশু বালার (জন্ম ২৪।১।১৪) স্বামী শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুণ্ডু (৩ কন্যা) ; ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী নির্মলা বালার (জন্ম ১৯।১১।১৬) স্বামী শ্রীকিশোরী মোহন পাল (২ পুত্র) পর্য্যায় ৭।

৬। শ্রীশিবদাসের ১ম কন্যা শ্রীমতী নিরুপমার (জন্ম ৫।১২।১৩) স্বামী শ্রীতিনকড়ি নাথ কুণ্ডু (১ পুত্র ও ৩ কন্যা) ; ২য়া কন্যা শ্রীমতী বাসন্তি বালার (জন্ম ৩০।৮।১৭) স্বামী শ্রীললিত মোহন কুণ্ডু (২ পুত্র ও ৩ কন্যা) ; ১ম পুত্র শ্রীভাগবত কুমার (জন্ম ১৮।৬।৩২) ওরফে চিত্তরঞ্জন ; ২য় পুত্র শ্রীনিমাই চাঁদ (জন্ম ২৪।৯।৪০) ওরফে পুলিন চন্দ্র। পর্য্যায় ৭।

৭। শ্রীমনোরঞ্জনের ১ম পুত্র শ্রীউমা নাথ (জন্ম ২৯।১২।৩৭) ; ২য় পুত্র [illegible] নাথ (জন্ম ১০।১০।৪০) ওরফে [illegible] নাথ ; ৩য় পুত্র শ্রীসোমনাথ (জন্ম ১১।২।৪২) ; ৪র্থ পুত্র শ্রীশঙ্কর নাথ (জন্ম ৬।১।৪৪) ; কন্যা শ্রীমতী সতীরাণী (জন্ম ১৭।৯।৪৫) ওরফে রত্না তারা, আরতি। পর্য্যায় ৮

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত আশদতলিয়া গ্রাম নিবাসী একাদশ তিলি স্বর্গত নন্দলাল দে মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ আশদতলিয়া গ্রামে বাসের পূর্ব্বে কোন্ স্থানে বাস করিতেন, তাহা জানা যায় না।

এই আশদতলিয়া গ্রামটী সুপ্রসিদ্ধ "নন্দীগ্রাম" হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত নন্দীগ্রামে মহিষাদল রাজবংশের প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা রাণী জানকীর সুপ্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীজানকীনাথ" বিগ্রহের গগনস্পর্শী দেবমন্দির বিরাজিত।

নন্দলাল বাবু ও দেবেন্দ্রনাথ বাবু—ইঁহারা তৎকালে প্রচলিত পাঠ-শালায় স্বল্প শিক্ষিত। এই সোদরদ্বয় সন ১২৯৯ সালে স্বগ্রামে একটী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে ইং ১৯১২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত বিদ্যালয়টী এই বিদ্যোৎসাহী ভ্রাতৃযুগের দানশীলতার প্রভাবে ও ঐকান্তিক যত্নে হাই-স্কুলে পরিণত হইয়াছে। ইঁহারা,—"মহতী দেবতা হ্যেষা রাজ-রূপেণ সংস্থিতা" এই শাস্ত্রীয় বাণীর যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে উক্ত বিদ্যালয়ের "আশদতলিয়া করোনেশন মেমোরিয়াল" নামকরণ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা এবং স্কুল পরিচালনার্থ ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা জমী দান করিয়া দেশবাসীর মহোপকৃতি সাধনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাশয় নন্দলাল বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও উদ্যমে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ইনি (স্বর্গত নন্দলাল বাবু) উক্ত হাই-স্কুল স্থাপনের সময় স্বীয় আবাস গৃহ (ত্রিতল ইষ্টকালয়) প্রথমতঃ বর্ষাধিক কাল স্কুলের জন্য পরিত্যাগ করেন। তিনি তৎকালে সপরিবারে উক্ত গৃহ-সংলগ্ন করোগেটের বাটীতে বাস করেন। ইহা তাঁহার বিদ্যানুরাগিতার ও ত্যাগশীলতার যে প্রকৃষ্ট ও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিদ্যোৎসাহী মহা-মানবের দৃঢ়ানুরাগের প্রভাবে নন্দীগ্রাম থানায় সর্ব্বপ্রথমেই এই হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষালোকের বিস্তৃতি লাভ ঘটে। এই স্কুল স্থাপনের পর বহু দানশীল ও দেশহিতৈষী মহানুভব মহোদয়ের মুক্তহস্ততার প্রভাবে এই থানায় নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাই-স্কুল স্থাপিত হইয়া (১৯১২। ২৭শে জুন) দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

ইনি অতি দয়াবান্, সদাশয়, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্, নিরহঙ্কার ও অতিথি-বৎসল ছিলেন। সততই সমাগত সাধু ও সন্ন্যাসীদের সেবা করিতেন।

এই উভয় ভ্রাতাই বাংলা ১৩০৮ সাল হইতে ১৩২৪ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক মাসে অন্নসত্র দানে বহু দুঃস্থ ব্যক্তির জীবন সংরক্ষণে মহীয়সী কীর্ত্তিলাভের অধিকারী হইয়াছেন।

নন্দলাল বাবু শেষজীবনে বৈষয়িক চর্চ্চা এবং অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ ও ফল-মূল আহারে কালযাপন করিয়াছিলেন। ইনি লোকরঞ্জক, সমদর্শী ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন।

ইঁহার ত্যাগশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতায় বিমুগ্ধ হইয়া উক্ত আশদতলিয়া নিবাসী ত্যাগশীল স্বর্গত মধুসূদন দে মহোদয় ৫৫/ পঞ্চান্ন বিঘা জমি ও নগদ ১২০০০৲ বার হাজার টাকা, স্বর্গত দ্বারকানাথ খাটুয়া মহোদয় ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা জমি ও নগদ ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা এবং উক্ত পরগণার নরসিংহপুর নিবাসী স্বর্গত বিশ্বনাথ জানা মহোদয় (স্বনামধন্য দানশীল স্বর্গত নরহরি জানা মহোদয়ের সুযোগ্য সন্তান) ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা জমি, মুরাদপুর নিবাসী

দেশপ্রাণ স্বর্গত হরপ্রসাদ দাস মহোদয় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা উক্ত হাই-স্কুলের পরিচালনাদির হেতু দান করিয়া দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধনে অর্থার্জ্জনের সার্থকতা-সম্পাদনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া সুপ্রথিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত পড়ুয়া এম্-এ, বি-এল (তমলুক মুন্সেফী কোর্টের সার্ভেয়ার উকিল); বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস বি-এ (নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাই-স্কুলের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার); বাবু নলিনী রঞ্জন দাস বি-এস্-সি, এম্-বি; বাবু ঈশান চন্দ্র বেরা বি-এ (দোর ভূপতিনগর ত্রিলোচন হাই-স্কুলের অন্যতম মাষ্টার); বাবু সুরেন্দ্র নাথ দাস এম্-এ, বি-টি প্রভৃতি মহোদয়গণ সুবিখ্যাত।

বিনোদ বিহারী বাবু এই পরগণার বরাঘুনী নিবাসী স্বর্গত কামদেব গিরি মহাশয়কে তাঁহাদের পার্টিশনের মোকর্দ্দমায় বহু সহস্র টাকা সাহায্য করিয়াছেন। ইনি বিনয়ী, সদালাপশীল, অহমিকাহীন ব্যক্তি।

নন্দলাল বাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠা পত্নীর পুত্র সত্যব্রত বাবু ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ, বিনীত, নিরহঙ্কার, সৌজন্যাদি গুণোপেত।

এতদ্বংশীয় ধর্ম্মরাজ বাবু, বঙ্কিমবিহারী বাবু, বিনোদবিহারী বাবু, যজ্ঞেশ্বর বাবু ও ঋষিরাজ বাবু নন্ ম্যাট্রিক। ইঁহারা সকলেই এই হাই-স্কুলের ছাত্র।

পিতৃভক্ত ধর্ম্মরাজ বাবুর স্থাপিত তাঁহার স্বগ্রামে নন্দলাল প্রেস নামে একটী ছাপাখানা আছে। উহাতে পুস্তকাদি সুলভে মুদ্রিত হয়।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু—ইনি পাঠশালায় স্বল্প শিক্ষিত। ইনি দেব-দ্বিজে ভক্তি-মান্ ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে "শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ" দেবতা স্থাপন করিয়াছেন এবং উক্ত দেবতার ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেব-সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গত ১৩০৭ সালে এই পরগণার সিন্দূরটীয়া গ্রামে "শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ" দেবতা স্থাপন করেন। নিজ ব্যয়ে উক্ত দেবতার ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া ১৬/ ষোল বিঘা জমি সহ উক্ত দেবতা ও মন্দিরাদি উক্ত গ্রামবাসী স্বর্গত ইন্দ্রনারায়ণ দাস বাবাজীকে অর্পণ করিয়াছেন।

হরেকৃষ্ণ বাবু মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের অধীনে রামনগর থানার হেল্‌থ অ্যাসিষ্টাণ্টের পদে কার্য্য করিতেছেন।

স্বর্গত নন্দলাল দে বংশাবলী—

(১) ৺ভীমাচরণ দে পুত্র নারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ ২।

(২) নারায়ণ সুত লক্ষ্মীকান্ত—পত্নী সরমা (আশদতলিয়া) ও শিবপ্রসাদ—১মা স্ত্রী চাঁপা, ২য়া স্ত্রী সরোজবালা ৩।

(২) গুরুপ্রসাদের ১মা স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী (আশদতলিয়া), ২য়া স্ত্রী সূর্য্যী (বিভীষণপুর)

(২) গুরুপ্রসাদের ১মা স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ীর ধারা

২। গুরুপ্রসাদ সুত মহেন্দ্রনাথ ৩। মহেন্দ্রনাথের ১মা স্ত্রী মল্লিকার (বাগাদাঁড়ি) গর্ভে ৪ পুত্র—পুলিনের স্ত্রী কুলবালার (বয়াল) ২ পুত্র ও ১ কন্যা পর্য্যায় ৫। মহেন্দ্রনাথের কন্যা গিরিবালার স্বামী গোবিন্দপ্রসাদ খাটুয়া (আশদতলিয়া), কন্যা দৈবকীর স্বামী বিপিনবিহারী খাটুয়া (আশদতলিয়া), পুত্র ভূষণের স্ত্রী কমলার (আশদতলিয়া) ১ কন্যা, পুত্র ধরণী (মৃত) ও মুরারি পর্য্যায় ৪।

৩। মহেন্দ্রনাথের ২য়া স্ত্রী তারিণীর গর্ভে ১ পুত্র অজিতকুমার ও ১কন্যা সুরবালার—স্বামী সুরেন্দ্রনাথ প্রধান (সোণাকুনিয়া) ৪।

(২) গুরুপ্রসাদের ২য়া স্ত্রী সূর্য্যীর ধারা

২। গুরুপ্রসাদ সুত নন্দলাল ও দেবেন্দ্রনাথ—পত্নী স্বর্ণময়ী (বয়াল) ৩।

৩। নন্দলালের ৪ বিবাহ—১মা স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর (হরিদ্রাচক) কুঞ্জবিহারী

নামে এক পুত্র ৪। কুঞ্জবিহারীর ২ বিবাহ ১মা স্ত্রী চারুবালার (আশদতলিয়া) ১ম পুত্র যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী রাসকুমারী (বাগাদাঁড়ি) ২য় পুত্র ঋষিরাজের-স্ত্রী চঞ্চলা (বয়াল) এবং কন্যা এলোকেশী বা সরমার স্বামী জ্ঞানেন্দ্র নাথ দে (বয়াল) ৫। ঋষিরাজের এক কন্যা পুষ্পরাণী ৬।

৪। কুঞ্জবিহারীর ২য়া স্ত্রী লক্ষ্মীর (উড়্উড়ি) ৩ পুত্র ও ২ কন্যা কার্ত্তিক, মুক্তকেশী, উর্ব্বশী, গণেশ ও পুত্র ৫।

৩। নন্দলালের ২য়া স্ত্রী দিগম্বরী (হিজলি) ০, ৩য়া স্ত্রী পাটেশ্বরীর (হরিদ্রাচক) কন্যা রুক্মিণী—স্বামী মধুসূদন নন্দী (গোপীনাথপুর), রেবতী—স্বামী গোপীনাথ মাইতি (দ্বারিকাপুর) ও পুত্র রাধাকৃষ্ণ (মৃত) ৪।

৩। নন্দলালের ৪র্থা স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর (বড় উদয়পুর) পুত্র ধর্ম্মরাজের স্ত্রী সৌদামিনী (বাগাদাঁড়ি) ও সত্যব্রত—স্ত্রী কুমুদিনী (বাসুদেব বেড়্যা) ৪।

৪। ধর্ম্মরাজের নিভাননী ও ইন্দুরেখা নামে ২ কন্যা ৫।

৪। সত্যব্রতের ১ পুত্র মানসকুমার ৫।

৩। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র বঙ্কিমবিহারী—স্ত্রী সুখদাময়ী (বাসুদেব বেড়্যা) ও বিনোদবিহারী ৪।

৪। বিনোদবিহারীর ১মা স্ত্রী হরিপ্রিয়ার (আশদতলিয়া) নীহারবালা ও কাননবালা নামে ২ কন্যা ৫।

৪। বিনোদবিহারীর ২য়া স্ত্রী শৈবলিনীর (আশদতলিয়া) পুত্র সরোজ-কান্ত (মৃত) ও পুত্র ৫।

(৩) লক্ষ্মীকান্ত—পত্নী সরমার (আশদতলিয়া) ধারা

৩। লক্ষ্মীকান্ত সুত রমানাথ—স্ত্রী স্বর্ণময়ী (আশদতলিয়া), ব্রজবালা—স্বামী উমেশচন্দ্র সাউ (বারুইপুর) ও শ্রীনাথ—স্ত্রী বসন্তকুমারী (বাগাদাঁড়ি) ৪।

৪। রমানাথ সুত প্রফুল্ল, জিতেন্দ্র ও ২ কন্যা পর্য্যায় ৫।

৪। শ্রীনাথ সুত পূর্ণচন্দ্র পর্য্যায় ৫।

(৩) শিবপ্রসাদ—১মা পত্নী চাঁপার ধারা

৩। শিবপ্রসাদ সুত বনমালী—স্ত্রী রাধিকা (আশদতলিয়া), বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণকৃষ্ণ—স্ত্রী নীরদা (বয়াল) ৪।

৪। বনমালী সুত হরেকৃষ্ণ—পত্নী সিন্ধুবালা (আশদতলিয়া) ও অনাথ নাথ পর্য্যায় ৫।

৫। হরেকৃষ্ণর ১ পুত্র ও ২ কন্যা পর্য্যায় ৬।

৪। প্রাণকৃষ্ণ সুত রাখাল, দুর্গাপদ ও কানাইলাল পর্য্যায় ৫।

(৩) শিবপ্রসাদ—২য়া পত্নী সরোজবালার ধারা

৩। শিবপ্রসাদ সুত বিপিন, মদন ও গোপীনাথ পর্য্যায় ৪।

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তঃপাতী আশদতলিয়া গ্রামবাসী একাদশ তিলি স্বর্গত মধুসূদন দে মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ ইতিপূর্ব্বে কোন্ স্থানে বাস করিতেন তাহা জানা যায় না। দানশীল স্বর্গত মধুসূদন দে পাঠশালায় সামান্য শিক্ষিত। কিন্তু ইনি বুদ্ধিমান্ ও উচ্চমনা ছিলেন। উক্ত আশদতলিয়া নিবাসী সহৃদয় স্বর্গত নন্দলাল দে মহোদয় শিক্ষার বিস্তারে ইচ্ছুক হইয়া "আশদতলিয়া করোনেশন মেমোরিয়াল হাই-স্কুল" স্থাপন করিলে, ইনি উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা হেতু ৫৫/ পঞ্চান্ন বিঘা জমি এবং নগদ ১২০০০৲ বার হাজার টাকা দান করিয়া দেশবাসীর মহোপকৃতি-সাধনে অর্থার্জ্জনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার এই দানে প্রভূত উপকৃত এবং ধন্যম্মন্য হইয়াছেন।

স্বর্গত বীরনারায়ণ বাবু—ইনি স্বনামধন্য পূর্ব্বোক্ত দানশীল মধুসূদন বাবুর জ্যেষ্ঠ তনয়। তিনি বাঙ্গালা ১৩৩৩ সালে কার্ত্তিক মাসে মাসব্যাপী অন্নসত্র দিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। ইনি এতদ্ব্যতীত

আরও ৬।৭ বৎসর কার্ত্তিক মাসে মাসব্যাপী অন্নসত্র দিয়া বহু দুঃস্থজনের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের উপবীত দানে, বহু দুর্গত গৃহস্থের কন্যার বিবাহে, এবং বহু দীন-ব্যক্তির মাতা ও পিতার শ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থ দান করিয়া তাঁহাদিগকে সম্যক্ উপকৃত করিয়াছেন।

ইনি অতি উচ্চাশয়-সম্পন্ন, সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; ইনি কতিপয় বর্ষ মেদিনীপুর জজ কোর্টের জুরি এবং বহু বর্ষ উল্লিখিত "আশদতলিয়া করোনেশন মেমোরিয়াল হাই-স্কুলের" সুদক্ষ সেক্রেটারী ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি ইঁহার অকৃত্রিম দৃঢ়ানুরক্তি ছিল।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বাবু—ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং এল্, এম্, এফ্. পাশ। তিনি নন্দীগ্রাম থানার বয়াল ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার।

স্বর্গত মধুসূদন দে বংশাবলী

১। ৺অজয় দে সুত ৺মধুসূদন দে—পত্নী নীলমণি (আশদতলিয়া) ও নটবর দে ৩।

২। ৺মধুসূদন দে কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া—স্বামী গৌরহরি খাটুয়া (আশদতলিয়া), পুত্র বীরনারায়ণ—১মা পত্নী পার্ব্বতী (আশদতলিয়া) ০, ২য়া পত্নী অহল্যা (বয়াল)০ ও পুত্র বিহারীলাল—১মা পত্নী গিরিবালা (আশদতলিয়া), ২য়া পত্নী—বিরজা (বাগাদাঁড়ি) ৩।

২। ৺নটবর দে সুত হীরালাল—পত্নী ক্ষীরোদা (আশদতলিয়া) ৩।

৩। হীরালাল সুত প্রতাপচন্দ্র—পত্নী সরোজিনী (আশদতলিয়া), ব্রজগোপাল—পত্নী কিরণবালা (আশদতলিয়া), শরচ্চন্দ্র, গোবর্দ্ধন, শৈলবালা—স্বামী গিরিশচন্দ্র খাটুয়া (আশদতলিয়া), ননীবালা—স্বামী শ্যামাচরণ দে (আমড়াতল্যা), স্নেহবালা—স্বামী রাখাল চন্দ্র সাহু

(বয়াল), সৌদামিনী—স্বামী গুণধর মাইতি (আশদতলিয়া), নির্ম্মলা (খাঁদি) স্বামী গজেন্দ্রনাথ মাইতি (আশদতলিয়া) ৪।

৪। প্রতাপচন্দ্রের বর্ত্তমানে ১ পুত্র পর্য্যায় ৫।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী মধ্যহিংলী নিবাসী করণ পরমধাম-গত হরিনারায়ণ দাস অধিকারী মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ তমলুক পরগণার কালিকাপুর গ্রামে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে কোন ব্যক্তি এই মধ্যহিংলী গ্রামে শুভাগমন করিয়া বাস করেন।

হরি-ভক্তি-পরায়ণ হরিনারায়ণ—ইনি বাল্যে পিতৃ-হীন হইয়া অতি ক্লেশে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ইঁহার মাতৃদেবী অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত যৎসামান্য ভূসম্পত্তি এবং শিষ্যাদির আয় হইতে ইঁহার প্রতিপালন করিতেন। ইনি বাল্যাবধি অতীব অধ্যবসায়ী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এই হেতু সমীপস্থ মহিষাদল রাজবাটীর খ্যাতনামা কবিরাজ স্বর্গত রমানাথ সেন মহোদয়ের সকাশে সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। পরে কার্য্য-দক্ষতা ও শ্রমশীলতা প্রভাবে দেশমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজরূপে খ্যাত হন। ইঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বহু কষ্টসাধ্য রোগও আশু প্রশমিত হইত। তৎকালে এই জেলার মহিষাদল, গুমগড়, কেওড়ামাল, কাশীযোড়া, ময়না পরগণার এবং হাওড়া জেলার মণ্ডলঘাট, ২৪ পরগণা জেলার মুড়াগাছা পরগণার ও সুন্দরবন লাটের অন্তর্গত বহুরোগী ইঁহার সুচিকিৎসাগুণে আরোগ্যলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইত। ইনি দরিদ্র রোগীগণকে বিনামূল্যে ঔষধ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় তৈলাদি প্রদান করিতেন।

তিনি অদম্য অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতাগুণে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুপ্রসন্নতা-লাভে স্বীয় দুঃস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রীত হইয়াছিলেন।

তিনি গুম্‌গড় পরগণার গড়চক্রবেড়্যা বাসী স্বর্গত গোবর্দ্ধন দাস অধিকারী মহোদয়ের কনিষ্ঠা কন্যা সাবিত্রী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর উক্ত পরগণার নন্দীগ্রাম বাসী স্বর্গত কিনারাম রাউৎ মহোদয়ের কন্যা স্বর্গতা উমাসুন্দরী দাসীকে বিবাহ করেন।

ইঁহার পিতৃ-পিতামহাদি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনিও বাল্যাবধি বৈষ্ণবধর্ম্মে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। ইনি শ্রমার্জ্জিত অর্থ নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার আবাস ভবনের পার্শ্বস্থ শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ দেবতার ইষ্টকালয়, শ্রীশ্রীরাসমণ্ডপ প্রভৃতি তদীয় মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি বাঙ্গালা সন ১২৯২ সালে বহু ব্যয়ে উক্ত দেবমন্দিরাদির এবং পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া সুপ্রথিত হইয়াছেন।

তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ভগবৎপ্রেমিক, সত্যপরায়ণ, পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ—শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, গয়া, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, পশুপতিনাথ, দ্বারকা, অবন্তী, কাঞ্চী, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, পুরী প্রভৃতি তীর্থ-স্থান পরিভ্রমণ করতঃ মানব জীবনের সাফল্য-সাধনে অনুপম দেবভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তিনি বাঙ্গালা সন ১২৯৮ সালে স্বগ্রামবাসী পরম ভাগবত বিষ্ণুপাদুকা-প্রাপ্ত গুরুপ্রসাদ দাস অধিকারী, মহিষাদল কাঞ্চনপুর-বাসী পরম-বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি ও মহিষাদল পরগণার চকলালপুর-বাসী বৈষ্ণব-প্রবর গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়গণের সহিত শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম, শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থ গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা মাদুরা হইতে ৬০ ক্রোশ পথ

সেতু বন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দেবভক্তি কীদৃশী প্রবলা তাহা এই ঘটনা দ্বারা বিশদরূপে অনুভূত হয়।

ইনি প্রতিবর্ষে রাসযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সম্পাদনে ৫০০।৬০০ লোককে পরিতৃপ্তি সহ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রসাদান্নভোজন করাইয়া প্রীতচিত্ত হইতেন। একান্ত পুণ্যশীল মহিষাদল রাজের রথোৎসবে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত প্রবাসীগণের প্রায় শতাধিক আশ্রয় প্রার্থীকে সানন্দে আশ্রয় ও ভোজ্যদানে তাঁহাদের পরিশ্রম ক্লেশ বিদূরিত করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইতেন। এবং শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী দিনে সমাগত দুঃস্থগণকে ও নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীচয়কে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ বিতরণে উৎফুল্লচিত্ত হইতেন। তিনি আজীবন উক্ত তিনটী বিষয়ে সততই মুক্তহস্ত ছিলেন।

ইনি দেব-দ্বিজে-ভক্তি-পরায়ণ, নির্ভীক ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি গুমগড় পরগণার স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ, বিদ্বৎ-প্রবর ব্রজমোহন বিদ্যারত্ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ গোপাল চন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতি মহোদয়গণকে অতীব ভক্তি করিতেন। তাঁহারাও ইঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন।

মহিষাদল রাজ সদ্গুণগ্রাহী স্বর্গত জ্যোতিঃ প্রসাদ গর্গ মহোদয় মধ্যে মধ্যে রাজ পরিবারের চিকিৎসার্থ ইঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন এবং ইঁহাকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করিয়া অনুগৃহীত করিতেন।

ইনি বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ত্রিপুরা রাজের দানশীলতায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর বাসী বৈষ্ণবপ্রবর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইলে ইনি এবং এই পরগণার চকলালপুর বাসী পূর্ব্বোক্ত গোপাল চন্দ্র দাস ও দোর রাজারামপুর বাসী পরম ভাগবত চণ্ডীচরণ দাস অধিকারী মহোদয় উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বিনামূল্যে গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সুধারস আস্বাদনে কৃতকৃত্য হন।

তিনি শ্রীশ্রীরঘুনাথজী দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে উক্ত দেবতার জন্য বহুমূল্য সুখচিত রৌপ্য সিংহাসন, স্বর্ণ-নির্ম্মিত সুদৃশ্য ছত্র এবং রৌপ্য পাদুকাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালা ১৩০৮ সালে উক্ত দেবতার দৈনিক সেবাপূজা এবং সাময়িক উৎসবাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নিষ্কর ৮/ আট বিঘা জমি ও নগদ ১৬০০৲ ষোল শত টাকা দেব-সেবার্থে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি চারি পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যান।

এই ক্ষণজন্মা বিষ্ণুভক্তিপ্রবণ, অদ্বিতীয় তীর্থ-পর্য্যটক, ধর্ম্মপরায়ণ মহানুভব সন ১৩০৯ সালের ২৭শে কার্ত্তিক শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই মরভূমি হইতে বিদায় গ্রহণে—শ্রীশ্রীবিষ্ণু পদারবিন্দে নিলীন হইয়াছেন।

স্বর্গত গোপাল চন্দ্র বাবু—ইনি পাঠশালায় সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া পিতৃসমীপে অধ্যয়ন করতঃ সুবিখ্যাত কবিরাজ হইয়াছিলেন। ইনি পিতৃবৎ দয়ালু ছিলেন। তিনি দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করিতেন। ইনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, অধ্যবসায়শীল, মধুরভাষী, সদালাপী ছিলেন। ইনি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণকে সততই প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

ইঁহার ত্যাগশীলা, সহধর্ম্মিণী—ক্ষীরোদা দাসী আকস্মিক গৃহ-দাহে কনিষ্ঠ পুত্র সহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। (১৩২৫।২৮শে মাঘ ভৈমীএকাদশী)।

পরে ইনি ১৩৪০ সালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাবু—সঙ্গীতানুরাগী, সরলচেতা। ইনি পিতৃসহ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইঁহারই মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ কেশব চন্দ্র বিগত জর্ম্মাণ মহাযুদ্ধে (১৯১৪—১৯১৯) মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পক্ষে আত্ম-নিয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর 'ভীরুত্ব' অখ্যাতি নিরসনার্থ মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে গমন করতঃ রাজভক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ধন্যস্মৃতা হইয়াছে। যুদ্ধবিরতির পর স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে রাজ-দত্ত সাহায্যে শ্রীশ্রীহরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যস্থান পরিভ্রমণে পরিতৃপ্ত হইয়া পিতার প্রীতিবর্দ্ধনে, দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করতঃ গৌরবান্বিত হইয়াছে।

পরমধামগত হরিনারায়ণ দাস অধিকারীর বংশাবলী—

১। ৺ভুবনমোহন দাস অধিকারী সুত জগন্নাথ—পত্নী তুলসী ২।

২। জগন্নাথ সুত সনাতন—পত্নী সীতা ৩।

৩। সনাতন পুত্র হরিনারায়ণ, কন্যা ব্রজেশ্বরী ও লক্ষ্মীপ্রিয়া ৪।

৪। হরিনারায়ণের দুই বিবাহ—১মা পত্নী সাবিত্রী (গড়চক্রবেড়্যা) ও ২য়া পত্নী উমাসুন্দরী (নন্দীগ্রাম)।

৪। হরিনারায়ণের ১মা পত্নী সাবিত্রীর ধারা

৪। হরিনারায়ণ সুত গোপালচন্দ্র—পত্নী ক্ষীরোদা (ডুমুরা), রমা—স্বামী বাণেশ্বর দাস (মধ্যহিংলী) ৫।

৫। গোপালচন্দ্রের ১০ পুত্র ও ৪ কন্যা যথা—মুরারিমোহন, প্যারীমোহন, কিশোরীমোহন, বিহারীলাল, গিরিধর, শ্রীধর, অধর, ভূধর, বংশিধর (মৃত) ও পুত্র (মৃত), মন্দাকিনী, জানকী, সুরবালা ও গঙ্গা ৬।

৫। রমার ৩ পুত্র ও ১ কন্যা পর্য্যায় ৬।

৪। হরিনারায়ণের ২য়া স্ত্রী উমাসুন্দরীর ধারা

৪। হরিনারায়ণ সুত তারকনাথ, ক্ষীরোদা (মৃতা), সারদা—স্বামী নরহরি দাস (দীনবন্ধুপুর), শ্রীনাথ (মৃত), নর্ম্মদা—স্বামী বৈকুণ্ঠনাথ দাস ভি, এম্ (চকলালপুর), জ্ঞানদা—স্বামী কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী (উত্তমপুর), দ্বারকানাথ—পত্নী মুক্তা (আমগেছিয়া) ও ধরণীধর (মৃত) ৫।

৫। তারকনাথের—১মা পত্নী দিগম্বরী (পাথুরিয়া), ২য়া পত্নী কাদম্বিনী। ১মা পত্নী দিগম্বরীর গর্ভজাত ৩ পুত্র হৃষীকেশ, কেশবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র এবং ৩ কন্যা কুসুমবালা—স্বামী গোপালচন্দ্র দাস (উত্তমপুর), পূর্ণিমা (মৃতা) ও খাঁদি (কামিনী) পর্য্যায় ৬। ২য়া পত্নী কাদম্বিনীর গর্ভজাত কন্যা গৌরী, রজনী ও শান্তবালা পর্য্যায় ৬।

৫। সারদার ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা, নর্ম্মদার ৯ পুত্র ৬ কন্যা, জ্ঞানদার ২ পুত্র যতীপ্রসাদ ও কানাই; দ্বারকানথের কন্যা মণিবালা—স্বামী কাঙ্গাল চরণ দাস (দুর্গাপুর), অমলা—স্বামী শ্রীহরি দাস (পড্যারচক)। ও চপলা নামে তিন কন্যা এবং রঘুনাথ নামে এক পুত্র পর্য্যায় ৬।

৪। ব্রজেশ্বরীর—স্বামী অর্জ্জুন দাস অধিকারী (কামারদা) পুত্র পঞ্চানন ও ৫ কন্যা পর্য্যায় ৫।

৪। লক্ষ্মীপ্রিয়ার—স্বামী রাধামোহন দাস (কাগুপসরা) পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ৩ কন্যা সুখদা, মোক্ষদা ও যশোদা পর্য্যায় ৫।

৫। নর্ম্মদার ৯ পুত্র ও ৬ কন্যা যথা—প্রভাত কুমার ভি-এম্, মুকুন্দচন্দ্র বি, এ অনুত্তীর্ণ, নিরঞ্জন ভি-এম্, রাসবিহারী ভি-এম্, আশুতোষ নন্‌ম্যাট্রিক্, শ্রীশ (মৃত), পুরুষোত্তমপ্রসাদ আই-এ; বি-এ অধ্যয়নরত, পুত্র, অরবিন্দাক্ষপ্রসাদ, সুশীলা, ভগবতী, ইন্দিরা, মেনকা, অমলা, অর্পণা ৬।

মেদিনীপুর জেলার গুম্‌গড় পরগণার অন্তঃপাতী আশদতলিয়া নিবাসী একাদশ তিলি স্বর্গত দ্বারকানাথ খাটুয়া মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ এই আশদতলিয়া গ্রামে কোন অজ্ঞাত সময় হইতে বাস করিতেছেন। মহামনা স্বর্গত দ্বারকানাথ বাবু তৎকাল প্রচলিত

পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি উচ্চাশয়-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ইনি পাশ্চাত্য-শিক্ষা লোক বর্জ্জিত ছিলেন তথাপি দেশের উন্নতি কামনায় পাশ্চত্য-শিক্ষা বিস্তার কল্পে আশদতলিয়া করোনেশন মেমোরিয়াল হাইস্কুল পরিচালনার্থ ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা জমি এবং ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা দান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। দেশবাসী ত্বদীয় এই নিঃস্বার্থ দানে মহোপকৃত হইয়াছেন।

ইনি বহুবর্ষ উক্ত হাইস্কুলের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি বহুবর্ষ স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইৎ ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, দানশীল, পরোপকৃতিপরায়ণ ও চরিত্রবান্ ছিলেন। ইঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন।

ইনি কতিপয় বর্ষ মেদিনীপুর জজ-কোর্টের জুরি ছিলেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বাবু ম্যাট্রিক পরীক্ষোত্তীর্ণ, I. Sc. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। তিনি উল্লিখিত হাইস্কুলে দুই বর্ষকাল শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পিতৃ-সদৃশ অশেষ গুণ সম্পন্ন।

শ্রীযুক্ত একাদশী বাবু—মহানুভব স্বর্গত দ্বারকানাথ বাবুর সহোদর শ্রীযুক্ত একাদশী বাবু কলিকাতার নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় হইতে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ। ইনি বয়াল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। ইনি মেদিনীপুর জজ-কোর্টের জুরি আছেন।

ইনি জ্ঞানী, চরিত্রবান্, বিনয়ী, অহমিকাহীন এবং সৌজন্যাদি-গুণ-সমৃদ্ধ। ইঁহার মধুর বিনম্র-ব্যবহারে সকলেই ইঁহার গুণমুগ্ধ।

স্বর্গত দ্বারকানাথ খাটুয়া বংশাবলী—

১। ৺ গোবর্দ্ধন খাটুয়া সুত ৺ হাড়চরণ খাটুয়া ২।

২। ৺ হাড় চরণ সুত বৃন্দাবন পত্নী বেচনমণি বা বেচী ৩।

৩। ৺ বৃন্দাবন সুত ৺ দ্বারকা নাথ পত্নী কিনামণি (আমড়াতল্যা),

একাদশী পত্নী স্বর্ণময়ী (আশদতলিয়া), বিহারী লাল পত্নী তিলোত্তমা (বাগাদাঁড়ি), স্বর্ণময়ী স্বামী রমা নাথ দে (আশদতলিয়া) ও দয়াময়ী স্বামী গোরাচাঁদ জানা (আশদতলিয়া) ৪।

৪। ৺দ্বারকা নাথ কন্যা চারুবালা স্বামী কুঞ্জবিহারী দে (আশদতলিয়া), সুশীলা স্বামী গঙ্গাধর নন্দী (গোপীনাথপুর), প্রমদারঞ্জন পত্নী সিন্ধুবালা (বাগাদাঁড়ি), মহিমারঞ্জন পত্নী চুণীবালা (আশদতলিয়া), রমণীরঞ্জন, সরোজিনী স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে (আশদতলিয়া) ও শৈবলিনী স্বামী বিনোদ বিহারী দে (আশদতলিয়া) ৫।

৫। প্রমদারঞ্জন সুত চিন্ময়, হৃষীকেশ ও কেশব ৬।

৫। মহিমারঞ্জন সুত মনোরঞ্জন, সতীরঞ্জন ও পুত্র নাম অজ্ঞাত ৬।

৪। একাদশী সুত সুরজিৎ পত্নী সুরবালা (বাগাদাঁড়ি), হরিপ্রিয়া স্বামী বিনোদ বিহারী দে (আশদতলিয়া) পুঁটী স্বামী কুঞ্জ বিহারী নন্দী (আশদতলিয়া) ও সিন্ধুবালা স্বামী হরেকৃষ্ণ দে (আশদতলিয়া) ৫।

৫। সুরজিৎ সুত প্রমীলা, হিরণ্ময়, জ্যোতির্ম্ময় ৬।

৪। বিহারী লাল সুত সুধাংশু পত্নী হরিপ্রিয়া (আমড়াতলা), ফণিভূষণ, অতুলচন্দ্র, কমলা স্বামী ভূষণ চন্দ্র দে (আশদতলিয়া), ভানু, চিত্তরঞ্জন, অমলা ও বিমলা ৫।

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক—

২০।৩।৪১ শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দাস।

গ্রাম—চকলালপুর।

পোঃ—বাড়বাসুদেবপুর

(মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী মধ্যহিংলী নিবাসী কায়স্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহ মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণস্থ সুবর্ণরেখা নদীর সমীপবর্ত্তী "লক্ষ্মণনাথ" নামক সুপ্রসিদ্ধ স্থানে বাস করিতেন। উক্তস্থানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির বাস আছে।

এতদ্বংশীয় যদুনাথ বাবু কোন কারণবশতঃ উক্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে মহিষাদল পরগণার মহিষাদল রাজবাটীর সমীপস্থ মধ্যহিংলী গ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক বাস করেন। তিনি পাঠশালার স্বল্প শিক্ষিত ছিলেন। তিনি নিরীহ ও সরলপ্রকৃতি শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

ইনি উক্ত লক্ষ্মণনাথের সমীপবর্ত্তী মীরগোদা নিবাসী স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র পাল মহোদয়ের দুহিতা স্বর্ণকুমারী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বাবু—কায়স্থ-কুল-গৌরব-রবি অকপট দেশহিতৈষী সারদাপ্রসাদ বাবু বাঙ্গালা সন ১২৮৯ সালে ১৫ই শ্রাবণ উল্লিখিত মধ্যহিংলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অতিবাল্যে ইহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে।

ইঁহার মাতা অতীব বুদ্ধিমতী, শ্রমশীলা ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া বহুকষ্টে ইঁহার লালনপালন করেন এবং বাল্যে পাঠশালায় শিক্ষার্থ ইঁহাকে প্রেরণ করেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান, প্রতিভা-শালী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। এই হেতু পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর মহিষাদল রাজ হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হন। তথায় এণ্ট্রান্স ক্লাস (First Class) পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

তৎপরে ইনি কলিকাতার কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান এণ্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল (অধুনা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ) নামক কলেজে পাঁচ বৎসর

অধ্যয়ন করেন। ইং ১৯০১ সালে L. C. P. & S (Bengal) উপাধি লাভ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ক্যাজুয়াল ষ্টুডেণ্টরূপে এক বৎসর অধ্যয়ন করেন (ইং ১৯০২ সাল)। পরে কলিকাতায় তুই বৎসর কাল (ইং ১৯০২-৩) ও ইং ১৯০৪ সালে কাশীনগরস্থ ভেলুপুরা হস্পিটালে প্রায় একবর্ষ চিকিৎসকের কার্য্য করেন। ইং ১৯০৫ সাল হইতে স্বীয় বাসভূমি মধ্যহিংলী গ্রামে কৃতিত্বসহ চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন। ইনি ইং ১৯১৬ সালে ষ্টেট্ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির L. M. F. পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বহু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করিয়া বিদ্যানুরাগিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদানে যশস্বী হইয়াছেন।

ইনি অতীব মাতৃভক্ত। ইহার মাতৃদেবী শেষ জীবনে প্রতি বৈশাখ মাসে জলছত্র দান এবং বার মাস ব্রতাদির অনুষ্ঠানে সদ্ব্যয় করিতেন (মৃত্যু ১৩৩৬, ১২ই পৌষ)। সারদাপ্রসাদ মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে দুই হাজার টাকা ব্যয় করেন। ইনি আশ্রিতবৎসল, দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ, সাহিত্যানুরাগী, দেশ-ভক্ত ও আদর্শ চরিত্র। পল্লীবাসী সততই ইঁহার গুণমুগ্ধ, ইনি সদালাপী, বিনয়ী অহমিকাহীন ও দরিদ্র রোগীর সহায়। ইনি কয়েক বর্ষ মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের মেম্বর ছিলেন।

সারদাপ্রসাদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শক্তিকুমার ১৯৩৮ সালে প্রেসি-ডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে এম-এ অধ্যয়নে রত। শ্রীমান্ শক্তিকুমার মাতাপিতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহের বংশাবলী—

১। ৺কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ—পত্নী প্যারী (লক্ষ্মণনাথ) সুত যদুনাথ সিংহ—পত্নী স্বর্ণকুমারী (মীরগোদা) ও ৺মাধবচন্দ্র সিংহ ২।

২। যদুনাথ সুত শ্রীসারদাপ্রসাদ—পত্নী নির্ম্মলাবালা (রাজীবপুর, হাওড়া) ৩। ৺মাধবচন্দ্র সিংহের ১ কন্যা পর্য্যায় ৩।

৩। শ্রীসারদাপ্রসাদের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা যথা—শ্রীশক্তিকুমার, চিন্ময়ীবালা—স্বামী প্রদ্যোৎকুমার মিত্র (জনাই বাক্সার, হুগলী), অর্পণাবালা, জয়ন্তীকুমার, বাসন্তীকুমার, প্রকৃতিকুমার, সতীকুমার ও বিজয়াবালা ৪।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী বাড়বাসুদেবপুর নিবাসী মাহিষ্য

শ্রীযুক্ত চুণীলাল কুইতি

মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয় বিভিন্ন শাখার জ্ঞাতিগণ, দোর পরগণার খঞ্জনচক গ্রামে, তমলুক পরগণার নন্দকুমার গ্রামে, মহিষাদল পরগণার নাটশাল গ্রামে বাস করিতেছেন।

দেশহিতৈষী ৺কৃষ্ণমোহন—বহুবর্ষ মহিষাদল রাজার অধীনে তহশীলদার ছিলেন। তিনি কুকুড়াহাটী—বালুঘাটা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাজপথের পূর্ব-পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী খনন ও বাঙ্গালা ১২৬০ সালে বাস্তবাটীর সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতি, সদাশয় লোক ছিলেন।

৺শিবনারায়ণ বাবু—ক্ষমতাবান্ সালিশ বিচারক ছিলেন। মৃত্যু বাঙ্গালা সন ১৩১২ সাল।

গোলকচন্দ্রের পুত্র ৺মধুসূদন—বাঙ্গালা, ইংরাজি ও পার্সি ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন।

দেশহিতব্রত শ্রীযুক্ত চুনীলাল বাবু—জন্ম ১২৮৬ সালের ১০ই আশ্বিন। ইনি দোর কৃষ্ণনগরবাসী আদর্শ চরিত্র ৺নিকুঞ্জবিহারী সিংহ মহোদয়ের শিক্ষাধীনে বাড়বাসুদেবপুর ইউ, পি, স্কুল হইতে ইং ১৮৯৪ সালে বৃত্তি পরীক্ষায় মাসিক তিন টাকা হারে দুই বৎসর, পরে দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় হইতে ইং ১৮৯৬ সালে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মাসিক ৪৲ টাকা হারে চারি বৎসর বৃত্তিলাভ করেন। তৎপরে ইং ১৯০০ সালে হুগলী ট্রেণিং স্কুল হইতে নর্ম্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হন। ইনি ইং ১৯০০ সালের

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার পদে, তৎপরে ইং ১৯০০ সালের নভেম্বর হইতে ইং ১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত মহিষাদল পরগণার দেউলপোতা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ও কৃতিত্বে উক্ত বিদ্যালয়ের বহুছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাংলা সাহিত্য, গণিত ও চিত্রবিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে।

তিনি ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত দেউলপোতা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইৎ ছিলেন। ইং ১৯৩০ সাল হইতে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইং ১৯৩২ সালে সানন্দে কারাবরণ করেন।

তৎপরে ইনি ইং ১৯৩৭ সাল হইতে দেউলপোতা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়া যথারীতি কার্য্য করিতেছেন।

ইনি ক্ষমতাবান্ সালিশ বিচারক।

ইনি দোর পরগণার ভূপতিনগর বাসী দাতৃ-প্রবর ত্রিলোচন ভূঞ্যা মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীর ট্রাষ্টিপদে নিযুক্ত আছেন। ইনি আদর্শচরিত্র; ক্ষমা, তেজস্বিতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাধার, পরোপকৃতি সাধনই ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।

চুণীলাল বাবুর সহোদর ৺মতিলাল বাবু সুদক্ষ গো-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে উৎফুল্লচিত্তে গো-চিকিৎসা করিয়া আত্মপ্রসাদ-লাভে প্রীত হইতেন।

শ্রীযুক্ত চুণীলাল কুইতির বংশাবলী
(বাড়বাসুদেবপুর)

১। ৺করুণাময় কুইতি সুত নিত্যানন্দ ২। তৎসুত কৃষ্ণমোহন, রামশঙ্কর ও গোলকচন্দ্র ৩। কৃষ্ণমোহন সুত শিবনারায়ণ (২ বিবাহ) ও হরনারায়ণ (০) ৪।

৪। শিবনারায়ণের ১মা পত্নী ব্রহ্মার পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ (পত্নী আহ্লা-দিনী—খেকুট্যা),কৈলাসী (স্বামী বৈকুণ্ঠনাথ বেরা—রাজারামপুর), চিন্তামণি ও স্বর্ণময়ী (স্বামী প্রসন্নকুমার মণ্ডল—চাঁপি) ৫। ত্রৈলোক্যনাথের ৮ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—সর্ব্বেশ্বরী (স্বামী চন্দ্রমোহন মাইতি—বাড়বাসুদেবপুর), প্রিয়নাথ (পত্নী শান্তবালা—হাদিয়া), চুনীলাল (পত্নী গিরিবালা—দুর্গাচক), নৃত্যলাল (পত্নী বাতাসী—ভূঞ্যারায়চক), বেণীমাধব (মৃত), মতিলাল (পত্নী পুঁটী—চৈতন্যপুর), পুঁটীবালা (স্বামী কুমুদবান্ধব মাইতি—দুর্গাচক), গিরীশচন্দ্র (পত্নী গিরিবালা—কালিকাকুণ্ড), ছবিলাল (খড়্গাপুর রেলের ক্লার্ক, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা আছে। পত্নী শৈলবালা—বাড়বাসু-দেবপুর) ও জ্যোতিঃপ্রসাদ (পত্নী তিলোত্তমা—রাজারামপুর দোর) ৬। সর্ব্বেশ্বরীর পুত্র কুমুদবান্ধব, অমূল্যচরণ ও প্রফুল্ল ৭। প্রিয়নাথের ৩ পুত্র—অনাদি, অজিত, আশুতোষ ও ১ কন্যা ৭। চুনীলালের পুত্র সুধাময় ম্যাট্রিক-পাশ—(পত্নী বিমলা—দক্ষিণচক) ৭। তৎসুতা লক্ষ্মী (মৃতা), সত্যব্রত (পুত্র) ও কনকাঞ্জলী (কন্যা) ৮। মতিলালের ১ কন্যা খাঁদি (স্বামী ভবতারণ ফদিকার—বাড়বাসুদেবপুর) ৭। পুঁটীবালার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা ৭। গিরীশচন্দ্রের কন্যা জলদবালা ৭। ছবিলালের ৪ কন্যা ও ৩ পুত্র যথা—কমলা (স্বামী রাসবিহারী জানা—ডালিম্বচক), বিমলা (স্বামী সুরেন্দ্রনাথ পাত্র—বাড়বাসুদেবপুর), সুশীলা (স্বামী ভোলানাথ প্রামাণিক—পরাণচক), তরলা, অসিতবরণ, মোহিনীমোহন ও অশ্বিনীকুমার ৭। জ্যোতিঃপ্রসাদের ২ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—সরলা (স্বামী অতুলচন্দ্র ধারা—আকুবপুর), উর্ম্মিলা, সুকুমার ও দিলীপকুমার ৭। চিন্তামণির ১ম পক্ষের পুত্র গণেশচন্দ্র ও ২য় পক্ষের পত্নী ভবানী—বাজিতপুর—পুত্র হরিপদ, কন্যা শোভা ও বিভা ৬।

শিবনারায়ণের (২য়া পত্নী ফুলেশ্বরী) পুত্র দেবেন্দ্র ও কন্যা শৈব্যা (স্বামী উপেন্দ্রনাথ জানা—ডালিমচক) পুত্র মণিলাল ও ফণিলাল ৫। দেবেন্দ্রের দুই পুত্র অবিনাশ ও পদ্মলোচন ৬।

৩। রামশঙ্কর সুত অক্ষয় ও অদ্বৈত ৪।

৩। গোলকচন্দ্র সুত মধুসূদন, বৈকুণ্ঠনাথ, তারিণী ও মহেশ (০) ৪। মধুসূদন সুত উপেন্দ্র, যোগীন্দ্র ও বঙ্কিম ৫। বৈকুণ্ঠনাথ সুত শশিভূষণ, ইন্দুভূষণ, বিধুভূষণ ও ফণিভূষণ V.M. ৫। তারিণীর ২ পুত্র ও ২ কন্যা যথা— ব্রজগোপাল, শরৎকুমারী, ননীগোপাল ও হেমন্তকুমারী ৫।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী চকলালপুর নিবাসী করণ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস

বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এতদ্বংশীয়গণের আদি নিবাস উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কটক জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ যাজপুর। কি সূত্রে কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে মেদিনীপুর জেলায় শুভাগমন করিয়া এই স্থানে বাস করেন তাহা অজ্ঞাত।

এতদ্বংশীয় সাফল্যরাম তাঁহার পত্নী সুগন্ধা দাসীসহ পদব্রজে ১৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীশ্রীপুরীধাম প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন।

আত্মারামের পুত্র রঘুনাথ ধর্ম্মপ্রাণ ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পদব্রজে শ্রীশ্রীপুরীধাম ৬ বার ও ১১ বার শ্রীশ্রীগঙ্গাসাগর তীর্থ গমন এবং গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থান পরিদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ইনি পরম বৈষ্ণব ও উদার প্রকৃতি ছিলেন। বহু আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। এই গ্রামবাসী মাহিষ্য রঘুনাথ দাসের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উক্ত রঘুনাথ বাবুর ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র গোলকচন্দ্র দাস একশত দশ বর্ষ বয়সে (বাংলা সন ১৩০৪ সাল, শিবচতুর্দ্দশী তিথি) স্বর্গলাভ করেন।

গোবিন্দপ্রসাদ—কবিরাজি চিকিৎসায় ইঁহার দক্ষতা ছিল। ইনি দরিদ্র রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। দেব-দ্বিজে ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল। ইনি অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

ইনি জ্যেষ্ঠা পত্নী অন্নপূর্ণা দাসীসহ গয়া, কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করিয়া ধর্ম্মানুরাগিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা ১৩০৬ সাল ৫ই চৈত্রে এই নরধাম পরিত্যাগ করেন।

বৈষ্ণবপ্রবর **গোপালচন্দ্র**—ইনি মহিষাদল রাজবংশের পুণ্যশীলা রাণী জানকী দেবী প্রতিষ্ঠিত দেউলপোতা গ্রামের "শ্রীশ্রীগোপীনাথজী" দেবতার ঠাকুরবাড়ী ষ্টেটের হেড্‌মোহরারের (বক্সী) কার্য্যে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ইনি সালিশী বিচারে একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন।

ইনি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, প্রয়াগ, হরিদ্বার, দ্বারকাধাম, অবন্তী, সেতুবন্ধরামেশ্বর, কাঞ্চী, পুরী প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূত-চিত্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রত্যহ শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেন ও দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

ইনি বাঙ্গালা ১২৮৮ সালে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কুকুড়াহাটী—বালুঘাটা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহা ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাপ্রাণ সন ১৩১৪ সালের ৭ই ভাদ্র মহাপ্রস্থান করেন।

চন্দ্রমোহন—বাল্যে মহিষাদল রাজ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করেন। ইনি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। মৃত্যু সন ১২৯৮ সালের ২২শে ফাল্গুন।

ইনি মহিষাদল পরগণার মধ্যহিংলীবাসী পরম-ভাগবত গুরুপ্রসাদ দাস অধিকারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ললিতা দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত পরম ভাগবত গুরুপ্রসাদ দাস অধিকারী তীর্থ-ভ্রমণকারী ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা

১৩১৪ সালে পঞ্চতীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ইনি প্রত্যাগমনকালে মথুরাধামে "শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন (সন ১৩১৪ সাল, তাং ২০শে কার্ত্তিক)।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস—জন্ম ১২৮৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ। ইনি দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় হইতে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (ইং ১৮৯৫ সাল) পরে দেউলপোতাবাসী মহামনা নীলমণি মণ্ডল মহোদয় প্রদত্ত সাহায্যে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, নর্ম্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ (ইং ১৯০০ সাল)। ইনি উক্ত স্কুলের খ্যাতনামা হেড্‌মাষ্টার ও সাহিত্যিক ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি, রায়সাহেব ৺ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্-এ, ৺কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত এম্-এ, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ও বিখ্যাত আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র (অধুনা পেন্সনপ্রাপ্ত) মহোদয়গণের প্রিয়তম ছাত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য, গণিত, সংস্কৃত ও চিত্রবিদ্যায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর হুগলী জেলার ভাণ্ডারহাটী বিধুমণি হাইস্কুল প্রভৃতিতে এবং মেদিনীপুর জেলার দেউলপোতা ও মধ্যহিংলী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে দক্ষতাসহ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া এক্ষণে শিক্ষা-বিভাগ হইতে অবসৃত।

"ইনি পূর্ব্বোক্ত ৺সতীশচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের প্রিয়তম ছাত্র ও শ্রীযুক্ত চুনীলাল কুইতি মহোদয়ের সতীর্থ এবং দেউলপোতা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের অন্যতম মেম্বর।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী চকলালপুরস্থ করণ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের বংশাবলী

ভীমাচরণ মহান্তি (মাইতি) ১। তৎসুত সাফল্যরাম (পত্নী সুগন্ধা (০)) ও ক্ষেমচাঁদ ২। ক্ষেমচাঁদ সুত নারায়ণচন্দ্র দাস ৩। তৎসুত জানকীনাথ ৪। তৎসুত আত্মারাম (পত্নী সখী) ৫। তৎসুত রঘুনাথ (পত্নী খুসালী) ৬। তৎসুত মোহনচরণ (পত্নী মোহনী—মধ্যহিংলী) ৭।

মোহনচরণের ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা যথা—গোবিন্দপ্রসাদ (১ম পত্নী অন্নপূর্ণা (০), ২য়া পত্নী পবনী (০) ও ৩য়া পত্নী নন্দিনী), গোপালচন্দ্র (১মা পত্নী

শিরোমণি (০) ও ২য়া পত্নী কাদম্বিনী (০)), কালী (স্বামী শচীনন্দন দাস অধিকারী—মধ্যহিংলী, ২ কন্যা তারা ও উমা), বিদ্যা (স্বামী গোলকচন্দ্র দাস, চকলালপুর—পুত্র পঞ্চানন), বিজয়া (স্বামী বিক্রম দাস—চকলালপুর—পুত্র জনার্দ্দন ও কন্যা লতা), কন্যা (মৃতা), মঙ্গলা (স্বামী শিবপ্রসাদ দাস—মধ্যহিংলী—কন্যা বামা, রমা, ক্ষেমঙ্করী, ননীবালা, পুত্র তারকচন্দ্র মৃত), পুত্র (মৃত), চন্দ্রমোহন (পত্নী ললিতা—মধ্যহিংলী) ৮।

গোবিন্দপ্রসাদের ৩য় পক্ষে ২ পুত্র ও ২ কন্যা যথা—কুঞ্জবালা (স্বামী উপেন্দ্রনাথ দাস—দাউদপুর—কন্যা হীরা), রত্নাবলী (স্বামী ভুবনচন্দ্র দাস—কাণ্ডপসরা), রাজকৃষ্ণ (পত্নী জানকী, মধ্যহিংলী, ৭ পুত্র ও ৩ কন্যা), পুত্র মৃত ও হরেকৃষ্ণ (পত্নী বসন্তী, মধ্যহিংলী—১ পুত্র ও তিন কন্যা) ৯।

চন্দ্রমোহনের ২ কন্যা ও ২ পুত্র যথা—রজনী (স্বামী নীলমণি দাস—কাণ্ডপসরা, ১ পুত্র বরদাকান্ত দাস ভি-এম্ ও ১ কন্যা সৌদামিনী), কন্যা (মৃতা), বৈকুণ্ঠনাথ (পত্নী নর্ম্মদা—মধ্যহিংলীর ৺হরিনারায়ণ দাস অধিকারীর দুহিতা) ও জয়কৃষ্ণ, ম্যাট্রিক (পটাশপুর সব্‌রেজেষ্টারী অফিসের হেড্‌ ক্লার্ক) ৯।

বৈকুণ্ঠনাথের ৯টী পুত্র ও ৬টী কন্যা যথা—প্রভাতকুমার, ভি-এম (পত্নী সীতা—নন্দনায়ক বাড়), মুকুন্দচন্দ্র বি-এ অনুত্তীর্ণ (পত্নী সরলা—ধান্যখোলা), নিরঞ্জন ভি-এম্ (পত্নী মনোরমা—কোর্টবার্ড), রাসবিহারী ভি-এম (পত্নী বিমলা—পলাশপাই, হাওড়া), সুশীলা (মৃতা), আশুতোষ, ভগবতী (স্বামী ভুবনচন্দ্র পট্টনায়ক—সমসাবাদ—কন্যা রোহিণী, পুত্র অজিত ও অনিল), শ্রীশ (মৃত), ইন্দিরা (স্বামী মণীন্দ্রনাথ দাস—বামুনআড়া), পুরুষোত্তম-প্রসাদ (বি-এ অধ্যয়নরত), অরবিন্দাক্ষপ্রসাদ, মেনকা (মৃতা), অমলা, পুত্র (মৃত) ও অপর্ণাবালা ১০। প্রভাতকুমারের কন্যা বাণীবালা, পুত্র অশোককুমার ও সোমকুমার ; মুকুন্দচন্দ্রের পুত্র শিশিরকুমার, চুণীলাল ও খোকা ১১।

জয়কৃষ্ণের (১ম পক্ষের পত্নী কুসুমবালা—দীনবন্ধুপুর) ২ পুত্র মন্মথ, বসুদেব ও কন্যা বিমলা, ২য় পক্ষের পত্নী ভগবতী—(দীনবন্ধুপুর) পুত্র সন্তোষ, কমলা ও ভবতোষ ১০।

সমাপ্ত

সূচীপত্র

সম্বন্ধ-নির্ণয় ষষ্ঠ পরিশিষ্ট ৩য় খণ্ড

বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালীর শাখা সূচী

ব্রাহ্মণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বানন্দ মিশ্র বংশ ... ৬

বেলেশিখরার কৃষ্ণবল্লভের ধারা (স্বভাব খড়দহ) ... ৪৮

ভালিমহরের বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ (ভঙ্গ) ... ৫৫

বিদগা মাজ্রার (বিক্রমপুর) বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ৬০

মুখোপাধ্যায় বংশ

চন্দ্রেশ্বর প্রমুখ রামশরণের ধারা (কামদেব পণ্ডিত বংশ) ... ৩১

ঐ ঐ শ্যামসুন্দরের ধারা ঐ ঐ ... ৩৫

মংকুর সুষেণ প্রমুখ বীরেশ্বর বংশে রামজীবন সুত রামদেব
ন্যায়বাগীশের ধারা—শিবাচার্য্য বংশ ... ৪১

যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান (খড়দহ-ভঙ্গ) ... ৫১

চট্টোপাধ্যায় বংশ

চট্টোপাধ্যায় অবসথী মধুসূদন বংশ ... ১০

ঐ ঐ মধুসূদন প্রমুখ ঘনশ্যামের ধারা ... ২২

ঐ ঐ রবিকরের সন্তান (কামালপুর) ... ১৭

ঐ চৈতন্য প্রমুখ শ্রীনিবাস বংশ (কৌগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা) ... ২৮

পদ্মগর্ভের সন্তান—পণ্ডিতরত্নী মেল ... ৫

গঙ্গোপাধ্যায় বংশ

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় বংশ ৫

লাহিড়ী বংশ

শান্তিপুরের হাটখোলা পাড়ার লাহিড়ী বংশ ... ৭

সদ্গোপ

বাঁশ বেড়িয়ার ঘোষ বংশ ... ৮

কায়স্থ

বঙ্গজ কায়স্থ (মৌদ্গাল্য গোত্র) পাল চৌধুরী বংশ ... ১
বঙ্গজ কায়স্থ (সৌকালীন গোত্র) ঘোষ বংশ ... ৩
বঙ্গজ কায়স্থ (কাশ্যপ গোত্র) গুহ রায় বংশ ... ৯
দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ (শিয়াখালা বন্দীপুর বা পানিশিয়ালা) ... ২৬

ব্যক্তি-সূচী

হেমচন্দ্র পাল চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়ার, রাঁচী) ... ১
সতীশচন্দ্র ঘোষ (ইঞ্জিনিয়ার, রাঁচী) .. ৩
তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব (রাঁচী) ... ৬
শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী, বি-এ (রাঁচী) .. ৭
রাইচরণ ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, (রাঁচী) .. ৮
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ (রাঁচী) .. ৮
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, রায় সাহেব (রাঁচী) ... ৮
অন্নদাচরণ গুহ রায় (রায় সাহেব) ... ৯
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (মধু-চট্ট) ... ১০
দুর্গাপ্রসাদ, দিগম্বর ও পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় ... ১০
রামকমল, প্রসন্নকমল, যাদবকমল ও মাধবকমল ঐ ... ১১।৩৭
অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রাঁচী) ... ১১।৩৮
হরিমোহন (বঙ্কু) চট্টোপাধ্যায় (লাহোর ট্রিবিউন প্রেসের সব্-এডিটর) ১১

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (ডিংসাইপাড়া, বালী) ... ১১।৩৮
কাশীনাথ, এম্-বি ডাক্তার), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এস্-সি ... ১১।৩৮
অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় সেকরেটারী বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা আজমীর ও
পুষ্কর গোশালা ... ১১
সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় L. D. S., M. D. H. আজমীর ... ১১
বীরেন্দ্রনাথ B. Ag., বিষ্ণুচরণ, বিভূতিভূষণ ও ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১২
দুর্গাপ্রসাদ ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১২
ক্ষেত্রমোহন, বৈকুণ্ঠনাথ ও ভূষণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৪
চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ... ১৪
শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ (ডাক্তার) ... ১৪
পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (ফেলুবাবু) মুজঃফরপুর ... ১৬
কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কামালপুর) ... ১৭
শ্যামলনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৭।১৯
উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ধুবড়ীর ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল) ... ১৭।১৯
বিমলনাথ চট্টোপাধ্যায়, Executive Engineer, Port Com. Cal. ১৭
নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় (লেক্‌চারার সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা) ১৭
নিখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৮
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল উকীল, ধুবড়ী ... ১৮
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৮
যোগেন্দ্রনাথ " (উকীল) ২১
সুবোধচন্দ্র " জজ, পাটনা হাইকোর্ট ২১
অবোধচন্দ্র " D. S. P. Gaya. ২১
কুমুদচন্দ্র " বি-এল্ ২১
প্রমোদচন্দ্র " এম-এ, বি-এল্, উকীল, কটক ২১

গোপাল (রামগোপাল) চট্টোপাধ্যায়	২৩
গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মালদহের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন) ...	২৩
অনিলবিহারী চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ (ডাক্তার) ...	২৩
বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় বি-এল, কলিকাতা পুলীশ কোর্টের উকীল	২৩।২৪
বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, Bar-at-Law ...	২৪
বিজলীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ...	২৫
বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্-এ (স্বামী বিপিনানন্দ) ...	২৫
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভেয়ে অনন্তরাম মিত্র ...	২৬
তারিণীচরণ মিত্র (মুর্শিদাবাদ নবাবের ভূতপূর্ব্ব উকীল) ...	২৭
লক্ষ্মীনারাণ মিত্র (সব-জজ) ...	২৭
গৌরীশঙ্কর মিত্র (বৈদ্যবাটীর ভূতপূর্ব্ব হাকিম/চিকিৎসক) ...	২৭
উপেন্দ্রনাথ মিত্র (Late Demonstrator, B. E. College, Shibpur)	২৭
জ্যোতিপ্রসাদ মিত্র ডাক্তার	২৭
কালীপদ মিত্র (রায় বাহাদুর, সিভিল সার্জ্জন, নেপাল গবর্ণমেণ্ট, ...	২৭
যোগেন্দ্র মিত্র (রায় বাহাদুর) ...	২৮
নরেন্দ্র মিত্র (Bar-at-Law) ...	২৮
ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় P. M. S., L. M. P. ফরিদপুর ...	২৮
চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, এল্-টি	২৯
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় B.Sc. (Sugar Chemist Godavari Sugar Mills, Ahmadnagar) ...	৩০
বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্, নবীন ডাক্তার ..	৩১
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল্ ...	৩১
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বি-ই, সি-ই ..	৩১।৩৪
বিনোদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ ...	৩১

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় (Advocate High Court, Calcutta) ... ৩৩
প্রশান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় (Pleader, Sealdah Court) ... ৩৩
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৩৪
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৩৪
উমাকান্ত মুখোপাধ্যায় (উমা ভিলা, জনাই) ... ৩৫
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (বিখ্যাত ফাইন্যান্সিয়ার ও অডিটার) ... ৩৬
মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা আনন্দময়ী এজেন্সী লিমিটেডের ডিরেক্টর ... ৩৭
অবসথী চট্ট মধুসূদন ও অবসথী চট্ট রবিকর প্রমুখ চন্দ্রেশ্বরের [illegible] মধুসূদন ... ৩৯
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ... ৪১
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ-বি-এল্, উকীল ... ৪২
নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ-বি-এল, রায়গড়ের উকীল ... ৪৩।৪৪
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ব্যবসায়ী, রায়গড় ... ৪১।৪২
হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৭
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৮
ভূপতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-ই (Executive Engineer) ... ৪৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এস্‌সি, প্রফেসর ... ৪৯
গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (P. W. D. Accountant) ... ৪৯
পদ্মগর্ভ চট্টোপাধ্যায় ... ৫০
শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায় (Eastern States Agency, Raigarh [illegible] ভূতপূর্ব্ব জেলার) ... ৫১
প্রভা[illegible] চট্টোপাধ্যায় (Raigarh Municipal Power Station's Board Operator) ... ৫১

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		নিম্নে তাহা দক্ষিণ পাশে দেওয়া গেল)	রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, তৎসুত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, তৎসুত রামরাম, তৎসুত রাধাবল্লভ।
৫০	২০	পদ্মগর্ভের সন্তান	পদ্মগর্ভ সুত রামশরণ, সীতারাম, যাদু, মাধব ও সন্তোষ। সন্তোষ সুত রামচন্দ্র।
	২৬	বাঁকুড়ায়	মালিয়াপাড়ায় (বাঁকুড়া)
৫১	৩	ও রামতারণ	রামপ্রসন্ন ও রামরতন
	৫	ধীরেণ	ধরণী
	৬	মুনু	মন্মথ
	১৩	—	গোকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরী ও গোবিন্দ
	১৯	মোনা, ধনা	মণীন্দ্র ও দেবেন্দ্র
	১৯-২০	রথিন, গেড়ু ও কুচন	ও রামনারাণ
	২১	বিজয়, অজয়, গেড়ু	সুজিত, সুহৃদ ও সুহাস
	২২	নির্ম্মলা	নির্ম্মল
	২৩	জ্ঞান ও হাবু	ও বিশ্বরঞ্জন
	২৪	জ্ঞান সুত	সনাতন সুত
		ও মধুসূদন	মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ
	১৩	বিষণ	বিশ্বেশ্বর
	১৩	সদা	সত্য
৫২	১৪	—	সন্তোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রনাথ

সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই শুদ্ধি পত্র ।৴৹ পত্রাঙ্কের পর পাঠ্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা সম্পাদক) ৫২

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা পরিচালক) ... ৫২

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ,এল্‌-টি ... ৫৩

কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় (সব্‌-জজ) ... ৫৩

নিখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ (করাচী গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ষ্টোর্সের অফিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট) ... ৫৫

মুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৬

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্‌ ... ৫৬

শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শান্তিপুর) ... ৫৭

গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঐ ... ৫৭

গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, (রায় বাহাদুর) ... ৫৭

চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ (সব্‌জজ) ... ৬০

বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ ... ৬০

অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় M. B., D. T. M., D. P. H. ... ৬০

অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্‌ ব্যারিষ্টার ... ৬০

নিখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ (মুন্সেফ) ... ৬১

অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী (পি-ডবলু-ডি কণ্ট্রাক্টার, টাঙ্গী) ... ৬৪

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার) ৬৪

রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী (রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট্‌) ... ৬৪

শুদ্ধি পত্র।

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট—৩য় খণ্ড

পৃং	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ ও ৩	শিরোনামা	বঙ্গের বাহিরেও	বঙ্গের বাহিরে ও
৫ ও ৭	ঐ	ঐ	ঐ
৬	৩ ও ৫	সর্ব্বানন্দ মিশ্রের সন্তান রাধাবল্লভ (সর্ব্বানন্দ হইতে রাধাবল্লভ কত পুরুষ	সর্ব্বানন্দ মিশ্র সুত বলভদ্র, তৎসুত জানকীনাথ, তৎসুত কামদেব, তৎসুত রামকৃষ্ণ, তৎসুত

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইহার পরের শুদ্ধি পত্র ।৵০ পত্রাঙ্কে দেখুন ।

বঙ্গের বাহিরেও প্রবাসী বাঙ্গালী।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র পাল চৌধুরী—

বঙ্গজ কায়স্থ—

মৌদ্গল্য গোত্র—

বর্ত্তমান ঠিকানা—কাঁকে রোড, রাঁচি।

বংশাবলীর পরিচয়—

জয়দেব পাল চৌধুরী
|
নয়ান চন্দ্র পাল চৌধুরী
|
ফকির চন্দ্র পাল চৌধুরী
|
হরচন্দ্র পাল চৌধুরী
|
হেম চন্দ্র পাল চৌধুরী
|
অরুণ কুমার পাল চৌধুরী
অজিত কুমার পাল চৌধুরী
অসীম কুমার পাল চৌধুরী
সমীর কুমার পাল চৌধুরী
দেব কুমার পাল চৌধুরী
কন্যা—কুমারী উষারাণী পাল চৌধুরী

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

হেমবাবু একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং পি, ডবলিউ, ডি, কণ্ট্রাক্টর। ইঁহার আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেরোজনা গ্রামে। ইঁহার পিতা

সরকারি ডাক্তার ৺হরচন্দ্র পাল চৌধুরী সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বহু স্থান ভ্রমণের পর ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত নাথপুর গ্রামে স্থায়ীরূপে বাস করিতে থাকেন। হেমবাবুরা তিন সহোদর ও তিন ভগিনী; হেমবাবু সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইনি মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বতুনী গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন জমিদার ৺দীনেশ চন্দ্র (গুহ) চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা পাবনার অন্তর্গত রতনগঞ্জ নিবাসী লাউতার বসু বংশে বিবাহ করেন। মধ্যম ভ্রাতা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত জয়পুরের বসু বংশে বিবাহ করেন। বড় ভগিনীর ময়মনসিং জেলার এলাসিন গ্রামের নন্দী বংশে বিবাহ হয়। মেজ ভগিনীর পাবনা জেলার (বর্ত্তমান নিবাস রাঁচি) রাঁচির রিটায়ার্ড মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। ছোট ভগিনীর মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খেরূপাড়া গ্রামের দাস বংশে বিবাহ হয়। হেমবাবুর মধ্যম ভ্রাতা ১৯৩৩ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মধ্যম ভ্রাতার পরিবারাদি এবং জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা সপরিবারে নাথপুরেই বাস করিতেছেন। হেমবাবু বাল্য কালেই পড়াশুনার জন্য রাঁচি আসিয়া ছিলেন এবং বহুদিন হইতে বিহার গভর্ণমেণ্টের পি, ডবলিউ, ডিতে কণ্ট্রাক্টরি করিতেছেন, এবং রাঁচিতেই বহুদিন হইল বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যা। (২৪।৪।৪১)

রাঁচি মিউনিসিপালিটীর অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার পৌত্রী কুমারী শিবানী
বঙ্গজ কায়স্থ—সৌকালীন গোত্র, চন্দ্রদ্বীপ সমাজ।
বর্ত্তমান বাসস্থান—লাইন ট্যাঙ্ক ওয়েষ্ট, রাঁচি।

বঙ্গের বাহিরেও প্রবাসী বাঙ্গালী

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার

বঙ্গজ কায়স্থ

সমাজ — চন্দ্রদীপ

গোত্র — সৌকালীন

বর্ত্তমান বাসস্থান—লাইন ট্যাঙ্ক ওয়েষ্ট, রাঁচি।

বংশাবলী—

ফকীর চন্দ্র ঘোষ
|
কীর্ত্তিনারায়ণ
|
রাজকিশোর
|
রামকুমার
|
মহেশ চন্দ্র
|
সতীশ চন্দ্র
|
ক্ষিতীশ চন্দ্র

জীবন নবীন কুমারী শিবানী

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষের বংশ-ইতিহাস।

পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ধুতরাহাটী নিবাসী কীর্ত্তিনারায়ণ ঘোষ নিকটবর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ সহ পদব্রজে জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করেন (সন ১১০৭ সাল জ্যৈষ্ঠ মাস)। পথিমধ্যে কীর্ত্তিনারায়ণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। সহযাত্রিরা তাঁহার অবস্থার গুরুত্ব না বুঝিয়া, নিজেরা সংক্রামক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাঁহাকে

মুমূর্ষু অবস্থায়, কাঠুরিয়া গ্রামের নিকট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কাঠুরিয়া গ্রাম নিবাসী মজুমদার মহাশয়গণ কীর্ত্তিনারায়ণের সেই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যান। তাঁহাদের সেবা ও যত্নে কীর্ত্তিনারায়ণ আরোগ্য লাভ করিলে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ (প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে) তাঁহাদের কুলের একটী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। কীর্ত্তিনারায়ণ তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিলেন।

মজুমদার মহাশয়গণ বিশুদ্ধ মৌলীক হইলেও নবপরিণীতাসহ কীর্ত্তি-নারায়ণ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার কৌলীন্যাভিমানী পিতা ফকির চন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে মৌলীক কন্যা বিবাহ করার অপরাধে স্বগৃহে স্থান দিলেন না। কীর্ত্তিনারায়ণ, শ্বশুরালয়ের নিকটেই ভিন্ন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরদের বাড়ী দ্বাদশবার পদ্মা নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই বংশের নিম্নস্থ পঞ্চম পুরুষ মহেশ চন্দ্র ঘোষের বঙ্গ দেশে শেষ নিবাস ছিল রাজবাড়ী (E. B. Ry.) ষ্টেশনের নিকট বেড়াডাঙ্গা গ্রামে। তাঁহার পুত্র **শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ** ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য লইয়া বঙ্গদেশের বাহিরে আসিয়া পড়েন এবং বহুদিন রাঁচিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে তিনি রাঁচিতে বাস করিতেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ইনি একজন বিচক্ষণ, প্রবীন, শিক্ষিত ও অমায়িক ব্যক্তি। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় ইনি বিনয় ও নানারূপ সৎগুণে বিভূষিত। কীর্ত্তিনারায়ণের বিবাহ ব্যাপারে বেশ বুঝা যায় যে এই সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কৌলীন্যা-

ভিমান ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনুষ্যত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে জীবন রক্ষকের অনুরোধে তদীয় বংশের কোন কন্যাকে বিবাহ করা কৌলীন্য রক্ষা অপেক্ষা অধিকতর মহনীয় কার্য্য করা হইয়াছে।

সতীশ চন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশ চন্দ্র একজন ইলেক্ট্রীক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বালুরঘাটের (দিনাজপুর) প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার গুহ নিয়োগী মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। সতীশ চন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষ যিনি "তীর্থ ভ্রমণে কাশী" ও "ভূবর্ণন" প্রভৃতি পুস্তকের লেখক, রাঁচিতেই তাঁহার "অলকা কুটীর" নামক বাটিতে বাস করেন। তাঁহারও একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ দীনেশ চন্দ্র ঘোষ মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় ৩নং রজনী সেন রোড (টালিগঞ্জ) থাকেন। (২২।১০।৪৭)

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশ-পরিচয়।

রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্র—সামবেদ, সর্ব্বানন্দ মিশ্রের সন্তান
ভঙ্গ কুলীন, নিবাস ধর্ম্মদা (নদীয়া জেলা)

রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়
|
শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
|
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
|
পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
|
শ্রীতারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, ইনি বহু বৎসর যাবৎ রাঁচি গভর্ণমেণ্ট হাউসের ইনচার্জ্জ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইঁহার কৃতিত্বে পরিতুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দিয়াছেন।

ইনি ইঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রায় সমস্ত অর্থই রাঁচির দুর্গাবাটীর সংস্পৃষ্ট মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও পরিপোষণের জন্য ব্যয় করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদি তাঁহার পিতৃদেব, মাতৃদেবী ও তাঁহার পত্নীর নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মদহ গ্রামে তাঁহার পিতৃদেবের নামে এম-ই স্কুল ও তাঁহার স্ত্রীর নামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

তাঁহার পিতামহের সহোদর বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের হেড-রাইটার দ্বারা নির্ম্মিত বিরাট নাট-মন্দিরটী ভগ্নাবস্থায় পরিণত হওয়ায় তাহার সংস্কার বিপুল ব্যয়ে তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন এ নিমিত্ত তাঁহার স্ব গ্রামের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত। রাঁচি (১৩৪৭ সাল।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী—হাটখোলা পাড়া (নদীয়া)

বরেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, লাহিড়ী গাঁই, ঋক্‌বেদ, অশ্বালয়ন শাখা

মাধাইয়ের বংশ (বারকৌড় লাহিড়ী)

৺নন্দদুলাল লাহিড়ী
|
৺রূপচাঁদ লাহিড়ী
|
৺শিবচন্দ্র লাহিড়ী
|
৺ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী
|
শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় ১৮৭৩ সালে বিহার প্রদেশের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মুঙ্গের, ভাগলপুর ও পাটনায় অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা Free Church of Scotland Institution & Duff College, Calcutta, হইতে বি-এ, পাশ করেন ও সব-ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে কার্য্য করিয়া ১৯৩০ সালে পেন্সন লইয়া রাঁচি সহরে শেষ জীবনে বাসের ব্যবস্থা করিতেছেন।

তাঁহার পিতা ৺ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ভাগলপুর জেলা স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারসিপ পাইয়া ১৮৫৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া, শান্তিপুর ইংরাজী হাই স্কুলে হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন ও পরে ছাপরা জেলা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ও কোর্ট-অব ওয়ার্ডসের অধীনে ম্যানেজার (বর্দ্ধন-কুঠী ষ্টেট, রংপুর ও মানকোড়া ষ্টেট ময়মনসিংহ) কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত (১৩৪৭ সাল)।
রাঁচি।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৺রাইচরণ ঘোষ:—ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনে সব-ডেপুটী কালেক্টর হইয়া রাঁচিতে ১৮৭৮ সালে প্রথম আসেন এবং প্রায় এককালীন ২০ বৎসর এইখানেই কর্ম্ম করেন। পরে আলিপুরে ডেপুটী কালেক্টর হন এবং অবসর লইয়া এইখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফেসর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-এ, বাঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া ঢাকা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচিতে বাস করিতেছেন।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বেহার সেক্রেটেরিয়েটে ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টে Assistant Secretary র কর্ম্ম সুখ্যাতির সহিত করিয়া অবসর লইয়া এইখানেই বাস করিতেছেন। ইঁহাকে গবর্ণমেণ্ট রায় সাহেব উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

ইঁহারা দুই ভ্রাতাই অতিশয় পরোপকারী ও সজ্জন।

রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রদত্ত।
২০ নং জেল রোড, রাঁচি, ১৩৪৭।

রায় সাহেব অন্নদাচরণ গুহ রায়

বঙ্গজ কায়স্থ

গোত্র — কাশ্যপ

সমাজ — ফয়তাবাদ

বংশাবলী—

যুগলকিশোর গুহ রায়
|
বৈদ্যনাথ গুহ রায়
|
রামতনু গুহ রায়
|
অন্নদাচরণ গুহ রায় (রায় সাহেব)

কিরণচন্দ্র — দিলীপ

অমূল্যচরণ — গৌতম
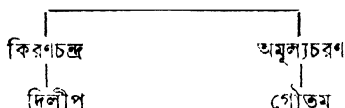
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রায় সাহেব অন্নদাচরণ গুহ রায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। ইঁহাদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত খল্যবাদ পরগণা। তথায় ইঁহার পূর্ব্বপুরুষদের জায়গীর ছিল। কালক্রমে ইঁহারা সেখান হইতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হরিণবেড়িয়া নামক গ্রামে চলিয়া আসেন এবং তৎপর সেখান হইতে কালুখালিতে (E.B.R.) বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রায় সাহেব অন্নদাচরণ বহুকাল নেপাল রাজ্যের রেসিডেন্সিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাহার পর Bihar P.W.D. তে কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন এবং রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন রাঁচীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ইঁহার পুত্র কিরণচন্দ্র গুহ রায় একজন Electrical Engineer এবং দ্বিতীয় পুত্র অমূল্যচরণ গুহ রায় একজন P.W.D. Contractor.

কাশ্যপ গোত্রীয় অবসথী রবিকর (সর্ব্বানন্দী মেল) বংশের ৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের একদেশ বংশাবলী

(বরাহনগরের ৺তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংগৃহীত কুর্শিনামা "অং চং রবীকর" (১লা পৌষ, ১৩১৩ সালের ছাপা) দৃষ্টে আজমীরের শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নূতন নাম সংযোজিত)

দক্ষ ১, সুলোচন ২, মহাদেব ৩, হলধর ৪, নারীদেব ৫, বরাহ ৬, শ্রীধর ও শ্রীকর ৭, শ্রীধর সুত বহুরূপ ৮, গাহি ৯, সর্ব্বেশ্বর (অবসথী) ১০, তেকড়ি ১১, সিধো ১২, লখো ১৩, দিগম্বর ১৪, পুরাই ১৫, লোহাই ১৬, **রবিকর** ১৭, বিষ্ণু ১৮, কেশবাচার্য্য ১৯, বাসুদেব (১ম) ২০, জয়দেব ২১, **মধুসূদন** ও চন্দ্রশেখর ২২, মধুসূদন সুত বিশ্বনাথ, অনন্ত ও নরহরি ২৩, বিশ্বনাথ সুত শিবচন্দ্র ও বলরাম ২৪, শিবচন্দ্র সুত বাসুদেব (২য়) ২৫, তৎসুত রামগোপাল ২৬।

বঙ্গদেশ ও উহার বাহিরে ইটোওয়া, আজমীর, রাঁচী, লাহোর ও কাণপুর প্রভৃতি স্থানের চট্টোপাধ্যায় বংশ

চট্ট অবসথী মধুসূদন প্রমুখ রামগোপালের ধারা—

২৬। রামগোপাল সুত রামকান্ত ও ঘনশ্যাম ২৭।

২৭। রামকান্ত সুত সীতারাম ও জনার্দ্দন ২৮।

২৮। সীতারাম সুত রাজনারায়ণ (ভঙ্গ) হালিসহর ও মুক্তারাম বেলঘরিয়া ২৯।

২৯। রাজনারায়ণের প্রথম পক্ষের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ (ইটোওয়া) দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দিগম্বর (হালিসহর) ও পীতাম্বর (সিমলা পাহাড়ে ভারতগবর্ণমেণ্টে কার্য্য করিতেন) ৩০।

চট্ট অবসথী রবিকর প্রমুখ মধুসূদনের বংশ

৩০। দুর্গাপ্রসাদ সুত রামকমল, প্রসন্নকমল (বালী), যাদবকমল (বালী) ও মাধবকমল (আজমীর) ৩১।

৩১। রামকমল সুত অক্ষয়কুমার ও অবিনাশ (রাঁচী) ৩২। অবিনাশ বাবু ইন্‌কম ট্যাক্‌স অফিসার ছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৩২। অক্ষয়কুমার সুত হরিমোহন (বঙ্কু) (লাহোর ট্রিবিউন প্রেসের সব-এডিটর) ৩৩।

৩২। অবিনাশ সুত দীনবন্ধু (সত্য) ৩৩।

৩১। প্রসন্নকমল সুত হরিচরণ ৩২। তৎসুত গুরুদাস (বালী) ৩৩। খড়্গাপুরের রেল কর্ম্মচারী।

৩১। যাদবকমল সুত আশুতোষ, মৃত্যুঞ্জয়, হরিদাস ও লক্ষ্মীনারায়ণ (বালী) ৩২।

৩২। আশুতোষ সুত মনমোহন, কানাইলাল ও পাঁচুগোপাল ৩৩।

৩২। হরিদাস (ডিংসাইপাড়া, বালী) সুত কাশীনাথ M.B., বিশ্বনাথ B.Sc. Eng. (Hindu University) ও ভূতনাথ ৩৩।

৩৩। কাশীনাথ সুত মোহনলাল ও শোভনলাল ৩৪।

৩৩। বিশ্বনাথ সুত চণ্ডীদাস ৩৪।

৩২। মৃত্যুঞ্জয় সুত বনমালী, ইন্দুভূষণ, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ৩৩।

৩২। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত মধুসূদন (কাণপুর Electric Co.তে কাজ করেন), বিভূতিভূষণ ও সত্যচরণ ৩৩।

মাধবকমলের ধারা—আজমীর

৩১। মাধবকমল সুত ডাক্তার অমরনাথ (Dentist, Ajmer) সেকরেটারী বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা, আজমীর ও পুষ্কর গোশালা এবং ডাক্তার সুরনাথ L.D.S., M.D.H. (Dental Surgeon and Physician) আজমীর ৩২। ঠিকানা ষ্টেশন রোড, আজমীর।

চট্ট অবসথী রবিকর প্রমুখ মধুসূদনের বংশ

৩২। অমরনাথ সুত রবীন্দ্রনাথ B. Ag. Supdt. of Agencies North British and Mercantile Insurance Co. ৫নং হেস্টিংস রোড্ নূতন দিল্লী ও বিষ্ণুচরণ Electrical Eng. Hindu University. ৩৩।

৩৩। বিষ্ণুচরণ সুত দীপেন ৩৪।

৩২। সুরনাথ সুত বিভূতিভূষণ, (S.P.W.I., B.B.C.I. Railway.), ইন্দুভূষণ (Indian Air Force) ও বিনয়ভূষণ ৩৩।

এই বংশের দুই জন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩৩। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ প্রথমে আগরার গবর্ণমেণ্ট কলেক্টারীতে কাজ পান, পরে ইটোওয়ার এস্-ডি-ও হইয়াছিলেন। তিনি আগরাতে কালীবাড়ী স্থাপনা করেন। উহা পূর্ব্বে আগরা ফোর্টের সুমুখে ছিল। ফোর্ট ষ্টেসন করার জন্য কালীবাড়ী তথা হইতে শীতলা গলিতে আনা হয়। তখন ৺দ্বারকানাথ ব্রহ্মচারী পূজারী ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ ইটোওয়ায় যমুনা নদী তীরে একটী Public Bathing Ghat করিয়া দেন। সাতোরা নামে একটী গ্রাম ক্রয় করেন ও পাঁচখানা বাসাবাড়ী করেন, পরে ছেলেরা তাহা সিপাহী বিদ্রোহের পর বিক্রয় করিয়া দেন। দুর্গাপ্রসাদের বংশধরেরা কেহ Govt. Serviceএ কেহ Railwayতে কার্য্য করিয়া বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানের অধিবাসী হইয়াছেন।

ডাঃ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আজমীরের স্থায়ী অধিবাসী। ইঁনি আজমীর R.M.Railway Audit অফিসের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আজমীর সহরের সাধারণ হিতকর কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। ইঁনি সাধারণের সাহায্যে, নিজ উদ্যমে ও ৺শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিয়া সর্ব্ব সাধারণের বরণীয় ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। যথা :—

চট্ট অবসথী রবিকর প্রমুখ মধুস্থদনের বংশ

১। বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা আজমীর। উহার নির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যয় প্রায় ২০ হাজার টাকা।

২। ১।৩নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার কলিকতা নিবাসী দানবীর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের সাহায্যে ৺পুষ্কর ও সাবিত্রী তীর্থে বাঙ্গালী ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা।

৩। আজমীর ও রাজপুতানার শেঠেদের সাহায্যে আজমীরে গোশালা স্থাপনা ও গোচরভূমি ক্রয়।

৪। আজমীর জুবিলী ক্লক্ টাওয়ারের নিকট তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য বাজারের হিন্দুস্থানীদের সাহায্যে জল-ছত্র স্থাপন।

৫। মাদার রেল ষ্টেশনের নিকট সানাটোরিয়ম মেথডিষ্ট মিশনারী Revd. Dr. W. W. Ashe M.D., D.D.S. সাহেবের ইচ্ছানুসারে টি, বি, হাসপাতাল স্থাপন।

অমর বাবু এই প্রতিষ্ঠানগুলির সেক্রেটারী হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য চালাইয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র রূপে পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অতি বিরল।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

৩০। ৺দুর্গাপ্রসাদের ১ কন্যা কেদারীবালার স্বামী ৺শ্রীনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ধর্ম্মদহ (নদিয়া জেলা)। তৎসুত ভগবতীচরণ, তৎসুত প্রমথনাথ (ধর্ম্মদহ) ও বৈদ্যনাথ (কাঁচড়াপাড়া)।

অমরনাথের স্ত্রী পঙ্কজিনী ৺তারকনাথ বন্দ্যোর কন্যা ৩২।

৩২। অমরনাথের তিন কন্যা—১মা মৃণালিনীর স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমতা নিবাসী ৺গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ২য়া হেমনলিনীর স্বামী ৺প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদের ৺মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের ২য় পুত্র। প্রমথনাথের একমাত্র কন্যা গীতা (স্বামী রমেশচন্দ্র

চট্ট অবসথী রবিকর প্রমুখ মধুস্থদনের বংশ

চট্টো এম্-এ, লক্ষ্ণৌ, ৩য়া কন্যা নিভাননীর স্বামী ৺সতীশচন্দ্র বন্দ্যো বুলন্দসহর, যুক্তপ্রদেশ। তৎসুত নিমাই।

৩২। সুরনাথের ৫ কন্যা—১মা কন্যা প্রতিভার স্বামী কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী (বন্দ্যো) শিক্ষক, ডাঃ মাখমলাল চক্রবর্ত্তী এল্-এম্-এস্এর পুত্র, জয়নগর মজীলপুর (২৪ পরগণা), ২য়া কন্যা সুরমার স্বামী ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বারাসত, ৺মধুস্থদন মুখোপাধ্যায়ের ৩য় পুত্র। অবিবাহিতা তিনটি কন্যা। যথা—৩য়া কন্যা পূর্ণা, ৪র্থা কন্যা প্রতিমা, ৫মা কন্যা মহামায়া।

৩২। সুরনাথের ১ম পুত্র বিভূতিভূষণের বিবাহ কাণপুরের উকীল শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের ১মা কন্যা শেফালির সহিত হইয়াছে।

দিগম্বরের ধারা—হালিসহর

৩০। দিগম্বর সুত ক্ষেত্রমোহন, বৈকুণ্ঠনাথ ও ভূষণচন্দ্র ৩১।

৩১। ক্ষেত্রমোহন সুত বঙ্কুবিহারী ৩২।

৩২। বঙ্কুবিহারী সুত ৺অবনীরঞ্জন ও হারাধন ৩৩।

৩১। বৈকুণ্ঠনাথ সুত ৺চণ্ডি চরণ ও ডাক্তার শান্তিরাম, এল্-এম্-এস্ (Teacher of Pathology, Medical School, Calcutta) ৩২। ডাক্তার শান্তিরাম বাবুর বর্ত্তমান ঠিকানা ১০নং আণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা।

৩২। চণ্ডি চরণ সুত সুধীরকুমার, গোপালচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও অজয়চন্দ্র ৩৩।

৩২। শান্তিরাম সুত সুবোধকুমার, মধুসূদন, সুকুমার, সনৎকুমার, অজিতকুমার ও অসীতকুমার ৩৩। শেষোক্ত ৪ পুত্র (অঃ বিঃ)।

৩৩। মধুস্থদন কন্যা মঞ্জুলা ও পুত্র দুলাল ৩৪।

৩১। ভূষণচন্দ্র সুত ৺বীরেশ্বর ও নীলমণি ৩২। নীলমণি সুত নিতাই ৩৩।

এই বংশের কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৺বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় সিমলা পাহাড়ে ইং ১৮৬৫ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ভারত-গবর্ণমেণ্টে কার্য্য করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺চণ্ডী চরণও সিমলা শৈলে ভারত গভর্ণমেণ্টে কার্য্য করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র

চট্ট অবসথী রবিকর প্রমুখ মধুসূদনের বংশ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত **শান্তিরাম** চট্টোপাধ্যায় সিমলা পাহাড়ে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হালিসহর স্কুল হইতে ১৯০১ সালে এণ্ট্রান্স ও হুগলী কলেজ হইতে এফ্-এ এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৯০৯ সালে এল্-এম্-এস্ পাশ করিয়া কলিকাতা মেয়ো হাঁসপাতালে ১৫ বৎসর প্যাথলিজিষ্টের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল ও হাঁসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সেখানকার সহকারী সম্পাদক এবং প্যাথলজির শিক্ষক। তিনি ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন ও বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে বিশিষ্টভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষে জাপানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ সম্ভাবনায় তিনি কলিকাতার একজন চীফ্ এয়ার-রেড-ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হইয়াছেন। শান্তিরাম বাবু অতি সজ্জন ও পরোপকারী।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

৩১। ৺ক্ষেত্রমোহনের কন্যা ৺সুখদাময়ীর স্বামী ৺নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, মুজঃফরপুর। সুখদাময়ী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পাঁচ কন্যা জ্যেষ্ঠা ৺সরলার দত্তপুকুর নিবাধৈর ৺বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়—তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা—জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুলচন্দ্র ভারত গভর্ণমেণ্টের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী, দ্বিতীয় পরেশচন্দ্র ইন্‌কম ট্যাক্স অফিসের কর্ম্মচারী ও কনিষ্ঠ নিখিলচন্দ্র, করাচী মেডিক্যাল ষ্টোরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সুখদাময়ীর এখন ২ কন্যা বর্ত্তমান। হরিদাসীর স্বামী প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গা ও শান্তকালীর স্বামী ৺মণীন্দ্রনাথ, চাতরা—শ্রীরামপুর।

৩১। ৺বৈকুণ্ঠনাথের চারি কন্যা—১মা নীথরমণির স্বামী ৺হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলঘরিয়া - পঞ্চানন তলা, ২য়া কন্যা ৺সুশীলা, ৩য়া কন্যা ৺হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হালিসহর (আপাততঃ সিমলা পাহাড়), ৪র্থী কন্যা ৺লীলাবতীর স্বামী ৺যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর।

৩১। ৺ভূষণচন্দ্রের চারি কন্যা—১মা শীতলাবালার স্বামী মনোমোহন মুখোপাধ্যায়, চাতরা—শ্রীরামপুর, ২য়া কন্যা ৺সাবিত্রীর স্বামী ৺প্রবোধ মুখোপাধ্যায়, গুস্তিয়া, বারাসত, ৩য়া শরৎকুমারীর স্বামী শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

চট্ট অবসথী রবিকর প্রমুখ মধুসূদনের বংশ

বরাহনগর ও ৪র্থী কন্যা হিরণ্ময়ীর স্বামী ৺রায় বাহাদুর ৺ক্ষীরোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাণপুর।

৩২। ৺চণ্ডীচরণের চারি কন্যা—১মা বাসন্তীর স্বামী হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাজরা রোডের রায় বাহাদুর নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র), ২য়া অম্বুজাবাসিনীর স্বামী ৺সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার ৺মনোহর মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র, ৩য়া জয়াবতীর স্বামী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও ৪র্থী কন্যা উমারাণীর স্বামী ডাক্তার জিতেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (গঙ্গোপাধ্যায়) নালিয়া—ফরিদপুর।

৩২। বঙ্কুবিহারীর তিন কন্যা—১মা গায়িত্রীর স্বামী সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সারসা—খুলনা। ২য়া সুষমার স্বামী শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, গুন্তিয়া, বারাসত, ২৪ পরগণা ও ৩য়া কন্যা ৺মীণার স্বামী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডুমুরদা, হুগলী জেলা।

৩২। ডাক্তার শান্তিরামের চারি কন্যা—১মা কন্যা বিজয়বালার স্বামী সুহৃদচন্দ্র দেব রায়, নলডাঙ্গা—যশোহর ও ২য়া কন্যা কিরণ্ময়ীর স্বামী ৺অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাইনাণ—হাওড়া, ৩য়া কন্যা ৺সুতারা ও ৪র্থী কন্যা ইন্দুবালার স্বামী ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হিজুলী—রাণাঘাট, নদীয়া।

ডাঃ শান্তিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধকুমার কলিকাতা ঝামাপুকুরের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদন কলিকাতা বাদুড় বাগানের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

মুজঃফরপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ

পীতাম্বরের ধারা—

৩০। পীতাম্বর সুত পশুপতি (ফেলুবাবু) মুজঃফরপুর ৩১।

৩১। পশুপতি সুত রাসবিহারী, অনিলবিহারী, বিজনবিহারী, নিরোজবিহারী ও সরোজবিহারী ৩২। ৪টি কন্যা উমাবতী, মায়াবতী, লীলাবতী ও রেণুবতী।

সংগৃহীত—১৪।২।৪২

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ

হুগলী জেলার কামালপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ

সর্ব্বানন্দী মেল রবিকরের সন্তান (ভঙ্গ)

স্থায়ী ঠিকানা :—কামালপুর, পোঃ আঃ খামারগাছী

এই বংশের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, ধুবড়ীর উকীল মহাশয়ের প্রদত্ত তালিকায় তদীয় বৃদ্ধপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোর উর্দ্ধতন পুরুষের নাম আমরা প্রাপ্ত হই নাই। উর্দ্ধতন পুরুষের নাম যতদূর পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্যক।

বংশাবলী

১। কৃষ্ণচন্দ্র সুত দীননাথ ২।

২। দীননাথ সুত মহেন্দ্রনাথ ও কন্যা মৃগনয়নী (স্বামী দ্বারিক মুখো. তৎপুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ L. C. E. Rajsahee (রাজসাহী) Technical স্কুলের Superintendent ছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া চন্দননগরে বসবাস করিতেছেন, ৩।

৩। মহেন্দ্রনাথ সুত শ্যামলনাথ ও উপেন্দ্রনাথ (ধুবড়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন) ৪। উপেন্দ্রনাথ পাণিহাটী সাবর্ণ চৌধুরী (বংশজ) বংশে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হয়েন। শ্যামলনাথের ধারাও ভঙ্গ কুলীন।

৪। শ্যামলনাথ সুত শ্রীবিমলনাথ (কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের Executive Engineer, বর্ত্তমানে বালীগঞ্জে ২২৭নং ল্যান্সডাউন রোড্ Extensionএ বসবাস করিতেছেন) ও শ্রীনির্ম্মলনাথ (কলিকাতা ইউনিভারসিটী সায়েন্স কলেজের জিওলজির লেকচারর) বাসার ঠিকানা—৭৩এ, হরিশ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ৫।

* এই বংশের জীবিত লোকের নামের পূর্ব্বে শ্রী বা শ্রীমতী দেওয়া হইল

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ

৫। বিমলনাথ সুত শ্রীনিখিল (পাটনা Engineering College হইতে B.C.E. পরীক্ষা দিয়াছে) ও শ্রীসুনীল ৬।

৪। উপেন্দ্রনাথ সুত শ্রীরবীন্দ্রনাথ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ এম্-এ, বি-এল্ ধুবড়ীর উকীল, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ এম-বি ডাক্তার (কামালপুর), শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (Calcutta Imperial Bankএ Audit Departmentএ চাকরী করেন) ও কন্যা শ্রীমতী মনোরমা ৫।

৫। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সুত শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ও কন্যা শ্রীমতী নীলিমা ও শ্রীমতী প্রতিমা ৬।

৫। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সুত শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ও কন্যা শ্রীমতী মলিনা ৬।

৫। শ্রীসৌরেন্দ্র সুত শ্রীবীরেন্দ্র, শ্রীদীপেন্দ্র ও কন্যা শ্রীমতী অনিমা, শ্রীমতী ঝরণা ও শ্রীমতী দীপ্তি ৬।

৫। শ্রীঅমরেন্দ্র কন্যা শ্রীমতী সিপ্রা ৬।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইঁহারা নদীয়া জেলাবাসী সর্ব্বানন্দী মেল রবিকরের সন্তান। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় "সিজা ডুমুরদহ" জমিদার বংশের দৌহিত্র বংশ। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কুলীন মহেশ্বরের অধস্তন জিতামিত্র পুত্র বাণী সিকদার, তৎপুত্র হরিনাথ (২য় পরিশিষ্ট ৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তৎপুত্র রূপনারায়ণ, তৎপুত্র গোপীরমণ, তৎপুত্র রত্নেশ্বর, সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের সময় সুবা বাঙ্গালার চতুর্থ রাজপুরুষ বঙ্গাধিকারী বা কানুনগোর প্রধান মহেরার ছিলেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা আয়ের জমিদারী অর্জ্জন করেন এবং "রায় মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ডুমুরদহে জমিদারী ভোগ করিতেছেন ও "রায়" পদবী ব্যবহার করিতেছেন। উক্ত রত্নেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রামনারায়ণের দুই পুত্র নীলমণি ও মুরলীধর।

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ

উক্ত মুরলীধরের একমাত্র কন্যা তিনকড়ি দেবীকে নদীয়া জেলা নিবাসী কুলীন কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া রামনারায়ণের ত্যক্ত ॥০ আট আনা অংশের জমিদারীর মালিক হইয়া কামালপুরে বসবাস করিতে থাকেন।

এই বংশের যে দুই ব্যক্তি বঙ্গের বাহিরে যশঃ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয় :—

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র **শ্যামলনাথ**—ইঁনি বর্দ্ধমান জেলার কেদীয়াতে নীলকুঠী স্থাপনা করিয়া অনুমান ৭০,০০০৲ টাকা ঋণগ্রস্থ হন। তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে আসাম প্রদেশের, বিলাসীপাড়ার জমিদারের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দেন। তথাকার নাবালক জমিদার সাবালক হইলে শ্যামলনাথ অবসর গ্রহণ করেন এবং পরে ১৩৩০ সালে পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ প্রপৌত্র **উপেন্দ্রনাথ**—ইঁহার জন্ম ইং ১৮৬৭ সাল। ইঁনি ১৮৯২ সালে ধুবড়ীতে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে গোয়ালপাড়া জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনি যেরূপ যশঃ ও প্রতিপত্তির সহিত ওকালতি করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরহিতার্থে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার অগ্রজের লক্ষাধিক টাকা দেনা স্বোপার্জ্জিত অর্থে পরিশোধ করিয়াছেন। তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ দান ব্যতীত মাসিক ৩০০৲।৪০০৲ টাকা দানের ব্যবস্থা ছিল। বহু পরিবারের তিনি মাতাপিতা স্বরূপ ছিলেন। বহু দরিদ্র বালক তাঁহার অর্থ সাহায্যে মানুষ হইয়াছে। তিনি ধনী ও নির্ধন সকলেরই আত্মীয় ছিলেন। সর্ব্বসাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি এই জেলার প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের সহিত এবং প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ

কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জলযোগ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমকক্ষ উকীল এই জেলায় এখনও পর্য্যন্ত কেহ হন নাই। ইংরাজী ১৯৩৯ সাল, ৫ই আগষ্ট এই মহানুভব পরলোক গমন করেন। উপেন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গুণরাশির পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে প্রকৃতই দেবতা বলিয়া মনে হয়।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

শ্যামলনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিভাবতীর (স্বামী মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান নিবাস ৭৩ বি, হরিশ মুখার্জ্জি ষ্ট্রিট্, ভবানীপুর, কলিকাতা; মন্মথনাথ সুত শ্রীবিনয়ভূষণ এম্-এ) ও কনিষ্ঠা কন্যা নিভাননীর ভাগলপুর নিবাসী সরকারী উকীল গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঈশ্বরচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র সুত শ্রীনীরিন্দ্রনাথ পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

বিমলনাথ হুগলী জেলার চাঁপদানীর জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র মুখোর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। নির্ম্মলনাথ ২৪ পরগণা জেলার নিবধইএর মুখোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী উদ্ধারিনী দেবীর মৃত্যু ১৯১৭ খৃঃঅঃ, ডিসেম্বর (২৪ পরগণা জেলার সাবর্ণ চৌধুরী বংশজ পাণিহাটি নিবাসী রায় বাহাদুর অমৃতলাল রায় চৌধুরীর কন্যা)। অমৃত বাবু বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের Executive Engineer ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের কন্যা মনোরমার স্বামী শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কালীঘাট নিবাসী আলিপুর জজ আদালতের নাজীর ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ফণীন্দ্র সুত শ্রীবিনয়ভূষণ বি-এ।

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ

রবীন্দ্রনাথ শান্তিপুর উড়িয়া গোস্বামী বংশে বিবাহ করিয়াছেন। বিখ্যাত ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধী। যতীন্দ্রনাথের বীরভূম জেলার রামনগরের জমিদার ৺রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে। সৌরেন্দ্রনাথের রাণাঘাট হিজুলীর সুপ্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী বংশের ৺রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে। অমরেন্দ্র নাথের ভাগলপুর নিবাসী সরকারী উকীল ৺গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা, শ্রীতুলসী দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কন্যার সহিত দক্ষিণ গড়িয়ার (২৪ পরগণা) জমিদার তারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রমোদকুমারের সহিত বিবাহ হইয়াছে। প্রমোদকুমার বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীদুর্গাদাস বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সিজা ডুমুরদহের রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নীলমণির এক কন্যা উজ্জ্বলমণির সহিত কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। উজ্জ্বলমণিকে বিবাহ করিয়া কৃষ্ণগোপাল কামালপুরে বসবাস করেন। কৃষ্ণগোপাল সুত হরিশচন্দ্র, তৎসুত যোগেন্দ্র ও শশিভূষণ। যোগেন্দ্রের স্ত্রী ও মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী দুই সহোদরা ভগ্নী। যোগেন্দ্র চট্টো ভদ্রকে ওকালতি করিতেন। যোগেন্দ্র সুত ৺প্রবোধ, শ্রীসুবোধ, শ্রীঅবোধ, শ্রীকুমুদ ও শ্রীপ্রমোদ। প্রবোধচন্দ্র (মৃত) ভদ্রকে কণ্ট্রাক্টারী করিতেন।

শ্রীযুক্ত **শ্রীসুবোধচন্দ্র** কটকে ওকালতি করিতেন এবং এক্ষণে পাটনা হাইকোর্টের জজ। শ্রীঅবোধ বর্ত্তমানে গয়ায় ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীকুমুদ বি-এল্ পাশ করিয়া ব্যবসা করিতেছেন এবং শ্রীপ্রমোদচন্দ্র এম্-এ, বি-এল্ কটকে ওকালতি করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত **সুবোধচন্দ্রই** কামালপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টের উকীল ৺লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ—ঘনশ্যামের ধারা

কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা (মৃত) টালার মুখোপাধ্যায় বংশের প্রমোদকুমার এম-বির সহিত বিবাহ হইয়াছে ও দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ধানবাদের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। আরও দুইটী অবিবাহিতা কন্যা আছে—তাহারা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিলাত হইতে ডিগ্রীলাভ করিয়া পাটনাতে ওকালতি করিতেছেন।

পাত্রীর সন্ধান

বর্ত্তমানে যতীন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা বিবাহের উপযুক্তা। একটী সুপাত্র আবশ্যক।

সংগৃহীত তাং ৭।৩।৪২

কাশ্যপ গোত্র চট্ট অবসথী রবিকর বংশ

মধুসূদন প্রমুখ ঘনশ্যামের ধারা

মধুসূদন ২২। সুত বিশ্বনাথ ২৩। সুত শিবচন্দ্র ২৪। সুত বাসুদেব (২য়) * ২৫। সুত ঘনশ্যাম ২৬। সুত ভবানিচরণ ২৭। সুত শ্যামসুন্দর ২৮।

---

* আজমীরের অমর বাবু প্রদত্ত তালিকায় (৬ষ্ঠ পরি, ৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ)

বাসুদে (২য়) ২৫, সুত রামগোপাল ২৬, তৎসুত ঘনশ্যাম ২৭।

ডাক্তার অনিলবিহারী প্রদত্ত তালিকায় (৬ষ্ঠ পরি, ৩য় খণ্ড, ২২ পৃঃ)

বাসুদেব (২য়) ২৫, সুত ঘনশ্যাম ২৬, তৎসুত ভবানীচরণ ২৭।

উভয় তালিকার মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। ডাঃ অনিল বাবু বলেন যে, এই কর্শিনামা তাঁহার প্রপিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের হস্তলিখিত। গোপাল বা রামগোপালের নাম হইতে শ্রীযুক্ত অনিলবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধানে সংগৃহীত। তাং ১০।২।৪২

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ—ঘনশ্যামের ধারা

শ্যামসুন্দর, শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রামের ৺শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর বাড়ীতে চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন।

২৮। শ্যামসুন্দর সুত রাজকিশোর ও গঙ্গানারায়ণ ২৯।

২৯। রাজকিশোর সুত গোপাল (রামগোপাল) ৩০। ইনি পাঞ্জাব প্রদেশের মুলতান কমিসরিয়েটে ক্লার্কের কার্য্য করিতেন।

৩০। গোপাল সুত গোবিন্দচন্দ্র (মালদহের সিভিল সার্জ্জন ছিলেন), পূর্ণচন্দ্র, হরিদাস ও অবিনাশ ৩১।

৩১। গোবিন্দচন্দ্র সুত বিহারীলাল (মহিমচন্দ্র), বিপিনচন্দ্র (কাশীবাসী), ডাক্তার অনিলবিহারী, এল্-এম্-এস্, ১২।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ও বিজয়বিহারী পুলিস কোর্টের উকীল, ২৪নং ডি,এল্,রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ৩২।

বিহারীলালের মাতামহ ৺সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

,, প্রমাতামহ ৺ঠাকুরদাস, বৃদ্ধমাতামহ ৺রামসুন্দর।

,, মাতুল—(১) ৺গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়

M. A., B. L., P. R. S., Late Advocate Calcutta High Court.

(২) ৺বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়

Late Translator to the Govt. of Bengal.

১১৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

,, মাতামহী ৺প্রসন্নময়ী, প্রমাতামহী ৺বিমলা।

,, মাতাঠাকুরাণী ৺ত্রৈলোক্যতারিণী, পিতামহী ৺দীনময়ী, প্রপিতামহী ৺অন্নপূর্ণা ও বৃদ্ধ পিতামহী ৺জগদম্বা।

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ—ঘনশ্যামের ধারা

৩২। বিহারীলাল (মহিমচন্দ্র) সুত বিভূতিভূষণ (Bar-at-Law, now in Calcutta) ও বিজলীভূষণ (Now in England on business) ৩৩।

৩২। বিপিনবিহারী M. A. (স্বামী বিপিনানন্দ) Late Accountant Standard Literature Co., Cal. (কাশীবাসী) সুত ইন্দুভূষণ ৩৩। ৩৪।৬০ গণেশ মহল্লা, বেনারস।

৩২। ডাক্তার অনিলবিহারী এল্-এম্-এস্ (জন্ম ১৮৮০), ১২।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। কন্যা শ্রীমতী মাধুরী (স্বামী ডাঃ শ্রীসোমনাথ মুখো এম্-বি, উত্তরপাড়া (২য় পরি ২০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ৩৩। তৎপুত্র শিবব্রত ৩৪)।

৩২। বিজয়বিহারী (নিজ বাড়ী ২৪নং ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা) সুত সুধাংশুভূষণ, অমিয়ভূষণ ও বিনয়ভূষণ ৩৩। তিন পুত্রেই অবিবাহিত।

২৯। গঙ্গানারায়ণ সুত কালীপ্রসন্ন ও কালাচাঁদ ৩০।

এই বংশের গোপাল (রামগোপাল), গোবিন্দচন্দ্র, বিপিনবিহারী, বিভূতিভূষণ ও বিজলীভূষণ প্রবাসে থাকিয়া যে সব কার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী ৺দুর্গাপদ ঘোষালের (Retired Executive Engineer, Assam etc.) কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ৺দুর্গাপদ বাবু স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা ইউনিভারসিটীতে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল এল্-এম্-এস্ (Retired Doctor Indo—China Steam Navigation Co., Cal.), ২য় পুত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্-এ,

চট্ট অবসথী —মধুসূদন প্রমুথ ঘনশ্যামের ধারা

বি-এল্ (Late Public Prosecutor, Muzaffarpur), ৩য় পুত্র শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (Retired Deputy Magistrate, Purnia) ও ৪র্থ পুত্র ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল M.A., Ph.D. (Retired Professor of History, Presidency College, Calcutta. বর্ত্তমানে Lecturer and Examiner, Calcutta University.)। শ্রীউপেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র শ্রীউমেশকুমার ঘোষাল I. C. S. (৩৫নং বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা)।

শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ১মা কন্যা শ্রীমতী পুষ্পরাণীর স্বামী শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, এড্‌ভোকেট; ১৭৭নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ২য়া কন্যা শ্রীমতী আশারাণীর স্বামী শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল Publicity Officer, Calcutta Chemicals Limited. ১৬নং চক্রবেড়িয়া লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৩য়া কন্যা শ্রীমতী ডলারাণীর স্বামী শ্রীরঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ Stevedore, বালিগঞ্জ, ২৪নং ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন ও ১নং একাডেমিয়া রোড্ নিবাসী শ্রীসন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র), ৪র্থা কন্যা শ্রীমতী বেলারাণী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে ও ৫মা কন্যা শ্রীমতী রমা দেবী স্কুলে পড়িতেছে। শেষোক্ত দুই কন্যা অবিবাহিতা।

শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় বি-এল্

কলিকাতা পুলীশ কোর্টের খ্যাতনামা উকিল।

শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় ইং ১৮৮৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গয়ার ডাক্তার ছিলেন, পূর্ব্বে মালদহের সিভিল সার্জ্জন হইয়াছিলেন। বিজয়বিহারীর বাল্য শিক্ষা গয়া জেলা স্কুলে আরম্ভ হয়, পরে তিনি বি-এল্ পাশ করিয়া ইং ১৯১০ সালে আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ১৯১১

দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ

সালে কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটস্থ পুলীশ কোর্টের প্রসিদ্ধনামা উকিল, ৺তারকনাথ সাধু সি-আই-ই মহাশয়ের সহকারীরূপে ওকালতি কার্য্য নিপুণতার সহিত করিতে থাকেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পুলীশ কোর্টের ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে Munition Board Caseগুলি চালাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি সদাশয়, মিষ্টভাষী ও সামাজিক ব্যক্তি।

পাত্র পাত্রীর সন্ধান

শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুধাংশুভূষণ বিবাহযোগ্য এবং তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বেলারাণী বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ

হুগলী জেলার অন্তর্গত শিয়াখালা—বন্দীপুর বা পানিশিয়ালার

ভেয়ে অনন্তরাম মিত্রের বংশাবলী—

১। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তিন পুত্র, তন্মধ্যে একের নাম ভেয়ে অনন্তরাম (ঘ) ২। ইনি দিল্লীর সম্রাট্ ফরুক্‌খ্‌সিয়রের (রাজত্বকাল ইং ১৭১৩—১৭১৯ সাল) মন্ত্রী ছিলেন। সম্রাট্ ইঁহাকে "ভাইয়াজী" উপাধি প্রদান করেন। ভাইয়াজীর অপভ্রংশে ভেয়ে হইয়াছে।

২। অনন্তরামের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ মহাদেব ও কনিষ্ঠ রামশঙ্কর ৩।

৩। মহাদেবের দুই পুত্র, প্রথম পুত্র দুর্গাচরণ ও দ্বিতীয় পুত্র চণ্ডীচরণ ৪।

৪। দুর্গাচরণের দুই পুত্র, প্রথম পুত্র ভবানীচরণ ও দ্বিতীয় পুত্র ঠাকুরদাস ৫।

৫। ভবানীচরণের একমাত্র পুত্র শিবচন্দ্র ৬।

৪। চণ্ডীচরণের দুই পুত্র বলরাম ও রামকৃষ্ণ (•) ৫।

৫। বলরামের পুত্র হীরালাল ৬। ইনি নিঃসন্তান।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ

৩। রামশঙ্করের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কালীচরণ (ক) ও কনিষ্ঠ রামচরণ ৪।

৪। কালীচরণের দুই পুত্র, প্রথম পুত্র তারিণীচরণ (ইনি কলিকাতায় হেষ্টিংসের সময় মুর্শিদাবাদের নবাবের উকীল ছিলেন) ৫।

৫। তারিণীচরণের তিন পুত্র, প্রথমের নাম রামকিশোর ও অপর দুই পুত্রের নাম অজ্ঞাত ৬।

৬। রামকিশোরের দুই পুত্র, প্রথম পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ (হুগলীর সব-জজ ছিলেন) (খ) ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম ডাক্তার গৌরীশঙ্কর (বৈদ্যবাটীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন) ৭।

৭। লক্ষ্মীনারায়ণের তিন পুত্র, প্রথম রাজেন্দ্রলাল, দ্বিতীয় উপেন্দ্রনাথ (Late Demonstrator, B. E. College, Shibpur.) ও তৃতীয় সুরেন্দ্রনাথ (গ) ৮। রাজেন্দ্রলাল নিঃসন্তান। উপেন্দ্রনাথের বয়স এখন প্রায় ৮৭ বৎসর এবং ৩১ বৎসর গবর্ণমেণ্টের পেন্সান ভোগ করিতেছেন।

৭। উপেন্দ্রনাথের তিন পুত্র, প্রথম মণীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় ডাক্তার জ্যোতি-প্রসাদ ও তৃতীয় ডাক্তার কালীপদ (ঘ) রায় বাহাদুর (বিহার গবর্ণমেণ্টের

(ক) কালিচরণ শিয়াখালা—বন্দিপুর হইতে বৈদ্যবাটী বাস করেন।

(খ) লক্ষ্মীনারায়ণ বৈদ্যবাটী হইতে চাতরা বাস করেন।

(গ) রাজেন্দ্র, উপেন্দ্র ও সুরেন্দ্র—চাতরা হইতে শ্রীরামপুরে বাস করিতেছেন। উপেন্দ্রনাথের ঠিকানা ৬নং কুইন্স্ ষ্ট্রীট্, শ্রীরামপুর।

(ঘ) স্থানাভাব বশতঃ ভেয়ে অনন্তরাম মিত্র ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, রায় বাহাদুর মহাশয় বঙ্গের বাহিরে প্রবাসে থাকিয়া যে সকল সুকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার সুযোগ বর্ত্তমানে ঘটিয়া উঠিল না।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট অনুসন্ধানে সংগৃহীত। তাং ১২।৩।৪২

দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ

চাইবাসা জেলার সিভিল সার্জ্জন) ৯।

৯। মণীন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র, প্রথম চরণপ্রসাদ, দ্বিতীয় তারাপ্রসাদ, তৃতীয় দেবপ্রসাদ, চতুর্থ দুর্গাপ্রসাদ ও পঞ্চম রামপ্রসাদ ১০।

৯। ডাঃ জ্যোতিপ্রসাদের চারি পুত্র, প্রথম ডাক্তার প্রশান্তকুমার, দ্বিতীয় প্রমোদকুমার, তৃতীয় প্রতাপকুমার ও চতুর্থ প্রভাসচন্দ্র ১০।

৯। ডাক্তার কালীপদ রায় বাহাদুরের এক পুত্র, নৃপেন্দ্রলাল ১০।

৮। সুরেন্দ্র সুত জ্ঞানেন্দ্র ৯। তৎসুত কিরণপ্রসাদ ১০।

৭। ডাক্তার গৌরীশঙ্করের তিন পুত্র, প্রথম যোগেন্দ্র রায় বাহাদুর (কলিকাতা পুলিশে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন) দ্বিতীয় নরেন্দ্র ব্যারিষ্টার ও তৃতীয় ব্রজেন্দ্র ৮।

৪। রামচরণের দুই পুত্র, প্রথম আনন্দ (ইনি নিঃসন্তান) ও দ্বিতীয় দিগম্বর ৫।

৫। দিগম্বরের তিন পুত্র, ১ম শিবচন্দ্র, ২য় শম্ভুচন্দ্র ও ৩য় গিরিশচন্দ্র ৬।

৬। শিবচন্দ্রের দুই পুত্র, মণিমোহন ও ২য় শশিভূষণ উভয়েই নিঃসন্তান।

৬। শম্ভুচরণের চারি পুত্র, ১ম চন্দ্রভূষণ (০), ২য় হেমচন্দ্র, ৩য় গোপাল ও ৪র্থ মহিম ৭।

৬। গিরিশচন্দ্রের দুই পুত্র মহাদেব ও সহদেব ৭।

৭। মহাদেবের এক পুত্র সতীশচন্দ্র ৮।

৭। সহদেবের এক পুত্র চারুচন্দ্র ৮।

চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশ

যুক্তপ্রদেশের হামিরপুরের ডাক্তার **শ্রীইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়**

P.M.S., L.M.P. মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(ইঁহাদিগের বংশাবলী ৩য় পরিশিষ্ট ২৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশ

ভ্রম সংশোধন ঃ—৩য় পরিশিষ্ট ২৬৬ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণনাথ স্থলে ইন্দুভূষণ স্থলে ইন্দ্রভূষণ হইবে।

ডাক্তার ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রাম। ইঁহার পিতামহ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালাদেশে প্রথম শ্রেণীর লবণের দালাল ছিলেন এবং জৌগ্রামে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতেন। ঐ বাড়ী এখনও অসংস্কৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

ডাক্তার ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জৌগ্রাম হইতে যুক্তপ্রদেশে প্রথম আসেন ও পোষ্টাল বিভাগে কর্ম্ম করেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন।

বর্ত্তমানে ডাক্তার ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীধামে সিগ্রার বাগে "রত্নকুটীর" নামে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি শ্যামবাবুর ঘাট চুঁচুড়া নিবাসী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ মুখো তাঁহার তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া স্বকৃত ভঙ্গ হইয়াছেন।

ইন্দ্রভূষণ বাবুর মধ্যম ভ্রাতা চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এল্-টি, বেনারস সেনট্রাল মেডিকেল হলের স্বনাম প্রসিদ্ধ ৺তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তুলসী বাবুর পুত্রের নাম শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রভূষণ বাবুও বেনারসে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে senior grade শিক্ষক। বর্ত্তমানে গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত ডিওরিয়া কে, ই, হাই স্কুলের প্রথম সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত গোরক্ষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। তাহার পর কালী বাবু স্বকৃত ভঙ্গ হন।

চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশ

শ্রীযুক্ত টি, পি, মুখোপাধ্যায় বেরিলী আর, কে, রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন এবং বিহারীপুরে বাস করেন। ইনি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইঁহারা স্বভাব কুলীন ছিলেন।

ডাক্তার বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এল্‌-এম্‌-এস্‌ বেরিলীর একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার। ইনি বেরিলীতে "চিন্ময়ী কুটীর" নামে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন। ইনি ইন্দ্র বাবুর পরিচিত। বসন্ত বাবুর কুল-পরিচয় ও বংশাবলী পরে দ্রষ্টব্য।

বেনারস ৪১৭ নং, শিবালয় নিবাসী স্বভাব কুলীন অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে ইন্দ্র বাবুর নিকট জ্ঞাতি।

ইন্দ্রভূষণ বাবু যুক্তপ্রদেশের বালিয়া, বেরিলী প্রভৃতি বহু জেলায় সরকারী ডাক্তার ছিলেন; বর্ত্তমানে বেরিলী হইতে বদলী হইয়া যুক্তপ্রদেশের হামিরপুর ডিষ্ট্রীক্ট হসপাতালের Assistant Surgeonএর কর্ম্ম করিতেছেন। ইনি "Treatise on Treatment" নামে একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌সি Sugar Chemist, Godavari Sugar Mills, Ahmadnagar.

পাত্র পাত্রীর সন্ধান

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বভাব কুলীন। ইঁহার ৩ পুত্র ও ২ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (under graduate) লক্ষ্ণৌ সেক্রেটারীয়েটে কর্ম্ম করেন। বয়স ২৪ বৎসর। দ্বিতীয় পুত্রের বয়স ২০ বৎসর, কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৮ বৎসর। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স ১৫ বৎসর ও কনিষ্ঠা কন্যার বয়স ৯ বৎসর। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহযোগ্য ও জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম এ, এল-টি। মহাশয়ের বিবাহযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসত্যচরণের (Life Insurance Agent) বয়স ২৫ বৎসর।

সংগৃহীত তাং ১১।৩।৪২

কামদেব পণ্ডিতের বংশ (স্বভাব খড়দহ মেল)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্

যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বেরিলীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এল্-এম্-এস্ পাশ করিয়া সেই বৎসরই বেরিলীতে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর পরে চাকরীর মোহ ত্যাগ করিয়া বেরিলীতে স্বাধীন ডাক্তারী ব্যবসায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বেরিলীতে "চিন্ময়ী কুটীর" নামে বসত বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কলিকাতা অবস্থান জন্য নং ১১এ ও ১১বি যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুরে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রাম। ইঁহার পিতা বিহার প্রদেশের সুনাম প্রসিদ্ধ দেওয়ান জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি রামশরণের বংশোদ্ভব।

কুল-পরিচয় ও বংশাবলী

ইঁহারা খড়দহ মেলের কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। স্বভাব নৈকষ্য কুলীন পৈতৃক নিবাস, জনাই, পোঃ জনাই, জেলা হুগলী।

ভদ্রেশ্বর মুখোপাধ্যায় কামদেব পণ্ডিতের অধস্তন পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ (২য় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড ১১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) পর্য্যায় ২৭। সুত রামশরণ, সন্তোষনারায়ণ, শ্যামসুন্দর, রূপনারায়ণ, কালীচরণ ও বিষ্ণুরাম ২৮।

রামশরণের ধারা

রামশরণ সুত রামকিশোর, গদাধর, শিবরাম, জয়দেব ও এক কন্যা ২৯।

শিবরাম সুত বেচারাম ৩০, তৎসুত উদয়রাম ৩১, তৎসুত জয়নারায়ণ ৩২, তৎসুত প্রেমচাঁদ ৩৩, তৎসুত ত্রৈলোক্যনাথ, তারিণীচরণ (শিবপুর) ও দীননাথ (নং ১সি নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ৩৪।

ত্রৈলোক্যনাথ সুত গোপাল ও কিশোরীলাল ৩৫।

গোপালের ২ কন্যা সরলা ও পক্ষী ৩৬।

কিশোরীলালের ৮ পুত্র, ১ম হেরম্বপ্রসাদ, ২য় বসন্তকুমার (এল এম এস ডাক্তার), ৩য় শরচ্চন্দ্র, B.L. ৪র্থ হেমচন্দ্র, ৫ম সুরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ সতীশচন্দ্র, (B. A., B. E., C.E.), ৭ম যতীন্দ্র ও ৮ম বিনোদ M.A., ও তিন কন্যা— শরৎকুমারী, ক্ষিরোদা ও মনোরমা ৩৬।

কিশোরীলালের কুলক্রিয়া

১মা কন্যা শরৎকুমারীর মণিরামপুর নিবাসী ৺কীর্ত্তি গঙ্গোর পুত্র ৺অমৃত লাল গঙ্গোর (খড়দা মেলের স্বভাব কুলীন) সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসিনী "সাধু মা" নামে পরিচিতা। এখন পুরীতে অবস্থান করিতেছেন।

২য়া কন্যা ক্ষিরোদার ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী ৺ চন্দ্রকান্ত গঙ্গোর পুত্র ৺তারানাথ গঙ্গোর (খড়দা মেলের স্বভাব কুলীন) সহিত বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা নলীবালা। পুত্রের নাম প্রভাসচন্দ্র (অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন)।

৩য়া কন্যা মনোরমার যদুনাথ বন্দোর পুত্র ৺উপেন বন্দো (খড়দা মেলের স্বভাব কুলীন) সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার এক কন্যা। স্বামী কন্দর্পপুর কুলাকাশ নিবাসী শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়। বর্ত্তমানে তিনি মুদিআলী লেন, টালীগঞ্জে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও চাকুরে।

কিশোরীলালের পুত্র ও পৌত্রাদির পরিচয়

১ম ৺রঙ্গপ্রসাদের (জগন্নাথ ঘোষ রোড, পোঃ ডাকুরিয়া) তিন পুত্র ও তিন কন্যা—সুধাংশুশেখর, মলিনা, শীতাংশুশেখর, পুষ্প, সুধাংশুশেখর ও বিজলী ৩৭।

২য় বসন্তকুমারের (বেরিলা ও ১১এ ও ১১বি নং যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) ৩ কন্যা—কমলা, যমুনা ও মায়া ৩৭।

১মা কন্যা কমলার মেদিনীপুর জেলার শ্রীবরা গ্রামের ৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় বি-এর সহিত বিবাহ হইয়াছে। কানাই বাবু MESSERS Balmer Lawrie & Co. কলিকাতা অফিসের বড় বাবু। তাঁহার এক পুত্র নলয় মাট্রিক ও এক কন্যা ইলা অবিবাহিতা।

২য়া কন্যা যমুনার সালকিয়া নিবাসী মাধবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকালিদাস চট্টো বি-এ, বি-ল (সহকারী ম্যানেজার India Iron & Steel Co. Office. 12, No. Mission Row, Calcutta.) এর সহিত বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার একটী কন্যা বয়স ৭ বৎসর।

জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায়—কামদের পণ্ডিত বংশ

৩য়া কন্যা মায়ার ৪।এ বওয়ালী মণ্ডল রোড, কালীঘাট পোঃ নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এসসির সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইঁহারা ভঙ্গকুলীন।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯নং চক্রবেড়ে রোড সাউথ, ভবানীপুর, কলিকাতা নিবাসী ৺দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাব নৈকষ্য কুলীন ৺তারক গঙ্গোর বংশধর। দেবেন্দ্রনাথের ২ পুত্র ও ১ কন্যা—জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গো এম-এ অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনিল গঙ্গো এম্-এ সনাতনধর্ম্ম কলেজ, লাহোর।

কিশোরীলালের ৩য় পুত্র শরচ্চন্দ্রের ২ পুত্র অনিলকুমার (Advocate High Court, Calcutta), সুধাংশুকুমার (Pleader, Sealdah Court). কন্যা সুপ্রভা (স্বামী শ্রীচক্রপানি চট্টোপাধ্যায়, নং ২২সি স্কুল রো. ভবানীপুর) ৩৭।

৪র্থ হেমচন্দ্রের (৫৪ নং চামেলা বাঁশফটকা, কাশী) ৩ পুত্র—শৈলেশ্বর বিশ্বনাথ ও রাজচন্দ্র এবং ৫টি কন্যা—মেনী, ফেণী, হিমানী, তটিনী ও সন্ধ্যা। ৩৭।

৫ম সুরেন্দ্রনাথের (ঠিকানা ৯৮।৮ নং অবিনাশ ব্যানার্জ্জি লেন, শিবপুর), ৫ পুত্র—সুশীলকুমার, শিশিরকুমার, শীতলকুমার, সমীরকুমার, লালু (সঞ্জীব-কুমার) ও দুই কন্যা—লাবণ্য ও ভক্তিময়ী (অঃ বিঃ) ৩৭।

৬ষ্ঠ সতীশচন্দ্রের (নং ৯।৪ কেদার বসু লেন, ভবানীপুর) ৩ পুত্র—মুরারি-মোহন, দীপ্তেন্দুকুমার ও শুভেন্দুকুমার এবং ১ কন্যা তপতী স্বামী সত্য-নারায়ণ বন্দ্যো (নূতন বাটী জনাই) ৩৭।

জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় —কামদেব পণ্ডিত বংশ

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ইং ১৮৮৬ সালের অক্টোবর। ইনি ইং ১৯০৯ সালে বি-এ এবং ইং ১৯১৫ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে B. E. পাশ করিয়া স্বাধীন কণ্ট্রাক্টরী ব্যবসা করিতেছেন।

মুরারির কন্যা কঙ্কাবতী। তপতীর কন্যা রাইমণি।

৭ম যতীন্দ্রনাথের কন্যা গায়ত্রীর স্বামী ৺অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ External Affairs Department, New Delhiতে কাজ করেন ৩৭।

৮ম বিনোদের ২ পুত্র অবনীকুমার ও অসীমকুমার (৬৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা, পোঃ বহুবাজার) ৩৭।

দীননাথ মুখোপাধ্যায় (স্বভাব খড়দহ মেল)

দীননাথের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা—পঞ্চানন, ভুবনমোহন বংশাভাব (বাগনান), কৃষ্ণধন (শিবপুর), শশিভূষণ (শিবপুর) ও ৺পুঁটিরাম বংশাভাব (শিবপুর) ৩৫।

পঞ্চানন (১সি নন্দরাম বসু ষ্ট্রীট) সুত শিবচন্দ্র (ভঙ্গ), পশুপতিনাথ, হীরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র ৩৬। কন্যা লীলাবতী, সরস্বতী, হরিপ্রিয়া ও গৌরীবালা ৩৬।

কৃষ্ণধন (নং ৪৮৬।১ সারকুলার রোড, শিবপুর) সুত অনিলকুমার, অবনীকুমার, সুধীরকুমার আর ২ পুত্র ও ৩ কন্যা ৩৬।

শশিভূষণের (The Sun life of Canada, ১০২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা অফিসের উচ্চ কর্ম্মচারী) ৩টি পুত্র ও ১টি কন্যা—ভোলানাথ, পঙ্কজিনী, শশাঙ্কশেখর ও অমরনাথ ৩৬। নিবাস—চৌধুরীপাড়া, শিবপুর।

বিবাহযোগ্য পাত্র

১। শ্রীশিশিরকুমার মুখো, Radio Engineer, Mazaffarpur.

২। শ্রীসুধাইকুমার মুখো, Pleader, Sealdah Court.

জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায়—কামদেব পণ্ডিত বংশ

৩। শ্রীশৈলেশ্বর মুখো Typist, Foreign Political Department, New Delhi.

৪। শ্রীঅবনীকুমার মুখো M. A. পড়িতেছেন।

৫। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোর পুত্র শ্রীমুরারিমোহন মুখো।

বিবাহযোগ্যা পাত্রী

১। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী ইলা দেবী—বয়স ১৬ বৎসর।

২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ভক্তিময়ী—বয়স ১৮ বৎসর।

জ্ঞাতিগণের বংশাবলী

ভদ্রেশ্বরের পুত্র শ্যামসুন্দরের (২৮) ধারা

২৮। শ্যামসুন্দর সুত গৌরীচরণ প্রভৃতি ২৯।

২৯। গৌরীচরণ সুত সীতারাম ও টিকারাম ৩০।

৩০। সীতারাম সুত নারায়ণ ৩১। তৎসুত ৺তিনকড়ি, ৺নকুড়, ৺শ্যামসুন্দর ও ৺প্রিয়নাথ ৩২।

৩২। তিনকড়ি সুত জলধর, ৺বলাই, ৺প্রমথ, ৺সর্ব্বাণী ও সন্তোষ ৩৩।

৩২। নকুড় সুত বিজয়, ননী, পঙ্কু ও জটিল (ভোঁদা) ৩৩।

৩৩। শ্যামসুন্দর সুত ৺বটকৃষ্ণ ৩৪।

৩২। প্রিয়নাথ সুত রাণুপদ ৩৩।

৩০। টিকারাম সুত ৺উমাকান্ত, ৺কৃষ্ণকান্ত ও ৺কালীকান্ত ৩১।

৩১। উমাকান্ত সুত ৺চণ্ডীপ্রসাদ (উমাভিলা—জনাই) ৩২।

৩২। চণ্ডীপ্রসাদ সুত ৺রাখালদাস, ৺ভুবন ও ৺গোবিন্দচন্দ্র ৩৩।

৩৩। গোবিন্দচন্দ্র সুত ৺মন্মথ, প্রমথ ও মাখন (৯১এ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও উমাভিলা—জনাই) ৩৪।

জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায়—কামদেব পণ্ডিত বংশ

বিখ্যাত ফাইন্যান্সিয়ার ও অডিটার

৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামের প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের ৺গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম সন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ইঁহারা খড়দহ মেলের কামদেব পণ্ডিতের সন্তান স্বভাব কুলীন।

মন্মথবাবু স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির বলে বাঙ্গালীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথমে তিনি একটি ইউরোপীয়ান অডিটার্স ফার্ম্মে চাকুরী গ্রহণ করেন পরে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া এম মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী নামে একটী অডিট ফার্ম্ম খুলেন। বাঙ্গালী অডিটার ফার্ম্ম সমূহের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তিনি সোসাইটি অব রেজিষ্টার্ড একাউন্টান্টস্ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভারত গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইণ্ডিয়ান একাউন্টেন্সী বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্তের জন্য গভর্ণমেন্ট অনেক বার তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কএকটী ভারতীয় চা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ ও কলিকাতা ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের কার্য্য পরিচালনা করিতেন ও তাহার ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় বহু দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধান হইয়াছিল।

তিনি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময় কলিকাতা এলগিন নার্সিং হোমে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল।

৩৪। ৺মন্মথনাথ সুত অমরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ (অঃবিঃ), চন্দ্রনাথ (অঃবিঃ), রাজেন্দ্রনাথ,নৃপেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ৩৫। কন্যা ইন্দিরা দেবী ও জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবী (অঃ বিঃ) ৩৫।

চট্টোপাধ্যায় অবসথী—মধুসূদন বংশ

৩৫। অমরেন্দ্রনাথ সুত অজয়নাথ ৩৬।

অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ জনাই নিবাসী শ্রীসুশীল বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীর সহিত হইয়াছে।

ইন্দিরার বিবাহ নিবধই দত্তপুকুর (বর্ত্তমান গড়পাড়, কলিকাতা) নিবাসী শ্রীভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে।

৩৪। প্রমথনাথ (নিঃ সঃ)।

৩৪। মাখনলালের ৪ পুত্র ও ১ কন্যা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, তপেন্দ্রনাথ, সুষমারাণী, ও মাণিকলাল ৩৫।

মাখনলাল ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা আনন্দময়ী এজেন্সী লিমিটেডের ডিরেক্টর।

৩১। কৃষ্ণকান্ত সুত পঞ্চানন ও হরনাথ ৩২।

৩২। পঞ্চানন সুত মহেন্দ্র, দীননাথ ও জগন্নাথ ৩৩।

বিবাহ যোগ্য পাত্র ও বিবাহ যোগ্যা পাত্রীর সন্ধান

(স্বভাব কুলীন খড়দহ মেল)

১। ৺মন্মথনাথ মুখোর পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ জমিদার ও ব্যবসাদার

২। ,, ,, শ্রীচন্দ্রনাথ ঐ ঐ

৩। ,, কন্যা শ্রীমতী জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবী

৪। শ্রীমাখনলাল মুখোর পুত্র শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদার ও ব্যবসাদার

চট্টোপাধ্যায় অবসথী—মধুসূদন বংশ

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট ৩য় খণ্ড ১১পৃষ্ঠার সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত তালিকা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্বলিত।

দুর্গাপ্রসাদ সুত রামকমল (এটোয়া ও কাণপুর), প্রসন্নকমল (এটোয়া), যাদবকমল (এটোয়া ও আজমীর)।

চট্টোপাধ্যায় অবসথী—মধুসূদন বংশ

অবিনাশ (উত্তরপাড়া ও রাঁচী) প্রথমে বোর্ড-অব-রেভিনিউ, বেঙ্গল পরে বিহারে কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসন্নকমলের দুই পুত্র হরিমোহন ও হরিচরণ উভয়েই এড়িয়া বাসী।

যাদবকমল সুত আশুতোষ, বঙ্কুবিহারী, মৃত্যুঞ্জয়, কালিদাস, হরিদাস, শিব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রঘুবীর, ও এক কন্যা সরস্বতী। সকলের নিবাস বালী।

মৃত্যুঞ্জয় সুত বনমালী, ইন্দুভূষণ, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এবং দুই কন্যা বড়নবী ও সোনামণি। সকলের নিবাস বালী।

বড়নবীর (নীহারবালা) বিবাহ দিহী ইটালী নিবাসী ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত হইয়াছে। নবী বর্ত্তমানে বালীতে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৺সোনামণির বিবাহ গোমড়া বীরভূম নিবাসী পশুপতি বন্দ্যোর সহিত হইয়াছিল।

কালিদাস সুত পরমেশ্বর (নিবাস বালী)।

হরিদাস (নিবাস চিংমাই পাড়া, বালী) সুত ১ম ডাক্তার কাশীনাথ M.B., D.P.H., বালী হাসপাতাল, ২য় বিশ্বনাথ B.Sc., Eng. Hindu Uuiversity (Engineer Burn & Co. Raniguuj) ও ৩য় ভূতনাথ (Messrs Killburn & Co. I.G.N. & Rly. Co., Ltd. Calcutta. অফিসের কর্ম্মচারী)।

কাশীনাথের প্রথম পক্ষের পুত্র মোহনলাল I.Sc., ২য় পক্ষের পুত্র শোভনলাল ও ২ কন্যা পুষ্পরাণী ও বাণীরাণী।

বিশ্বনাথের পুত্র চণ্ডীদাস ও ৩ কন্যা তৃপ্তি, ডলি ও শিশু কন্যা।

ভূতনাথের ২ কন্যা—অঞ্জলি ও বন্দনা।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন দাওয়ানগাজী ষ্ট্রীট্ বালী নিবাসী বেগের গাঙ্গুলী ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবীর সহিত।

অবসথী—মধু চট্টো ও অবসথী—রবিকর—মধু চাট্টো

কাশীনাথ ১ম পক্ষে বিবাহ করেন বাঁশতলা রিষরা নিবাসী রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২য়া নাতনী (ললিতমোহনের কন্যা) সুধাময়ীর সহিত। ২য় পক্ষে বিবাহ করেন মাহেশের পরাণ গাঙ্গুলীর ২য়া কন্যা বিমলার সহিত।

বিশ্বনাথ বিবাহ করেন উত্তরপাড়া নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া নাতনী (ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা) তরুবালার সহিত।

ভূতনাথ বিবাহ করেন বৈঞ্চবাটীর জমিদার সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সোম বাবুর) তৃতীয়া কন্যা উমার সহিত।

বালী নিবাসী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে সংগৃহীত। তাং ২২।৩।৪২।

অবসাথী চট্ট মধুসূদন ও অবসথী চট্ট রবিকর প্রমুখ চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা মধুসূদন সম্বন্ধে মন্তব্য

৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট ৩য় খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় আজমীরের শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকায় রবিকর ১৭, বিষ্ণু ১৮, কেশবাচার্য্য ১৯, বাসুদেব (১ম) ২০, জয়দেব ২১, মধুসূদন ও চন্দ্রশেখর ২২, মধুসূদন সুত বিশ্বনাথ ২৩, লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ৺তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বরনগর (বরাহনগর) কুটীঘাট রাস্তা হইতে ১লা বৈশাখ, ১৩১৩ সালে প্রকাশিত অং চং রবিকর বংশের কুলজীনামায় দেখা যায় যে, চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা মধুসূদনের পুত্র রামশরণ ও রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র হরিরাম, তৎপুত্র রামচন্দ্র ও তারাচাঁদ (বাস শোলক, জেলা বরিশাল)। সুতরাং অমর বাবু চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা মধুসূদনের বংশীয় নহেন বা রবিকরের সন্তানও নহেন

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অবসথী চট্ট রবিকর ও অবসথী চট্ট বিশ্বনাথ, শেষ অর্থাৎ ১১৭ সমীকরণে শ্রেষ্ঠ কুলীন

অবসথী—মধু চট্টো ও অবসথী—রবিকর—মধু চট্টো

বলিয়া আখ্যাত। এই বিশ্বনাথের পিতা মধুসূদন ৯৩ সমীকরণে শ্রেষ্ঠ কুলীন মধ্যে গণ্য। মহাবংশাবলীতে এই মধুসূদনের পিতার নাম শুভাই দৃষ্ট হয়।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনিলবিহারী চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ কর্ত্তৃক রক্ষিত পুরাতন কুলজীনামা পুনরায় অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, মধুসূদনের পিতার নাম শুভাই, তৎপিতা সত্যবান, তৎপিতা তপন, তৎপিতা গোবর্দ্ধন, তৎপিতা দোকড়ী, তৎপিতা সর্ব্বেশ্বর, তৎপিতা গাঙ্গী, তৎপিতা বহুরূপ (বল্লালী প্রথম কুলীন)। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই মধু চট্টই ষড়দহ মেলের কুলীন ছিলেন। যথা—"যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ পাইয়া মধুর সঙ্গ ইত্যাদি"। সুতরাং ইঁহারা চট্ট অবসথী মধুসূদনের সন্তান রবিকরের সন্তান নহেন।

সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক ৩য় সংস্করণের লিখনানুসারে অমর বাবুর পর্য্যায় সংখ্যা ২৬ হয়। যথা—দক্ষ ১, সুলোচন ২, মহাদেব ৩, হলধর ৪, কৃষ্ণদেব ৫, বরাহ ৬, শ্রীধর ৭, বহুরূপ ৮, গাঙ্গী ৯, সর্ব্বেশ্বর (অবসথী) ১০, দোকড়ি ১১, গোবর্দ্ধন ১২, তপন ১৩, সত্যবান ১৪, শুভাই ১৫, মধুসূদন ১৬, বিশ্বনাথ ১৭, (এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধনির্ণয়ে দৃষ্ট হয়) তৎপর অমর বাবুর তালিকা অনুযায়ী—শিবচন্দ্র ১৮, বাসুদেব ১৯, রামগোপাল ২০, রমাকান্ত (রামকান্ত) ২১, সীতারাম ২২, রাজনারায়ণ ২৩, দুর্গাপ্রসাদ ২৪, মাধবকমল ২৫ ও অমরনাথ ২৬।

৺তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক Home Press, Baranagore হইতে প্রকাশিত তালিকায় ৺তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর্য্যায় সংখ্যা ২৭ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ১১ পৃষ্ঠায় লিখিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর্য্যায় সংখ্যা ৩৩ হওয়া সুসঙ্গত বোধ হয় না।

রায়গড় ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সীর প্লিডার

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল মহাশয়ের

বংশ ও কুল-পরিচয়

মুং ফুং সুষেণ প্রমুখ বীরেশ্বর বংশে

রামজীবন সুত রামদেব ন্যায়বাগীশের ধারা

২য় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড ১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

বীরেশ্বর সুত জনার্দ্দন ২৭। তৎসুত রামজীবন প্রভৃতি ২৮। রামজীবন সুত রামদেব ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি ২৯।

রামদেব সুত শিবনারায়ণ (ইহার বংশাবলীর তালিকা পাওয়া যায় নাই), **রামকানাই** ও **রামতনু** ৩০।

রামকানাই এর ধারা

৩০। রামকানাই সুত রামকৃষ্ণ ৩১।

৩১। রামকৃষ্ণ সুত রাখালদাস ও দুর্গাদাস ৩২।

৩২। রাখালদাস সুত কেদারনাথ (অঃ বিঃ মৃত) ৩৩।

৩২। দুর্গাদাস সুত বামাপদ ৩৩। তৎসুত রাসবিহারী ৩৪।

৩৪। রাসবিহারী সুত নন্দকুমার ও নিমাইচাঁদ ৩৫।

রামতনুর ধারা

পুরাতন ক্রোড়পত্রে ৮৩ পৃঃ।

পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার জোগ্রাম

৩০। রামতনু সুত হরচন্দ্র, শ্রীরাম, গুরুদাস ও কালিদাস ৩১।

৩১। হরচন্দ্র সুত শ্যামাচরণ ৩২।

৩২। শ্যামাচরণ সুত হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৩৩।

৩৩। হেমচন্দ্র সুত বিজয় (অঃ বিঃ মৃত) ও বিনয় ৩৪।

৩৪। বিনয় সুত বিশ্বনাথ ও চন্দ্রনাথ ৩৫।

৩৩। পূর্ণচন্দ্র সুত মন্মথ ৩৪।

মুং ফুং শিবাচার্য্য বংশ

৩১। শ্রীরাম সুত কেদারনাথ (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন) ও যোগেন্দ্রনাথ (আরার উকীল ছিলেন—মৃত্যু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ) ৩২। যোগেন্দ্রনাথ অপুত্রক।

৩২। কেদারনাথ সুত সুরেন্দ্রনাথ ও নিমাইচরণ ৩৩।

৩৩। সুরেন্দ্রনাথের ২ পুত্র ও ২ কন্যা—তুলসীদাস (মৃত), মায়া, জলেশ্বরী ও গৌরীশঙ্কর ৩৪।

৩২। নিমাইচরণের ৯ পুত্র ও ২ কন্যা—ভবানীশঙ্কর, শক্তিশঙ্কর, প্রতিমা, জয়শঙ্কর, বিজয়শঙ্কর, কৃষ্ণশঙ্কর, বদ্রিশঙ্কর, কানাইশঙ্কর, বেণুগোপাল, মীরা ও ব্যোমশঙ্কর ৩৪।

৩১। গুরুদাসের ১ম পক্ষের পুত্র ভৈরব, শম্ভু ও কৈলাস ৩২।
২য় পক্ষের পুত্র রাজচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও শিবচন্দ্র ৩২।

৩২। ভৈরব সুত সারদা (বংশাভাব) ৩৩।

৩২। শম্ভু সুত ত্রিগুণা ও ত্রিপুরা (বংশাভাব) ৩৩।

৩৩। ত্রিগুণার—১ম পক্ষের পুত্র সত্যচরণ ও দ্বারকানাথ ৩৩।
২য় পক্ষের পুত্র রাধাগোবিন্দ ৩৪।

৩৪। সত্যচরণ সুত ভূদেব, জয়দেব ও বুদ্ধদেব ৩৫।

৩৪। দ্বারকানাথ সুত দেবব্রত ৩৫।

৩২। রাজচন্দ্রের পুত্র রামলাল (বংশাভাব), যদুনাথ, মাখনলাল, হিরালাল (অঃ বিঃ মৃত) ও অধর (অঃ বিঃ মৃত) ৩৩।

৩৩। যদুনাথ সুত করালী, জানকী ও হরিদাস ৩৪। সকলেরই বংশাভাব।

৩৩। মাখনলাল সুত বসন্ত ৩৪।

৩৪। বসন্ত সুত তারক ও বিশ্বনাথ ৩৫।

৩৫। তারক সুত জগবন্ধু ৩৭।

৩৫। বিশ্বনাথ সুত কৃপাসিন্ধু ৩৬।

মুং ফুং শিবাচার্য্য বংশ

বৈবাহিক সম্বন্ধ

৺কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) জীবনী পরে দ্রষ্টব্য।

নিবাস—জৌগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান।

কুল—স্বভাব কুলীন, ফুলে—খড়দহ মেল।

সন্তান—শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

ঐ স্ত্রী—শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবী ৺শিবচন্দ্র চৌধুরীর (শুদ্ধ শ্রোত্রিয়) মধ্যমা কন্যা। ৯নং মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা।

ঐ ১ম পুত্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী অনিলাসুন্দরী দেবী কুবরা পাঁচপাড়ার জমিদার ৺মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা। সুরেন্দ্রনাথের শ্বশুরালয় 67, Free School Street, Calcutta. ৺মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺বিনোদবিহারী কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন।

ঐ ১মা কন্যা—৺গিরিবালার স্বামী ৺রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেলেশিমড়ার বন্দ্যো বংশের নারায়ণ প্রমুখ কৃষ্ণবল্লভের ধারায় (২৯) ৺গোপী মোহন বন্দ্যোর প্রথম পুত্র। রাজেন্দ্রনাথ রায়গড়ে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেন।

ঐ ২য়া কন্যা—৺দেবীপ্রভা দেবীর স্বামী ৺সত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বালীর ৺ভোলানাথ গঙ্গোর ১ম পুত্র।

ঐ ৩য়া কন্যা—শ্রীমতী মণিপ্রভা দেবীর স্বামী ৺দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। 77-A, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

ঐ চতুর্থা কন্যা—শ্রীমতী শশীপ্রভা দেবী স্বামী শ্রীমাধবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নিবাস No. 4, Pitambar Roy Lane, Salkea, Howrah.

বেলেশিখ্‌রার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

ঐ কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় B.A;B.L. Pleader Raigarh, Eastern States Agency. স্ত্রী—শ্রীমতী পারুবালা দেবী, জনাই নিবাসী ৺মদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা। মদনমোহন বাবু ভাগলপুরে কাননগো ছিলেন।

ঐ ভ্রাতা—৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় B. A., B. L., Pleader. Arrah. স্ত্রী ৺জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী 20, Sarisapara Lane, Chandernagar- ৺কান্তিচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। কান্তিচন্দ্র gymnastic master ছিলেন। "কান্তি মাষ্টার" নামে খ্যাত ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

বিবাহযোগ্যা পাত্রপাত্রী

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীভবানীশঙ্কর ও কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

রায়গড়ের উকীল

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ প্রদত্ত। তাং ১৫-৪-৪১

রায়গড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী

৺রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

বংশ ও কুল-পরিচয়।

বেলেশিখ্‌রার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

নারায়ণ বন্দ্যোর সন্তান—স্বভাব খড়দহ

প্রথম পরিশিষ্ট ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

কৃষ্ণবল্লভের (২২) ধারা—

২২। কৃষ্ণবল্লভ সুত রত্নেশ্বর, রামেশ্বর ও চন্দ্রশেখর ২৩।

রত্নেশ্বরের ধারা সুবর্ণপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন।

রামেশ্বরের বংশ বর্দ্ধমান জেলার বারুহা গ্রামে বাস করেন।

বেলেশিখ্‌রার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

২৩। চন্দ্রশেখর সুত রুদ্রেশ্বর, রাধাবল্লভ ও রাজীবলোচন ২৪। রুদ্রেশ্বরের বংশাবলী দাসপুরে তিনকড়ি পুরোহিতের নিকট আছে।

রাধাবল্লভের বংশ বৈঁচি গ্রামে আছে।

২৪। রাজীবলোচন সুত শঙ্কর, নিধিরাম, [গোপাল ও দয়ারাম] ২৫। শঙ্করের বংশাবলী শিবপুরে আছে।

২৫। দয়ারাম সুত রামসুন্দর ও ব্রজকিশোর ২৬।

২৬। রামসুন্দর সুত হরিনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ (০) ও উদয়নারায়ণ ২৭।

২৭। হরিনারায়ণ সুত অম্বিকাচরণ, উমাচরণ ও কন্যা অন্নপূর্ণা (০)।

২৮। অম্বিকাচরণ কন্যা মঙ্গলা (স্বামী কালী গাঙ্গুলী) নিঃ সঃ ২৮।

২৮। উমাচরণ সুত গৌরীচরণ (স্ত্রী অভয়াসুন্দরী—মণ্ডলাই গ্রামের পালধি কন্যা) ও কন্যা কমলমণি ২৯ (স্বামী চন্দ্র গাঙ্গুলী, তৎকন্যা সুশীলার স্বামী বেণী চট্টো, শান্তিপুর)।

২৯। গৌরীচরণের ৩ পুত্র ও ৩কন্যা—নলিনীকান্ত (স্ত্রী লীলাবতী-গোয়ারা গ্রাম বৰ্দ্ধমান জেলা), বৈদ্যনাথ, রতিকান্ত, প্রভাবতী(স্বামী পশুপতি মুখো—শান্তিপুর, তৎপুত্র অনিলকুমার), উমাবতী (স্বামী ললিত মোহন চট্টো—গোয়ারা গ্রাম, বৰ্দ্ধমান জেলা) ও ইন্দুমতী ৩০।

২৭। উদয়নারায়ণ সুত গুরুদাস ২৮।

২৮। গুরুদাসের ১ কন্যা—নৃত্যকালী (স্বামী কালী গঙ্গো)। নৃত্যকালীর কন্যা মনোমোহিনীর বিবাহ বৰ্দ্ধমান জেলার উত্তরা গ্রাম। মনোমোহিনীর পুত্র নৃপেন্দ্র মুখো।

২৬। ব্রজকিশোর সুত জয়গোপাল ও শ্রীগোপাল ২৭।

২৭। জয়গোপালের ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা—শ্যামাচরণ (স্ত্রী রুক্মিণী দেবী), শম্ভুনাথ, ব্রহ্মময়ী (স্বামী কৃষ্ণ গঙ্গো), রামধন (স্ত্রী রাধাপ্যারী—

বেলেশিখ্ড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

বারোয়া), মহেশচন্দ্র [(চারি স্ত্রী ১ নিতম্বিনী, ২ করালী, ৩ খ্যান্তমণি (সকলের পিত্রালয় ময়নাগোড়) ও ৪ সর্ব্বমঙ্গলা (পিত্রালয় চন্দনপুরমেড়ে)] ও চারি কন্যা দ্রবময়ী, মৃন্ময়ী, স্বর্ণময়ী ও মনোমোহিনী (জয়গোপালের এই চারি কন্যাকেই ময়নাগোড়ের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন) ২৮।

২৮। শম্ভুনাথ সুত হরিচরণ (০) ২৯।

২৮। ব্রহ্মময়ী সুত দীননাথ গঙ্গো (০) ২৯।

২৮। শ্যামাচরণের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা—রাধামোহন (স্ত্রী লবঙ্গলতা-শান্তিপুর), ভুবনমোহন (স্ত্রী তারামণি (০)), লালমোহন [(স্ত্রী বামাসুন্দরী—হিজলনা, তৎকন্যা কুসুমকুমারীর, স্বামী ঠাকুরদাস মুখো (০)],চাঁদমোহন, গোপীমোহন (স্ত্রী কুমুদকামিনী, শান্তিপুরের সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ধনকৃষ্ণ গোস্বামীর কন্যা (সম্বন্ধনির্ণয় ৪র্থ পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা) বামাসুন্দরী (স্বামী রামকুমার গঙ্গো, তৎপুত্রে হরগোবিন্দ ও কন্যা বিশ্বেশ্বরী (০), হরগোবিন্দের পুত্র দেবেন্দ্র), ক্ষেমাঙ্করী (স্বামী অভয় গাঙ্গুলী) ও রাজেশ্বরী ২৯।

২৯। রাধামোহন সুত প্রসন্নকুমার (স্ত্রী বিন্দুবাসিনী—বারোঁয়া) ও কন্যা কাদম্বিনী (স্বামী পাঁচকড়ি গঙ্গো—জনাই ৩১।

৩০ প্রসন্নকুমার সুত ভবানী (০), পরেশ (০) নরেশ (স্ত্রী মৃণালিনী—মাকড়াহ), কার্ত্তিক—শালিমার, শিবপুর [স্ত্রী তিলোত্তমা (হৃদয় গঙ্গোর কন্যা)], মলিনা (স্বামী কৃষ্ণ গঙ্গো—জৌগ্রাম, তৎপুত্র তারকদাস গঙ্গো ৩১।

৩০। কাদম্বিনী (স্বামী পাঁচকড়ি গঙ্গো, জনাই) এক পুত্র শরচ্চন্দ্র গঙ্গো ও এক কন্যা প্রসাদ দাসী (স্বামী সূর্য্য চট্টো) এড়েদহ ৩১।

বেলেশিখড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

২৯। গোপীমোহনের ৩ পুত্র ও ২ কন্যা—৺রাজেন্দ্র (স্ত্রী ৺গিরিবালা জৌগ্রামের ৺কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা), সুরেন্দ্রনাথ (১মা স্ত্রী সুশীলা—জনাই,২য়া স্ত্রী কাত্যায়নী—মালীপাড়া),জ্ঞানদায়িনী (স্বামী এককড়ি গঙ্গো—জনাই), যোগীন্দ্র (১মা স্ত্রী কালিদাসী—গিমহারী গ্রাম—নদীয়া, ২য়া স্ত্রী মনোরমা —বিক্রমপুর) ও নন্দরাণী (স্বামী পার্ব্বতী মুখো—জনাই) ৩০।

৩০। রাজেন্দ্রের দত্তকপুত্র **বারীন্দ্রনাথ** ৩১।

৩০। সুরেন্দ্রের ১মাস্ত্রীর দুই কন্যা সুদর্শনা (স্বামী পঞ্চানন মুখো—জনাই) ও নিরুপমা(স্বামী বিকাশ মুখো—বারাসত,২য়া স্ত্রীর পুত্র সত্য৩১।

৩০। যোগীন্দ্রের ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা—রমাবতী (স্বামী সুধাময়), প্রতিভা (স্বামী রমেন্দ্র), ইন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্র (রাজেন্দ্রনাথের দত্তক পুত্র); শচীন্দ্র, জয়শঙ্কর, প্রহ্লাদ ও শোভা ৩১।

২৮। রামধন সুত ত্রিপুরাচরণ ও দুর্গাচরণ ২৯।

২৯। ত্রিপুরাচরণ সুত বিপিন ও বিনোদ ৩০।

২৯। দুর্গাচরণ সুত বলাই, কানাই ও কন্যা বিন্দুবাসিনী ৩০।

৩০। বলাই এর দুই কন্যা লীলাবতী ও নবগৌরী ৩১।

৩০। কানাই সুত হরিবিলাস (Depot Superintendent Burma Oil Storage, Cuttack) ও ২ কন্যা রতী ও সতী ৩১।

২৮। মহেশচন্দ্র সুত উপেন্দ্র, অবিনাশ (স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী, শিবচন্দ্র চৌধুরীর ১মা কন্যা। ৯ নং মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা), অক্ষয়, নগেন ও কালীচরণ ২৯। এই লক্ষ্মীদেবী, রায়গড়ের উকীল শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের বড় মাসীমা।

২৯। অবিনাশ সুত ক্ষেত্রমোহন (রায় সাহেব), অতুলচন্দ্র, ভূপতি B.E., ও বিভূতি M.Sc. ৩০।

বেলেশিখ্রার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

২৯। অক্ষয় সুত প্রসাদ ৩০।

২৯। নগেন্দ্র সুত অটল, হরিদাস ও জ্যোতি ৩০।

৩০। ক্ষেত্রমোহন সুত বড় খোকা, নন্দ, বিজয়, সত্য ও কৃষ্ণকুনা ৩১।

৩০। অতুলচন্দ্র সুত ননী, ছোটখোকা ও ঝোড়া ৪১।

৩০। ভূপতির পুত্র কন্যার নাম অজ্ঞাত ৩১।

৩০। বিভূতির কন্যা প্রতিভা ৩১।

১৭। শ্রীগোপালের ৩ পুত্র—কালীকুমার, নবকুমার (০) ও চন্দ্রকুমার ২৮।

১৮। চন্দ্রকুমার সুত বেণীরাম, মণিরাম ও বলাই ২৯। ইঁহারা শিবপুর বাসী।

বিবাহ যোগ্য পাত্র ও বিবাহ যোগ্যা পাত্রী।

৩০। রাজেন্দ্রনাথের দত্তক পুত্র—বারীন্দ্র—Contractor, Raigarh.

৩০। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র সত্য M.A. পড়িতেছে। সুরেন্দ্র বাবুর ঠিকানা 3D. Bepin Mittra Lane, Shyambazar, Calcutta.

৩০। যোগীন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রনাথ ও শচী ইত্যাদির ঠিকানা শিখিড়া, হুগলী।

এই বংশের কতিপয়

প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী

২৯। অবিনাশ সুত **ক্ষেত্রমোহন**—E.B.Rlyর Asstt. Engineer ছিলেন। সোদপুরে কার্য্যকালীন অবসর গ্রহণ করেন। পরে "রায় সাহেব" উপাধি পান।

২৯। অবিনাশ সুত **ভূপতিভূষণ**--1902তে Entrance Examinationএ (Cal. U.) Mathematics এ full marks পাইয়া Gold Medal প্রাপ্ত হন। তিনি F.A. পাশ করার পর Sibpur Engineering College হইতে B.E. পাস করিয়া Govt.

Service পান। পরে তিনি রাজসাহীতে Executive Engineer হইয়াছিলেন। তথায় অসুস্থাবস্থায় ছুটী লওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। Indian Mirror Street, কলিকাতায় তাঁহার একখানি বাড়ী আছে। তিনি Amritalal Mukerjir (District Magistrate, Birbhum—সঃ নিঃ ২য় পঃ প্রঃ খণ্ড ১১২ পৃঃ) এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ভূপতিনাথের সন্তানগণ উক্ত কলিকাতা ভবনে অবস্থান করেন।

২৯। অবিনাশ সুত **বিভুতিভূষণ** ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে Entrance Examinationএ (Cal. U.) তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া First Grade Scholarship পান। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে F.A. পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করিয়া 1st. Grade Scholarship পান। তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Mathematics ও Physicsএ Double Hons. এ B.Sc.পাশ করেন। Mathematicsএ M.Sc.পাশ করিয়া কিছুদিন Presidency Collegeএ Lecturer ছিলেন। পরে Rangoonএ Mathematicsএর Professor হইয়া যান। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানেই Pneumonia রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২৯। **গোপীমোহন সুত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—**

গোপীমোহন P.W.Dর Accountant ছিলেন। ঐ Dept. তখন Central Govt.এর underএ ছিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এবং Rangoonএও কাজ করিয়াছিলেন। গোপীমোহন রাইপুরে P. W.D Accountant থাকা কালীন রাজেন্দ্রনাথেকে এক দোকান করিয়া দেন। **রাজেন্দ্রনাথের** চেষ্টায় উহার মূলধন প্রায় লক্ষ টাকায় উপস্থিত হয়, কিন্তু পরে এক কর্ম্মচারীর শঠতায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। পরে তিনি বিলাসপুর জেলায় চন্দ্রপুর নামক গ্রামে যাইয়া শণের ব্যবসা আরম্ভ করেন।

চট্টোপাধ্যায় বংশ (পণ্ডিতরত্নী মেল)

ঐ ব্যবসায় উন্নতিলাভ করার পর ব্যবসা কেন্দ্র রায়গড়ে লইয়া আসেন তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রেল ষ্টেসনের নিকট বাড়ী হওয়ায় রেলযাত্রী সকল বাঙ্গালীই তাঁহাকে চিনিত। তিনি পরোপকারে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পর যে কয়জন বাঙ্গালী রায়গড়ে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রায়গড়ের বাঙ্গালী সমাজ তাঁহার অভাবজনিত দুঃখ সহজে ভুলিতে পারিবে না। Central Provinceএর প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী সমাজে ও অপর জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। বস্তর, রাজনান্দগাঁও, রেড়াখোল, কালাহাণ্ডী, সারঙ্গড়, শক্তি ও রায়গড় রাজ্যের নৃপতিমণ্ডলীও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রাখিতেন।

রায়গড়ের উকীল

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্

মহাশয়ের অনুকূল্যে সংগৃহীত। তাং ৫।৪।৩২

ভ্রম সংশোধনঃ—৪৫ পৃঃ ৬ পং— ২৪। রাজীবলোচন সুত শঙ্কর, নিধিরাম, (গোপাল ও দয়ারাম) ২৫। স্থলে ২৪। রাজীবলোচন সুত শঙ্কর, নিধিরাম ও দয়ারাম ২৫। নিধিরাম সুত গোপাল ২৬।

৪৭ পৃঃ ১৭ পং—৩০। বলাই এর কন্যা লীলাবতী স্থলে শীলাবতী হইবে।

চট্টোপাধ্যায় বংশ—পণ্ডিতরত্নী মেল

পদ্মগর্ভের (ক) সন্তান

৩য় পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড—ক্রোড়পত্র ৵০

(ইঁহারা এক্ষণে ভঙ্গ কুলীন)

রামচন্দ্র (খ) সুত সর্ব্বানন্দ তৎসুত রামলোচন।

রামলোচন সুত হরিনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, শম্ভুনাথ ও শ্রীনাথ।

(ক) পদ্মগর্ভের আদি নিবাস—নবদ্বীপ।

(খ) রামচন্দ্র বাঁকুড়ায় বিবাহ করেন।

চট্টোপাধ্যায় বংশ—পণ্ডিতরত্নী মেল

হরিনারায়ণের ধারা

হরিনারায়ণ সুত উমেশ, রামদয়াল ও রামতারণ।

উমেশ সুত আশুতোষ ও গোবর্দ্ধন।

আশুতোষ সুত ধীরেণ, মদন ও ফটিক।

রামতারণ সুত কালীপদ, বগলা ও মুনু।

কালীপদ সুত অজিত (ম্যাট্রিক পাশ অবিবাহিত বয়স ২২ বৎসর), রণজিৎ, গোবিন্দ, নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, রামরবি ও রামশশী।

গঙ্গানারায়ণের ধারা

গঙ্গানারায়ণ সুত রামতারণ, রামশরণ ও রামসদন (রায় বাহাদুর)।

রামতারণ সুত বিভূতি, সতীশ, বিধু, যামিনী ও ফণি।

বিধু সুত গোবর্দ্ধন।

রামশরণ সুত শশধর ও গোকুল।

শশধর সুত গণেশ।

গোকুল সুত বঙ্কিম, রামরঞ্জন ও বিশ্বরঞ্জন।

শম্ভুনাথের ধারা

শম্ভুনাথ সুত রামনাথ ও রমানাথ।

রামনাথ সুত অমরনাথ, চন্দ্রনাথ ও জানকী।

অমরনাথ সুত সোনা, ধনা, প্রফুল্ল, ফণি, মুকুন্দ, রামসত্য, রথিন, গেঁড়ু ও কুচন।

চন্দ্রনাথ সুত সুধীর, সুকুমার, বিজয়, অমিয়, গেঁড়ু।

জানকী সুত, বগলা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমল ও শ্যামল।

রমানাথ সুত নরনাথ, পরেশ, সনাতন, জ্ঞান ও হাবু।

জ্ঞান সুত বাসুদেব, শঙ্কর, নারায়ণ ও মধুসূদন।

অপর চারিজনের পুত্রাদির নাম অজ্ঞাত।

চট্টোপাধ্যায় বংশ—পণ্ডিতরত্নী মেল

শ্রীনাথের ধারা।

শ্রীনাথ সুত রামশঙ্কর, রামেশ্বর, **রামানন্দ** (প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা সম্পাদক) ও বারাণসী নিবাস বাঁকুড়া।

রামশঙ্কর সুত শশাঙ্ক (Eastern States Agencyর অন্তর্গত Raigarh Stateএর Jailor ছিলেন) ও শিশির।

শশাঙ্ক সুত বঙ্কিম, ত্রিলোচন, প্রভাত (Raigarh Municipal Power Stationএ Switch Board Operator), সুধাংশু (মৃত), সুবাস, সুনীল, সুবোধ, সুধা ও অমিয়। ৫ম হইতে ৯ম পুত্র সন্তানগণ অবিবাহিত। বয়স ক্রমান্বয়ে ২৮, ২৬, ২১, ১৯ ও ১৭ বৎসর। নিবাস পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া।

প্রভাত সুত প্রশান্ত।

শিশির সুত পরিমল, গগন ও তপন।

রামেশ্বর সুত বিষণ, সুশীল, সদা, শরৎ, সুধীর (বয়স ৩০ অঃ বিঃ) ও সন্তোষ (বয়স ২৮ অঃ বিঃ)।

বিষণ সুত বিমলানন্দ ও দিলীপ।

রামানন্দ (ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী) সুত **কেদার, অশোক** ও প্রসাদ (মৃত)। বারাণসী সুত হেমন্ত।

শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত এবং রায়গড়ের উকীল শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ মহাশয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত। তাং ১৫।৪।৪২

ভ্রম সংশোধন—৩য় পঃ ক্রোড়পত্র ৵০—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতার নাম সীতানাথ লিখিত হইয়াছে। উহা শ্রীনাথ হইবে।

রায়গড় হাই স্কুলের শিক্ষক

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, এল্-টি মহাশয়ের বংশ-পরিচয় (ভঙ্গ-কুলীন)

খড়দহ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান

(সম্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২০। হরি ওঝা সুত দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব ২১।

২১। যোগেশ্বর সুত জানকীনাথ প্রভৃতি ২২।

২২। জানকীনাথ সুত রামভদ্র প্রভৃতি ২৩। দ্বি-প-৮১ পৃঃ।

২৩। রামভদ্র সুত নারায়ণ প্রভৃতি ২৪। দ্বি-প-৮২ পৃঃ।

২৪। নারায়ণ সুত শিবরাম ও জনার্দ্দন ২৫। দ্বি-প-৮৩ পৃষ্ঠায় ২৬ পর্য্যায় সংখ্যা আছে, উহা ২৫ হইবে।

২৫। জনার্দ্দন সুত রামকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৬।

২৬। রামকৃষ্ণ সুত বলরাম ও পঞ্চানন ২৭।

২৭। পঞ্চানন সুত সাতু (০), নিধিরাম (ক), চণ্ডীচরণ (খ), রামকানাই (গ) ও রামসুন্দর (ঘ) ২৮।

২৮।(ক)। নিধিরাম সুত রামলোচন, কালীনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও হরিশ্চন্দ্র ২৯।

২৯। রামলোচন সুত তারামোহন ও মথুর ৩০।

২৯। কালীনাথ ন্যায়পঞ্চানন সুত কালিদাস, হরিহর, মাধবচন্দ্র ও তারকনাথ (নিবাস হরিনাভি) ৩০।

৩০। কালিদাস সুত নিমচাঁদ ৩১।

৩০। হরিহর সুত চিরঞ্জীব ও উমাচরণ ৩১।

৩০। মাধবচন্দ্র সুত কৃষ্ণমোহন (নিবাস হরিনাভি) ৩১। ইনি সব্-জজ ছিলেন।

২৯। হরিশ্চন্দ্র সুত রামজীবন ও গোবিন্দ ৩০।

খড়দহ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান

২৮। (খ)। চণ্ডীচরণ সুত দুর্গাচরণ ও জগমোহন ২৯।

২৯। দুর্গাচরণ সুত কপাললোচন ৩০।

২৯। জগমোহন সুত কালীকিঙ্কর,কালীমোহন,কালীচন্দ্র (ফুটিগোদা ৩০।

৩০। কালীকিঙ্কর সুত যদুনাথ ৩১।

৩১। যদুনাথ সুত নির্ম্মল, হরিগোপাল ও হরিসাধন ৩২।

৩০। কালীমোহন সুত তারাপ্রসন্ন ৩১।

২৮ (গ)। রামকানাই সুত কালীকুমার, হরকুমার বা হরচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, মধুসূদন, জগন্নাথ ও রামরতন ২৯।

২৯। জগন্নাথ সুত কেদারনাথ, দ্বারিকানাথ ও ব্রজনাথ ৩০।

৩০। দ্বারিকানাথ সুত জীবনকৃষ্ণ (ভবানীপুর) ও নিবারণচন্দ্র (ভবানীপুর) ৩১।

২৯। রামরতন সুত বেণীমাধব, চন্দ্রমাধব ও কন্যা কাদম্বিনী দেবী (শোভাবাজার) ৩০।

৩০। চন্দ্রমাধবের ২ পুত্র ও ৪ কন্যা— কাশীতোষ, চণ্ডীদাসী, আশুতোষ (অঃ পুঃ), অন্নপূর্ণা, ইচ্ছাময়ী ও মহামায়া ৩১।

৩১। কাশীতোষের ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা—উমাশশী, বিভূতিভূষণ এম্-এ, এল্-টি, ফণিভূষণ, মণিভূষণ (অঃ বিঃ), প্রভাশশী, জ্যোতিভূষণ, শচীভূষণ, ইন্দুভূষণ ও কিরণশশী ৩২।

কিরণশশী—স্বামী শশাঙ্ক সুত বঙ্কিম প্রভৃতি চট্টোপাধ্যায় বংশ পণ্ডিতরত্নী মেল, শ্রীনাথের ধারা, ৬ষ্ঠ পঃ ৩য় খণ্ড ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩২। বিভূতিভূষণের ৪ কন্যা— গৌরী দেবী, তারা দেবী, কমলা দেবী ও বিমলা দেবী এবং ১ পুত্র-বিশ্বনাথ, ৩৩।

৩২। ফণিভূষণের ২ কন্যা—দুর্গা ও রাধা ও ২ পুত্র—ভোলানাথ ও শম্ভুনাথ ৩৩।

হালিসহরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

৩২। জ্যোতিভূষণ সুত দীননাথ ও দেবনাথ ৩৩।

৩২। শচীভূষণের ২ কন্যা আশারাণী ও নিশা ৩৩।

২৮ (ঘ) রামসুন্দর সুত ঠাকুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্র, রামতারণ, বদনচন্দ্র ও অপর ১ পুত্রের নাম অজ্ঞাত ২৯।

২৯। ঠাকুরদাস, সুত রাম ও সূর্য্যকুমার ৩০।

৩০। রাম সুত আদ্যনাথ ৩১।

৩০। সূর্য্যকুমার সুত গিরিজাভূষণ ও বিধুভূষণ ৩১। উভয়েই মৃজাপুর, কলিকাতা বাসী।

২৯। ঈশ্বরচন্দ্র সুত প্রসন্নকুমার, যদুনাথ ও মাধবচন্দ্র (বেলঘরিয়া) ৩০।

২৯। রামতারণ সুত রামলাল ও অপর এক পুত্রের নাম অজ্ঞাত ৩০।

২৯। বদনচন্দ্র সুত নীলমণি (বহুবাজার, কলিকাতা) ৩০।

রায়গড়ের উকীল—শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল মহাশয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত। তাং ১৫-৫-৪১

করাচী গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল প্রেসের অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের জীবনী ও কুল পরিচয়

নিখিল বাবুর পিতা ৺বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহ ৺শুকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রপিতামহ ৺তিলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৈতৃক নিবাস—হালিসহর, জেলা ২৪ পরগণা। **বর্ত্তমান** নিবাস—করাচী। **কুল**—ভঙ্গকুলীন। **জন্ম**—১৯০৪ খৃষ্টাব্দ, ২৫শে জুলাই।

ছাত্রজীবন—ইনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হালিসহর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর (First Grade) মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আই-এ, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা

পাশ করেন। ১৯২৯ সালে অর্থবিজ্ঞানে (Economics) এম-এ পাশ করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বি-এল্ উপাধি লাভ করেন।

কর্ম্মজীবন—ইনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতা Govt. Medical Stores এ নিম্নতম কেরাণীর চাকুরী গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া সরকার বাহাদুর ইঁহাকে করাচী অফিসে বদলী করিয়া তথাকার Office Superintendent পদে উন্নীত করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Govt. of India Finance Departmentএ দিল্লীতে চাকুরী করেন, মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ কলিকাতার Director General of Munitions Productionএর আফিসে চাকুরী করেন।

ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় (Military Accounts Departmentএর Accountant) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অমিয়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

বিনা আবেদনে তিনি D. P. I. টনি সাহেব কর্তৃক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া, পঞ্চাশ বৎসর সরকারী ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। এখনও বালীগঞ্জ মেয়েদের কলেজের Senior Professor of English (অবৈতনিক)। টনি সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "I always consider you a meritorious Professor of English." সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে স্যর আশুতোষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন ও পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow and Member, Board of Examiners ছিলেন। তিনি নিজের পুত্র পরীক্ষার্থী থাকিলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কখনও set করিতেন না। ৮।৯ বৎসর কৃষ্ণনগর, রাজসাহী ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপকতা করার পরে তিনি সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং বিনা আবেদনে পুনর্বহাল হন ও বিনা আবেদনে বার বার Extension পান। Secretary of State ২৫ বৎসর চাকরী না হইলেও তাঁহাকে as a very special case পূরা পেনসন দিয়াছেন। ১৯২৯ সালে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। কটক কলেজের অধ্যক্ষ হুইটলক সাহেব গোপাল বাবুকে প্রকাশ্য সভাতে বিদায়কালে "Great man" বলেন। "I say great advisedly, for it seems to me in whatever capacity we consider him, he is entitled to that designation".

তিনি বাহ্যাড়ম্বর-শূন্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালক ও পরোপকারী; অযাচিত হইয়া অকাতরে গোপনে দান করিতে ভালবাসেন। বাল্যকাল হইতে আতুরের সেবা তাঁহার জীবনের ব্রত। ইনি এখন বালীগঞ্জ "সরলা পুণ্যাশ্রমের" **Vice President**—এই আশ্রমে ৫০।৬০ জন অনাথা বালিকা পালিতা হইতেছে।

তিনি পুত্রদের বিবাহে পাকা দেখায় ধুমধাম না করিয়া উদ্বৃত্ত টাকা যেখানে নৈসর্গিক বিপদ বেশী সেইখানে কখন কখন পাঠাইয়াছেন। পুত্রদিগের বিবাহের সময় নিজে ব্যয় করিয়াছেন, কোন বৈবাহিক নগদ কিছু দিলে তাহা পুত্রবধূকে দিয়াছেন। তিনি পিতামাতাকে দেবতা ও পুত্রকন্যাকে বালগোপাল ভাবিয়া সেবা করেন।

১৯১২ সালে সুপণ্ডিত হলওয়ার্ড সাহেব (D. P. I.) কটক কলেজে গোপাল বাবুর ক্লাস পরিদর্শন করিয়া তাঁহার "Strand" শব্দটির অর্থ "Rivulet" ভুল বলিয়া Visitor's Bookএ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু টনি সাহেবকে লিখিলে তিনিও উহা ভুল বলেন। ইহাতে না দমিয়া তিনি New English Dictonaryর সম্পাদক Sir James Murrayকে লেখেন। ৬ বৎসর পরে যখন এই Dictionaryর ঐ Volume বাহির হইল সেই Passage উদ্ধৃত করিয়া Strand এর "Rivulet" অর্থ সম্ভবতঃ তাঁহারই জন্য বাহির হইল। ইংরাজিতে আর কোথাও এই অর্থ নাই। হলওয়ার্ড সাহেবকে ইহা জানাইলে তিনি দীর্ঘ পত্র লেখেন। গোপাল বাবুর সময়ে এই কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এত অধিক হইয়াছিল যে তাঁহার বিদায়কালে তাঁহার একজন সহকর্ম্মী প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন "He is the Ravenshaw College". তাঁহার অনেক ছাত্র এখন হাইকোর্টের জজ। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তিনি কাহার কাছে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন" উত্তরে তিনি গোপাল বাবুর নাম করেন। তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রেরা এখন উড়িষ্যার ভাগ্য-নিয়ন্তা। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতা আসিলেই গুরুদর্শন করিয়া যান। একজন তাঁহাদের এই গুরুকে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি দেখাইয়াছেন বিংশ শতাব্দীর অধ্যাপক পুরাকালের গুরুসদৃশ হইতে পারেন—ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে আপনার নিকট থাকিব।" অবসর গ্রহণের ১৪ বৎসর পরে ১৯৪১ সালের শেষে, গোপাল বাবু কটকে যাইলে তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে যেরূপ সম্মান করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীও

কামা। কেহ কেহ তাঁহাকে **Maker of Modern Orissa** বলে।

গোপাল বাবুর মাতা শ্রীমতী ঈশানী দেবীর, ৮৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বুদ্ধি যেরূপ প্রখর, স্মরণশক্তিও সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক ছিল। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলা দেবী আদর্শ হিন্দু-গৃহিণী। ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা বিবাহের পরেই ও কনিষ্ঠা কন্যা সুষমা অতি অল্পবয়সে মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইঁহার পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র **চারুচন্দ্র** এম্-এ, বি-এল্ (Gold Medalist), Sub-Judge Sylhet ; Author of "Studies in Hindu Thought" with Foreword by Sir Radhakrishnan, dedicated to Sir B. N. Seal. ইনি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা।

দ্বিতীয় পুত্র **বিমল চন্দ্র** এম্-এ, বি-এল, কাব্যভূষণ, আলিপুরের উকীল, author of "নির্ম্মাল্য" with a Foreword by Dr. Dinesh Chandra Sen, dedicated to Dr. Rabindra Nath Tagore. ইনি কলিকাতা, বৌবাজারের Hardware Merchant, K. C. Mukerjee and Sonsএর স্বত্বাধিকারী ত্রৈলোক্য বাবুর জামাতা।

তৃতীয় পুত্র **অমলচন্দ্র** M.B., D. T. M., D. P. H. (Gold Medalist) Bacteriologist. Calcutta Corporation. ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ইঁহার কয়েকটী গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ ডাক্তারি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বাবু রাধাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের জামাতা।

চতুর্থ পুত্র **অনিলচন্দ্র** পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও বি-এল্ পাশ করিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট হন এবং এবং পরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া এখন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। ইঁহার প্রণীত "বাবতার-তত্ত্ব" বাঙ্গালায় নূতন গ্রন্থ। উক্ত

গ্রন্থখানি পূজ্যপাদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন Dr. (এক্ষনে Justice) Radhabinode Pal. বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে ইঁহার নানা বিষয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়। ইনি সালিখার Hardware Merchant Messrs. Ramlal Mukherjee & Sonsএর স্বত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিজলী কুমারের জামাতা।

পঞ্চম পুত্র **নিখিলচন্দ্র** এম্-এ, বি-এল্। ইনি এম্-এ, ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান ও বি-এল্ ফাইন্যালে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে ঢাকার মুন্সেফ। ছাত্রাবস্থায় লিখিত ইঁহার একটী ইংরাজী প্রবন্ধ কোন সংবাদপত্রে দেখিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইনি বিহারের ভূতপূর্ব্ব পি, এম, জি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা।

গোপাল বাবুর মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী **স্নেহলতার** সহিত **শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের** বিবাহ হয়। ভূপেন্দ্রনাথ শিবপুর কলেজ হইতে বি-ই পাশ করিয়া Guaranteed post পান। ইনি Executive Engineer হওয়ার ৩।৪ মাসের মধ্যেই দৈবাৎ শায়িত অবস্থায় ট্রলিতে যাইতে যাইতে একটি কঠিন বস্তুর সহিত ট্রলির সংঘর্ষের ফলে নিজের বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া ৩৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার জীবন রক্ষার জন্য ইঁহার মনিব E. I. Ryর authorities অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গোপাল বাবুর পুত্র ও জামাতা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সাহিত্যসেবী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত।

রায় বাহাদুর গোপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশলতা

১। **রাধামোহন** (স্ত্রী দুর্গা দেবী) তৎপুত্র রামযাদু, রামদাস, হরিপ্রসাদ, ও শ্রীরামচন্দ্র (স্ত্রী ঈশানী দেবী)। ২। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদ্বয় গোবিন্দচন্দ্র (স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী দেবী) ও গোপালচন্দ্র (স্ত্রী সরলা দেবী) ৩।

৩। **গোপালচন্দ্রের** ৫ পুত্র—চারুচন্দ্র (স্ত্রী ইন্দিরা), বিমলচন্দ্র (স্ত্রী ভবানী), অমলচন্দ্র (স্ত্রী শোভনা), অনিলচন্দ্র (স্ত্রী সতীরাণী) ও নিখিলচন্দ্র (স্ত্রী তারা) ; ৩ কন্যা হেমলতা, স্নেহলতা (স্বামী ভূপেন্দ্রনাথ) ও সুষমা ৪।

৪। চারুচন্দ্রের ২ কন্যা মালবিকা ও রূপলেখা। বিমলচন্দ্রের ১ পুত্র অশোক ও ১ কন্যা রমা। অমলচন্দ্রের ১ কন্যা অনুরাধা । অনিলচন্দ্রের ১ পুত্র অলোক। নিখিলচন্দ্রের ১ পুত্র তপন। (৪) স্নেহলতার ১ পুত্র সুধন্য ও ৩ কন্যা নমিতা, অমিতা ও গীতা। নমিতা (স্বামী দ্বিজোত্তম ৺ জষ্টিস দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, **Labour Officer**) কন্যা—নন্দিতা। অমিতা ১৯৪১ সালে **I. A.** পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বিষয়ে **Letter** ও কলেজ হইতে ২টি রৌপ্য মেডেল পায়।

পুরী জেলার অন্তর্গত টাঙ্গীর পি, ডবলু, ডি এবং ডি, বি, কণ্ট্রাক্টার

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশ ও কুল-পরিচয়—ফুলিয়া মেল—ভঙ্গ

কাঁটাদিয়া দাশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাঁ মান্দ্রার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

বংশাবলী।

ভট্টনারায়ণ ১, বরাহ (আদিবরাহ) ২, সুবুদ্ধি ৩, বৈনতেয় ৪, বিবুধেশ ৫, (সুবিক্ষ) সুভিক্ষ ও সুরেশ্বর ৬, সুভিক্ষ সুত ভয়াপহ ৭, ধরণীধর ৮,

মহাদেব ৯, মকরন্দ ১০, কাঁটাদিয়া দাশু ও বিনায়ক ১১, দাশু সুত মুরারি, বনমালী, মধু, নৃসিংহ ইত্যাদি ১২, বনমালী সুত ভব ও ভীম ১৩, ভব সুত জিতু, দুঃখু ও ডোমন ১৪, জিতু সুত দিগম্বর ১৫, সর্ব্বানন্দ ও বলভদ্র ১৬, সর্ব্বানন্দ সুত হিরণ্য ও ভরত ১৭, হিরণ্য সুত পিতাম্বর ১৮, গঙ্গাগতি, চতুর্ভুজ ও বেদগর্ভ ১৯, চতুর্ভুজ সুত সবাই, লোহাই ও সুন্দর ২০।

এই তালিকার সহিত সম্বন্ধনির্ণয় প্রথম পরিশিষ্টের

১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত তালিকার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

সুন্দরের ধারা

২০। সুন্দর সুত নকড়ি ও অর্জ্জুন মিশ্র (ভঙ্গ) ২১।

২১। অর্জ্জুন মিশ্র সুত গদাধর ও বিশ্বনাথ (ভট্টাচার্য্য) ইহা হইতে ধরগাঁয়ের ভট্টাচার্য্য আখ্যা ২২।

২২। বিশ্বনাথ সুত মাধব (সাং বিদগাঁ মান্দ্রা বিক্রমপুর), বাণীনাথ (ইহা হইতে গুণগাঁয়ের ভট্টাচার্য্য বংশের উৎপত্তি), গণেশ (ইহা হইতে চিত্রকরার ভট্টাচার্য্য বংশের উৎপত্তি) ও জগদীশ (বাণারীর শাখা) ২৩।

মাধবের ধারা—বিদগাঁ মান্দ্রা বিক্রমপুর

২৩। মাধব সুত শিবদেব ২৪। তৎসুত রামজীবন ২৫।

২৫। রামজীবন সুত হরিদেব, যাদবেন্দ্র, জনার্দ্দন, কাশীরাম, দুর্গাদাস ও বীরেশ্বর ২৬।

২৬। জনার্দ্দন সুত লোকনাথ ও পুরুষোত্তম ২৭।

২৭। পুরুষোত্তম সুত বলরাম, বনমালী, কালীশঙ্কর ও রামচাঁদ ২৮।

২৮। বলরাম সুত রামসুন্দর, কালিদাস, কাশীনাথ ও রঘুনাথ ২৯।

২৯। রামসুন্দর সুত ঠাকুরদাস, ভবানীদাস, দুর্গাচরণ (০) ও উমাকান্ত (০) ৩০।

৩০। ঠাকুরদাস সুত চন্দ্রকান্ত ও অম্বিকাচরণ ৩১।

৩১। চন্দ্রকান্ত সুত যদুনাথ, উপেন্দ্রনাথ, সত্যরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন ও নিত্যরঞ্জন ৩২।

৩২। যদুনাথ সুত ননীগোপাল ও জ্যোতির্ম্ময় ৩৩।

৩২। উপেন্দ্রনাথ সুত সুরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও বীরেন্দ্র ৩৩।

৩২। সত্যরঞ্জন সুত শম্ভুচন্দ্র, চিররঞ্জন, মনোরঞ্জন ও মাণিক ৩৩।

৩২। চিত্তরঞ্জন সুত শঙ্কর, নটবর, অনীল ও মাখন ৩৩।

৩০। ভবানীদাস সুত নিশিকান্ত ও অশ্বিনী ৩১।

২৯। কালিদাস সুত অক্ষয়কুমার ৩০।

৩০। অক্ষয়কুমার সুত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী P. W. D. and D. B. Contractor, P. O. Tangi, District (Puri) ৩১।

৩১। অবনীমোহন সুত গৌরীপদ, বিভূতিভূষণ ও সুধাংশুভূষণ।

২৯। কাশীনাথ সুত রামকানাই ও আদিত্যচন্দ্র ৩০।

৩০। রামকানাই সুত চিন্তাহরণ (রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার) ও রেবতীমোহন (রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট) ৩১।

৩১। চিন্তাহরণ সুত ভুবনেশ্বর ৩২।

৩১। রেবতীমোহন সুত প্রিয়মোহন ও সত্যমোহন ৩২।

৩০। আদিত্যচন্দ্র সুত সন্তোষ, হরিদাস ও গোবিন্দদাস ৩১।

২৯। রঘুনাথ সুত মহিমচন্দ্র ৩০। মহিমচন্দ্র সুত অনুকূল ৩১।

ইঁহারা দাশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান, বন্দ্যঘটী গাঁই, ফুলিয়ামেল, কুথুম শাখা,—সামবেদী,—শাণ্ডিল্য গোত্রীয়।

—সমাপ্ত—

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট

ক্রোড়পত্র

সূচীপত্র

বলরাম ঠাকুরের সন্তান-রঘুনন্দনের ধারা /০

পাটুলির চট্ট কৃষ্ণের সন্তান ।/০

কামদেব পণ্ডিত বংশ ॥৵০

ছোটনাগপুরে বাঙ্গালীভাবাপন্ন কুম্ভকার সমাজ ৸০

ব্যক্তিসূচী

কালীকুমার মুখোপাধ্যায় /০

অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় /০

দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর ও সি-আই-ই /০

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ /০

ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ ৵০

বিভুদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ ।০

সুরনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রাঙ্কন শিক্ষক ।০

শম্ভু বিদ্যাবাগীশ ।৵০

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ।৶০

গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় ।৶০

গিরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ।৶০

গিরিশভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ ।৶০

রজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ ॥০

গোপেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ রায় বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন জজ ॥/০

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বি-এ ॥৵০

কমলেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বি-এ ॥৵০

রাখালচন্দ্র ভকত ৸৵০

ফুং মুং বলরাম ঠাকুরের সন্তান-রঘুনন্দনের ধারা

(সম্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ৪০-৪১পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কালীকুমার মুখোর (৩২) ৩য় পুত্র অন্নদাচরণের (৩৩) বংশ ও কুল-পরিচয়

নিজ ব্রহ্মোত্তর ভিটায় বর্ত্তমান নিবাস

৪৯ নং কালীকুমার মুখার্জ্জি লেন, পোঃ শিবপুর (হাওড়া)

কালীকুমারের (Hd. Clerk, Sibpur Botanic Garden) (৩২) ৫ পুত্র ও ৭ কন্যা। জামাতা (১) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন সঃ নিঃ ১ম পরিশিষ্ট ৬৪পৃঃ (২) ৺চন্দ্রনাথ বন্দ্যো। (৩) ৺কৈলাস-বন্দ্যো। ও (৪) ৺চাঁদমোহন বন্দ্যো। কালীকুমার মহাসমারোহে অন্নপূর্ণা পূজা, দুর্গা পূজা ও কালী পূজা করিতেন। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীহরিহর বাণলিঙ্গ ও শ্রীশ্রীদধিবামন শালগ্রাম বিগ্রহ বিদ্যমান আছেন। কিন্তু ১৯১০ ইং হইতে দুর্গা পূজা বন্ধ হইয়াগিয়াছে। কালীকুমারের মৃত্যু ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৭৭ সাল।

তৃতীয় পুত্র ৺অন্নদাচরণ (Bengal Secretariat ও Revenue Deptt.এ Senior Assistant) ৩৩। মৃত্যু ৫৬ বৎসর বয়সে ইং ১৯০৮, ২৫ শে জানুয়ারী। ইঁনি দানশীল, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, নিত্যক্রিয়াশীল, শাস্ত্রচর্চ্চারত, শমদমপরায়ণ, সৌম্যমূর্ত্তি এবং মধুরভাষী আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইঁনি ভবানীপুরের ৺জগদানন্দ মুখো রায় বাহাদুরের ভাগিনেয় কলিকাতার প্রথম ভারতীয় Collector রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান ৺দুর্গাগতি-বন্দ্যো। রায় বাহাদুর ও C. I. E. মহাশয়ের দুই কন্যা সৌদামিনী ও সুলোচনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺সৌদামিনী যোগে সুত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় M.A. B. L. (অবসরপ্রাপ্ত Dy. Magistrate) ৩৪। ইঁনি বারাশত নিবাসী জলপাইগুড়ির Govt. Pleader ও Public Prosecutor রায় বাহাদুর ৺প্রিয়নাথ বন্দ্যো। B. L., (স্বভাব কুলীন ফুলিয়ামেল—অনন্ত প্রকরণ নারায়ণের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র বিনোদরাম বংশ-সম্ভব বন্দ্যো।) মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুমনা দেবীকে বিবাহ

করেন। ইঁনি কৃতজ্ঞ, দানশীল এবং এখনও পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রমী ও পিতার ন্যায় নিষ্ঠাবান, নিত্য ক্রিয়াপরায়ণ এবং বেশভূষায় আড়ম্বরবর্জ্জিত। ইঁনি চুচুড়ায় নিজ নির্ম্মিত নূতন গৃহে সাধারণতঃ বাস করেন এবং শেষ রাত্রে নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। ইঁনি এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই বেলা সুচারু রূপে স্বহস্তে শাক-সব্জী ফুল-ফলের বীজবপন বৃক্ষরোপন জলসেচনাদি করিয়া থাকেন। ইঁনি চিত্রাঙ্কন, Carpentry, যন্ত্রমেরামতি ও সুরতালমানলয়ে নিপুণ এবং জ্যোতিষজ্ঞ। চাকুরী জীবনে ইঁনি অত্যন্ত ন্যায়বিচারপরায়ণ, নির্ভীক, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্পষ্টবক্তা এবং তোষামোদবিমুখ ছিলেন। ইঁনি সফর (tour) কালে নিজ তৈজসপাত্র উপকরণাদি সঙ্গে লইতেন। নিজ পাচক বা ব্রাহ্মণ আর্দ্দালী সঙ্গে না লইতে পারিলে স্বপাক খাইতেন। কখনও কখনও নিরাহারে অথবা মাত্র একটী ডাব বা যৎকিঞ্চিৎ ফল আহারেও মফঃস্বলে দিন কাটাইয়াছেন।

মন্মথনাথের (৩৪) তিন পুত্র ও সাত কন্যা: জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূদেব M. A., B. L., কলিকাতা হাইকোর্টের Advocate, ২য় ৺জয়দেব (বাল্য মৃত), ৩য় ৺বলরাম (মৃত্যু ১৬ বৎসর বয়সে ৯।৬।১৯৪৩) ৩৫। ভূদেব আনুলিয়া নিবাসী স্বভাব কুলীন এবং মুড়াগাছার ৺লালা বাবুর দৌহিত্রী বিবাহী গয়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মায়াময়ীকে বিবাহ করেন। একমাত্র পুত্র ভূদেবের বিবাহে মন্মথনাথ কোনও দাবী দাওয়া করেন নাই এবং বরপণ গ্রহণ করেন নাই। ভূদেবের পুত্র শৈশবে মৃত (৬।৮।১৯২৭)। অতুল চট্টো মহাশয় চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার সুত রামদেব তর্কভূষণের ধারায় কন্দর্পের প্রপৌত্র ও চন্দ্রকুমারের পুত্র।

মন্মথনাথের কন্যা (১) শ্রীমতী শোভাময়ী—স্বামী শ্রীনীরদকুমার বন্দ্যো (গয়ঘড় বন্দ্যো, ভুবনেশ্বরের বংশ নৈকষ্য স্বভাব কুলীন, নদীয়া সুবর্ণপুরের ৺যজ্ঞেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। ইঁনি কলিকাতা High Court Appellate Sideএ

বলরাম ঠাকুরের সন্তান—রঘুনন্দনের ধারা

নিজ পিতামহ ৺নবীনচন্দ্রের পদে Head Translator রূপে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার পুত্র বাল্য মৃত এবং অবিবাহিতা ৫ কন্যা বর্ত্তমান। (২) শ্রীমতী শান্তিময়ী—স্বামী চোরবাগান নিবাসী (স্বভাব নৈকষ্য ভগীরথের সন্তান—খড়দহ মেল) ৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোর একমাত্র সন্তান শ্রীপঞ্চানন। ইঁহার তিন পুত্র—অপূর্ব্বকৃষ্ণ B. A. (শিবপুর বাজারতলার স্বভাব কুলীন সর্ব্বানন্দী মেল ভুক্ত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশচীন্দ্রের জামাতা), অভয়কৃষ্ণ ও অমিয়কৃষ্ণ। পঞ্চাননের ২ কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী (অবিবাহিতা) ও টুলু। (৩) মন্মথনাথের ৩য়া কন্যা ৺সুধাময়ী ও (৪) ৪র্থী কন্যা ৺স্নেহময়ীর সহিত যথাক্রমে কৃষ্ণনগর রায়পাড়া নিবাসী স্বভাব কাশ্যপ গোত্র ৺নিশানাথ রায়ের (রাজা ৺গণেশচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র) ১ম ও ২য় পুত্র ৺দিবানাথ ও কালীনাথের (B. Sc.) বিবাহ হয়। ৺দিবানাথের পুত্র শৈশবে মৃত। ৺দিবানাথের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী স্নেহমঞ্জরীর স্বামী নদীয়া ফুলিয়া সিমুলিয়া নিবাসী ৺মন্মথনাথ মুখোর ২য় পুত্র অমৃতময় (B. Sc., G. V. Sc., বেলগাছিয়া Vety. Collegeএ Research Officer)। ইঁহার ৪ ভগিনী মধ্যে ৩য়া ও ৪র্থী ভগিনী যথাক্রমে বাঁকুড়া ও রাণাঘাটে সৎপাত্রে প্রদত্ত হওয়ায় ইনি ভ্রাতাগণের সহিত সঙ্কুল হইয়াছেন। কালীনাথের প্রথমা স্ত্রী ৺স্নেহময়ীর এক সন্তান শ্রীমান্ সুধামুকুল (গোপাল) যাহার নাম সঃ নিঃ তৃতীয় পরিশিষ্ট ৫৩ পৃষ্ঠে ভুলক্রমে "স্নেহাঙ্কুর" আছে, মাতামহ মন্মথনাথের নিকটেই লালিতপালিত হইতেছে। (৫) মন্মথনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রা (অবিবাহিতা)। পঞ্চমা কন্যা ৺মমতাময়ী শৈশবে ও ৬ষ্ঠা কন্যা ৺তৃপ্তিময়ী অনূঢ়া মৃতা।

৺অন্নদাচরণের (৩৩) প্রথমা স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর তিনি ৺দুর্গাগতির কনিষ্ঠা কন্যা সুলোচনাকে বিবাহ করেন। ৺সুলোচনা যোগে এক কন্যা হিরণ্ময়ী ও ৫ পুত্র—১ম ৺প্রমথনাথ ৩৪ (কাশ্যপ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের জামাতা)

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট

সুত (১) সুদেব ও (২) বিভুদেব M. A., ৩৫। ২য় সুকনাথ (Hindu School ও উত্তরপাড়া Govt. স্কুলে চিত্রাঙ্কন শিক্ষক) ৩৪। ইঁনি পারিশ্রমিক লইয়া বহু ধনী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির Oil Painting Portrait আঁকিয়া দিয়াছেন। ইঁনি রাণীগঞ্জ নতীর স্বভাব কুলীন ৺রামকিঙ্কর বন্দ্যোর জামাতা—সুত আদিত্যদেব ও ২ কন্যা (১) সবিতা (স্বামী নণ্ডী নিবাসী স্বভাব কুলীন শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যো) এবং (২) সগিতা (স্বামী সাতক্ষীরা নিবাসী স্বভাব কুলীন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টো। ৩য় ৺শিবনাথ (অপুত্রক) ৩৪—১মা স্ত্রী আন্দুলিয়ার স্বভাব কুলীন ৺প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোর কন্যা যোগে এক কন্যা শ্রীমতী গীতা (স্বামী বল্লভী মেল ভুক্ত স্বভাব কুলীন রাখালদাস গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাধারমণ। ২য়া স্ত্রী সিদ্ধশ্রোত্রিয়, ষড় রায়ের কন্যা যোগে ২ কন্যা—যমুনা ও রমা। ৪র্থ সতীনাথ ৩৪ (সিদ্ধশ্রোত্রিয় বামাচরণ চক্রবর্ত্তীর জামাতা) সুত আর্য্যদেব ৩৫। ৫ম দেবনাথ (কলিকাতা Imperial Bankএর অন্যতম Sub Accountant) ৩৪ স্বভাব কুলীন বল্লভী মেল হেমন্ত বন্দ্যোর জ্যেষ্ঠ জামাতা—কন্যা জয়ন্তী ও সুত আলোকনাথ ৩৫।

৺অন্নদাচরণের কন্যা চিন্ময়ীর স্বামী জনাই নিবাসী স্বভাব কুলীন, খড়দহ মেল ৺হরকুমার বন্দ্যো—সুত ব্রহ্মকুমার (আহিড়ীটোলা নিবাসী স্বভাব কুলীন ফুলিয়া মেল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোর জামাতা)।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। তাং ২১।৭।৪৩

পাটুলির চট্ট কৃষ্ণের সন্তান

দুর্গাদাসের শাখা

নৈকষ্য কুলীন সর্ব্বানন্দী মেল

(এঁড়েদার চাটুজ্যে নামে খ্যাত)

বেহালা ব্রাহ্ম সমাজ রোড্ নিবাসী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবপুর ষষ্ঠীতলা নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্ঞাতিদ্বয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বন্ধনীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বংশের আংশিক তালিকা সম্বন্ধনির্ণয় তৃতীয় পরিশিষ্ট প্রথম খণ্ডে পৃঃ ।৴০, ৪০, ৭৮, ৯৭, ২৪৪ এবং ২৭৮তে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুলির মধ্যে পরস্পরে এবং নিম্ন প্রদত্ত তালিকার সহিত কোন কোন স্থানে পার্থক্য আছে।

দক্ষ ১, সুলোচন ২, বাসুদেব ৩, নাটদেব ৪, বরাহ ৫, শ্রীকর ৬, মহরূপ ৭, গোবিন্দ ৮, চক্রপাণি ৯ (অন্যমতে চান্দ), গুণাকর ১০-প্রথম পাটুলিতে বাস করেন, অর্ক ১১, কৃষ্ণ ১২-ইঁহারই নামে কৃষ্ণের সন্তান বলিয়া খ্যাতি, হরি ১৩ (অন্যমতে লোকনাথ), শ্রীমান ১৪, বাচস্পতি ১৫ (অন্যমতে বাণ বাচস্পতি), তপন ১৬, ব্যাস ১৭ (অন্যমতে তপন সুত গদাধর তৎসুত ব্যাস), দুর্গাদাস ও বিষ্ণুদাস ১৮।

দুর্গাদাসের (১৮) ধারা

দুর্গাদাস সুত কৃষ্ণবল্লভ ও হরিবল্লভ ১৯। দুর্গাদাস এঁড়েদাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণবল্লভ সুত (অন্যমতে হরিবল্লভ সুত) রাঘবরাম ২০, রামকৃষ্ণ, রামদেব, রামগোবিন্দ এবং রামভদ্র ২১ (মতান্তরে রাঘব সুত রামরাম ও রামকৃষ্ণ এবং রামরাম সুত রামভদ্র), রামকৃষ্ণ সুত রামরাম, রামকেশব

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট

রাধাকান্ত, রামশরণ, রাজারাম, অনন্তরাম ও রঘুনন্দন ২২, রামরাম সুত লক্ষ্মীকান্ত ২৩, শম্ভু বিদ্যাবাগীশ, শিবচন্দ্র ও গোলক ২৪, শম্ভু সুত গৌরীপ্রসাদ ও গণেশ ২৫, গৌরীপ্রসাদ সুত ঈশরচন্দ্র ২৬, বেণীমাধব ও নীলমাধব ২৭, বেণীমাধব সুত ৺গিরিজা, গিরীন্দ্র, ৺গিরিশ, ৺রজনী, ৺গগন, গোপেন্দ্র ও কন্যা শৈলবালা, ৺সুরবালা এবং ৺সোমবালা ২৮, নীলমাধব সুত পূর্ণ, জ্যোতিষ, সতীশ, সুরেন্দ্র, কল্যাণ ও কন্যা চারুবালা ২৮।

গণেশ ২৫, মাধব, যাদব, রামচন্দ্র ও দুর্গাদাস ২৬, মাধব সুত প্রসন্ন ২৭, মণি ২৮। রামচন্দ্র সুত রাজেন্দ্র ২৭, দুর্গাদাস সুত শরৎ ও শান্তি ২৭।

গোলকচন্দ্র ২৪, জগবন্ধু ২৫, তিনকড়ি ও মহেন্দ্র ২৬, তিনকড়ি সুত অতুল, অনুকূল (রায় সাহেব), ও সানু ২৭।

রামকেশব ২২, রামলোচন ২৩, কালিদাস, পার্ব্বতিচরণ ও গোবর্দ্ধন ২৪, গোবর্দ্ধন সুত শ্যামাচরণ ২৫, বেচারাম ২৬, চিন্তামণি, রাজন, অশোক, সিদ্ধি এবং হৃদয় ২৭, চিন্তামণি সুত শচীন্দ্র, যতীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্র ২৮। নিবাস ব্রাহ্ম সমাজ রোড্, বেহালা।

রামভদ্র ২১, রামনারায়ণ ২২, রতিকান্ত, রামকান্ত ২৩, রতিকান্ত সুত কালিচরণ ২৪, তারকনাথ ২৫, রঘুমণি ও যোগেন্দ্র (শিবপুর ষষ্ঠীতলা) ২৬, যোগেন্দ্র সুত জীবেন, দ্বিজেন, প্রফুল্ল ও রবীন ২৭।

রামকৃষ্ণ ২১ বেহালার মদন হালদারের বাটীতে বিবাহ করেন এবং তৎপুত্র রামকেশব (২২) বেহালাতে আসিয়া মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্তে তথায় বসবাস করেন ও অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মীকান্তের (২৩) সন্তানগণ বেহালায় বাস করিতেন ও তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি বেহালায় বসবাস করিতেছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে রামকেশবের ন্যায় লক্ষ্মীকান্ত কিম্বা তাঁহার পিতা রামরামও বেহালাতে বসবাস করিয়াছিলেন।

পাটুলির চট্ট কৃষ্ণের সন্তান

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৺বেণীমাধব—বাঙ্গালা প্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ পরোপকারী এবং সর্ব্বজনাদৃত লোক অধুনা বিরল। ইঁনি বহুবাজারস্থ বিখ্যাত মতিলাল বংশীয় ৺রামনারয়ণের কন্যা ৺গিরিবালাকে বিবাহ করেন। নিজ নির্ম্মিত বাটীতে ৺কাশীবাস করিতেন। ইঁহার মৃত্যু ১৭ই জুন, ১৯২৯ এবং পত্নীর মৃত্যু ১০।১।১৯৩৫।

৺গিরিজাভূষণ—বেহালা গড়াগাছা নিবাসী ৺বিধু মুখোর কন্যা ৺সুশীলা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার একমাত্র কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ মৃগকল্যান নিবাসী ৺যতীন্দ্র ঘোষালের সহিত হয়। মৃণালিনীর চার পুত্র ও এক কন্যা।

গিরিন্দ্রভূষণ—বাঙ্গালা প্রদেশে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে ম্যানেজার ছিলেন। এলাহাবাদ নিবাসী ৺নিমাই মুখোর কন্যা ৺সুশীলার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পুত্র ইন্দুভূষণ B. A., L. L. B., কন্যা ৺কমলা। কন্যার বিবাহ কর্পোরেসনের ইঞ্জিনিয়ার সনৎ বন্দ্যো B. Eর সহিত হয়। ইঁহার একমাত্র পুত্র অজিৎ বন্দ্যো। ইন্দুভূষণের প্রথম বিবাহ ৺কাশীতে ৺সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা ৺সুপ্রভাময়ীর সহিত হয়। পুত্র সুধাংশু: দ্বিতীয় বিবাহ বেহালা নিবাসী বিজয় মুখোর কন্যা উমার সহিত হইয়াছে। পুত্র হিমাংশু এবং কন্যা ভবানী, শিবানী ও শান্তা।

৺গিরিশভূষণ—বি-এ, বি-এল্। যুক্তপ্রদেশের বাঁদা জেলার সরকারী উকীল ছিলেন। ইঁনি বড় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং জ্যোতিস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিবাহ সীতাপুরের (আউধ) সরকারী উকীল বিমলা ভট্টাচার্য্যের (শুদ্ধশ্রোত্রিয়) কন্যা ৺সুহাসিনীর সহিত হয়। মৃত্যু ইং ১৩।৮।২১ এবং তৎপত্নীর মৃত্যু ইং ৫।৩।৩৫। দুই পুত্র অনাদি B. Com. ও অনন্ত এবং তিন কন্যা সরোজবাসিনী, অন্নপূর্ণা এবং দুর্গা। কন্যাত্রয়ের বিবাহ যথাক্রমে

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশি

হুগলী জেলার শুক্‌ড়া (সোমরা বাজার) নিবাসী প্রভাস মুখো B. Scর সহিত, এলাহাবাদ নিবাসী হেম মুখোর সহিত এবং ভাগলপুর নিবাসী নরেশ্বর মুখো বি-এ, বি-এল্ এর সহিত হয়। তাঁহাদের পুত্র কন্যা যথাক্রমে (১) প্রভাত, মিনতি, আরতি, প্রণতি, প্রণব ও প্রদীপ (২) সুভাস, সমীর, সুহৃদ, সুবীর ও সুরথ (৩) অমিত, আশীষ ও সুনন্দা।

শৈলবালা—ধর্ম্মদা নিবাসী বিপিন বন্দ্যো এম্-এর সহিত বিবাহ হয়। বিপিন বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় দিনাতিপাত করিতেন। ইনি ৺কাশীতে ও বালীগঞ্জে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিপিন বাবুর মৃত্যু ইং১৯৩৭। তিন পুত্র (১) মনমোহন ব্রহ্মদেশে থেয়েটমিওতে সরকারী উকীল ছিলেন; ইঁহার প্রথম বিবাহ এঁড়েদাতে ৺জয়কৃষ্ণ ঘোষালের কন্যার সহিত এবং দ্বিতীয় বিবাহ মণিখালি কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺নন্দগোপাল মুখোর কন্যার সহিত হইয়াছে, পুত্র Lieutenant অজিৎ B. A., B. L. ও কন্যা কল্যানী। (২) ডাঃ বলরাম M. B., B. S. বিবাহ বালীগঞ্জ নিবাসী রেবতী চট্টো ডেপুটীর কন্যা শোভাময়ীর সহিত হইয়াছে। পুত্র অশোক। (৩) কেদার—বিবাহ চন্দননগর নিবাসী মণীন্দ্র চৌধুরীর কন্যা লীলার সহিত হয়। পুত্র অমিত। বিপিন বাবুর দুই কন্যা অরুণবালা ও ইন্দুবালার বিবাহ যথাক্রমে হুগলী মহরমপুর নিবাসী ৺সত্যচরণ চট্টো এবং জনাই নিবাসী প্রবোধ মুখো B. A., B. L.এর সহিত হয়। দ্বিতীয়া কন্যার সন্তান দেবকুমার, শিবপ্রসাদ B. Sc., গৌরী, সতী, আশু B. Sc. গোপাল, বিজয় ও অতীন্দ্র এবং প্রথমা কন্যার সন্তান ৺রেণুকা, সুশীল, শান্তি ও রমা।

৺রজনীভূষণ—B. A., B. L.—ব্রহ্মদেশে প্রোম নগরে এড্‌ভোকেট্ ছিলেন। ১ম বিবাহ এঁড়েদা নিবাসী কুঞ্জ বন্দ্যোর কন্যা ৺সুরমার সহিত, ২য় বিবাহ ভাগলপুর নিবাসী ডাক্তার ভুবন মুখোর কন্যা ৺সুহাসিনীর

পাটুলির চট্ট কৃষ্ণের সন্তান

সহিত, ৩য় বিবাহ নাওরা গ্রাম নিবাসী কালীপ্রসন্ন মুখোর কন্যা অবলার সহিত হইয়াছে। তিন পুত্র রণেশ, দীনেশ ও অশেষ; এক কন্যা সুষমার বিবাহ ময়ূরভঞ্জ নিবাসী সুবল বন্দ্যোর সহিত হইয়াছে। রজনীর মৃত্যু ১৬।২।১৯৪২—টালীগঞ্জ প্রতাপাদিত্য রোডে নিজস্ব বাটী আছে।

গোপেন্দ্রভূষণ—জন্ম ইং ১৮।৬।১৮৮২, M. A. (১৯০৫), B. L. (১৯০৬)। ইঁনি আউধের সীতাপুর জেলার সরকারী উকীল বিমলা ভট্টাচার্য্যের কন্যা ননীবালাকে বিবাহ করেন। সংযুক্ত প্রদেশে ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পূর্ব্বে মুন্সেফ ও সবজজ ছিলেন। ইঁনি গভর্ণমেণ্ট হইতে Silver Jubilee Medal, Coronation Medal এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁনি লক্ষ্ণৌতে নিজস্ব বাটী তৈয়ার করাইয়াছেন। তিন পুত্র—গোবিন্দ B. Sc. ৺মুকুন্দ ও অরবিন্দ, চারি কন্যা—প্রমিতা, সবিতা, প্রণতা এবং বিনীতা। তিন কন্যার বিবাহ যথাক্রমে কাণপুর নিবসী সুরেন্দ্র বন্দ্যো Electrical Engineer এর সহিত, ভাগলপুর নিবাসী ডাক্তার বিভূতি মুখো M. B., B. S. এর সহিত এবং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী দয়াময় মুখো M. A., B. L. এর সহিত হইয়াছে। ১মা কন্যার পুত্র তরুণ ও দিলীপ এবং কন্যা সিপ্রা ও শুভ্রা।

৺সুরবালা—বালী নিবাসী ৺ইন্দ্রনাথ মুখোর সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

৺সোমবালা—জনাই নিবাসী তারিণী মুখোর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তারিণী চট্টগ্রামে রেলওয়ে পুলিসের ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং চাঁদপুরে বিপ্লবীদের হস্তে গুলীর আঘাতে নিহত হন। পুত্র Lieutenant ভবদেব Signal Inspector, A. & B. Ry. বিবাহ চুঁচুড়া নিবাসী আশুতোষ চট্টোর কন্যা সাধনার সহিত হইয়াছে। ইঁহার দুইটী পুত্র দীপক ও খোকা। সোমবালার তিন কন্যা—সরযূ, ৺সাবিত্রী ও সতী যথাক্রমে বিবাহ শিবপুর নিবাসী খগেন্দ্র চট্টো, জোগ্রাম নিবাসী ৺শশী চট্টো এবং লোয়ার সার্কুলার রোড্ নিবাসী রাসমোহন বন্দ্যোর সহিত হইয়াছে। সরযূর সন্তান নিরুপমা ও অমর এবং সতীর সন্তান বাণী, রেখা, ঘটু ও খোকা।

কামদেব (২১) পণ্ডিত বংশ

রামশরণ (৩১) পুত্র রামলোচন ও রামদুলালের ধারা

স্বভাব খড়দহ মেল

আদি নিবাস শিংটী শিবপুর, হাওড়া জেলা

রামশরণের অপর পুত্রগণের পরিচয় ৩য় পরিশিষ্ট ১০৫ পৃঃ দেখুন

বংশাবলী

কামদেব পণ্ডিত ২১। মধুসূদন ২২। সন্তোষ ২৩। রামকান্ত ২৪। রামেশ্বর ২৫। প্রাণবল্লভ ২৬। সদাশিব ২৭। রামকিশোর ২৮। কৃষ্ণদেব ২৯। আনন্দীরাম ৩০। রামশরণ ৩১। ইঁহাদিগের বিস্তৃত বংশাবলী ৩য় পরিশিষ্ট ৯৪-১০৫পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রামশরণ সুত রামলোচন ও রামদুলাল প্রভৃতি ৩২।

রামলোচনের (৩২) ধারা

রামলোচন সুত ভবানীচরণ ৩৩। তৎসুত মহেশচন্দ্র, ভোলানাথ, রামচরণ ও হরিশ্চন্দ্র ৩৪। মহেশ সুত হারাণচন্দ্র, ঠাণ্ডারাম ও অধরচন্দ্র ৩৫। হারাণচন্দ্র সুত অর্দ্ধেন্দুশেখর বি-এ, জ্ঞানেন্দুশেখর ও কমলেন্দুশেখর বি-এ ৩৬। অর্দ্ধেন্দুশেখর সুত অমলেন্দুশেখর আই-এ পড়িতেছে, অভয়েন্দুশেখর ও ছোটখোকা ৩৭। অধরচন্দ্র সুত শশধর ও ভূধর ৩৬। বর্ত্তমান নিবাস ১৪২নং রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর পোঃ, হাওড়া।

রামদুলালের (৩২) ধারা

রামদুলাল সুত ত্রিলোচন ৩৩। তৎসুত তারাচাঁদ, কুড়ারাম, উমাচরণ ও গিরিশ ৩৪। তারাচাঁদ সুত ভোলানাথ ও অক্ষয় ৩৫। কুড়ারাম সুত নুটবিহারী ও তিনকড়ি ৩৫। নুটবিহারী সুত মাণিক ৩৬। তিনকড়ি সুত সুবোধ, জয়দেব ও রণজিৎ ৩৬। হাল নিবাস শালকিয়া, হাওড়া জেলা।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিন পুত্রে অর্দ্ধেন্দু, জ্ঞানেন্দু, কমলেন্দু ও দুই কন্যা মৃণালিনী ও প্রভাবতী। ইনি হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিংটী

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট

শিবপুর গ্রামের শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ৺মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীকে বিবাহ করেন।

মৃণালিনীর বিবাহ হাওড়া শানাপাড়া নিবাসী স্বভাব ফুলে মেলের, শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হয়। ইনি পুলিশ কোর্টে চাকুরী করিতেন (অপুত্রক)।

প্রভাবতীর বিবাহ খুলনা জেলার গিলসিমিল নিবাসী স্বভাব খড়দহ মেলের ৺মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হয়। ইঁনি ই-আই রেলের Accounts Inspector. ইঁহার ৪ পুত্র ধ্রুব, অনিল, পঙ্কজ ও কার্ত্তিক এবং তিন কন্যা।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর আন্দুলিয়া নিবাসী কোচবিহার ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব জুডিসিয়াল মেম্বর ৺প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (স্বভাব খড়দহ মেল) ৪র্থী কন্যা শ্রীমতী ফুলরাণী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা মায়ারাণী, শোভারাণী, সন্ধ্যারাণী, স্নিগ্ধা ও শান্তা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দুশেখর বালী নিবাসী ৺ললিতমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের (বেগের গাঙ্গুলী স্বভাব খড়দহ মেল) দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার চারি কন্যা—মাধুরী, মমতা, জয়ন্তী ও গায়ত্রী।

শ্রীযুক্ত কমলেন্দুশেখর জয়নগর নিবাসী স্বভাব ফুলে মেলের শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার এক কন্যা অর্পিতা।

মাতামহ বংশের পরিচয়

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখরের মাতামহ ৺মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (শাণ্ডিল্য গোত্র), প্রমাতামহ ৺রামজয়, বৃদ্ধমাতামহ ৺সীতারাম, অতিবৃদ্ধমাতামহ ৺নারাণচন্দ্র।

১৪২নং রামকৃষ্ণপুর লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত।

তাঃ ইং ১০।৭।৪৩

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট

ছোটনাগপুরে বাঙ্গালীভাবাপন্ন মগধী কুম্ভকার সমাজ

বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গা নদীর দক্ষিণ উপত্যকা-ভূমি প্রাচীন কালে মগধ রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। কুম্ভকার জাতির একটী শাখা তথায় বহুকাল বাস করিয়া বাসভূমির নামানুসারে মগধী কুম্ভকার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সংখ্যাধিক্য বশতঃ ক্রমে তাহারা বিহার প্রদেশের অপরাপর অঞ্চলে, বঙ্গে ও উড়িষ্যায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

মোগল রাজত্বের কাল হইতে যে সকল মগধী কুম্ভকার বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় ও বাঙ্গালা প্রদেশের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাস করিয়া আসিতেছে তাহারা এখনও মগধী কুম্ভকার বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। পুরুষাণুক্রমে ভিন্নদেশে বাসহেতু ও ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা ভাষায় কথোপকথন ও তত্রস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির আচার ব্যবহারের কথঞ্চিৎ অনুসরণে পূর্ব্ব বাস ভূমির স্বজনগণের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া পড়িয়াছে। অল্প বিস্তর কুলাচারের পার্থক্য হেতু ইহারা এখনও বঙ্গীয় কুম্ভকারদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। সুতরাং কুম্ভকার জাতির এই শাখা নিজেদের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। উক্ত কয়েকটী জেলায় (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সিংভূম ও মানভূম জেলায়) ইহাদের সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে। শ্রেণীভেদে মগধী, প্রদেশভেদে অনেকাংশে বিহারী হইলেও ভাষাগত ভিত্তিতে বর্ত্তমানে ইহারা বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্গত।

ইহাদের মধ্যে নাগ, কাশ্যপ, রাজ, বিষ্ণু ও পৌল প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং বৈষ্ণব গুরু ও গোস্বামিগণের মন্ত্র শিষ্য। সমাজে ইহারা ভকত, পাল, বেরা প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত। ইহারা মৃৎশিল্প, কৃষি এবং অবস্থা ও

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট

যোগ্যতানুসারে ব্যবসায় ও সরকারী চাকুরী প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কেহ কেহ গ্রাম্য জমিদার। সমাজে শিক্ষিত ও ধনবান ব্যক্তির সংখ্যা কম। এই সমাজের কুম্ভকারগণ মৃৎশিল্পের উন্নতি করে বিশেষ যত্নবান। ইহারা বঙ্গদেশের কুম্ভকার অপেক্ষা অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক মৃন্ময়দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, ইহাই ইহাদিগের বিশেষত্ব।

এই সমাজের একটী বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল। এই বংশের আদি পুরুষ সুবলরাম গয়া জেলার টিকারী রাজ্য হইতে আসিয়া সিংহভূম জেলার ধলভূম সবডিভিসনের অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে বসতি করেন। বর্ত্তমান ধলভূমের বহু গ্রামে ও ধলভূমের বাহিরেও উক্ত বংশ প্রসার লাভ করিয়াছে। এই বংশের অধিকাংশ শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন, সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন ও স্বজাতি-বৎসল। কৃষি, গ্রাম্য জমিদারী, ব্যবসায়, চাকুরী ও শিল্প-কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ইঁহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন। ইঁহারা নাগ গোত্রীয় ও ভকত উপাধিধারী।

বংশাবলী।

সুবলরাম ভকত ১। সুবলরাম সুত দয়ালরাম ও নয়নচন্দ্র ২। দয়ালরাম সুত বলরাম ও চুনারাম ৩। চুনারাম সুত প্রহ্লাদচন্দ্র ৪। প্রহ্লাদচন্দ্র সুত শীতলচন্দ্র, নারায়ণচন্দ্র ও পরাণচন্দ্র ৫। শীতলচন্দ্র সুত ধনু ও দোলগোবিন্দ ৬। দোলগোবিন্দ সুত রাসবিহারী ৭। নারায়ণচন্দ্র সুত শ্রীনিবাস ও ক্ষুদিরাম ৬। শ্রীনিবাস সুত আহ্লাদচন্দ্র ও প্রহ্লাদচন্দ্র ৭। আহ্লাদচন্দ্র সুত আতঙ্কভঞ্জন, কেশবচন্দ্র ও গোবিন্দ ৮। কেশবচন্দ্র সুত গিরিধারী ও পরমানন্দ ৯। ক্ষুদিরাম সুত উচ্ছব ও মুচিরাম ৭। পরাণচন্দ্র সুত অক্ষয়চন্দ্র, অভয়চরণ ও রাখালচন্দ্র ৬। অক্ষয়চন্দ্র সুত গোবর্দ্ধন ও কৃপাসিন্ধু ৭। গোবর্দ্ধন সুত শ্রীহরি, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও যতীন্দ্র ৮। শ্রীহরি সুত শরৎচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ৯। সুরেন্দ্র সুত বুড়া, মনোরঞ্জন ও খোকা ৯। কৃপাসিন্ধু সুত

ছোটনাগপুরে বাঙ্গালীভাবাপন্ন মগধী কুম্ভকার সমাজ

মতিলাল ৮। অভয়চরণ সুত মৃত্যুঞ্জয়, গুহিরাম ও লম্বোদর ৭। মৃত্যুঞ্জয় সুত প্রাণকৃষ্ণ ৮। গুহিরাম সুত নীহারকান্তি ৮। রাখালচন্দ্র সুত লক্ষ্মীচরণ, শিবচরণ, হরিচরণ, উদ্ধবচন্দ্র, কমললোচন, ঈশানচন্দ্র ও রামচন্দ্র ৮। লক্ষ্মীচরণ সুত উপেন্দ্র, পরশুরাম, মণীন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ৮। উপেন্দ্র সুত অরবিন্দ ৯। শিবচরণ সুত যুগলকিশোর, নবীনকিশোর ও হেমন্ত ৮। হরিচরণ সুত রামরঞ্জন ও ভবরঞ্জন ৮। উদ্ধবচন্দ্র সুত মনোজকুমার ৮। কমললোচন সুত কুমুদরঞ্জন ৮। ঈশানচন্দ্র সুত রাধারমণ ৮। রামচন্দ্র সুত ভূদেব ৮।

নয়নচন্দ্র ও বলরামের বিস্তৃত বংশাবলী বিদ্যমান।

এই বংশে রাখালচন্দ্র ভকত একজন স্বনামধন্য গ্রাম্য জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক, বিদ্যোৎসাহী, স্বজন-বৎসল ও অতিথি সেবাপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে নিজগ্রামে কূপ, জলাশয়, দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সন্তানদিগকে যত্নে শিক্ষিত করিয়াছেন। নিজ সমাজের আর্থিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতির জন্য যত্ন লইতেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি ইংরাজী ১৯৩৩ সালে, ২রা জানুয়ারী, প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মন্তব্য :--এই বাঙ্গলী ভাবাপন্ন মগধী কুম্ভকারদিগকে বাঙ্গালার সমাজ ব্যবস্থায় গ্রহণ করা যায় কিনা সেজন্য বঙ্গীয় কুম্ভকার তথা নবশায়ক ও ব্রাহ্মণ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যেহেতু পরাশর মুনির উক্তিতে ভারতের সমস্ত কুম্ভকার নবশায়ক মধ্যে গণ্য। যথা :—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥

কিন্তু দেশাচার অনুসারে এই কয় জাতির সামাজিক মর্য্যাদা বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য প্রদেশে এক নহে।

তাঃ ১৫।৭।৪৩